Vasha-Jnan

MATRICULATION BENGALI COMPOSITION

ভাষা-জ্ঞান।

সাহিত্য চন্দ্রিকা, সাহিত্য-কোষ, শিক্ষা-প্রবেশ, শিশুসহচর প্রভৃতি বাঙ্গালা
সাহিত্য এবং অভিমন্যুবধ, বরাঙ্গনা বিলাপ, ভারত-বিবাদ
প্রভৃতি কাব্য গ্রন্থ প্রণেতা

শ্রীউমাচরণ দাস

এবং

মারোয়ারী স্কুলের প্রবীণ প্রধান শিক্ষক

শ্রীত্রৈলক্যনাথ ভট্টাচার্য্য বি, এ

সম্পাদিত।

To be had of—

G. N. Haldar.

BOOK-SELLER & PUBLISHER

90-5-A, Harrison Road, Calcutta.

1920

Published by
S. K. HALDAR, M.A.,
91-1, Mechuabazar Street, Calcutta.

OPINION.
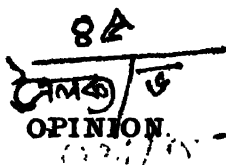
Bhasa-Jnana or knowledge of language by Babu Umacharan Das and Trailokya Nath Bhattacharjee is a very useful publication. It contains everything that a student ought to know for acquiring a good knowledge of English. It will be very useful to Matriculation candidates. I think it will be extensively used in schools. Everything has been clearly explained in simple language.

Sd. J. R. BANERJEE
Vice-Principal,
Vidyasagar College,
Fellow of the Calcutta University.

Printed by K. C. Das,
Metcalfe Printing Works,
34, Mechuabazar Street,
Calcutta.

PREFACE.

Notwithstanding the obvious importance of a treatise on Bengali Grammar and Composition, the systematic study of it was, till recently, entirely neglected in the High schools of Bengal. A very different mode has long prevailed in Germany. There, the vernacular language occupies its appropriate position, forming an *essential* branch in the highest schools. In England, also, a decided improvement has in this respect, recently taken place. Fortunately in Bengal too, under the new regulations, of the Calcutta University. Bengali language and composition has been given an important place in the curriculum. The report of Dr. Sadler's commission also shows how vernacular has been proposed to be the medium of instruction in the high schools. It is, thus, no longer a question whether or not Bengali composition should form a part of regular study. Reason, experience and popular conviction have decided upon its utility.

According to the opinion of many veteran educationists students here are in great need of a suitable book on Bengali composition. It is to remove this want that the present work has been written. It aims at supplying the middle and upper classes of schools with an efficient practical course on all the subjects which it embraces—namely, Grammar, Style and Composition. By carefully including everything important, nothing, I believe, of real utility has been omitted.

The author has aimed at combining clearness of arrangement and appropriateness of elucidation with practical efficiency and thus to make it a really serviceable school book. To this end, all rules and definitions have been presented in the simplest terms. The writer has sought to develop the power of composition of the students in pari passu with the

formation of their style. To this end exercises have been given in which students have been asked to fill up what is understood. Indeed, he has tried to educate the students in Bengali Literature in the real sense of the term. Many question of the University have been given at the end and answers to some of them have been given by way of showing the model.

The special feature of the book, however, has been the chapter on essays. The plan of this part of the book, so far as I have been able to judge it, is entirely novel and original. The subjects for essays being innumerable, it is impossible to give models for each and all of them So hints have been given to most of the useful essays. This will help the students to cultivate their imaginative power and to write essays independently. Besides, some model essays have been given. It is evident that essays written by the same writer cannot help a student to form his style so well as the essays from different writers. Thus essays written by the classical authors of Bengal have been added at the end.

This portion of the book has been quite exhaustive and deserves special attention. It would be better if the author would make it a separate part. I understand, however, that he will do so in the second edition.

In short, I am confident that this book will remove a long-felt want of the students and prove to be of immense service to them. I may, therefore, recomend it strongly to the students for whom it is intended

26 11. 20

KAMINI KUMAR GHOSE
Headmaster
Jorasanko High School
Calcutta

সূচী

উপক্রমণিকা (১—১৩ পৃঃ)।

বিষয়। পৃষ্ঠা।

প্রথম অধ্যায় (১৫—১৭ পৃঃ)।

দ্বিতীয় অধ্যায় (১৮—৭৫)।

তৃতীয় অধ্যায় (৭৫—১০৯)।

চতুর্থ অধ্যায় (১১০—১৩৫)।

পঞ্চম অধ্যায় (১৩৬—১৯১)।

ষষ্ঠ অধ্যায় (১৮৫—৩৪৬।

সপ্তম অধ্যায় (৩৪৭—৪৩২)

* ষ্টার-চিহ্নিত গুলি প্রবন্ধ, তদ্ব্যতীত Hints.

উপক্রমণিকা

ভাষা (Language)

প্রাণিগণের অভিপ্রায় প্রকাশের দুইটিমাত্র উপায় নির্দ্দিষ্ট আছে—ইঙ্গিত ও ভাষা। বাক্‌শক্তি-বিহীন জীবগণ ইঙ্গিতাবলম্বী এবং বাক্‌শক্তি-সম্পন্ন মানবগণ ইঙ্গিত ও ভাষা উভয় অবলম্বী।

মানবগণ যদ্দ্বারা মনোগত ভাব প্রকাশ করিয়া থাকে, তাহাকে ভাষা (Language) (১) বলে। ভাষা-বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ বিবিধ প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা মীমাংসা করিয়াছেন যে, সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষা হইতেই বঙ্গভাষার উদ্ভব হইয়াছে। সংস্কৃত ভাষার অপভ্রংশ প্রাকৃত ভাষা।

---

(১) কোন কোন পণ্ডিত বলেন,—"ভাষা স্বভাবসিদ্ধ নহে, উহা মানবের সৃষ্ট পদার্থ। মানবগণ প্রথমে মৌনভাবাপন্ন ছিল। কেবল অঙ্গ-ভঙ্গী দ্বারা মনোগত ভাব প্রকাশ করিত। পরে ভাব প্রকাশের জন্ত তাহারা শব্দের সাহায্য লইতে লাগিল। দুঃখ বা কষ্ট প্রকাশ কালে "উঃ" "আঃ," কাহাকে সম্বোধনকালে "হে," "ওহে" প্রভৃতি শব্দের উচ্চারণ করিত। পরে বহুবিধ শব্দের মিলন করিয়া মনোঽভিলাষ ব্যক্ত করিতে অভ্যাস করে। এইরূপেই ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে। আবার কেহ কেহ বলেন—"ভাষা মানবের স্বভাব-সিদ্ধ সম্পত্তি। অন্তান্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ন্তায় উহা পরিবর্দ্ধিত হয় ও স্ফূর্ত্তি লাভ করে।"

বস্তুতঃ বাগ্‌যন্ত্রাদি মনুষ্যের সাধারণ সম্পত্তি, ইহা অস্বীকার করা যায় না। কারণ চিন্তা ভাষার প্রথম স্তর। ভাষা ব্যতীত মানব চিন্তা করিতে পারে না। আমাদের মনোভাব ব্যক্ত করিবার অভিপ্রায় হইলেই, উহা বাগ্‌যন্ত্রে প্রতিভাত হয়। শব্দ নির্গমন ঐ আকাঙ্ক্ষার পরিণাম মাত্র। এই নিমিত্ত ভাষা মানবের স্বাভাবিক সম্পত্তি, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। মৌঃ হককৃত—'ভাষা উৎপত্তি ও সাহিত্যের গতি দ্রষ্টব্য।"

পালি, মারহাট্টি, মাগধী প্রভৃতি প্রাকৃত ভাষা। পূর্ব্বে আমাদের লিখন-পঠনাদি কার্য্যে সংস্কৃত ভাষা ব্যবহৃত হইত, কিন্তু সাধারণ কথ্য ভাষা কোন কালে সংস্কৃত ছিল না, উহা প্রাকৃত ভাষায় হইত।

প্রাকৃত ভাষা সর্ব্বত্র এক প্রকার নহে। প্রত্যেক প্রদেশের প্রাকৃত ভাষা সেই প্রদেশের নামানুসারে হইত। বঙ্গদেশমধ্যে বরেন্দ্র প্রদেশে বারেন্দ্রী ও রাঢ় প্রদেশে গৌড়ীয় ভাষা প্রচলিত ছিল।

যৎকালে, মগধদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের আবির্ভাব হয়, তৎকালে মগধ-সিংহাসনে শূদ্র সম্রাট্‌গণ অধিরূঢ় ছিলেন। তাঁহারা দেখিলেন, বৌদ্ধধর্ম্মে জাতিভেদ নাই। ঐ ধর্ম্ম প্রচলিত হইলে জাতিভেদ থাকিবে না। সম্রাট্ বৈষয়িক বিষয়ে শ্রেষ্ঠ হইলেও জাতি বিষয়ে শ্রেষ্ঠ নহেন। যদি বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচলিত হয়, তবে জাতিভেদ থাকিবে না, সুতরাং সম্রাট্ সর্ব্ব বিষয়েই শ্রেষ্ঠ হইতে পারিবেন। এই অভিপ্রায়ে মগধের শূদ্র সম্রাট্‌গণ বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া যথাসাধ্য তাহার পোষকতা করিতে লাগিলেন। সম্রাটের অনুগ্রহলাভের আশায় লোকে দলে দলে বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করিতে লাগিল। অতঃপর সম্রাট্ অশোক প্রকাশ্যে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের নিমিত্ত দূরদেশে প্রচারক প্রেরণ করিতে লাগিলেন। এতকাল ধর্ম্ম ও রাজ-কার্য্যসংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্য সংস্কৃত ভাষায় পরিচালিত হইত। সামান্য কার্য্য ও কথোপকথন প্রাকৃত ভাষায় ছিল। মগধের বৌদ্ধদিগের মধ্যে অধিকাংশ লোকেই সংস্কৃত জানিতেন না। এই নিমিত্ত রাজা অশোক রাজ-সংক্রান্ত কার্য্যে মাগধী (প্রাকৃত) ভাষা ব্যবহারের আদেশ দিলেন। মাগধী ভাষা পাটলীপুত্র নগরের ভাষা। এই ভাষাই "পালি-ভাষা" (১) নামে অভিহিত হইল। পালি-ভাষা তৎকালে রাজ-ভাষা ও

(১) পাটলির অপভ্রংশ পালি।

ধর্ম্মভাষা ছিল। এই নিমিত্ত মগধে ইহার বিশেষ উন্নতি হইতে লাগিল। কান্যকুব্জ ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থানে যে প্রাকৃত ভাষা প্রচলিত ছিল, তাহার নাম ব্রজ-ভাষা। সেই ব্রজ-ভাষা হইতেই বর্ত্তমান হিন্দী ও বাঙ্গালা ভাষার উদ্ভব হইয়াছে।

বঙ্গভাষা বঙ্গদেশেই ব্যবহৃত হইত। বাগড়ির পশ্চিমাংশে গঙ্গানদীর তীরে নবদ্বীপ অবস্থিত। তথায় সংস্কৃতের সমধিক চর্চ্চা ছিল। সংস্কৃত অধ্যয়ন ও গঙ্গাতীরে বাস, এই উভয় প্রকার সুবিধার নিমিত্ত নানাদেশ হইতে লোক আসিয়া এই অঞ্চলে বাস করিতে লাগিল। সুতরাং নবদ্বীপ ও শান্তিপুরের প্রাকৃত-ভাষা উৎকৃষ্ট বলিয়া, উহা বঙ্গদেশের আদর্শ-ভাষা হইয়াছিল। এক্ষণে বাঙ্গালায় যে ভাষা ব্যবহৃত হয়, উহাই নবদ্বীপ ও শান্তিপুরের সাধুভাষা। এই সাধুভাষা সাধারণ কথোপকথনে অল্পই ব্যবহৃত হয়। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন রূপ কথিত ভাষা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু লিখিত ভাষা সকল প্রদেশে প্রায় একরূপ। লিখিত ও কথিত ভাষার সর্ব্বত্রই পার্থক্য দৃষ্ট হয়। এই পার্থক্য বাঙ্গালা ভাষায় অধিক। রাঢ় ও বরেন্দ্র ভূমিতে গৌড়ীয় ভাষা, পূর্ব্ববঙ্গে বঙ্গভাষা এবং কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে কলিকাতাই কথ্যভাষা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

যে প্রদেশে বাণিজ্যাদি বহুবিধ কার্য্য প্রচলিত আছে, তথায় সহজে ও অল্পসময় মধ্যে বহু বাক্যের প্রয়োজন হয়। তজ্জন্য কথ্য ভাষাটি সরল ও সংক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। বাণিজ্য-প্রধান কলিকাতায় অধিক কার্য্যে বিস্তর বাক্যব্যয় আবশ্যক বলিয়া কথ্যভাষার অনেক শব্দ সঙ্কুচিত; কোন কোন মূল শব্দ একেবারে লুপ্তপ্রায় হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গের ভাষা অসাধু ও শ্রুতিকটু বটে, কিন্তু ঐ অশুদ্ধ ও রুচিবিরুদ্ধ ভাষার মধ্যেও একটু মৌলিকতা আছে। নিম্নে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল।

মূলশব্দ	পূর্ব্ববঙ্গ	কলিকাতা
অঙ্গার	আঙ্গার	কয়লা
আম্র	আম	আঁব
উদ্বাহ	বিবাহ (বিয়া)	বে
করিষ্যামি	কর্‌মু	কোর্‌ব
কহয়তি	কহে (কয়)	বলে
গুবাক্‌	গুয়া	সুপারি
চিপিটক	চিরা	চিঁড়ে
চুল্লী	চুলা	উনান

মূলশব্দ	পূর্ব্ববঙ্গ	কলিকাতা
প্রাপ্ত হইলাম	পা'লাম (পাইলাম)	পেলুম
বার্ত্তাকু	বাগুন (বাইগুন)	বেগুন
ভোজন করিলাম	খালাম (খাইলাম)	খেলুম
মুক্তা	মুক্তা	মুক্তো
মূল	মূলা	মূলো
লবণ	লবণ	নুন
সম্মার্জ্জনি	ঝাঁটা (পিছা)	খেংরা

বর্ত্তমান সময়ে শিক্ষা ও অনুশীলনে বাঙ্গালার লিখিত ও কথিত ভাষার পার্থক্য অনেক হ্রাস হইয়াছে। অপর ভাষা (১) হইতেও বহুল শব্দ গ্রহণে বাঙ্গালা ভাষার পুষ্টি সাধিত হইয়াছে। বঙ্গ-ভাষার মূল সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষা বটে, কিন্তু এক্ষণে উহাতে আরবী, পারসী ও ইংলণ্ডীয় ভাষা মিশ্রিত হইয়া নব ভাব ধারণ করিয়াছে। কতকাল হইতে যে ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা নির্দ্দেশ করা যায় না। মানব-সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে ভাষার সৃষ্টি—ইহাই অনেকের ধারণা। মানবের ঐহিক ও পারত্রিক বিবিধ মঙ্গল সাধনোদ্দেশে কতকগুলি বিধি ও নিষেধের ব্যবস্থা হইয়াছে। এই বিধি ও নিষেধ-ব্যবস্থাই বেদ নামে অভিহিত। বেদের ভাষা সংস্কৃত। সংস্কৃত অতি দুরূহ ভাষা। সংস্কৃতের

(১) মুসলমান রাজত্বে আরবী ও পারসী এবং ইংরাজ রাজত্বে ইংরাজী শব্দ বাঙ্গালা ভাষায় প্রবেশ লাভ করিয়াছে। এইরূপে বহু ভাষার শব্দ বঙ্গ-ভাষায় মিলিত হইয়া বঙ্গ-ভাষার কলেবর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে।

পর এই প্রাকৃত ভাষার উৎপত্তি হয়। ইহা সংস্কৃতের ন্যায় দুরূহ নহে। এই প্রাকৃত ভাষা হইতে ক্রমশঃ বঙ্গ-ভাষার উৎপত্তি। কেহ কেহ বলেন সংস্কৃত হইতেই বাঙ্গালা ভাষার জন্ম। কিন্তু দেখা যায় সংস্কৃত মূলভাষা হইলেও প্রকৃত প্রস্তাবে বাঙ্গালা প্রাকৃত ভাষা হইতেই উৎপন্ন। ইহা প্রত্যেক বাঙ্গালা শব্দে দেখা যায়। যেমন "চন্দ্রিকা," (১) প্রাকৃতে চন্দিমা, বাঙ্গালায় চাঁদিমা। চন্দ্রিকার অপভ্রংশ চাঁদিমা হয় না, চন্দ্রিকা হইতেই চন্দিমা তাহা হইতেই চাঁদিমা হইয়াছে।

বঙ্গ-ভাষা ও বর্ণমালা

কোন কোন প্রত্নতত্ত্ববিদ্ বলেন—"বাঙ্গালাভাষা ও বর্ণমালা প্রায় একসময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়াছে, কিন্তু কেহই তাহার সময় নির্দ্ধারণ করিতে পারেন নাই" (২)। আবার কেহ কেহ বলেন—"বুদ্ধদেবের সময় হইতে বঙ্গ-ভাষা ও তৎসহ বর্ণমালা চলিয়া আসিতেছে। "বৌদ্ধ-গান দোঁহা" নামক যে পুস্তক বঙ্গীয়সাহিত্য-পরিষদ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে, "চর্য্যাচর্য্য বিনিশ্চয়" "সরোজবজ্রের-দোঁহাকোষ", "কাহ্নপাদের দোঁহাকোষ" ও "ডাকার্ণব"—এই চারিখানি পুস্তক আছে। খৃঃ দ্বাদশ শতাব্দীতে বঙ্গাক্ষরে লিখিত এই দোঁহা ও গীতিকাগুলি নেপাল হইতে সংস্কৃত টীকার সহিত সংগৃহীত হইয়াছে। মহামহোপাধ্যায়

---

(১) জ্যোৎস্না।

(২) "জয় নগরের রাজা সুন্দরবনে একখণ্ড তাম্র-ফলক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ঐ ফলক রাজা লক্ষ্মণ সেনের রাজত্বকালে কোন ব্রাহ্মণকে প্রদত্ত ভূমির সনন্দস্বরূপ দেওয়া হয়। উহাতে যে অক্ষর আছে, তাহা না বাঙ্গালা না দেবনাগরী। তাহাতে অনুমান হয়, দেবনাগরী হইতে বাঙ্গালা অক্ষর সৃষ্টি হইবার সমকালে উহা খোদিত হইয়া থাকিবে। লক্ষ্মণ সেনের রাজত্বকাল সহস্র বৎসরের অধিক হইয়াছে। অতএব সহস্র বৎসরের অধিক হইল দেবনাগর হইতে বাঙ্গালা অক্ষরের সৃষ্টি হইয়াছে।"

(রামগতি ন্যায়রত্ন।)

মূলশব্দ	পূর্ব্ববঙ্গ	কলিকাতা
অঙ্গার	আঙ্গার	কয়লা
আম্র	আম	আঁব
উদ্বাহ	বিবাহ (বিয়া)	বে
করিষ্যামি	করমু	কোর্‌ব
কহয়তি	কহে (কয়)	বলে
গুবাক্	গুয়া	সুপারি
চিপিটক	চিরা	চিঁড়ে
চুল্লী	চুলা	উনান

মূলশব্দ	পূর্ব্ববঙ্গ	কলিকাতা
প্রাপ্ত হইলাম	পা'লাম (পাইলাম)	পেলুম
বার্ত্তাকু	বাগুন (বাইগুন)	বেগুন
ভোজন করিলাম	খালাম (খাইলাম)	খেলুম
মুক্তা	মুক্তা	মুক্তো
মূল	মূলা	মূলো
লবণ	লবণ	নুন
সম্মার্জ্জনি	ঝাঁটা (পিছা)	খেংড়া

বর্ত্তমান সময়ে শিক্ষা ও অনুশীলনে বাঙ্গালার লিখিত ও কথিত ভাষার পার্থক্য অনেক হ্রাস হইয়াছে। অপর ভাষা (১). হইতেও বহুল শব্দ গ্রহণে বাঙ্গালা ভাষার পুষ্টি সাধিত হইয়াছে। বঙ্গ-ভাষার মূল সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষা বটে, কিন্তু এক্ষণে উহাতে আরবী, পারসী ও ইংলণ্ডীয় ভাষা মিশ্রিত হইয়া নব ভাব ধারণ করিয়াছে। কতকাল হইতে যে ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা নির্দ্দেশ করা যায় না। মানব-সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে ভাষার সৃষ্টি—ইহাই অনেকের ধারণা। মানবের ঐহিক ও পারত্রিক বিবিধ মঙ্গল সাধনোদ্দেশে কতকগুলি বিধি ও নিষেধের ব্যবস্থা হইয়াছে। এই বিধি ও নিষেধ-ব্যবস্থাই বেদ নামে অভিহিত। বেদের ভাষা সংস্কৃত। সংস্কৃত অতি দুরূহ ভাষা। সংস্কৃতের

(১) মুসলমান রাজত্বে আরবী ও পারসী এবং ইংরাজ রাজত্বে ইংরাজী শব্দ বাঙ্গালা ভাষায় প্রবেশ লাভ করিয়াছে। এইরূপে বহু ভাষার শব্দ বঙ্গ-ভাষায় মিলিত হইয়া বঙ্গ-ভাষার কলেবর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে।

পর এই প্রাকৃত ভাষার উৎপত্তি হয়। ইহা সংস্কৃতের ন্যায় দুরূহ নহে। এই প্রাকৃত ভাষা হইতে ক্রমশঃ বঙ্গ-ভাষার উৎপত্তি। কেহ কেহ বলেন সংস্কৃত হইতেই বাঙ্গালা ভাষার জন্ম। কিন্তু দেখা যায় সংস্কৃত মূলভাষা হইলেও প্রকৃত প্রস্তাবে বাঙ্গালা প্রাকৃত ভাষা হইতেই উৎপন্ন। ইহা প্রত্যেক বাঙ্গালা শব্দে দেখা যায়। যেমন "চন্দ্রিকা," (১) প্রাকৃতে চন্দিমা, বাঙ্গালায় চাঁদিমা। চন্দ্রিকার অপভ্রংশ চাঁদিমা হয় না, চন্দ্রিকা হইতেই চন্দিমা তাহা হইতেই চাঁদিমা হইয়াছে।

বঙ্গ-ভাষা ও বর্ণমালা

কোন কোন প্রত্নতত্ত্ববিদ্ বলেন—"বাঙ্গালাভাষা ও বর্ণমালা প্রায় একসময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়াছে, কিন্তু কেহই তাহার সময় নির্দ্ধারণ করিতে পারেন নাই" (২)। আবার কেহ কেহ বলেন—"বুদ্ধদেবের সময় হইতে বঙ্গ-ভাষা ও তৎসহ বর্ণমালা চলিয়া আসিতেছে। "বৌদ্ধ-গান দোঁহা" নামক যে পুস্তক বঙ্গীয়সাহিত্য-পরিষদ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে, "চর্য্যাচর্য্য বিনিশ্চয়" "সরোজবজ্রের-দোঁহাকোষ", "কাহ্নপাদের দোঁহাকোষ" ও "ডাকার্ণব"—এই চারিখানি পুস্তক আছে। খৃঃ দ্বাদশ শতাব্দীতে বঙ্গাক্ষরে লিখিত এই দোঁহা ও গীতিকাগুলি নেপাল হইতে সংস্কৃত টীকার সহিত সংগৃহীত হইয়াছে। মহামহোপাধ্যায়

---

(১) জ্যোৎস্না।

(২) "জয় নগরের রাজা সুন্দরবনে একখণ্ড তাম্র-ফলক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ঐ ফলক রাজা লক্ষ্মণ সেনের রাজত্বকালে কোন ব্রাহ্মণকে প্রদত্ত ভূমির সনন্দস্বরূপ দেওয়া হয়। উহাতে যে অক্ষর আছে, তাহা না বাঙ্গালা না দেবনাগরী। তাঁহাতে অনুমান হয়, দেবনাগরী হইতে বাঙ্গালা অক্ষর সৃষ্টি হইবার সমকালে উহা খোদিত হইয়া থাকিবে। লক্ষ্মণ সেনের রাজত্বকাল সহস্র বৎসরের অধিক হইয়াছে। অতএব সহস্র বৎসরের অধিক হইল দেবনাগর হইতে বাঙ্গালা অক্ষরের সৃষ্টি হইয়াছে।"

(রামগতি ন্যায়রত্ন।)

পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলেন—"ইহা খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে নানকপন্থের যোগী ও সিদ্ধাচার্য্যেরা রচনা করেন।" এই বৌদ্ধগান ও দোঁহা বাঙ্গালাভাষার মূল ও আদি বলিয়া অনেকে স্বীকার করেন।

প্রায় নয়শত বৎসর পূর্ব্বে "ত্রিপুরা রাজাবলী" বঙ্গাক্ষরে গদ্যাকারে (১) লিখিত হয়। বিদ্যাপতির (২) কৃত "পুরুষ-পরীক্ষা"ও এই সময়ের বলিয়া কথিত হয়। সে যাহা হউক, ইহার বহু পূর্ব্বে যে বঙ্গভাষার প্রচলন হইয়াছে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

অতঃপর রামরাম বসুর "প্রতাপাদিত্য-চরিত" ও মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কারের "প্রবোধ-চন্দ্রিকা" প্রভৃতি গ্রন্থ বাহির হয়। ঐ সকল গ্রন্থ এবং প্যারিচাঁদ মিত্রের (টেকচাঁদ ঠাকুরের) গদ্য গ্রন্থগুলির তৎকালে সমধিক আদর ছিল। কিন্তু ঐ সময়ের ভাষার সহিত বর্ত্তমান ভাষার বিস্তর প্রভেদ দৃষ্ট হয়। তৎকালের লেখকগণ সুপণ্ডিত হইলেও সরল ও বিশুদ্ধ বাঙ্গালায় কিছু লিখিতেন না।

প্রথমে রাজা রামমোহন রায় সরল বাঙ্গালায় ব্যাকরণ ও অন্যান্য গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া বঙ্গভাষাকে প্রকৃত শক্তি প্রদান করিয়াছেন। তদনন্তর

(১) দেবনাগর হইতে যে বাঙ্গালা বর্ণমালার সৃষ্টি তাহা অনেকেই স্বীকার করেন। কারণ দেবনাগর বর্ণমালা অতি জটিল; ঐ সকল অক্ষরে দ্রুত লেখা সম্ভাবিত নয়, অথচ কার্য্যের আধিক্যের সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত লেখা আবশ্যক হইতে লাগিল। এই নিমিত্তই বোধ হয় লোকে দেবনাগর অক্ষরের বক্রতা বিদূরিত করিতে লাগিলেন। সেই চেষ্টার পরিণামফলই বঙ্গাক্ষর।

(২) "পুরুষ-পরীক্ষা" যেরূপ বাঙ্গালা ছাঁচে গঠিত, বিদ্যাপতির লেখা সেরূপ বাঙ্গালা নহে। তাঁহার বাঙ্গালা হিন্দিমিশ্রিত পদাবলীতে যেরূপ মধু ক্ষরিত হয়, পুরুষ-পরীক্ষার তাহার কণামাত্র মধু আছে কিনা সন্দেহ। এরূপ স্থলে "পুরুষ-পরীক্ষা" বিদ্যাপতির লেখা বলিয়া অনেকেই অস্বীকার করিতেছেন।

পণ্ডিত ৺ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় মধুর ও প্রাঞ্জল শব্দে গ্রথিত সর্ব্বজন-আদরণীয় গদ্য সাহিত্য দ্বারা বাঙ্গালার ভাষা-ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়াছেন।

মহাত্মা ৺অক্ষয়কুমার দত্তও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সমকালীন ও সহযোগী ছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সরসভাব ও শব্দবৈচিত্র্যে এবং দত্ত মহাশয়ের ভাষার ওজস্বিতায় বঙ্গ-ভাষা নবভাবে সজ্জিত হইয়া বঙ্গের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছে। অক্ষয়কুমার বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ-লেখকের পথপ্রদর্শক। অতঃপর ৺বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও ৺কালীপ্রসন্ন ঘোষ (বিদ্যাসাগর) প্রাদুর্ভূত হইয়া সাহিত্য-জগতে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছেন। সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্রের সুমধুর ভাষা ও অচিন্তনীয় ভাবে বঙ্গবাসী মুগ্ধ। কালীপ্রসন্ন বাবুর বিশুদ্ধ বাঙ্গালায় ও সুমধুর শব্দ-যোজনায় বঙ্গসাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছে।

বাঙ্গালার ছন্দ (Metra)

মানবের মনের ও কণ্ঠের আদিম উদ্ভাবনা সঙ্গীত। যৎকালে মানব ভাষা লাভ করে নাই বা বাগিন্দ্রিয়ে বর্ণ পর্য্যন্ত বিকাশ প্রাপ্ত হয় নাই, তৎকালেও মানব সঙ্গীত লাভ করিয়াছিল। অতএব সঙ্গীতই বঙ্গ-সাহিত্যোন্নতির মূলীভূত কারণ। (১)

ছন্দোবদ্ধ বাক্য বলা তাৎকালীন লোকের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ছিল। প্রথমে ছড়া, ছড়া হইতে নাচারি, পাঁচালী ও পয়ারের উৎপত্তি হইয়াছে। অতএব ছড়াই বাঙ্গালা ছন্দের আদি বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

---

(১) কেবল বঙ্গ-ভাষায় নহে, দেবভাষা সংস্কৃতে ও বেদ, স্তোত্র, গীতা প্রভৃতি সঙ্গীত ব্যতীত আর কিছুই নহে।

জয়দেবের অব্যবহিত পরে বিদ্যাপতির (১) বাঙ্গালা ও হিন্দি সম্মিলিত পদাবলী বাহির হয়। বিদ্যাপতি সুপণ্ডিত, তাঁহার পদাবলীও অতি মধুর। তাঁহার কবিতা এইরূপ—

"এ সখি কি পেখনু, এক অপরূপ
শুনইতে মানবী, স্বপন স্বরূপ।"

বিদ্যাপতির সময় বিখ্যাত কবি চণ্ডীদাসের (২) পদাবলী বঙ্গীয় স্ত্রী-পুরুষ-কণ্ঠে নিনাদিত হইতেছিল। ইহাঁর ভাষাও হিন্দি এবং বাঙ্গালা বিমিশ্রিত। তবে চণ্ডীদাসের ভাষা কিছু পরিষ্কৃত, কিন্তু কবিত্বে বিদ্যাপতিই শ্রেষ্ঠ ছিলেন। চণ্ডীদাসের কবিতা—

"অঙ্গ-মোড়া দিয়া কহিছ কথা,
না জানি অন্তরে কি ভেল ব্যথা।"

অতঃপর জীব গোস্বামীর "করচা", বৃন্দাবনদাসের "চৈতন্যমঙ্গল" এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজের "চৈতন্যচরিতামৃত" আদি গ্রন্থে হিন্দি শব্দ ক্রমে ক্রমে হ্রাস হইয়া কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীরাম দাসের মহাভারতে (৩)

---

(১) বিদ্যাপতির জন্মস্থান ও সময় কেহ নির্ণয় করিতে পারেন নাই। কেহ কেহ বলেন, ইঁহার জন্ম বঙ্গদেশে, পরে মিথিলায় গিয়া রাজা শিব সিংহের আশ্রয় গ্রহণ করেন। মিথিলায় বাস হেতু ইহাঁর কবিতা হিন্দিভাবাপন্ন। চৈতন্য দেবের সময় ইনি বৃদ্ধ। ১৪৪০ খৃঃ হইতে ১৫০৬ পর্য্যন্ত ইঁহার জীবনকাল দেখা যায়। ইহাঁর "দুর্গাভক্তি-তরঙ্গিণী" "দানবাক্যাবলী" "বিবাদ সার" গয়াপত্তন প্রভৃতি গ্রন্থ দৃষ্ট হয়।

(২) বীরভূম জেলান্তর্গত নান্নুর গ্রামে ১৪১৭ খ্রীঃ অঃ চণ্ডীদাসের জন্ম। পিতার নাম দুর্গাদাস বাগছি, বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। ১৪৫৭ খ্রীঃ অঃ ৩০ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে ইহাঁর মৃত্যু হয়। বিদ্যাপতির সহিত ইঁহার বিশেষ সখ্যতাও ছিল।

(৩) কৃত্তিবাস পণ্ডিত ও কাশীরাম দাস সংস্কৃতে অভিজ্ঞ ছিলেন না। ইঁহারা কথকদিগের নিকটে সংস্কৃত রামায়ণ ও মহাভারতের অনুবাদ শুনিয়া পদ্য রামায়ণ

সরল বাঙ্গালার উৎপত্তি হয়। তদনন্তর কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন ও ভারত-চন্দ্র রায় গুণাকর সুমধুর পদ্য রচনা করিয়া বঙ্গীয় কবি-কুলের পথ-প্রদর্শক হন। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে বহুল সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ থাকিলেও তাঁহার কবিতাই আদর্শস্থানীয় হইয়াছে। এরূপ মধুর শব্দে মনোহর ভাব ও ছন্দ রক্ষা করিয়া বিশুদ্ধ কবিতা লিখিতে ভারতচন্দ্র সিদ্ধহস্ত ছিলেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব কবিগণ অনুপ্রাসপ্রিয় এবং মিশ্র ও অমিশ্র দীর্ঘ পয়ার, ত্রিপদী ও চৌপদী এবং লাচারীর পক্ষপাতী ছিলেন। গুণাকর ভারতচন্দ্রের ও ঐশ্রেণীর কবিতা যথেষ্ট ছিল। তাঁহার সময়ই উহার প্রাঞ্জলতা ও পরিমার্জ্জনা হইয়াছে এবং সেইভাব অদ্যাপি চলিতেছে। নিম্নে তাহার কতিপয় দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল।

"দিনু পুরুত মন্ত্র পড়ায় অর্দ্ধেক তার ভুল
কিনু নাপিত দাড়ি কামায় অর্দ্ধেক তার চুল (১)।

(দাশরথী রায়।)

"গোদাবরী তীরে আছে কমল কানন,
তথা কি কমলমুখী করেন ভ্রমণ ?

(কৃত্তিবাস)

ও মহাভারত প্রণয়ন করিয়াছেন। কথকগণ, সরল ও শ্রুতিমধুর করিবার নিমিত্ত মূল গ্রন্থের বিস্তর পরিবর্ত্তন ও পরিবর্জ্জন করিয়াছেন। আবার ইঁহারা পদ্যানুবাদ করিবার সময়ও কোন কোন অংশে কোন কোন স্থান পরিবর্ত্তন করিয়া থাকিবেন। এই নিমিত্ত মূল গ্রন্থের সহিত ইঁহাদের অনূদিত রামায়ণ ও মহাভারতের অনেক স্থানে অনৈক্য দৃষ্ট হয়। যাহা হউক, কৃত্তিবাসী "রামায়ণ" ও কাশীদাসী "মহাভারত" দ্বারা বঙ্গবাসী ও ভাষার যে উন্নতি হইয়াছে, মূল গ্রন্থে তাহা হয় নাই।

(১) প্রাকৃত শব্দ প্রয়োগ কেবল প্রাচীন রীতি নহে, অদ্যাপিও কিছু কিছু চলিতেছে।

"কোতোয়াল, যেন কাল, খাঁড়া ঢাল ঝাঁকে,
ধরি বাণ, খরশাণ, হান্ হান্ হাঁকে।

(ভারতচন্দ্র)

"ডিঙ্গায় ডিঙ্গায় লাগি করে ঢুসাঢুসি,
গুঁড়া হয়ে কাঠ, পাট, যায় খসি খসি।"

(মুকুন্দ রায়)

"সুশীতল, শীতল হৃদয় শতদলে,
সুধাময় সুমধুর দয়া রস টলে।"

(ঈশ্বরচন্দ্র)

"রাত পোহাল ফর্‌সা হলো, ফুটল কত ফুল,

(দীনবন্ধু)

"হায় কি হলো বঙ্গদর্শন বঙ্কিম দিল ছেড়ে।
হায় কি হলো, দেশটি গেল সাপ্তাহিকে যুড়ে।"

(হেমচন্দ্র)

"সাতটি চাঁপা, সাতটি গাছে, সাতটি চাঁপা ভাই,
রাঙ্গা বসন, পারুল দিদি তুলনা তার নাই।"

(রবীন্দ্রনাথ)

"মরি কিবা মুর-হর পুর-হর এক দেহে,
যেন নীলমণি স্ফটিকে মিলিত হয়ে রহে।"

(মদনমোহন তর্কালঙ্কার)

পাঠ্যপুস্তক ব্যতীত নাটক, উপন্যাস আদি গ্রন্থ লিখিতে কেবল সাধুভাষা ব্যবহার করিলে চলিবে না। অভিনয়ের গ্রন্থে (দৃশ্যকাব্য), রাজা, রাণী, মন্ত্রী, চেটী, সখী, বয়স্ত, দ্বারী, গুরু, পুরোহিত, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়,

বৈশ্য, ভদ্র, অভদ্র, পার্ব্বত্য ও বন্য অসভ্য প্রভৃতি বিবিধশ্রেণীর পাত্র দ্বারা এক এক খানা কাব্য গঠিত। তাহাতে যে পাত্রের যেরূপ ভাষা, তাহার মুখ হইতে সেরূপ ভাষা বিনির্গত করান আবশ্যক। এই নিমিত্ত প্রাচীন কবিগণ নাটক-আদিতে প্রাকৃত, মাগধী, পৈশাচী, সৌরসেনী ও রাক্ষসী প্রভৃতি বিবিধ ভাষা ব্যবহার করিতেন। বাঙ্গালা দৃশ্যকাব্যে সৌরসেনী-আদি ভাষার প্রয়োজন নাই বটে, কিন্তু পাত্রভেদে সংস্কৃত, সাধারণ হিন্দি, উর্দ্দু, উড়িয়া, প্রভৃতি ভাষার প্রয়োজন হইয়া থাকে। অতএব যাঁহারা দৃশ্যকাব্য লিখিবেন, তাঁহাদিগকে ঐ সকল ভাষাও কিছু কিছু অভ্যাস করিতে হইবে। নিম্নে প্রাচীন দুইটি কবিতা দেওয়া হইল। প্রথম কবিতাটিতে তাৎকালিক বঙ্গবধূর চিত্র ও অতিথি-সেবার আগ্রহ কিরূপ ছিল, তাহাই প্রকাশ পায়। দ্বিতীয় কবিতায় কবিগণ কিরূপ কঠোর ভাব অবলম্বনে কবিতা রচনা করিতেন এবং তাঁহাদের কষ্টকল্পনা ও দুর্ব্বোধ্যদোষ কিরূপ ছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে। ত্রিপুরা জিলার অন্তর্গত কুণ্ডাগ্রামবাসী ৺রামগতি দত্ত রায় কর্ত্তৃক ১২৪৪ বঙ্গাব্দে ইহা লিখিত—

(১ম) "বউ কথা কও"

ব্রাহ্মণ গিয়াছে হাটে, ব্রাহ্মণী জলের ঘাটে,
ঘরে মাত্র রহিয়াছে বউ,
হেনকালে ব্রহ্মচারী, ঘন ডাকে তাড়াতাড়ি,
"গৃহস্থেরা বাড়ী আছে কেউ ?
আমিত রসিকানন্দ, ভিক্ষাতে করহ বন্দ
কাল গেছে একাদশী ব্রত ;

অর্থেতে নাহিক রুচি খাই সদা ক্ষীর লুচি,
দধি, দুগ্ধ, চিনি কিংবা ঘৃত।
ওল, আলু কাচকলা, সৈন্ধবের দুই তোলা
অভাবেতে সিদ্ধ করে খাই।"
বধূ বলে—"হায় হায়! একি মম হ'ল দায়,
শ্বশুর, শাশুড়ী নাহি ঘরে।"
রসনা দশনে তুলি নাকে দিয়া অঙ্গুলি
লজ্জায় বচন নাহি সরে।
অতিথি ফিরিয়া যায়, কেমনে রাখিব তায়,
হেন জন নাহি বলে "রও"
অতিথি বিমুখ দেখি, গাছ হ'তে বলে পাখী,
"বউ কথা কও"।

(২য়) "শীত" (১)

কুমারীর গর্ভে যেন কুমার জন্মিল
শাল্মলী পাইয়া সে অস্ত্র শিক্ষা কৈল।
সরীসৃপ পাইয়া সে বাড়াল শরীর,
কার্ম্মুক হস্তেতে করি গর্জ্জে মহাবীর।

(১) আশ্বিন মাস কুমারী (কন্যা) রাশি। কার্ত্তিক মাস শাল্মলী (তুলা) রাশি। অগ্রহায়ণ সরীসৃপ (বৃশ্চিক) রাশি। পৌষ মাস কার্ম্মুখ (ধনু) রাশি। মাঘ মাস গজারথ (মকর) রাশি। ফাল্গুন মাস কুম্ভ রাশি, চৈত্র মাস মীন রাশি। বৈশাখ মাস মেষ রাশি। ধনঞ্জয়, এখানে ধনবান্ ব্যক্তি।

গঙ্গারথে ভর করি আরম্ভিল রণ,
ধনঞ্জয় বিনা যুদ্ধ না যায় সহন।
কুম্ভের তৃতীয় অংশ বল আছে যার,
মীন মেষে নাগাল পাইয়া চূর্ণ কৈল হাড় (১)।

(দ্বাদশ মাসে দ্বাদশটি রাশি)

(১) আশ্বিন মাসে শীতের জন্ম। কার্ত্তিক মাসে শীতের বল সঞ্চার। অগ্রহায়ণে শরীর বৃদ্ধি। পৌষে শীতের গর্জ্জন। মাঘের শীত ধনবান্ ব্যক্তি ভিন্ন অন্যের অসহ্য। ফাল্গুনের তৃতীয়াংশে শীতের কিছু জোর থাকে। চৈত্র ও বৈশাখ মাসে শীতের হাড় চূর্ণ হইয়া যায়।

এই কবিতাটিও রামগতি দত্ত রায় মহাশয়ের গ্রন্থে দৃষ্ট হয়। তিনি বলিয়াছেন— "কবিতাটি কাহার রচিত জানিতে পারি নাই। আমার স্বর্গীয় পিতৃদেব ৺শিবগতি দত্ত রায় মহাশয় এক শীত ঋতুতে ইহা আবৃত্তি করিয়াছিলেন।

(প্রবন্ধ রচনা ও অনুবাদ-শিক্ষা সংবলিত)

ভাষা-জ্ঞান

প্রথম অধ্যায়

শব্দ-প্রকরণ (Words and Sentences)

১। অর্থবোধক একটি বা একাধিক বর্ণগুচ্ছকে শব্দ (word) কহে। যথা—উ, ঐ, হরি, ধান, হয়, ফকির ইত্যাদি।

২। আমরা শব্দসমূহের যোগে কোন একটি অভিপ্রায় ব্যক্ত করি। এই অভিপ্রায় প্রকাশক শব্দ বা পদকে বাক্য (Sentence) কহে। যথা—আমি আসিলাম, হরি ভোজন করিতেছে।

৩। বাক্যের অন্তর্গত এক একটি শব্দের নাম পদ। যথা,— "এই ফল আপনার যোগ্য, আপনি গ্রহণ করুন।"

(বেতাল পঞ্চবিংশতি)

৪। পদ পঞ্চবিধ (বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্ব্বনাম, অব্যয় ও ক্রিয়া)।

৫। পদ সকল যোগ্যতা, আকাঙ্ক্ষা ও আসত্তি যুক্ত হওয়া আবশ্যক।

যোগ্যতা—পদ সকলের পর-পর সম্বন্ধবিচার সময়ে অর্থে পরস্পর বাধা না থাকাকে যোগ্যতা (compatibility) বলে। যথা, "কুঠার দ্বারা বৃক্ষ ছেদন করিতেছে"—এস্থলে কুঠারের বৃক্ষ ছেদন করিবার যোগ্যতা (শক্তি) আছে বলিয়া উহা একটি বাক্য।

যদি বলা যায়,—"কুঠার দ্বারা লিখিতেছে," তবে ইহা বাক্য হয় না, কারণ কুঠারের লিখিবার যোগ্যতা নাই।

আকাঙ্ক্ষা—মর্ম্মপরিগ্রহের নিমিত্ত একপদ শ্রবণের পর অপর পদ শ্রবণের যে অভিলাষ, তাহাকে আকাঙ্ক্ষা (expectancy) কহে। আকাঙ্ক্ষানুরূপ পদ স্থাপন না করিলে বাক্যার্থ প্রকাশ পায় না। যথা— "গোপাল বিদ্যালয়ে" এইমাত্র বলিলে "গিয়াছে" এই ক্রিয়াপদের আকাঙ্ক্ষা থাকিয়া যায়। এই নিমিত্ত উহা একটি বাক্য হয় না। "গোপাল বিদ্যালয়ে গিয়াছে" বলিলেই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইয়া বাক্যটি প্রস্তুত হইল।

আসত্তি—যোগ্যতা ও আকাঙ্ক্ষাযুক্ত আসন্নবর্ত্তী পদের অর্থ প্রতীতির সন্নিবেশকে আসত্তি (proximity) কহে। যথা :—"ধরিয়াছে মৎস্য হইতে পুকুর"—এরূপ প্রয়োগে অর্থবোধ হয় না, সুতরাং ইহা বাক্য নহে। যদি "পুকুর" এই পদের পর "হইতে" তৎপর "মৎস্য ধরিয়াছে" বলা যায়, তাহা হইলে আসত্তি বশতঃ অর্থবোধের কোন ব্যাঘাত হয় না।

২। পদ—বাক্যের অন্তর্গত বিভক্তিযুক্ত এক একটি শব্দ এক একটি পদ (inflected word) যথা—"নরেন দেবেনকে ডাকিতেছে" এই বাক্যটির তিনটি শব্দে, তিন প্রকার বিভক্তি চিহ্ন যোগ করিয়া তিনটি পদ হইয়াছে। "নরেন" পদে 'অ' "দেবেনকে" পদে 'কে' "ডাকিতেছে" পদে 'এ' বিভক্তি আছে। এই 'অ' 'কে' 'এ' এইগুলি বিভক্তি চিহ্ন।

১। অনুশীলনী (Exercise.)

1. শব্দ কাহাকে বলে? উহা কিরূপে গঠিত হয়? শব্দ ও পদের সাদৃশ্য (দৃষ্টান্ত দ্বারা) দেখাও এবং দশটি শব্দের নাম কর ও তাহাদিগকে পদে পরিণত কর।

2. বাক্য কাহাকে বলে? কি কি অভাব হইলে বাক্য হয় না?

(১) "আতপ-তাপে বস্ত্র আর্দ্র হইল।"

(২) "তিনি লেখাপড়া।"

(৩) "ভালবাসে শিশুকে সুশীল সকলে।"

এই তিনটি বাক্য হইল না কেন? কারণ প্রদর্শন কর ও এই তিনটিকে তিনটি বাক্যে পরিণত কর।

3. নিম্নলিখিত বাক্যগুলির প্রত্যেক বাক্যের পদ ও বিভক্তি নির্দ্দেশ কর।

(১) লেখাপড়া শিখিলে সুখে থাকিবে।

(২) বেণীকে কেহ ভালবাসে না।

(৩) মিথ্যাকথা বলিও না।

(৪) সৎপুত্র কুলের ভূষণ।

(৫) যত প্রকার মনুষ্য আছে, রাজর্ষিই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

(সীতারাম—ব)

4. নিম্নলিখিত ইংরাজী wordগুলির বাঙ্গালা করিলে যে সকল শব্দ হইবে, তাহাদিগকে পদে পরিণত কর—

5. King, empire, summer, home, besides, close by, at hand, in favour of, seasons, festivals, childhood, manhood, biography, costly, articles, market, vegetables, money, in presence of and by force.

দ্বিতীয় অধ্যায়।

পদের প্রকারভেদ।

বাঙ্গালায় পদ (Parts of Speech) প্রধানতঃ ত্রিবিধ ; বিশেষ্য, বিশেষণ ও ক্রিয়া। যথা—"(১) রামচন্দ্র (২) প্রজারঞ্জক (৩) ছিলেন।" (১) বিশেষ্য (২) বিশেষণ (৩) ক্রিয়া।

সর্ব্বনাম এবং অব্যয় বিশেষ্য ও বিশেষণের অন্তর্গত।

বিশেষ্য (Noun).

১। যাহাকে বিশেষ করা যায় অর্থাৎ যাহা বস্তু, ব্যক্তি, জাতি, গুণ ও ক্রিয়াবাচক তাহাই বিশেষ্য।

অতএব বিশেষ্য পাঁচপ্রকার ; যথা :—

(১) বস্তুবাচক (Common বা Material Noun) যথা—জল, বায়ু, ঘর, পুস্তক &c.।

(২) নামবাচক (Proper Noun) যথা—হরি, যদু, ঢাকা, বর্দ্ধমান &c.।

(৩) জাতিবাচক (Specific বা Class Noun) যথা—মনুষ্য, পশু, পক্ষী, ব্রাহ্মণ &c.

(৪) গুণবাচক (Abstract Noun) যথা—গুরুত্ব, লঘুত্ব, দয়া, সরলতা &c.

(৫) ক্রিয়াবাচক (Verbal Noun). যথা—শয়ন, ভোজন, গমন &c.

বিশেষণ (Adjective).

১। যে পদদ্বারা কাহারও দোষ, গুণ বা অবস্থা প্রকাশ পায়, তাহাকে বিশেষণ (Adjective) কহে। যথা—"সুশীল শিশু" এস্থলে 'সুশীল' এই পদদ্বারা শিশুর গুণ প্রকাশ করিতেছে, এই নিমিত্ত 'সুশীল' বিশেষণ পদ।

২। বিশেষণ তিন প্রকার; যথা—

(১) বিশেষ্যের বিশেষণ (যে বিশেষণ বিশেষ্যের দোষ গুণাদি অবস্থা প্রকাশ করে) যথা—নূতন গৃহ, প্রকাণ্ডবৃক্ষ, বিমল কিরণ।

(২) বিশেষণের বিশেষণ (যে বিশেষণ বিশেষণের দোষ গুণাদি অবস্থা প্রকাশ করে) যথা—অতি উত্তম, খুব খারাপ।

(৩) ক্রিয়ার বিশেষণ (যে বিশেষণ ক্রিয়াপদের দোষ গুণাদি অবস্থা প্রকাশ করে) যথা—শীঘ্র যাও, মৃদু হাসিতেছে।

অনুশীলনী (Exercise).

1. পদ কত প্রকার? প্রত্যেক প্রকার পদের লক্ষণ লিখ ও এক একটি উদাহরণ দাও।

2. পাঁচ প্রকার বিশেষ্য ও তিন প্রকার বিশেষণের লক্ষণ লিখিয়া এক একটি দৃষ্টান্ত দাও। বিশেষণের দৃষ্টান্তগুলির প্রত্যেক পদ লইয়া এক একটি বাক্য প্রস্তুত কর।

3. নিম্নলিখিত পদগুলির মধ্যে কোন্‌টি বিশেষ্য ও কোন্‌টি বিশেষণ তাহা নির্দ্দেশ কর এবং ইংরাজীতে অনুবাদ কর—

নয়ন, ভোগ্য, অনুরাগ, রাগ, বিদ্বান্, বিদ্যাবান্, বিদ্যা, পুষ্ট, মাংসল, মাধুর্য্য, মধুর, শান্তি, দয়া, অনুরঞ্জিত, সত্য, কার্য্য, অপরাধ, সাপরাধ।

4. নিম্নলিখিত wordগুলি সাধুভাষায় অনুবাদ করিয়া, উহার কোন্‌টি কোন্ জাতীয় বিশেষ্য বা বিশেষণ, তাহা নির্ণয় কর :—

Angry, son, heated, the moon, burnt, the hook, eaten, given, house, the room, worked, seen, crossing, hot, flock, roundness, fifty mangoes, the Brahmaputra, British Empire, the Calcutta University, break down, mueh gold, talisman and forget me not.

5. "মৃদুনাদী বীচিশ্রেণী তরতরশব্দে নৌকাতলে প্রহত হইতে লাগিল।"

(চন্দ্রশেখর—ব)

উপরোক্ত পংক্তিদ্বয়ের মধ্য হইতে বিশেষ্য ও বিশেষণ পদ পৃথক্ করিয়া দেখাও এবং নিম্নলিখিত পংক্তিগুলির নিম্নরেখ পদের পদ নির্দ্দেশ কর।

"তুমি সাহসী বটে ; পৌরস বাসীর শান্তিভঙ্গ, কুশল ধ্বংস ও সর্ব্বস্বাপহরণাদি সর্ব্ববিধ কুকার্য্য করিয়াও বলিতেছ, আমার অপরাধ কি ?"

(সাহিত্য-চন্দ্রিকা—উ)

বিশেষ্য ও বিশেষণ উভয় প্রকার পদই ধাতু ও শব্দ হইতে নিষ্পন্ন হয়।

ধাতু-নিষ্পন্ন বিশেষ্য (Nouns derived from verbs).

বিশেষণপদ ধাতু প্রত্যয়
অনুজ = অনু-জন্ + ড
অশন = অশ্ + অনট্
উক্তি = বচ্ + ক্তি
কর্ত্তন = কৃৎ + অনট্
কর্ত্তা = কৃ + তৃণ্
কর্ম্ম = কৃ + মন্
কর্ষণ = কৃষ্ + অনট্
কার্য্য = কৃ + ণ্যৎ
কৃষি = কৃষ্ + ইক্
ক্লেশ = ক্লিশ্ + অল্
ক্রয় = ক্রী + অল্
ক্রোধ = ক্রুধ্ + অল্
খনন = খন্ + অনট্
গণন = গণ্ + অনট্
গতি = গম্ + ক্তি
গমন = গম্ + অনট্
গদ্য = গদ্ + য

বিশেষণপদ ধাতু প্রত্যয়
গান = গৈ + অনট্
গামী = গম্ + ণিন্
গুহা = গুহ্ + ক (স্ত্রীলিঙ্গে আপ্)
গ্লানি = গ্লৈ + ক্তি
গ্রথিত = গ্রন্থ্ + ক্ত
চিন্তা = চিন্ত্ + ও (স্ত্রীলিঙ্গে আপ্)
ছেদ = ছিদ্ + অল্
জয় = জি + অল্
জয়ন্ত = জি + অন্ত
জীব = জীব্ + ক
জেমন = জিম্ + অনট্
তর্পণ = তৃপ্ + অনট্
তাপ = তপ্ + ঘঞ্
তৃপ্তি = তৃপ্ + ক্তি
দত্ত = দা + ক্ত
দষ্ট = দন্শ + ক্ত
দান = দা + অনট্

বিশেষণপদ ধাতু প্রত্যয়	বিশেষণপদ ধাতু প্রত্যয়
দায়ী = দা + ণিন্	ভব = ভূ + অল্
দর্শন = দৃশ্ + অনট্	ভয় = ভী + অল্
দিতি = দো + তিক্	ভাব = ভূ + ঘঞ্
দীপ = দীপ্ + অল	ভাবী = ভূ + ণিন্
দুগ্ধ = দুহ্ + ক্ত	ভীতি = ভী + ক্তি
দোহন = দুহ্ + অনট্	ভোজন = ভুজ্ + অনট্
দুহিতা = দুহ্ + তৃচ্	ভ্রম = ভ্রম্ + অল্
দোষ = দুষ্ + অল্	যজ্ঞ = যজ্ + ন
ধ্যান = ধ্যৈ + অনট্	যতি = যম্ + ক্তি
ধ্বংস = ধ্বন্‌স + অল্	রোদন = রুদ্ + অনট্
নন্দন = নন্দি + অন	বক্তৃ = বচ্ + ত্র
নন্দক = নন্দি + ণক	বচন = বচ্ + অনট্
নয়ন = নী + অনট্	বাক্য = বচ্ + ঘ্যণ্
নায়ক = নী + ণক	বিদ্ধ = ব্যধ্ + ক্ত
নেতা = নী + তৃন্	বর্দ্ধন = বৃধ্ + অনট্
নাশ = নশ্ + ঘঞ্	বিদ্যা = বিদ্ + ক্যপ্
নৃত্য = নৃৎ + ক্যপ্	ব্যথা = ব্যথ্ + ঙ
নেপথ্য = নেপথ্ + য	শক্তি = শক্ + ক্তি
পাক = পচ্ + ঘঞ্	শয্যা = শী + ক্যপ্
পাচক = পচ্ + ণক	শয়ন = শী + অনট্
পবন = পূ + অন	শান্তি = শম্ + ক্তি
প্রশ্ন = প্রচ্ছ্ + ন	শিব = শী + ব
ভঙ্গ = ভন্‌জ্ + ঘঞ্	শিষ্য = শাস্ + ক্যপ্

বিশেষ্যপদ ধাতু প্রত্যয়	বিশেষ্যপদ ধাতু প্রত্যয়
শীল = শীল্ + রক (অল্)	স্থান = স্থা + অনট্
শ্রবণ = শ্রু + অনট্	স্থিরতা = স্থির + তা
শ্বাস = শ্বস্ + ঘঞ্	স্নেহ = স্নিহ্ + ঘঞ্
সিক্য = সিক্ + য	স্পর্শ = স্পৃশ্ + অল্
সেচন = সিচ্ + অনট্	স্বপ্ন = স্বপ্ + অনট্
স্তোত্র = স্তু + ত্র	স্মরণ = স্মৃ + অনট্
স্থিতি = স্থা + ক্তি	

ধাতু-নিষ্পন্ন-বিশেষণ (Adjectives derived from Verbs)

বিশেষ্যপদ ধাতু প্রত্যয়	বিশেষ্যপদ ধাতু প্রত্যয়
অন্ন = অদ্ + ক্ত	গীত = গৈ + ক্ত
আসন্ন = আ-সদ্ + ক্ত	গৃহীত = গ্রহ্ + ক্ত
আসীন = আস্ + শানচ্	ছিন্ন = ছিদ্ + ক্ত
উষ্ণ = উষ্ + ণক	জাত = জন্ + ক্ত
উক্ত = বপ্ + ক্ত	তপ্ত = তপ্ + ক্ত
ক্রীত = ক্রী + ক্ত	ত্যক্ত = ত্যজ্ + ক্ত
ক্রুদ্ধ = ক্রুধ্ + ক্ত	দৃষ্ট = দৃশ্ + ক্ত
ক্লান্ত = ক্লম্ + ক্ত	দ্রষ্টব্য = দৃশ্ + তব্য
ক্ষীণ = ক্ষি + ক্ত	দৃশ্যমান = দৃশ্ + শানচ্
ধ্যাত = ধ্যা + ক্ত	ভাব = ভূ + ঘঞ্

বিশেষ্যপদ ধাতু প্রত্যয়	বিশেষণপদ ধাতু প্রত্যয়
ভোগ্য = ভুজ্ + ণ্যৎ	শক্ত = শক্ + ক্ত
মগ্ন = মস্জ + ক্ত	শিষ্ট = শিষ্ + ক্ত
ম্লান = ম্লৈ + ক্ত	শায়িত = শী + ণিচ্
মত্ত = মদ্ + ক্ত	শ্রুত = শ্রু + ক্ত
মুগ্ধ = মুহ্ + ক্ত	সৃষ্ট = সৃজ্ + ক্ত
মুক্ত = মুচ্ + ক্ত	স্থায়ী = স্থা + ণিন্
রুগ্ন = রুজ্ + ক্ত	সুপ্ত = স্বপ্ + ক্ত
বিদ্বান্ = বিদ্ + শতৃ	হত = হন্ + ক্ত

Exercise (A).

1. গ্রহ্, প্রচ্ছ্, ভিদ্, দহ্, ভুজ্, গৈ, ভক্ষ্—এই ধাতুগুলির উত্তর ভিন্ন ভিন্ন কৃৎপ্রত্যয় যোগ করিয়া বিশেষণ শব্দ প্রস্তুত কর এবং নিম্নলিখিত পদগুলির প্রত্যেক পদদ্বারা এক একটি বাক্য রচনা কর—

অতিশয়, প্রকাশ্য, ভক্ত, মগ্ন, দষ্ট, ক্ষীণ, কর্ত্তব্য, সহসা, পশ্চাৎ, বিদ্বান্, সুশীল, শীর্ণ, দুরন্ত, ভদ্র, ভোক্তা, মগ্ন, প্রস্ফুটিত, কম্পমান, নমিত।

2. যাহা শুনা উচিত, যাহা জ্বলিয়া গিয়াছে, যাহা দেখা যাইতেছে, যাহা ভেদ করা যায়, যাহা অত্যন্ত দীপ্তি পাইতেছে, যাহা ছিঁড়িয়াছে, শ্রবণের যোগ্য, দর্শনের যোগ্য,—এই বাক্যগুলি দ্বারা (এক কথায়) এক একটি বিশেষণ পদ গঠন কর।

3. পরপৃষ্ঠায় লিখিত শব্দ (word) গুলির বাঙ্গালা অনুবাদ কর এবং প্রত্যেকটি কিরূপে নিষ্পন্ন হইল তাহা নির্দ্দেশ কর।

Shaken, barren, to be got, to be seen, left, freed, charmed, hear, laid down, asked, known, green, wrecked, ripe, asleep and any.

Exercise (B).

বৃদ্ধ, বিদ্যা, পুষ্প, সংযম, দর্শন, শ্রবণ, বায়ু, নিদ্রা, প্রবাস, রাগ, শক্তি, নয়ন, পবন, ত্যাগ, ভাগ্য, দীপ, মন্ত্রণা, জল, নিধি, শয়ন, ঘ্রাণ, বাক্য, মুক্ত, ভাগ, রাজ্য, মুক্তি, যত্ন, এবং তৃষ্ণা।

1. উপরি-উক্ত পদগুলির প্রকৃতিপ্রত্যয় নির্দ্দেশ কর এবং নিম্নলিখিতগুলি পদে বা শব্দে পরিণত কর ?

পুম্+অ, সম্—খ্যা+অ, ইদম্—দৃশ্+কিপ্, বচ্+ক্ত, আ—শ্রি +অনি, ভুজ্+অন্, নী+ণক, বচ্+ঘ্যণ্, সিচ্+অনট্, কৃ+ণ্যাৎ, নি—ধা+কি, চর্+ইত্র, শ্রু+অনট্, প্র—ভূ+ডু, গম্+অনট্ ; স্বরা—গম্+খ, শাস্+ত্র, শাস+ক্যপ্, অর্চ্চি+অন্, কম্+ক্তি, আ—ছদি +ক্ত, ক্ষণ্+ক্তি, রম্+ঘঞ্, দম্+ক্ত, মচ্+নঙ্, কৃ+মন্, নী+অন্, এবং ক্রুদ্+অনট্।

2. নিম্নলিখিত word (শব্দ) গুলি বাঙ্গলায় অনুবাদ কর এবং সেই বাঙ্গলাগুলির প্রকৃতি প্রত্যয় নির্দ্দেশ কর—

Gratitude, presence, magnitude, greatness, time, reign, dictionary, work, virtuous, humanity, society, friendship, happy, obedience and reverence.

3. নিম্নলিখিত ধাতুগুলির উত্তর ক্ত প্রত্যয় করিয়া যে শব্দ বা পদ হয় তাহার ইংরাজী কর :—

স্থা, পত্, ভিদ্, মচ্, জন্, দা, গৈ, খ্যা, জি, দহ্, দৃশ্, ভজ্, জৃ, ব্যধ্,

শৃ, খন্, পুর, ইষ্, মস্‌জ, ভজ্, বচ্, দন্‌শ, গ্রন্থ, খন্, নশ্, জি, যজ্, পী, ভ্রন্‌শ, শক্, শী এবং ক্রুধ্।

5. নীচের লিখিত wordগুলি বাঙ্গলায় অনুবাদ করিলে যে ধাতু হইবে, তাহাদের প্রত্যেকের উত্তর কৃৎ প্রত্যয় (ভিন্ন ভিন্ন অর্থে) করিয়া বিশেষ্য পদ গঠিত কর—

To break, to hand, to ask, to think, to perish, to lead, to see, to speak.

শব্দ বা তদ্ধিত-নিষ্পন্ন বিশেষ্যজাত বিশেষ্য।

Derivative words.

বিশেষ্য (Nouns).

অর্থ বিশেষে বিশেষ্য শব্দের উত্তর ষ্ণ, ষ্ণি, ষ্ণেয় ণীয়, ষ্ণায়ণ প্রত্যয় যুক্ত হইয়া বিশেষ্য শব্দ উৎপন্ন করে।

অপত্যার্থে।

বিশেষ্য	প্রত্যয়	বিশেষ্য	বিশেষ্য	প্রত্যয়	বিশেষ্য
কুন্তী	(ষ্ণেয়)	কৌন্তেয়	সুমিত্রা	(ষ্ণেয়)	সৌমিত্রের
কৃত্তিকা	,,	কার্ত্তিকেয়	দ্রোণ	(ষ্ণি)	দ্রৌণি
গঙ্গা	,,	গাঙ্গেয়	দশরথ	,,	দাশরথি
নিকষা	,,	নৈকষেয়	রাবণ	,,	রাবণি
বিমাতা	,,	বৈমাত্রেয়	দুহিতৃ	(ষ্ণ)	দৌহিত্র
ভগিনী	(ষ্ণেয়)	ভাগিনেয়	পুত্র	,,	পৌত্র

বিশেষ্য	প্রত্যয়	বিশেষ্য
পাণ্ডু	(ষ্ণ)	পাণ্ডব
মনু	,,	মানব
বসুদেব	,,	বাসুদেব
গর্গ	(ষ্ণ্য)	গার্গ্য
জমদগ্নি	,,	জামদগ্ন্য
দিতী	,,	দৈত্য
অদিতী	,,	আদিত্য
দক্ষ	(ষ্ণায়ণ)	দাক্ষায়ণ

ভাবার্থে।

শীত	(ষ্ণ্য)	শৈত্য
অধিপতি	,,	আধিপত্য
শূর	,,	শৌর্য্য
সুহৃৎ	(ষ্ণ)	সৌহার্দ্দ
দাস	(ত্ব)	দাসত্ব

গুণ ও অন্যান্য অর্থে

করুণা	(ষ্ণ্য)	কারুণ্য
সেনা	,,	সৈন্য
ত্রিলোক	,,	ত্রৈলোক্য
চোর	,,	চৌর্য্য

বন্ধু = (ষ্ণ) বান্ধব, (তা) বন্ধুতা, (ত্ব) বন্ধুত্ব

পশু = (ত্ব) পশুত্ব, (তা) পশুতা

বিশেষ্য	প্রত্যয়	বিশেষ্য

দেব = (ত্ব) দেবত্ব, (তা) দেবতা

এইরূপ শিক্ষক, শিক্ষকত্ব, শিক্ষকতা।

প্রভু = (ত্ব) প্রভুত্ব, প্রভুতা

বালক = (ত্ব) বালকত্ব, বালকতা

মনুষ্য = (ত্ব) মনুষ্যত্ব, মানুষতা

স্বার্থে।

চোর = (ষ্ণ) চৌর

মৃৎ = (তিকন্) মৃত্তিকা ;

এইরূপ উপত্যকা, অধিত্যকা

ত্রিলোক = (ষ্ণ্য) ত্রৈলোক্য

নামন্ = (ধেয়) নামধেয়

জানে এই অর্থে।

তর্ক = (ষ্ণিক) তার্কিক

এইরূপ নৈয়ায়িক, পৌরাণিক, আলঙ্কারিক।

ভক্ত বা উপাসকার্থে।

শিব (ষ্ণ) শৈব ; এইরূপ বৈষ্ণব, বৌদ্ধ, শাক্ত ;

গণপতি = (ষ্ণ্য) গাণপত্য।

গুণার্থে।

সুভ্রাতৃ=(ষ্ণ) সৌভ্রাত্র
লঘু (ষ্ণ) লাঘব
,, (ত্ব) লাঘবত্ব (তা) লাঘবতা
পশু (ত্ব)পশুত্ব, (তা) পশুতা
ঈশ্বর=(ষ্ণ) ঐশ্বর্য্য
কৃপণ=(ষ্ণ্য) কার্পণ্য (তা) কৃপণতা
করুণা (ষ্ণ) কারুণ্য
অধ্যক্ষ (তা) অধ্যক্ষতা
প্রভু (,,) প্রভুতা

জাতার্থে।

নগর (ষ্ণিক) নাগরিক
বর্ষ (,,) বার্ষিক
গ্রাম (ষ্ণ্য) গ্রাম্য
শরদ (ষ্ণ) শারদ
কলঙ্ক (ইত) কলঙ্কিত
পুষ্প (,,) পুষ্পিত
মূর্চ্ছা (,,) মূর্চ্ছিত

শীলার্থে।

ছত্র (ষ্ণ) ছাত্র
তপস (,,) তাপস

সম্বন্ধার্থে।

পৃথিবী (ষ্ণ) পার্থিব
সুর (ষ্ণ) সৌর

সাদৃশ্যার্থে।

পিতৃ (চ্‌ৎ) পিতৃবৎ; এইরূপ চন্দ্রবৎ, গুরুবৎ, পুত্রবৎ, জলবৎ।

আছে অর্থে।

জ্ঞান (বতু) জ্ঞানবান্
লক্ষ্মী (,,) লক্ষ্মীবান্
দয়া (,,) দয়াবান্
দুঃখ (ইন্) দুঃখী
ধন (,,) ধনী
গুণ (,,) গুণী
জ্ঞান (,,) :
সুখ (,,) সুখী

পদ অর্থে।

চৌকি (দার) চৌকীদার—এইরূপ টিকাদার, থানাদার, দফাদার।

করে এই অর্থে।

বাবু (গিরি) বাবুগিরি।
গুরু (,,) গুরুগিরি, কেরাণী-গিরি।

জীবিকার্থে।

ছাতা (ওয়ালা) ছাতাওয়ালা,

ঘড়ি (ওয়ালা) ঘড়িওয়ালা,
মাছ-ওয়ালা, জুতাওয়ালা

অল্পার্থে।

মাছ (টুকু) মাছটুকু, জলটুকু,
দুধটুকু, ছানাটুকু, ফলটুকু

স্বার্থে।

মাছ (টা) মাছটা, গাছটা, ফলটা,
কলাটা, মূলটা

খণ্ডার্থে।

খানা, খানি, খান হয়। যথা—কাপড় খানা, কাপড় খানি, কাপড়খান।

ভাব ও অন্যান্য অর্থে।

জেঠা (মি) জেঠামি, ছেলেমি,
পাগলামি, ঠকামি, বোকামি

বাবু (আনা) বাবুআনা, বিবীআনা
মুন্সীআনা

চালাক (ই) চালাকি, নবাবী,
মোসাহেবী, দালালি

চোর („) চুরী

অনুশীলনী (Exercise).

1. কিরূপ স্থানে কৃৎ এবং তদ্ধিত প্রত্যয় হয়? ভাববাচ্যে কৃৎ প্রত্যয়ান্ত দশটি এবং তদ্ধিত প্রত্যয়ান্ত দশটি বিশেষ্য পদের নাম কর।

ব্যধ্, মুহ্, বহ্, সৃজ্, গ্রন্থ্, যজ্, রন্জ্, দম্, খল্, স্ফায়্, জন্, স্থা, জি, ছিদ্, হন্, গুহ্, শী, পা, পূ, দৃশ্, লভ্, ভুজ্, শক্, ক্রী, জৃ, হা, লিখ্।

2. উপরিউক্ত ধাতুগুলির প্রত্যেকটির উত্তর ক্ত প্রত্যয় যোগ করিয়া যে বিশেষ্য পদ গঠিত হইবে সেইগুলির ইংরাজী কর এবং নিম্নলিখিত শব্দগুলি হইতে অপত্যার্থে কি কি শব্দ হইবে, তাহা নির্দ্দেশ কর।

যদু, কুরু, সুমিত্রা, দিতী, দশরথ, জনক, দ্রুপদ, রাবণ, মনু, রাধা, দনু, কশ্যপ, দুহিতা, ভরত, মধু, পাণ্ডব, এবং দ্রোণ।

3. নিম্নলিখিত Wordগুলির সাধু বাঙ্গালা বল এবং কিরূপে নিষ্পন্ন হইল তাহা নির্দ্দেশ কর :—

The Pandavas, Basudeva, man, the sons of Ravana, situated, established, the son of Puru, the Indian, the son of the Ganges, the daughter of the Mountain, the worshippers of the Sun, the son of Arjuna, the sons of Bishnu, fit to be killed, fit to be conquered.

4. পণ্ডিত, দাস, বৃক্ষ, পশু, রাজা, প্রভু, ছাত্র, কেশ, বৎস, বীর, নাবিক, সাপ, দূত, বাবু, নায়েব, চোর, পুস্তক, ব্রাহ্মণ, মনুষ্য, সাহেব, ছেলে, দলীল এবং ঘটক।

এই বিশেষ্যগুলি হইতে বিশেষ্যপদ গঠন করিয়া ইংরাজীতে অনুবাদ কর।

বিশেষ্যজাত বিশেষণ।

ভিন্ন ভিন্ন অর্থে বিশেষ্যপদের উত্তর সুবিধামত তদ্ধিত প্রত্যয় (ইন্, বিন্, মতুপ্, বতুপ্, ময়ট্, আলু, ইত, শালিন্, ষ্ণ, ষ্ণ্য, ষ্ণিক প্রভৃতি) যোগ করিয়াও বিশেষণ পদ গঠিত হয়।

Noun.		Adj.	Noun.		Adj.
ভাবার্থে।			নিমিত্তার্থে।		
শরৎ	(ষ্ণ)	শারদ	দিন	(ষ্ণিক)	দৈনিক
নিশা	(„)	নৈশ	সপ্তাহ	(„)	সাপ্তাহিক
শিশু	(„)	শৈশব	মাস	(„)	মাসিক
			বৎসর	(„)	বাৎসরিক

Noun. Adj.

জ্ঞাতার্থে।

অলঙ্কার (ষ্ণিক) আলঙ্কারিক
দর্শন („) দার্শনিক
ন্যায় („) নৈয়ায়িক
পুরাণ („) পৌরাণিক
ব্যাকরণ („) বৈয়াকরণিক

জাতার্থে।

ইহ (ষ্ণিক) ঐহিক
বন (ষ্ণ্য) বন্য
গ্রাম („) গ্রাম্য
নগর (ষ্ণিক) নাগরিক
বর্ষ („) বার্ষিক
অন্ত (ম) অন্তিম
অগ্র (ম) অগ্রিম
পুষ্প (ইত) পুষ্পিত
ঊর্দ্ধ (তন) ঊর্দ্ধতন

অস্ত্যর্থে।

শিখা (বতু) শিখাবান্
জ্ঞান („) জ্ঞানবান্
ধন („) ধনবান্
তেজস্ („) তেজস্বান্
(„) লক্ষ্মীবান্

Noun. Adj.

বিদ্যা („) বিদ্যাবান্ (বিদ্বান্)
দয়া („) দয়াবান্
শ্রদ্ধা („) শ্রদ্ধাবান্
শ্রী (মতু) শ্রীমান্
নিদ্রা (আলু) নিদ্রালু
দয়া („) দয়ালু
শীত („) শীতালু
কৃপা („) কৃপালু
তন্দ্রা („) তন্দ্রালু
তেজঃ (বিন্) তেজস্বী
জ্ঞান („) জ্ঞানী
মান (ইন্) মানী
শ্রদ্ধা (শালিন্) শ্রদ্ধাশালী জ্ঞান-শালী, দয়াশালী, ধনশালী।
শ্রদ্ধা (শীল) শ্রদ্ধাশীল, দয়াশীল স্নেহশীল।
বাচ (মিন্) বাগ্মী
মেধা (বতু) মেধাবী
মায়া („) মায়াবী
মাংস (ল) মাংসল, পাংশুল, শীতল।
মধু (র) মধুর, মুখর, পাণ্ডুর
পঙ্ক (ইল) পঙ্কিল, ফেনিল

Noun.		Adj.
দন্ত	(উর)	দন্তুর
বাত	(উল)	বাতুল

সম্বন্ধার্থে।

দেব	(ষ্ণ)	দৈব, চান্দ্র, ঐশ, নৈশ
বায়ু	(ষ্ণ্য)	বায়ব্য
শরীর	(ষ্ণিক)	শারীরিক, বৈদিক, পৌরাণিক।

উপাসকার্থে।

শিব	(ষ্ণ্য)	শৈব, এইরূপ শাক্ত বৈষ্ণব, ব্রাহ্ম, গাণপত্য।

বিকারার্থে।

সুবর্ণ	(ষ্ণ্য)	সৌবর্ণ,
পয়স	(ষ্ণ)	পায়স, তৈল, হৈম

সাদৃশ্যার্থে।

মাতৃ	(বৎ)	মাতৃবৎ, ভ্রাতৃবৎ, পিতৃবৎ, বিষবৎ।

Noun.		Adj.

সাধু অর্থে।

সভা	(ষ্ণ্য)	সভ্য
অতিথি	(ষ্ণেয়)	আতিথেয়

নিষ্পন্ন অর্থে।

দিন	(ষ্ণিক)	দৈনিক, আহ্নিক

প্রাচুর্য্যার্থে।

স্বর্ণ	(ময়ট্)	স্বর্ণময়, মৃন্ময়, জ্ঞানময়

উৎকর্ষার্থে।

লঘু	(ইষ্ঠ)	লঘিষ্ঠ
প্রশস্ত বা বৃদ্ধ	(„)	শ্রেষ্ঠ বা জ্যেষ্ঠ
গুরু	(„)	গরিষ্ঠ
মহৎ	(তর)	মহত্তর
মহৎ	(তম)	মহত্তম, শ্রেষ্ঠতম, গুরুতম

সমাসনিষ্পন্ন বিশেষ্যজাত বিশেষণ।

শব্দান্তরে সমাস করিয়াও বিশেষ্য হইতে বিশেষণ পদ গঠিত হয়। যথা—অগ (বৃক্ষ, পর্ব্বত, সূর্য্য)—অগণিত, অগন্তব্য, অগর্হিত।

অগ্নি—অগ্নিদগ্ধা, অগ্নিপক, অগ্নিপ্রভ, অগ্নিময়, অগ্নিমূল্য, অগ্নিবর্দ্ধক, অগ্নিশুদ্ধ।

অগ্র—অগ্রগণ্য, অগ্রগামী, অগ্রজন্মা, অগ্রপশ্চাৎ

কণ্ঠ—কণ্ঠাগত, কণ্ঠগীত, কণ্ঠলগ্ন।

কার্য্য—কার্য্যকর, কার্য্যদক্ষ, কার্য্যক্ষম, কার্য্যদর্শী, কার্য্যনির্ব্বাহক।

কীর্ত্তি—কীর্ত্তিমান্, কীর্ত্তিশালী, কীর্ত্তিত, কীর্ত্তক।

ক্রোধ—ক্রোধপরায়ণ, ক্রোধান্বিত, ক্রোধজ, ক্রোধান্ধ।

ক্ষমা—ক্ষমাবান্, ক্ষমাগুণ, ক্ষমাপ্রার্থী, ক্ষমাশীল।

জল জলগত, জলমিশ্র, জলচারী, জলজ।

জ্ঞান—জ্ঞানশূন্য, জ্ঞানগোচর, জ্ঞানজ্যেষ্ঠ, জ্ঞানধন, জ্ঞানবান্।

দয়া—দয়াপরতন্ত্র, দয়াবান্, দয়াহীন, দয়ার্দ্র, দয়ানন্দ।

দেব – দেবকণ্ঠ, দেবদুর্লভ, দেবনিন্দিত, দেবপূজ্য।

ভ্রান্তি—ভ্রান্তিমূলক, ভ্রান্তিমতী, ভ্রান্তিবশ, ভ্রান্তি-সঙ্কুল।

লোক—লোকাকীর্ণ, লোকমনোমোহিনী, লোকরঞ্জন, লোকহিতৈষী।

আনন—ষড়ানন, পঞ্চানন, দশানন, গজানন।

অক্ষি—অক্ষিগত, অক্ষিগোচর, অক্ষিগোলক।

পদ—পদপাঠ, পদমালা পদভঞ্জন, পদক।

বাঙ্গলায় বিশেষ্যজাত বিশেষণ (উৎপন্নার্থে)।

Noun.	Adj.	Noun.	Adj.
ঢাকা	ঢাকাই	বিলাত	বিলাতী
পাবনা	পাবনাই	সূতা	সূতি
পাটনা	পাটনাই	বন	বুনো
শান্তিপুর	শান্তিপুরে	সহর	সহুরে
রোম	রোমিয়	ধার	ধারাল

কৃৎ প্রত্যয়ের সাহায্যে বিশেষ্যকে বিশেষণে পরিবর্ত্তিত করিতে হইলে মূলধাতুর উত্তর কর্ত্তৃ বা কর্ম্মবাচ্যের (ক্ত, তব্য, অনীয়, য, শানচ প্রভৃতি) প্রত্যয় করিতে হয়।

Noun.		Adj.	Noun.		Adj.
নিয়ম	(ক্ত)	নিয়ত	অভ্যাস	(ক্ত)	অভ্যস্ত
বিনাশ	(,,)	বিনষ্ট	উদয়	(,,)	উদিত
বিধান	(,,)	বিহিত	শক্তি	(ষ্ণ)	শাক্ত
যজ্ঞ	(,,)	ইষ্ট	ত্রাস	(ক্ত)	ত্রস্ত
	(শানচ্)	যজমান	জ্ঞান	(ক্ত)	জ্ঞাত,
শোক	(য)	শোচ্য		(তব্য)	জ্ঞাতব্য,
	(অনীয়)	শোচনীয়	নিন্দা	(অনীয়)	নিন্দনীয়
গ্রহণ	(ক্ত)	গৃহীত	ফল	(ইত)	ফলিত
বিধান	(,,)	বিহিত	গান	(ণক)	গায়ক
দর্শন	(,,)	দৃষ্ট	গুণ	(ইন্)	গুণী
শ্রবণ	(,,)	শ্রুত	ইচ্ছা	(উক্)	ইচ্ছুক
জাগরণ	(,,)	জাগরিত	ভোক্তা	(ক্ত)	ভুক্ত
ভয়	(,,)	ভীত	দেশ	(অনীয়)	দেশীয়
গ্রাস	(,,)	গ্রস্ত	বাত	(উল্)	বাতুল

অনুশীলনী (Exercise)

১। কোন্ কোন্ ধাতু ও কি কি প্রত্যয়ের সাহায্যে নিম্নলিখিত বিশেষ্যগুলি বিশেষণে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে তাহা নির্দ্দেশ কর—

শোষণ, বিষাদ, পাক, প্রবেশ, পরীক্ষা, পরিণাম, জিজ্ঞাসা, ক্ষয়, স্নেহ, উত্তাপ, উপকার, আহ্বান, প্রাসাদ, উপবেশন, দর্শন, অনুরাগ, ভয়, মোহ, বিশ্বাস, দয়া, নাশ, মরণ, অধিষ্ঠান।

২। Crowned ; vanquished ; victorious ; courageous ; encouraged ; disappointed ; benefited ; watered ; examined ; beloved ; enraged ; frightened ; perished ; diseased :

invaded ; plundered ; favoured ; trusted ; translated ; composed ; printed ; educated.

উপরোক্ত wordগুলি সাধু বাঙ্গালায় অনুবাদ কর ও কিরূপে নিষ্পন্ন হইল, তাহা দেখাও এবং নিম্নলিখিত ধাতুগুলির উত্তর ভিন্ন ভিন্ন কৃৎ-প্রত্যয় যোগ করিয়া বিশেষণ পদ প্রস্তুত কর—

ভিদ্, শম্, ভন্জ্, খ্যা, বিদ্, ইষ্, দন্শ্, ক্ষি, ক্রুধ্, ভ্রন্শ্, পূর্, সিব্, তুষ্, মস্‌জ্, দহ্, বচ্, প্রচ্ছ্, নী।

৩। তদ্ধিত প্রত্যয়ের সাহায্যে বা সমাস দ্বারা নিম্নলিখিত বিশেষ্য-গুলিকে বিশেষণে আনয়ন কর—

সংযম, নিশা, বুদ্ধি, নিদ্রা, মেধা, যত্ন, শঙ্কা, দর্শন, পুষ্প, অজ্ঞান, ত্রিলোচন, পীতাম্বর, ভাব, ত্যাগ, বায়ু, স্বর্গ, বিদ্যা, পৃথিবী, সমাজ, কণ্ঠ, মরণ, কোপ, আসন, শক্তি, বচন, মাস, দেব, প্রজ্ঞা, বৃত্ত, মাংস, স্মৃতি।

৪। মৃষ্+অন, প্রি+ক, ভয়—কৃ+খট্, জি+স্নুক্, ভন্জ্+কুর, নশ্+ক্বরপ্, কৃ+ক্তবতু, বৃৎ+শান, শী+শানচ্, মূর্চ্ছ্+ক্ত, গৈ+ক্ত, দা+ক্ত, বুধ্+ক্ত, বুধ্+শানচ্,

উপরোক্ত গুলির প্রত্যেকটিকে পদে এবং নিম্নলিখিত পদগুলির প্রকৃতি প্রত্যয়ে পরিণত কর—

প্রিয়ংবদ, অসূর্য্যম্পশ্যা, বর্দ্ধিষ্ণু, ঘাতুক, ভাস্বর, দৃষ্ট, বিদ্বান্, রুগ্ন, উপ্ত, প্রসঙ্গ, বিহিত, যুক্তি, ঔজ্জ্বল্য, উত্থিত, স্থায়ী, হর্ষ, জড়, জীর্ণ, দর্শন, দয়া, প্রসঙ্গ, মার্দ্দব, বিশুষ্ক, প্রাজ্ঞ, ভোজন, যৌবন।

৫। নিম্নলিখিত প্রত্যেকটি এক এক কথায় বল এবং ইংরাজীতে অনুবাদ কর—

যাহা দেখা হইয়াছে, দেখিবার যোগ্য, শুনিবার যোগ্য, যাহা করা

হইয়াছে, অতিশয় রোদন করিতেছে, যাহা দেখিতে হইবে, যাহা অতিশয় দীপ্ত, যাহা ভাসিতেছে, যাহা গীত হইতেছে, পুনঃ পুনঃ কথিত, যে গ্রহণ করে, যাহা ভেদ করা যায়।

৬। সাধুভাষায় বাঙ্গলা কর—

Inaudible ; irrecoverable ; insati-ble ; unconquerable ; invisible ; about to die ; about to depart ; which is not fit to be heard ; which cannot be had at any price ; which cannot be treated medically ; indescribable: inexpressible ; banished ; adorned ; expanded ; fully described ; that which is ever glowing ; (the horse) running swiftly ; (the man) sleeping soundly ; (the boy) crying loudly.

বিশেষণজাত বিশেষ্য।

১। বিশেষণ শব্দের উত্তর ত্ব, তা, ষ্ণ, ষ্ণ্য, ইমন্ প্রভৃতি প্রত্যয় যোগে বিশেষ্য পদ গঠিত হয়। ভাবার্থে

বিশেষণ	বিশেষ্য ত্ব	বিশেষ্য তা	বিশেষ্য ইমন্,	বিশেষ্য ষ্ণ	বিশেষ্য ষ্ণ্য
চতুর	চতুরত্ব	চতুরতা	চাতুরী,	চাতুর	চাতুর্য্য
লঘু	লঘুত্ব	লঘুতা	লঘিমা	লাঘব	
মৃদু	মৃদুত্ব	মৃদুতা		মার্দ্দব	
গুরু	গুরুত্ব	গুরুতা	গরিমা	গৌরব	
সরল	সরলত্ব	সরলতা			সারল্য
সুন্দর	সুন্দরত্ব	সুন্দরতা			সৌন্দর্য্য
মহৎ	মহত্ত্ব		মহিমা		

বিশেষণ	বিশেষ্য	বিশেষ্য	বিশেষ্য	বিশেষ্য	বিশেষ্য
উজ্জ্বল	উজ্জ্বলত্ব	উজ্জ্বলতা			ঔজ্জ্বল্য
কর্কশ	কর্কশত্ব	কর্কশতা			কার্কশ্য
দরিদ্র	দরিদ্রত্ব	দরিদ্রতা			দারিদ্র্য
কৃপণ	কৃপণত্ব	কৃপণতা			কার্পণ্য
দুর্ব্বল	দুর্ব্বলত্ব	দুর্ব্বলতা			দৌর্ব্বল্য
		বন্ধুতা		বান্ধব	
দীর্ঘ	দীর্ঘত্ব	দীর্ঘতা	দ্রাঘিমা		দৈর্ঘ্য

২। কতকগুলি শব্দ বিশেষ্য ও বিশেষণ উভয়ই হইতে পারে, যথা—সত্য, মিথ্যা, ধনী, অদৃষ্ট, জলজ, দরিদ্র, পণ্ডিত, মূর্খ, পাতা, দাতা, নন্দন, ঘাতুক, নর্ত্তক, শত্রুয়, গায়ক।

৩। কতকগুলি ক্রিয়াবাচক বাঙ্গালা শব্দ বিশেষ্য ও বিশেষণ উভয়ই হইয়া থাকে—

বিশেষ্য	বিশেষণ	বিশেষ্য	বিশেষণ
মাছধরা	ধরা মাছ	কপাল পোড়া	পোড়া কপাল
ভাত রাঁধা	রাঁধা ভাত	কাপড় পরা	পরা কাপড়
কথা শোনা	শোনা কথা	বাড়ী দেখা	দেখা বাড়ী
কাগজ দেখা,	দেখা কাগজ	কথায় সুধা মাখা	সুধা মাখা কথা

অন্ধকার, বিস্তর, পরিষ্কার, চমৎকার, অতিশয়, শেষ, বিশেষ প্রভৃতি শব্দ অর্থভেদে কখন বিশেষ্য, কখন বিশেষণে পরিণত হয়, যথা—

বিশেষণ—অন্ধকার রজনী; চমৎকার অধ্যবসায়; শেষ যুক্তি; বিশেষ বিবেচনা।

বিশেষ্য—অত্যন্ত অন্ধকার; সে ঘটনা অতি চমৎকার; রোগের শেষ রাখিতে নাই; ব্যাধির বিশেষ হইয়াছে।

৪। সংখ্যাবাচক অবস্থায় 'এক' 'দুই' প্রভৃতি বিশেষ্য, আবার সংখ্যের বাচক অবস্থায় বিশেষণ হইয়া থাকে, যথা—

পাঁচ আর দুই এ সাত, আট হইতে তিন গেলে পাঁচ থাকে (বিশেষ্য); আট পণে এক পণ আনিয়াছি পাণ (বিশেষণ)।

৫। পাপ, পুণ্য, দুঃখ, বর্ণ এবং রস প্রভৃতি পদ বিশেষ্য হইলেও অনেক সময় বিশেষণে পরিণত হইয়া থাকে ; যথা—পাপ কর্ম্ম, লোহিত রবি, পুণ্য কর্ম্ম ইত্যাদি।

৬। ক্ত-প্রত্যয়ান্ত শব্দ কর্ত্তৃ ও কর্ম্মবাচ্যে বিশেষণ, আবার ভাববাচ্যে বিশেষ্য হয়। যথা—

(১) গত মাসে বৃষ্টি হয় নাই (কর্ত্তৃ), (২) বৃষ্টির সময় গত হইয়াছে (ভাব)।

৭। ব্যক্তি ও কালবোধক বিশেষণ পদ কখন কখন বিশেষ্যের ন্যায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে, যথা—(১) অনেক দরিদ্র উপস্থিত, (২) ধনবানেরাই অর্থ চিন্তা করেন (৩) তখনও সন্ধ্যা হয় নাই।

অনুশীলনী (Exercise)

১। নিম্নলিখিত বিশেষণগুলিকে কৃৎ বা তদ্ধিত প্রত্যয়ের সাহায্যে বিশেষ্যে পরিণত কর—

মৃদু, শীতল, উপকারী, নির্লজ্জ, সাপরাধ, সমর্থ, বিহিত, পূজনীয়, আহূত, অভিভূত, উদিত, ক্ষীণ, কর্ত্তব্য, উক্ত, ভক্ত, শাক্ত, ক্রুদ্ধ, স্থায়ী, পালনীয়, পীত, শীর্ণ, বিদ্বান্‌, বৃদ্ধ, ভিন্ন, ভ্রষ্ট, পুষ্ট, মগ্ন, বুদ্ধিমান, চতুর, শুক্ল, হৃষ্ট, আবৃত, সুন্দর, আগ্নেয়, চতুর্থ, লজ্জিত, সরল।

২। দ্বার রক্ষা করে যে, কল্পনা দ্বারা কৃত, গ্রামে জাত, যে ধর্ম্ম আচরণ করে, ইহকালে জাত, শাস্ত্রকে অতিক্রম না করিয়া, স্মৃতি জানে যে

পঞ্চভূত দ্বারা নির্ম্মিত, যে উড়িতেছে, যে গ্রহণ করে, সূতা দ্বারা প্রস্তুত, ঢাকায় উৎপন্ন, রাবণের পুত্র।

ইহার প্রত্যেকটি এক এক কথায় বিশেষণে পরিণত কর এবং নিম্নলিখিত পদগুলির পূর্ব্বে এক একটি সুসঙ্গত বিশেষণ পদ স্থাপন কর—

বৃক্ষ, অশ্ব, পুস্তক, পর্ব্বত, রঘুনাথ, চন্দ্র, সূর্য্য, ঢাকা, দেশ, যুদ্ধ, সাগর, নদী, ভূগোল, আকাশ, পরীক্ষা, রাজা, গৃহ, তিথি, অঙ্ক, হিসাব, লক্ষ্মণ, দ্বীপ, শয়ন, মোচন, মাতা, বিষ্ণু, নগর, ক্লেশ, শৈশব, বিধান, শ্রবণ, ত্রাস, জ্ঞাতি, বন্ধু, মনুষ্য, পশু, জল।

৩। এমন দশটি শব্দের উল্লেখ কর, যাহা বিশেষ্য ও বিশেষণ দুই-ই হইতে পারে এবং কৃৎ বা তদ্ধিত প্রত্যয়ের সাহায্যে নিম্নলিখিত শব্দ-গুলির পদ পরিবর্ত্তন কর ও ইংরাজীতে অনুবাদ কর—

ক্রুদ্ধ, অপহরণ, বুক, হত্যা, বিভাগ, রচনা, কুশ, বারুণী, প্রসব, নীতি, সুধাকর, স্নেহময়ী, গার্হস্থ্য, নবীন, ভূভাগ, পুরাতন, ইংরাজ, রাষ্ট্র, ত্রস্ত, মহৎ, আহত, ভঙ্গ, বঙ্কিম, সুন্দর, প্রবীণ, হর্ষ, বিষাদ, ঐহিক, সুপ্ত, নিকষা, জনক, কুরু, ভরত, প্রসাদ, সম্পন্ন, কর্ত্তব্য, আহূত, আহত, বিশুদ্ধ, মধু, সাধু, বান্ধব, শাবক, আদিত্য।

৪। নিম্নলিখিত শব্দগুলি কখন্ বিশেষ্য ও কোন্ সময় বিশেষণে পরিণত হয় দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়া দাও ও প্রত্যেক পদ ইংরাজীতে অনুবাদ কর—

ভবিষ্যৎ, ধনী, সাধু, নীল, প্রাচীন, অতিশয়, গত, বিস্তর, শুভ, পুণ্য, নিকট, শত, রত, তিক্ত।

৫। নিম্নলিখিত ইংরাজীগুলি এক এক কথায় সাধু বাঙ্গলায় অনু-বাদ কর—

A booklet, son of *Bhrigu*, grandson, out of harm's way, one who was born on an island, the sons of *Pandu*, the descendants of *Raghu*, daughter's son, one who has no consideration for the future, extended to the Himalayas, .down-trodden, done to death, newly born, that which knew no bounds, a man of virtue, time immemorial.

উপসর্গ।

উপসর্গ বিংশতি প্রকার, যথা—

প্র, পরা, অপ, সম্, নি, অব, অনু, নির্, দুর্, বি, অধি, সু, উৎ, পরি, প্রতি, অভি, অতি, অপি, উপ, আ।*

এই সকল উপসর্গ ধাতু বা শব্দের পূর্ব্বে স্থাপিত হইয়া বিশেষ বিশেষ অর্থ প্রকাশ করিয়া থাকে; যথা—

উপসর্গ	উপসর্গের অর্থ	ধাতু বা শব্দ	উৎপন্ন শব্দ	উৎপন্ন শব্দের অর্থ
প্র	উৎকর্ষ, গতি,	কাশ্	প্রকাশ	বিকাশ, আলোক
পরা	প্রাধান্য, বিক্রম,	মৃষ্	পরামর্শ	মন্ত্রণা
	অনাদর	বৃত্	পরাবর্ত্ত	বদল
অপ	বর্জ্জন, অপমান,	চর্	অপচার	স্বধর্ম্মব্যতিক্রম
	বিয়োগ	দিশ্	অপদেশ	নির্দ্দেশ
সম্	সমান, সকল,	গ্রহ্	সমগ্র, সমর	সকল, যুদ্ধ
নি	নিষেধ, নিশ্চয়	দৃশ্	নিদর্শন	দৃষ্টান্ত

* প্র-পরাপ-সমন্বব-নির্দু‌রভি-ব্যধি-সূদতি-নি-প্রতি-পর্য্যপয়ঃ।
উপ আঙিতি বিংশতিরে সখে উপসর্গবিধিঃ কথিতঃ কবিনা।

উপসর্গ	উপসর্গের অর্থ	ধাতু বা শব্দ	উৎপন্ন শব্দ	উৎপন্ন শব্দের অর্থ
অব	ন্যূনতা, পরাভব	কৃষ	অবকর্ষণ	বলপূর্ব্বক আকর্ষণ
অনু	সদৃশ, পশ্চাৎ	কৃষ, ক্রম	অনুকর্ষ, অনুক্রম	অনুবর্ত্তন, পর্য্যায়
নির্	নাই	অক্ষ, রম	নিরক্ষ, নিরত	বিষুব, আসক্ত
দুর্	দুষ্ট, দুঃখ	অক্ষ	দুরক্ষ	কপট পাশা
বি	আকাশ, বিশেষ	ক্রম্	বিক্রান্ত	প্রতাপশালী
অধি	আধিক্য	ভূ	অধিভূ	স্বামী, রাজা
সু	প্রশংসা, পুণ্য,	খ্যা, কৃ	সুখ্যাতি, সুকৃতি	যশ, ভাগ্য
উৎ	ঊর্দ্ধ, উৎকর্ষ	স্থা, তপ্	উত্থান, উত্তাপ	উঠা, সম্ভোগ
পরি	ত্যাগ, শেষ	হৃ,	প্রত্যাহার,	ফেরত লওয়া
		ত্রৈ	পরিত্রাণ	উদ্ধার
প্রতি	সাদৃশ্য, চিহ্ন	জ্ঞা,	প্রতিজ্ঞাত,	অঙ্গীকৃত,
		হন্	প্রতিহত	নিরাশ
অভি	অভিমত	জন্	অভিজাত	কুলশ্রেষ্ঠ
	সাদৃশ্য, নিকট	নী	অভিনীত	সজ্জিত
অতি	অত্যন্ত	চর্, ক্রম্	অতিচারী,	দ্রুতগমন
অপি	অনুজ্ঞা	ধা,	অপিধান,	তিরোধান,
	সন্দেহ	গৃ	অপিগীর্ণ	বর্ণিত
উপ	সামান্য	গ্রহ্	উপগ্রহ,	ক্ষুদ্রগ্রহ,
	উৎকর্ষ	হৃ	উপহার	উপঢৌকন
আ	ঈষৎ	কম্প্	আকম্পন,	ঈষৎ কম্প
	সম্যক্	কৃ	আকার	আকৃতি

ধাতু বা শব্দের পূর্ব্বে ভিন্ন ভিন্ন উপসর্গ সংযুক্ত হইলে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ প্রকাশ পায়; যথা:—

মন্ ধাতু হইতে—প্রমাণ, অপমান, সম্মান, অনুমান, অভিমান।

কৃ ধাতু হইতে—প্রকরণ, অপকার, নিরাকার, উপকার, অধিকার, আকার।

মুখ শব্দ হইতে—প্রমুখ, বিমুখ, সম্মুখ, পরাঙ্মুখ, দুর্ম্মুখ, অভিমুখ।

গত—পরাগত, অপগত, সঙ্গত, অনুগত, নির্গত, অধিগত, আগত।

দেশ—প্রদেশ, সন্দেশ, নির্দ্দেশ, নিদেশ, উপদেশ, আদেশ, বিদেশ।

বাদ—প্রবাদ, অপবাদ, বিবাদ, সংবাদ, অনুবাদ, অতিবাদ, আবাদ।

দান—আদান, প্রদান, উপাদান, প্রতিদান।

যোগ—প্রয়োগ, সংযোগ, বিয়োগ, অনুযোগ, উদ্‌যোগ, সুযোগ, দুর্য্যোগ, অভিযোগ।

গ্রহ—প্রতিগ্রহ, সংগ্রহ, বিগ্রহ, নিগ্রহ, আগ্রহ।

শালী—ধনশালী, বলশালী, ঐশ্বর্য্যশালী, সম্পৎশালী।

নয়ন—প্রণয়ন, অপনয়ন, উন্নয়ন, উপনয়ন, আনয়ন।

কোন কোন শব্দ বিশেষ বিশেষ শব্দের পূর্ব্বে ব্যবহৃত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন অর্থ প্রকাশক শব্দ গঠিত হয়, এই সমাসবদ্ধ পদকে সংযুক্ত পদ কহে। যথা—

অন্ন—অন্নদান, অন্নকষ্ট, অন্নসত্র, অন্নপূর্ণা, অন্নপ্রাশন।

অগ্নি—অগ্নিকোণ, অগ্নিকণা, অগ্নিক্রীড়া, অগ্নিপরীক্ষা।

বীত—বীতরোগ, বীতশোক, বীতভয়, বীতশ্রদ্ধ।

কন্যা—কন্যাদান, কন্যাকাল, কন্যাকর্ত্তা, কন্যারাশি।

পঙ্ক—পঙ্কজন্ম, পঙ্কজলোচন, পঙ্কজ, পঙ্করুহ।

পিতৃ—পিতৃতুল্য, পিতৃকুল, পিতৃচিহ্ন, পিতৃতর্পণ।

মৃগ—মৃগণা (নষ্ট বস্তুর অন্বেষণ) মৃগতৃষা, মৃগনাভি, মৃগমদ, মৃগবন্ধ, মৃগশিরা, মৃগজীব।

হিন্দী প্রভৃতি ভাষা হইতে নিম্নলিখিত উপসর্গগুলি পরিগৃহীত হইয়া থাকে। যথা—

উপসর্গ	অর্থ	উদাহরণ
বে	বৈপরীত্য	বেহদ্দ, বেবন্দোবস্তী
না	অভাব	নারাজ, না দেওয়া।
গর্	"	গর্মীমাংসা, গর্হাজির।
হাঁ	সম্মতি	হাঁ দিয়াছি, হাঁ পারিব।
হুঁ	"	" "

কোন কোন শব্দ বিশেষ বিশেষ পদের পরে যুক্ত হইয়াও এক একটি সমস্ত পদ গঠিত করে। যথা—

আশয়—মহাশয়, জলাশয়, নীচাশয়, দুরাশয়। পরায়ণ—শাস্ত্রপরায়ণ, ক্রোধপরায়ণ, ধর্ম্মপরায়ণ। ভ্রষ্ট—স্থান-ভ্রষ্ট, লগ্ন-ভ্রষ্ট, বুদ্ধিভ্রষ্ট, দলভ্রষ্ট, শ্রীভ্রষ্ট। মাত্র—এইমাত্র, তন্মাত্র, কিঞ্চিন্মাত্র, প্রবেশমাত্র, দুআনামাত্র। যাত্রা—রথযাত্রা, পুনর্যাত্রা, জীবনযাত্রা, দোলযাত্রা, রাসযাত্রা।

অনুশীলনী (Exercise)

১। মুখ, গত, দান, যোগ, তাপ, রূপ, বৃত্ত, রোহণ, শোভন, বারণ; নয়ন, মান, কর্ম্ম, যোগ, সন্ধি পর্য্যায়, পতি, আকার—এই শব্দগুলির পূর্ব্বে সম্, নি, অনু, অব, নির্, দুর্, বি, অধি, সু—এই উপসর্গগুলি যথাযোগ্য স্থাপন করিয়া উৎপন্ন শব্দের অর্থ এবং নিম্ন লিখিত ধাতু-

গুলির পূর্ব্বে ভিন্ন ভিন্ন উপসর্গ ও পরে প্রত্যয় যোগ করিয়া উৎপন্ন শব্দের বাঙ্গালা ও ইংরাজী অর্থ বল—

বহ্, কৃ, অর্হ্, হৃ, বচ্, লপ্, লভ্, দিশ্, টল্, অস্তু, বিদ্ চর্, বৃৎ, দা, বস্, পদ্, স্থা, ক্ষিপ্।

২। নিম্ন লিখিত উপসর্গগুলির পরে যথাযোগ্য শব্দ স্থাপন করিয়া উৎপন্ন শব্দগুলির অর্থের বিভিন্নতা দেখাও এবং প্রত্যেক শব্দের ইংরাজী অনুবাদ কর—

প্র, পরা, অভি, উৎ, নির্, প্রতি, দুর্, উপ, আ।

৩। পরিগ্রহ, সুযোগ, অপকার, প্রত্যাগমন, বিগ্রহ, দুর্য্যোগ, উপহার, উন্মুখ, প্রতিফল, নির্গমন, বিমুখ, আদান, প্রদান, উপাদান, অভিধান, প্রকার, সংস্কার, অধিকার—উপরোক্ত শব্দগুলির উপসর্গ পরিবর্ত্তন করিয়া বর্ত্তমান ও পরিবর্ত্তিত শব্দের অর্থ বল এবং নিম্নলিখিত Word গুলির সাধু ভাষায় বাঙ্গালা কর।

৪। (যৌগিক শব্দে) Translate into Bengali :—

Opportunity ; devastation ; extinction ; departure ; reception ; recollection ; commemoration ; retaliation ; récovery ; a man with long arms ; one whose arms are stretched to the knees ; one who is off his head ; one who is at his wits' end.

৫। (ক) চিহ্নিত প্রত্যেক শব্দের সহিত (খ) চিহ্নিত এক একটি উপযুক্ত শব্দ যোগ করিয়া (গ) চিহ্নিত শব্দ (ঘ) চিহ্নিতের পরে স্থাপন করিয়া যৌগিক শব্দ গঠিত কর।

(ক) কর্ত্তা, অশ্ব, অগ্নি, অর্থ (খ) চিন্তায়, কর্ম্ম, কণা, শাবক, (গ) হয়, কর, দেখ, নাই (ঘ) ফল, ধৃত, ক্রিয়া, নির্গত।

অব্যয় শব্দ (Indeclinables)

যাহার ব্যয় হয় না অর্থাৎ বিভক্তি যোগ করিলেও যে সকল শব্দের পরিবর্ত্তন হয় না, তাহাদিগকে অব্যয় (Indeclinables) বলে।

অব্যয়ের যথাযথ প্রয়োগেই ভাষার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে।

অব্যয়ের লিঙ্গ বচন ও কারক নাই।

বাঙ্গলায় হিন্দী সংস্কৃত ও অন্যান্য ভাষা হইতে অব্যয় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যথা—

সংস্কৃত অব্যয়

অন্তর্, প্রাতর্, পুনর্, উচ্চৈস্, শনৈস্, অলম্, যুগপৎ, পৃথক্, দিবা, সায়ম্, ঈষৎ, তূষ্ণীম্, বহিস্, স্বয়ম্, মিথ্যা, বৃথা, পুরা, প্রায়স্, ধিক্, অথ, অথবা, এব, এবম্, চেৎ, যদি, হন্ত, যথা, তথা, পরম্, সাক্ষাৎ, কেবল, সংবৎ, আবিস্, সদা, সু, দু, তথাহি, সহসা, নানা, সুষ্ঠু, অহ, হে, ভো, চিরাৎ, অয়ি, রে, ইতি, ন, নো, তু, হি, ভূয়স্, চ, হ, হা, অহহ, বা, তিরস্, স্বস্তি, বিহায়স্, নমস্, যাবৎ, তাবৎ, বরম্।

বাঙ্গালা অব্যয় (Bengali indeclinable)

আর, ও, যেমন, তেমন, কি, কিবা, যেন, তবু, কভু, যাই, তাই, কেননা, ছিঃ, আঃ, ইঃ, উঃ, উহু, হায়, আহা, কারণ, না, কোথা, হেথা, এথা, মরি, যবে, তবে, কবে, এ, প্রযুক্ত, আজি, কালি, প্রাতে, যখন, কখন, এখন, বটে, শুধু, কেবল, কই।

অন্যান্য ভাষা হইতে গৃহীত অব্যয়—

বাহবা, দোহাই, বাঃ, ক্যাবাৎ।

অব্যয় প্রয়োগ বিধি

(১) সংযোজক (Conjunctives)

এবং আর, ও অপিচ, অপরঞ্চ, পুনশ্চ —ইহারা এক বাক্যের সহিত অন্য বাক্যের এবং এক পদের সহিত অন্য পদের যোজনা করে। ইহার মধ্যে "ও" এই অব্যয় সমুচ্চয়ে, তুলনায়, স্বীকারে, সম্ভাবনায়, বিস্ময়ে, অনুসঙ্গ ও পূর্ব্ব ক্রিয়ার অপূর্ণতা প্রভৃতি স্থলে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যথা—

সমুচ্চয়ে—হরি ও যদু স্কুলে যাইবে।

তুলনায়—আহারের বিষয় বিবেচনা করিলে, ইহাদিগকে সমুদয় জঘন্য বন্য পশু অপেক্ষাও নীচ ও হেয় বোধ হয়।

(ছাত্রবোধ—দ্বার)

স্বীকারে—সে গান করিতে পারিলেও করে না।

সম্ভাবনায়—বৃষ্টি হইলেও হইতে পারে।

বিস্ময়—ও আবার কি করিলে ?

অনু সংজ্ঞার্থে—সেখানে যতীনও ছিল অর্থাৎ তাদের সঙ্গে যতীন ছিল।

পূর্ব্ব ক্রিয়ার অসম্পূর্ণতা—"তিনি দেখিয়াও দেখেন না।

"আর" এই অব্যয়টি সমুচ্চয়ে, বিরক্তি, বাক্যালঙ্কার ও প্রশ্ন বিভেদ প্রভৃতি স্থানে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, যথা—

সমুচ্চয়—তুমি আর আমি করিব।

বিরক্তি—"আর আমি যতই যাবনিক সম্বন্ধ জাল ছাড়াবার চেষ্টা কচ্চি, ততই সেই জালে জড়িত হচ্চি।"

(প্রতাপ সিংহ—দ্বি)

বাক্যালঙ্কার—সেই সোজা কথা কি আর বলিতে পারিবে না?

প্রশ্ন—তুমি আর যাইবে না?

নিন্দার্থে—আমি এইরূপ লাঞ্ছিত হইতেছি, আর তোমরা তামাসা দেখিতেছ?

এবং, আর, ও,—এই সকল অব্যয় দ্বারা দুইটি পদকে সংযোগ করা যাইতে পারে। ইহারা প্রায়ই দুইটি বাক্যের মধ্যে স্থাপিত হয়, যথা—

"নিউটনের শিক্ষিতা জননী পুত্রের গৃহকার্য্যে অমনোযোগিতা এবং অধ্যয়নে তন্ময়ত্ব দর্শনে আর কালক্ষেপণ করিতে পারিলেন না।"

(শি-প্র—ট)

২। বিয়োজক (Disjunctives)

নহে, নয়, নচেৎ, নইলে, নতুবা, অন্যথা, কিংবা, কিবা, অথবা, বা ইহারা শব্দ, পদ বা বাক্যের পরস্পর পার্থক্যাদি প্রকাশ করে। যথা "নহে"—কণ্ঠে গরল, নহে মৃগমদ সার; নহে ফণিরাজ উড়ে মণিহার। "নতুবা"—তুমিই তাঁহাকে পত্র লিখ, নতুবা তিনি আসিবেন না।

(বিদ্যাপতি)

"কিবা, কি"—ধীরে ধীরে নীরব গমনে গত হয়, কিবা ধনে কি স্তবনে ক্ষণেক না রয়।" (রসসাগর)

"বা" অনুমানার্থে—"তখন দুর্গে সৈন্য থাকিবে না বা অল্পই থাকিবে। বিকল্পে—"আলু বা পটল যে কোন একটা দাও। সমুচ্চয়ে—তিনি বা দিবেন কেন? (সীতারাম—ব)

ইচ্ছা—তাহা করিলেই বা দোষ কি?

৩। সঙ্কোচক (Adversative)

কিন্তু, পরন্তু প্রভৃতি অব্যয় কথিত অর্থের সঙ্কোচ বিধান করে, যথা—"কিন্তু"—"পরমেশ্বর তোমাদিগকে সংসার নির্ব্বাহে সমর্থ করিবার

অভিপ্রায়ে কাম, ক্রোধাদি কতকগুলি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন, কিন্তু তিনিই আবার তোমাদিগকে সে সমুদায় শাসন করিতে সমর্থ করিয়াছেন।" (১ম ভাগ চারুপাঠ—অক্ষয়)

৪। আবেগ-সূচক (Interjectional)

আহা, হায়, উঃ, ওঃ, উহু, অহ, আঃ, কি, রাম রাম, ছি, দূর, মরি, মরি মরি, গো, লো, অয়ি।

"আহা—আহা কি আশ্চর্য্য মায়া মায়ের অন্তরে।"

(পদ্যপাঠ ২য় ভাগ—ব)

"হায়"—দেখ দেখ কোটালিয়া করিছে প্রহার,
হায় বিধি চাঁদে কৈল রাহুর আহার।" (অন্নদামঙ্গল—ভার)

উহু, মরি, হায়—"উহু, মরি মরি বাজিছে চরণে, নব নব কুশাঙ্কুর।"

(বিদ্যাপতি)

'কি'—"তিনি কি আসিবেন না?" তাহার কি এত বড় সাহস?

৫। আঃ, উঃ, ছি, ওমা, হরিহরি, রামরাম, আবার, যাক্, থাক্—ইহারা অনেক সময় বিরক্তি বা ঘৃণার স্থলে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, যথা—

"এ আবার কি বিপদ্।"

"ওমা! কি ঘেন্নার কথাগো। ছি ছি ছি, লোকের কি এখন মান সম্ভ্রম নাই? একটু লজ্জা নাই?"

(সমাজ—রমেশ)

৬। মরি, আমরি, ইস্, আহা, বাহবা, ক্যাবাৎ, হায়, সাবাস, ত, বলিহারি যাই, তথাপি, বেশ, কি বহুত, প্রভৃতি অব্যয় হর্ষ, বিস্ময় বা সাধুবাদ স্থলে প্রয়োগ হইয়া থাকে, যথা—"কেহ বলিয়া দিতেছে না, তথাপি তপোবন বলিয়া বোধ হইতেছে।" (শকুন্তলা)

"মরি কি সুন্দর শোভা উপবন মাঝে।" (শিক্ষা প্র—উ)

৭। "ত"—এই অব্যয়টি প্রশ্ন, নিশ্চয় ও বাক্যালঙ্কারে ব্যবহৃত হয়। প্রশ্নার্থে—তুমি পারিবে ত? তিনি ভাল আছেন ত?

নিশ্চয়ার্থে—তিনিই ত আসিবেন;

বাক্যালঙ্কারে—তুমি পারিবে না ত কে পারিবে?

৮। প্রশ্ন, আবেগ, ব্যঙ্গ, বিস্ময়, ক্রোধ, হর্ষ প্রভৃতি স্থলে "কি" এই অব্যয়ের প্রয়োগ হয়, যথা—

প্রশ্নার্থে—তাঁহারা আসিবেন কি? "ফুল-দল দিয়া কাটিলা কি বিধাতা শাল্মলী তরুবরে?" (মেঘনাথ বধ-কাব্য—মধু)

আবেগ—আহা কি শুভ সমাচার;

ব্যঙ্গ বা নিন্দা—তোমার মত কাপুরুষ আর আছে কি?

বিস্ময়—তাহার কি রূপ! (আশ্চর্য্য রূপ)

ক্রোধ—কি? এত দূর স্পর্দ্ধা?

৯। উপমা, উৎপ্রেক্ষা, প্রার্থনা এবং সাবধানার্থে "যেন" এই অব্যয়টি প্রয়োগ হয়। যথা,—

উপমা— "কোনখানে ফাঁক আর দেখা নাহি যায়,
একেবারে করে যেন নূতনের প্রায়।"

উৎপ্রেক্ষা— "তরুণ অরুণভাতি জলে কোন স্থলে,
প্রবালের বৃষ্টি যেন হয়েছে অচলে।" (সদ্ভাবশতক—কৃ)

প্রার্থনা— ভগবান্ যেন সে আশা পূর্ণ করেন।"

সাবধানার্থে—দেখিও যেন ভুলিয়া না যাও!

১০। হে, ওহে, অয়ি, ওগো, রে, গো, লো, হাঁগো, হাঁলো প্রভৃতি অব্যয় সম্বোধনে প্রয়োগ হয়, যথা—

"রে দূত, অমরবৃন্দ যার ভুজবলে কাতর; সে ধনুর্দ্ধরে রাঘব ভিখারী বধিল সম্মুখ রণে?" (মেঘনাদবধ কাব্য—ম)

"ওহে ব্রজাঙ্গনা, কি কর কৌতুক আমারই সৃষ্টি করা চতুর্ম্মুখ।"

(দাশরথির পাঁচালি)

১১। শীঘ্র, পশ্চাৎ, সহসা, মন্দমন্দ, ধীরে ধীরে—এই অব্যয়গুলি ক্রিয়ার বিশেষণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, যথা—

(ক) "শীঘ্র আসি নায় চড়, দিবা কিবা বল" (অন্নদামঙ্গল—ভা)

(খ) "ধীরে ধীরে নীরব গমনে গত হয়।" (রসসাগর)

১২। যথা, তথা, ন্যায়, প্রায়, যেমন, তেমন, যেরূপ, সেরূপ প্রভৃতি অব্যয় দৃষ্টান্ত স্থলে ব্যবহৃত হয়, যথা—

"ছিনু মোরা সুলোচনে, গোদাবরী তীরে,
কপোত কপোতী যথা উচ্চ বৃক্ষ চূড়ে
বাঁধি নীড় থাকে সুখে।" (মেঘনাদবধ কাব্য—ম)

১৩। দ্বারা, বিনা; প্রতি, হইতে, চেয়ে, সহ, বিভিন্ন—প্রভৃতি অব্যয় বিভক্তি প্রতিপাদক। যথা—

"আপন দাসদাসীর প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিতেন, তাহা বর্ণনাতীত।"

(শিক্ষা প্র—ট)

১৪। ঝর্ ঝর্, সর্‌সর্, ঝমাঝম্, দম্ দম্, কণ্ কণ্, ভন্ ভন্, গুণ্ গুণ্, খল্ খল্, ভল্ ভল্, টল টল্, গুম্ গুম্, শপাশপ্, দুম্‌দুম্, টং টং, শাঁ শাঁ, ভোঁ ভোঁ, চটপট্, ফট্‌ফট্, কুম কুম্, হম্বাহম্বা, টুপ্‌টাপ্, দুপ্‌দাপ্, প্রভৃতি অব্যয় অন্য অব্যক্ত শব্দের অনুকরণ করে বলিয়া ইহারা অনুকার নামে কথিত, হয় যথা—

"হম্বা হম্বা রবে চলে যত গাভীদল,
কুহু কুহু ধ্বনি করে কোকিল সকল,
শপাশপ্ শপাশপ্ ঝাপ্‌টা চলিছে,
দিগাঙ্গনা গুম্‌গুম্ নিনাদ ছাড়িছে।

জলধর ঝমাঝম্ বরষিছে নীর,
গরজিছে ঘন ঘন কেমন গভীর।

থর্ থর্, ছল্ ছল্, ছট্‌ফট্—প্রভৃতি অব্যয়গুলি বস্তু বা ব্যক্তির অবস্থা প্রকাশ করে। যথা—

দেউলটি যেন 'থর থর' করিয়া কাঁপিতে লাগিল ; তাহার চক্ষের জল 'ছলছল' করিতে লাগিল ; পক্ষীগুলি যাতনায় ছট্‌ফট করিতে লাগিল।

১৫। পুনঃ, পুনশ্চ, সম্প্রতি, পুনরায়, ইদানীং, বার বার, বারংবার, অতঃপর, অন্ত, অন্যত্র, একত্র, সর্ব্বদা—এই অব্যয়গুলি কাল ও স্থান-বাচক নামে অভিহিত। যথা,—

অতঃপর যথাকালে বাত্যা প্রশমিত হইলে ভীষণ সাগরপ্রবাহ সাগরে মিশিয়া গেল।" (শৈশব সহচর ৩য় ভাগ—শশী)

১৬। বটে, তাত, ভাল—এই অব্যয়গুলির অনেক সময় কোন অর্থ থাকে না, কেবল বাক্যের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়া থাকে বলিয়া ইহাদিগকে বাক্যালঙ্কার অব্যয় বলে। যথা—"তুমি দীনের সন্তান বটে, কিন্তু আমি কখনও তোমার মত সুবোধ ও ধর্ম্মভীরু বালক দেখি নাই।"

(আখ্যানমঞ্জরী—ঈশ্বর)

১৭। দুইটি অপ্রিয় বাক্যমধ্যে একটি অপেক্ষাকৃত অল্পপ্রিয়, এই ভাব প্রকাশ স্থলে "বরং" এই অব্যয়টি প্রয়োগ হইয়া থাকে, যথা—"মূর্খপুত্র থাকা অপেক্ষা বরং নিঃসন্তান থাকা ভাল।"

১৮। বাক্যমধ্যে কোন বিষয় জটিল বা রূপক ভাবে বিস্তৃত করিয়া পরে সংক্ষেপে প্রকাশ করিতে হইলে 'বস্তুতঃ', 'ফলতঃ' প্রভৃতি অব্যয়ের প্রয়োগ হয়। যথা—"বার্ণড্ পেলেসি অসাধারণ অধ্যবসায়বলে লুপ্ত এনামেল পুনরাবিষ্কার করিয়াছেন। বস্তুতঃ পেলেসির তুল্য অধ্যবসায়ী পুরুষ সংসারে অল্পই দৃষ্ট হয়।"

১৯। বাক্যদ্বয়ের কার্য্য কারণ ও ভাব বুঝাইলে, কার্য্য বাক্যের পূর্ব্বে ও কারণ বাক্যের পরে "সুতরাং," "অতএব" প্রভৃতি অব্যয়ের প্রয়োগ হয়। যথা—

"সর্প নেত্রে পল্লব নাই সুতরাং উহারা নয়ন মুদ্রিত করিতে পারে না।

২০। যেস্থলে যেরূপ হওয়া উচিত, তদন্যথা হইলে "বটে" এই অব্যয়টি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। "বটে" অব্যয়ের সঙ্গে "কিন্তু" এই সঙ্কোচক অব্যয়টি প্রায়ই প্রয়োগ হয়। যথা—"বিপিনের মুখ হইতে কোন দুর্গন্ধ পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু উহার গায়ের জামা হইতে কেমন একটা দুর্গন্ধ পাওয়া যাইতেছে।" (শিশুসহচর—উ)

২১। কোন জটিল বা বিস্তৃত বিষয় সংক্ষিপ্তভাবে সরল করিতে হইলে "অর্থাৎ" এই অব্যয়ের প্রয়োগ হয়। যথা—

যৌবন রূপ বনে প্রবেশ করিলে বন্যজন্তুর ন্যায় ব্যবহার হয় অর্থাৎ মানব যৌবনের প্রারম্ভে স্বেচ্ছাচারী হইয়া অনেকে কুপথগামী হয়।

২২। রক্ষার্থে বা শপথ স্থলে "দোহাই" এই অব্যয়ের প্রয়োগ হয়। যথা—

রক্ষার্থে—"দোহাই ধর্ম্মাবতার! আমাকে রক্ষা করুন।

শপথার্থে—তোমার গুরুর দোহাই যদি ফিরিয়া না আস।

২৩। "ই" এই অব্যয়টি কেবল নিশ্চয়ার্থে ব্যবহৃত হয়। যথা—

কেবল—সে কেবল টাকাই চায়।

নিশ্চয়ার্থে - আমি আসিতেই পারিব না অর্থাৎ নিশ্চয় আসিব না।

২৪। "না" ইহা নিষেধার্থ বাক্যের আদ্যে এবং সমাপিকা ক্রিয়ার পরে প্রয়োগ হয়। যথা—

নিষেধার্থক বাক্য—আমি না বলিয়া কোন কার্য্য করিব না।

সমাপিকা ক্রিয়া—আমি না গেলে তিনি আসিবেন না।

২৫। হেতু পদের পর "বলিয়া" এই অব্যয়ের ব্যবহার হয়.। যথা—তিনি আসিয়াছেন বলিয়াই কার্য্যটি সুসম্পন্ন হইল।

নিয়ত-সম্বন্ধ অব্যয় (Correlative)।

নিম্নলিখিত অব্যয়গুলি মধ্যে প্রায়শঃ প্রথমটি উল্লেখ হইলে তৎসঙ্গে দ্বিতীয়টি উল্লেখ হইয়া থাকে, যথা—

যদ্ = তদ্ ; বটে = কিন্তু ; যদি = তবে, তাহা হইলে ;
যদিও = তথাপি, কিন্তু = তবু ; যদ্যপি = তাহা হইলে, তথাপি ;
বরঞ্চ = তবু ; অপেক্ষা = বরং ; যেমন = তেমন, সেরূপ ;
যত = তত ; সেরূপ , যখন = তখন ; বরং = তথাপি ;
যথা = তথা ; যেখানে = সেখানে ; এখন = এরূপ ;

অনুরূপ অব্যয়।

সাধারণ কথিতভাষায় শব্দে কতকগুলি নিষ্প্রয়োজনীয় অব্যয় উল্লেখ হইয়া থাকে, উহাকে অনুরূপ অব্যয় বলে। যথা—

বাড়ী টাড়ী, বোতল টোতল, চৌকি টৌকি, দোয়াত টোয়াত, কলম টলম, কাগজ টাগজ, মশারী টশারী, বালিশ টালিশ, লেপ টেপ, মানুষ টানুষ, চেয়ার টেয়ার, আয়না টায়না।

Exercise.

1. চিহ্নিত অব্যয়গুলির মধ্যে কোন্‌টি কোন্ জাতীয় এবং কোন্‌টি কি ভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে নির্দ্দেশ কর।

(1) "তিলোত্তমা চাহিবা মাত্র দৃষ্টি বিনত করিলেন, দেখিতে দেখিতে লোচনে দরদর ধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল।" (দুর্গেশনন্দিনী—ব)

(2) "ছি মা! আমার সঙ্গে প্রতারণা? আর যদি আমাকেই ঠকাবে, তবে এ বয়সে দেড় হাত দাড়ি কেন? (আনন্দমঠ—ব)

(3) "কৃষ্ণচন্দ্র গুণগ্রাহী ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন।

(4) "কণ্ঠে গরল নহে মৃগমদ সার
"নহে ফণিরাজ উরে মণিহার।" (বিদ্যাপতি)

(5) "এরূপ আক্ষেপ ও বিলাপ করিতে করিতে সীতা দীর্ঘনিশ্বাস সহকারে, হায়! কি হইল বলিয়া মূর্চ্ছিত ও ভূতলে পতিত হইলেন।
(সীতার বনবাস—ঈ)

(6) "রাজার শেষ বয়সের একমাত্র পুত্র গৌতম, সুতরাং তাঁহার আদরের সীমা ছিল না।" (শিশুসহচর—উ)

2. Translate into Bengali :—

Though he was rich yet he was unhappy. He is poor but contented. But for his timely assistance the boy would have been drowned. I shall not give up hopes of success as long as I live.

3. ই, কি, ত, যে, বা—এই অব্যয়গুলি কি, কি অর্থে প্রয়োগ হয় তাহা দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রমাণ কর।

উপসর্গের ব্যবহার।

উপসর্গযোগে উৎপন্ন শব্দ (Perfixes).

প্র, পরা, অপ, সম্, নি, অব, অনু, নির্, দুর্, বি, অধি, সু, উৎ, পরি, প্রতি, অভি, অতি, অপি, উপ, আ *—এই বিংশতি প্রকার অব্যয়কে উপসর্গ বলে। ইহারা ধাতু বা শব্দের পূর্ব্বে যুক্ত হইয়া তাহার বিশেষ বিশেষ অর্থ প্রকাশ করে যথা :—

---

* প্র পরাপ সমন্বব-নির্দ্দুরভি ব্যধি সূদতি নিপ্রতি পর্য্যপয়ঃ। উপআঙিতি বিংশতি রেষ সখে উপসর্গবিধিঃ কথিতঃ কবিনা।

(ধাতুর পূর্ব্বে যুক্ত হইয়া)

উপসর্গ	গঠিত শব্দ	তাহার অর্থ
	ভূ ধাতুর অর্থ হওয়া	
সম্	সম্ভব	উৎপত্তি
বি	বিভব	ঐশ্বর্য্য
পরা	পরাভব	পরাজয়
অনু	অনুভব	বিবেচনা
উৎ	উদ্ভব	উৎপত্তি
	হৃ ধাতুর অর্থ হরণ করা	
আ	আহার	ভোজন
বি	বিহার	ভ্রমণ
প্র	প্রহার	আঘাত
উপ	উপহার	উপঢৌকন
সম্	সংহার	বিনাশ
পরি	পরিহার	পরিত্যাগ
বি+অব	ব্যবহার	আচরণ
প্রতি	প্রতিহার	দ্বারপাল
নি	নিহার	শিশির
অপ্	অপহার	চুরি
	কৃ ধাতুর অর্থ করা	
প্র	প্রকার	রকম
প্রতি	প্রতিকৃতি	প্রতিমূর্ত্তি
সু	সুকৃতি	পুণ্য, ভাগ্য
নি	নিষ্কৃতি	নিস্তার
আ	আকার	আকৃতি
অপ	অপকার	অনিষ্ট
সম্	সংস্কার	ধারণা বা জ্ঞাত কর্ম্মাদি
অনু	অনুকরণ	সদৃশকরণ
বি	বিকার	বিকৃত
	দা ধাতুর অর্থ দান	
আ	আদান	গ্রহণ
প্র	প্রদান	অর্পণ
উপ	উপাদান	উপাদেয়
নি	নিদান	মূল
প্রতি	প্রতিদান	পরিশোধ
	দিশ্ ধাতুর অর্থ দিক্	
আ	আদেশ	আজ্ঞা
বি	বিদেশ	ভিন্নদেশ
প্র	প্রদেশ	স্থান, একদেশ

উপসর্গ	গঠিত শব্দ	তাহার অর্থ
উপ	উপদেশ	শিক্ষাবাক্য
নির্	নির্দ্দেশ	নির্দ্ধারণ
প্রতি	প্রত্যাদেশ	প্রত্যাখ্যান, জ্ঞাপন
	চি-ধাতুর অর্থ চয়ন	
অপ	অপচয়	ক্ষতি
উপ	উপচয়	উন্নতি
পরি	পরিচয়	জানাশুনা
সম্	সঞ্চয়	সংগ্রহ
নি	নিশ্চয়	ঠিক
	ধা-ধাতুর অর্থ ধারণ	
অব	বিহিত	উচিত
নি	নিহিত	স্থাপিত
সম্	সংহিত	মিলিত
পরি	পরিহিত	আচ্ছাদিত
	পদ্-ধাতুর অর্থ পা	
সম্	সম্পদ্	ঐশ্বর্য্য
আ	আপদ্	জঞ্জাল
বি	বিপদ্	বিপত্তি
	বদ্-ধাতুর অর্থ বাক্য	
প্র	প্রবাদ	জনশ্রুতি
অনু	অনুবাদ	ভাষান্তর করণ
প্র	প্রতিবাদ	বিরুদ্ধ বাক্য
সম্	সংবাদ	বার্ত্তা
বি	বিবাদ	কলহ
অপ	অপবাদ	নিন্দা
	স্থা-ধাতুর অর্থ স্থিতি	
প্র	প্রস্থান	গমন
অব	অবস্থান	স্থিতি
অধি	অধিষ্ঠান	"
অনু	অনুষ্ঠান	আরম্ভ
বি	ব্যবস্থা	বিধি, নিয়ম
অব	অবস্থা	দশা, ভাব
	গ্রহ্-ধাতুর অর্থ আগ্রহ বা অনুগ্রহ	
সম্	সংগ্রহ	সঞ্চয়
নি	নিগ্রহ	তাড়না
অনু	অনুগ্রহ	দয়া
বি	বিগ্রহ	মূর্ত্তি, যুদ্ধ
আ	আগ্রহ	জেদ
প্র	প্রগ্রহ	রশ্মি
উপ	উপগ্রহ	গ্রহের চতুর্দ্দিক্ ভ্রমণকারী গ্রহ

উপসর্গ	গঠিত শব্দ	তাহার অর্থ	উপসর্গ	গঠিত শব্দ	তাহার অর্থ
প্রতি	প্রতিগ্রহ	দানগ্রহণ	উৎ	উন্মুখ	ঊর্দ্ধমুখ
পরি	পরিগ্রহ	গ্রহণ	অভি	অভিমুখ	সম্মুখ
(শব্দের পূর্ব্বে যুক্ত হইয়া)			গমন শব্দের অর্থ চলন		
নয়ন শব্দের অর্থ চক্ষু			প্রতি	প্রতিগমন	ফিরিয়া যাওয়া
প্র	প্রণয়ন	নির্ম্মাণ	অনু	অনুগমন	পশ্চাৎ গমন
অপ	অপনয়ন	দূরীকরণ	নির্	নির্গমন	বাহির হওয়া
উপ	উপনয়ন	যজ্ঞোপবীত-ধারণ, সংস্কার	আ	আগমন	আসা
			দান শব্দের অর্থ অর্পণ		
উৎ	উন্নয়ন	উত্তোলন	প্র	প্রদান	দেওয়া
মুখশব্দ			নি	নিদান	মূল কারণ
প্র	প্রমুখ	প্রভৃতি	প্রতি	প্রতিদান	বদল
সম্	সম্মুখ	সাক্ষাৎ	আ	আদান	লওয়া
বি	বিমুখ	বিরূপ	উপ	উপাদান	সমবায় দ্রব্য

Exercise.

1. Form words by placing prefixes before the following roots and give the meaning of the words you form.

ভূ, স্থা, গম্, চর্, জ্ঞা, ক্ষিপ্, ভুজ্, তোষ্, তৄ, ভজ্, হন্, হৃ, নী, মন্; চর্, রুহ্, ক্ষিপ, নম্, কম্, গ্রহ, বস্, যুজ্, রস্, গ্রহ, বিপ্, লপ্, বৎ, নম্, ত্যজ্, কৃশ্, দৃশ, কুল, দম্, বম্, শম্, ধৃ, মৃ, পট্, বস্, বদ্, ক্রম।

2. নিম্নলিখিত শব্দগুলির পূর্ব্বে যথাযোগ্য উপসর্গ স্থাপিত করিয়া

অর্থের পার্থক্য প্রদর্শন কর :—দান, ফুল্ল, অন্ন, তুষ্ট, গ্রহ, দেশ, বাস, শ্বাস, হাস, যোগ, বর, ভয়, জ্ঞান মূর্ত্তি, বল।

3. What is the force of prefixes in :—অনুগ্রহ, অনুকূল, দুর্ভাগ্য, দুর্লক্ষণ, সংসক্তি, বিচার, উদাহরণ, নিগ্রহ, পরিগ্রহ অনুজ, উপহার, পরিহার, অপমান, উপচয়, উপক্রম।

পদ-যোজনা (compound words)।

পদ-যোজনা দ্বারা ভাষার উৎকর্ষ সাধিত হয়। কোন কোন শব্দ অন্য বিশেষ বিশেষ শব্দের পূর্ব্বে বা পরে স্থাপিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন অর্থ প্রকাশক শব্দ গঠিত হইয়া থাকে। এইরূপ শব্দ প্রায় সমাসবদ্ধ হইয়া প্রস্তুত হয়। যথা—

পূর্ব্বে স্থাপিত হইয়া যেরূপে শব্দ গঠিত হয়।

১। অগ্নি শব্দ যোগে—অগ্নিকুণ্ড, অগ্নিকোণ, অগ্নিক্রীড়া, অগ্নিপক্ক, অগ্নিপরীক্ষা, অগ্নিবাণ, অগ্নিবৃষ্টি, অগ্নিমান্দ্য, অগ্নিস্থাপন।

২। অন্ন—অন্নকষ্ট, অন্নক্ষেত্র, অন্নসত্র, অন্নজল, অন্নদান, অন্নদাস, অন্নপূর্ণা, অন্নপ্রাশন, অন্নাভাব, অন্নসংস্থান, অন্নহীন।

৩। অসি—অসিখণ্ড, অসিধারা, অসিপত্র, অসিচর্ম্ম, অসিপুচ্ছ, অসিকোষ।

৪। আশু—আশুগতি, আশুতর, আশুতোষ, আশুব্রীহি (আউশ ধান)।

৫। আশ্রয়—আশ্রয়দাতা, আশ্রয়দান, আশ্রয়প্রার্থী, আশ্রয়াশ।

৬। ইচ্ছা—ইচ্ছাকৃত, ইচ্ছাধীন, ইচ্ছানুরূপ, ইচ্ছানুসারে, ইচ্ছা-পূর্ব্বক, ইচ্ছামত, ইচ্ছাময়, ইচ্ছামৃত্যু, ইচ্ছাবতী, ইচ্ছায়ত্ত।

৭। ইতর—ইতরজাতীয়, ইতরবিশেষ, ইতরেতর, ইতরথা (অন্যথা)।

৮। ইতি—ইতিকথা, ইতিকর্ত্তব্য, ইতিমধ্যে, ইতিবৃত্ত, ইতিহাস, ইতিহাসবেত্তা, ইতিহাসজ্ঞ, ইতিহ।

৯। কর্ম্ম—কর্ম্মকর্ত্তা, কর্ম্মকাণ্ড, কর্ম্মচর্চ্চা, কর্ম্মক্ষেত্র, কর্ম্মফল, কর্ম্মবীর, কর্ম্মভীরু, কর্ম্মভূমি, কর্ম্মসাধন, কর্ম্মাধীন।

১০। কণ্ঠ—কণ্ঠাগত, কণ্ঠগীতি, কণ্ঠনালী, কণ্ঠভূষা, কণ্ঠমণি, কণ্ঠদেশ, কণ্ঠলগ্ন, কণ্ঠস্বর, কণ্ঠসূত্র, কণ্ঠহার।

১১। কদা—কদাচার, কদাকার, কদাচন, কদাপি, কদাহার।

১২। কপি—কপিকেতন (অর্জ্জুন), কপিত্থ, কপিঞ্জল, কপিধ্বজ, কপিলা, কপিলাশ্রম, কপিল।

১৩। কমল—কমলকোরক, কমলক, কমলতুল্য, কমলনেত্র, কমলবালা, কমলযোনি, কমলাসন, কমলমালা।

১৪। কন্যা—কন্যাকর্ত্তা, কন্যাগ্রহণ, কন্যাকাল, কন্যাদান, কন্যাদায়।

১৫। কল—কলকণ্ঠী, কলঘোষ, কলঙ্ক, কলঙ্কিত, কলত্র, কলধৌত, কলধ্বনি, কলনাদ, কলম, কলসী, কলস্বস, কলহ।

১৬। কলা—কলাকুশল, কলাকেলি (কামদেব), কলাধার (চন্দ্র), কলাই, কলাপী, কলাবউ, কলাবতী, কলাবান্।

১৭। কুল—কুলকন্যা, কুলকর্ম্ম, কুলকলঙ্ক, কুলকামিনী, কুল-কুণ্ডলিনী, কুলরীতি, কুলক্ষয়, কুলজ্ঞ, কুলটা, কুলতিলক, কুলত্যাগ, কুলদেবতা, কুলনারী, কুলনাশ, কুলপতি, কুলপাংশুল, কুলপালক, কুলপুত্র, কুলপুরোহিত, কুলপ্রদীপ, কুলভ্রষ্ট, কুলমর্য্যাদা, কুললক্ষ্মী, কুলবালা, কুলবধূ, কুলশীল, কুলব্রত।

১৮। খণ্ড—খণ্ডকথা, খণ্ডকাব্য, খণ্ডনীয়, খণ্ডপ্রলয়।

১৯। গঙ্গা—গঙ্গাতীর, গঙ্গাদত্ত, গঙ্গাদ্বার, গঙ্গাপথ, গঙ্গাধর, গঙ্গাপুত্র, গঙ্গাপ্রবাহ, গঙ্গাপ্রাপ্ত, গঙ্গাযাত্রা, গঙ্গাসাগর, গঙ্গাসুত (ভীষ্ম)।

২০। গজ—গজকর্ণিকা (হাতীশুঁড়োর গাছ), গজকুম্ভ, গজগমন, গজঘণ্টা, গজচ্ছায়া, গজদন্ত, গজপতি, গজমুক্তা, গজমুখ, গজানন।

২১। গণ—গণনা, গণদেবতা, গণদ্রব্য, গণনাথ, গণনীয়।

২২। গুণ—গুণক, গুণকথন, গুণকারক, গুণগ্রহণ, গুণগ্রাহী, গুণজ্ঞ, গুণচয়, গুণধর্ম্ম, গুণধাম, গুণবাচক, গুণবান্, গুণবৃক্ষ, গুণশালিনী, গুণশূন্য, গুণসাগর, গুণহীন, গুণাধার।

২৩। গৌর—গৌরচন্দ্র, গৌরব, গৌরবপ্রাপ্ত, গৌরবপ্রয়াসী, গৌরবশালী, গৌরবলাঘব, গৌরচিত।

২৪। গ্রহ—গ্রহকোপ, গ্রহগোচর, গ্রহভোগ, গ্রহণি, গ্রহণীয়, গ্রহতত্ত্ব, গ্রহদেবতা, গ্রহদোষ, গ্রহপতি, গ্রহপীড়া, গ্রহপূজা, গ্রহবিপ্র, গ্রহবৈগুণ্য।

২৫। ঘন—ঘনকাল (বর্ষা), ঘনকৃষ্ণ, ঘনঘটা, ঘনঘোর, ঘনপত্র (পুনর্ণবা), ঘনমূল, ঘনরস, ঘনবর্ত্তন, ঘনশ্যাম, ঘনসার, ঘনস্বন।

২৬। চক্র—চক্রচ্ছিদ্র, চক্রজীবক (কুম্ভকার), চক্রধর, চক্রনেমি, চক্রপাণি, চক্রপাল, চক্রবর্ত্তী, চক্রক্রম, চক্রবৃদ্ধি, চক্রব্যূহ।

২৭। চণ্ড—চণ্ডনায়িকা (দুর্গা) চণ্ডরশ্মি, চণ্ডবিক্রম, চণ্ডাল।

২৮। চন্দ্র—চন্দ্রক, চন্দ্রকলা, চন্দ্রকান্ত, চন্দ্রচূড়, চন্দ্রভাগ, চন্দ্রমণি, চন্দ্রমৌলি (শিব), চন্দ্রবংশ, চন্দ্রমুখ, চন্দ্রবিন্দু, চন্দ্রব্রত, চন্দ্রশাখা (জ্যোৎস্না), চন্দ্রশেখর, চন্দ্রসুধা, চন্দ্রহাস।

২৯। জলা—জলাঞ্জলি, জলাধার, জলার্থী, জলার্দ্র, জলাবর্ত্ত, জলাশয়।

৩০। জ্ঞান—জ্ঞানগম্য, জ্ঞানগোচর, জ্ঞানকৃত, জ্ঞানগৌরব, জ্ঞানচক্ষুঃ, জ্ঞানজ্যেষ্ঠ, জ্ঞানতপন, জ্ঞানতরঙ্গ, জ্ঞানদাতা, জ্ঞানধন, জ্ঞাননিষ্ঠ, জ্ঞানশিক্ষা,

জ্ঞানমন্দির, জ্ঞানময়, জ্ঞানবতী, জ্ঞানবাদী, জ্ঞানবন্ধু, জ্ঞানানন্দ, জ্ঞানসাগর জ্ঞানভাণ্ডার।

৩১। তত্ত্ব—তত্ত্বজ্ঞ,তত্ত্বজ্ঞান,তত্ত্বদর্শী,তত্ত্বনিরূপণ,তত্ত্ববিৎ,তত্ত্বানুসন্ধান।

৩২। তীর্থ—তীর্থকর, তীর্থকার্য্য, তীর্থদর্শন, তীর্থযাত্রী, তীর্থবাস।

৩৩। দণ্ড—দণ্ডকারণ্য, দণ্ডগ্রহণ, দণ্ডদাতা, দণ্ডধর, দণ্ডনীতি, দণ্ডনীয়, দণ্ডপাণি, দণ্ডকাল, দণ্ডবৎ, দণ্ডবিধি, দণ্ডস্বরূপ।

৩৪। ধন—ধনক্ষয়, ধনকুবের, ধনগর্ব্ব, ধনজন, ধনঞ্জয়, ধনতৃষ্ণা, ধনধান্য, ধনপতি, ধনপিশাচ, ধনপূর্ণ, ধনপ্রিয়, ধনভাণ্ডার, ধনরত্ন, ধনলক্ষ্মী, ধনলালসা, ধনবতী, ধনসম্পত্তি।

৩৫। ধর্ম্ম—ধর্ম্মকর্ম্ম, ধর্ম্মকার্য্য, ধর্ম্মকাল, ধর্ম্মক্ষেত্র, ধর্ম্মঘট, ধর্ম্মচর্চ্চা, ধর্ম্মচারী, ধর্ম্মচিন্তা, ধর্ম্মতত্ত্ব, ধর্ম্মত্যাগ, ধর্ম্মদ্রোহী, ধর্ম্মনীতি, ধর্ম্মধ্বজী, ধর্ম্মনীতি, ধর্ম্মপত্নী, ধর্ম্মপথ, ধর্ম্মপুত্র, ধর্ম্মপ্রাণ, ধর্ম্মবন্ধু, ধর্ম্মভয়, ধর্ম্মবলী, ধর্ম্মশাস্ত্র, ধর্ম্মশীল, ধর্ম্মসঙ্গত, ধর্ম্মসভা।

৩৬। নর—নরক, নরককুণ্ড, নরকঙ্কাল, নরকান্তক (বিষ্ণু), নরকেশরী, নরকাময়, নরনারায়ণ, নরপতি, নরপশু, নরমাংস, নরমেধ, নরযান, নরলীলা, নরলোক, নরহরি।

৩৭। পদ—পদক, পদগৌরব, পদক্ষেপ, পদচারণ, পদচ্যুত, পদত্যাগ, পদদলিত, পদধূলি, পদধন, পদপ্রাপ্ত, পদপ্রার্থী, পদরেণু, পদযুগল, পদবিন্যাস, পদসেবা, পদস্থ।

৩৮। ব্রহ্ম—ব্রহ্মচর্য্য, ব্রহ্মচারী, ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মণ্য, ব্রহ্মতেজঃ,ব্রহ্মদৈত্য, ব্রহ্মযজ্ঞ, ব্রহ্মময়ী, ব্রহ্মরন্ধ্র, ব্রহ্মলোক, ব্রহ্মর্ষি,ব্রহ্মবিদ্যা, ব্রহ্মশাপ, ব্রহ্মসমাজ; ব্রহ্মসূত্র, ব্রহ্মহত্যা।

৩৯। ভক্তি—ভক্তিচিহ্ন, ভক্তিতত্ত্ব, ভক্তিপূত, ভক্তিভাজন, ভক্তিভাব, ভক্তিমান্, ভক্তিযোগ, ভক্তিরস, ভক্তিবিহ্বল, ভক্তিস্রোত।

৪০। ভাব—ভাবকূপ, ভাবগতিক, ভাবগর্ভ, ভাবমিশ্র, ভাববক্ষে, ভাবতরঙ্গ, ভাবসাগর, ভাবভঙ্গী, ভাবলহরী, ভাবহীন।

৪১। মধ্য—মধ্যমণি, মধ্যরাত্র, মধ্যবর্ত্তিতা, মধ্যবিত্ত, মধ্যস্থতা।

পরে স্থাপিত হইয়া যেরূপে শব্দ গঠিত হয়।

১। ভাজন—বিরাগভাজন, ভক্তি-ভাজন, প্রণয়-ভাজন, প্রীতিভাজন, স্নেহভাজন।

২। মণ্ডল—আকাশমণ্ডল, খগমণ্ডল, চন্দ্রমণ্ডল, জগন্মণ্ডল, দিঙ্-মণ্ডল, বদনমণ্ডল, ভূমণ্ডল, সূর্য্যমণ্ডল গগনমণ্ডল।

৩। মতি—কুমতি, বিমতি, মন্দমতি, মূঢ়মতি, স্ত্রীমতি, সুমতি, হীনমতি।

৪। মাত্র—অল্পমাত্র, কিঞ্চিন্মাত্র, প্রবেশমাত্র, কথামাত্র।

৫। যাত্রা—জীবনযাত্রা, পুনর্যাত্রা, রথযাত্রা, রথযাত্রী, দোলযাত্রা, স্নানযাত্রা, শোভাযাত্রা।

৬। লোক—ইহলোক, ত্রিলোক, পরলোক, বিষ্ণুলোক, শিবলোক, ভূলোক, মর্ত্ত্যলোক, স্বর্গলোক।

৭। শালা—গোশালা, চিত্রশালা, ধর্ম্মশালা, পাঠশালা, পাকশালা।

৮। শালী—ঐশ্বর্য্যশালী, জ্ঞানশালী, ধনশালী, সমৃদ্ধিশালী, সম্পত্তি-শালী।

৯। শীল—উন্নতিশীল, ক্রীড়াশীল, ক্ষমাশীল, ধর্ম্মশীল, পরিবর্ত্তনশীল, সত্যশীল, স্নেহশীল।

১০। সম্পাদন—চৈতন্যসম্পাদন, ধর্ম্মসম্পাদন, স্থৈর্য্যসম্পাদন, কার্য্য-সম্পাদন।

শব্দের ইতিহাস (Philology)।

যে কোন শব্দের সহিত কোন ঐতিহাসিক ঘটনা কিংবা কোন প্রবাদের সংস্রব থাকিলে তাহাকে শব্দের ইতিহাস বলে। কয়েকটি শব্দের ইতিহাস নিম্নে দেওয়া গেল। যথা—

শব্দ—ইতিহাস।

ইন্দ্রজিৎ—রাবণপুত্র মেঘনাদ সুরপতি ইন্দ্রকে যুদ্ধে জয় করিয়াছিলেন এই নিমিত্ত তাঁহার নাম ইন্দ্রজিৎ।

গোধূলি—সূর্য্যাস্তসময় গো (ধেনু) গণ গোঠ হইতে বাড়ী যায়, ঐ সময়ে উহাদের খুরোত্থিত ধূলি উড়িতে থাকে, এজন্ত ঐ সময়কে গোধূলি বলে।

গৌর—অতি পূর্ব্বকালে রাজা মান্ধাতার গৌর নামে এক দৌহিত্র ছিলেন। তাঁহার নামানুসারে তাঁহার রাজ্যের নাম গৌড় হইয়াছে।

জরাসন্ধ—(কিংবদন্তী) মগধের অপুত্রক রাজা বৃহদ্রথকে চণ্ডকৌশিক ঋষি একটি আম্রফল দিয়া বলেন যে—"এই ফল ভক্ষণ করিলে রাণীর গর্ভে সন্তান হইবে।" রাজা সেই ফল দুই রাণীকে বিভক্ত করিয়া দেন। যথাসময় প্রত্যেক রাণী অর্দ্ধখণ্ড করিয়া সন্তান প্রসব করেন। রাজাজ্ঞায় খণ্ডদ্বয় শ্মশানে ফেলা হয়। জরানামক রাক্ষসী খণ্ডদ্বয় সন্ধ (মিলিত) করিলে একটি সুন্দর বালক হইয়া জীবিত হইল। জরারাক্ষসীর সন্ধ বলিয়া নাম জরাসন্ধ।

জাহ্নবী—ভগীরথ জহ্নুমুনির আশ্রম দিয়া গঙ্গাদেবীকে আনিতেছিলেন, সেই সময় মুনির কুশাসনাদি গঙ্গাস্রোতে ভাসিয়া যায়। তাহাতে মুনি কুপিত হইয়া গঙ্গা পান করেন। পরে ভগীরথের অনুরোধে স্বীয় জানু বিদীর্ণ করিয়া গঙ্গাকে বাহির করেন। জহ্নুর অপত্যার্থে জাহ্নবী।

পত্র—পূর্ব্বকালে পত্র অর্থাৎ পাতায় চিঠি লেখা হইত, এই লিখিত চিঠিকে পত্র বলে। গ্রন্থাদিও তালপাতায় লেখা হইত বলিয়া গ্রন্থের পৃষ্ঠাকে পত্র বা পাতা বলে।

বঙ্গ - বলি রাজার বঙ্গ নামে এক ক্ষেত্রজ পুত্র ছিলেন। তাঁহার রাজ্যকে বঙ্গ বলে।

বাঙ্গালা—আইন আকবরিতে লিখিত আছে, পূর্ব্বকালের রাজগণ জলপ্লাবন হইতে দেশরক্ষার জন্যে উচ্চ উচ্চ আল প্রস্তুত করাইতেন। বঙ্গের আল হইতে (বঙ্গ+আল) বাঙ্গালা নাম। ইউরোপীয় পণ্ডিত-মণ্ডলী বলেন :—"পূর্ব্বদেশে' বেঙ্গলা' নামে এক সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল। তথায় অনেক প্রতীচ্যজাতি বাণিজ্য করিতে আসিতেন। তাঁহারা বেঙ্গলাকে বেঙ্গল বলিতেন। বেঙ্গল হইতে বাঙ্গালা নাম হইয়াছে।

ভাগীরথী—ভগীরথ পিতৃকুলের উদ্ধারার্থে গঙ্গাদেবীকে মর্ত্ত্যলোকে আনয়ন করিয়া ছিলেন বলিয়া গঙ্গার একনাম ভাগীরথী।

ভারতবর্ষ—আর্য্যমতে সমগ্র পৃথিবী সপ্ত দ্বীপে বিভক্ত ছিল। এক একটি দ্বীপকে বর্ষ বলে। জম্বুদ্বীপের অন্তর্গত যে যে বর্ষ দুষ্মন্ত রাজার পুত্র ভরত কর্ত্তৃক শাসিত হইত, তাহাই ভারতবর্ষ নামে অভিহিত।

সাগর - সাগররাজার ষষ্টিসহস্র পুত্র, যজ্ঞের অশ্বসন্ধানার্থ পৃথিবী খনন করিয়া পাতালে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের খোদিত কূপ জলময় হইয়া সাগর নামে অভিহিত হইল।

হিন্দু—আর্য্যগণ প্রথমে সিন্ধুনদী-তীরে আসিয়া বাস করেন। সেই সিন্ধু হইতে তাঁহারা হিন্দু নামে অভিহিত।

Exercise.

১। প্রকৃতি প্রত্যয়ের সাহায্যে নিম্নলিখিত শব্দগুলির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ বল—

ঘাতক, উরগ, আগুন, গায়ন, আয়ন্তরী, ব্যাধ, ভবিষ্যৎ, ভবাদৃশ, জিষ্ণু, পবিত্র, বারিধি, যাদব, পাণ্ডব, পৈত্রিক, কুলীন, নারায়ণ, বৈশাখ, কার্ত্তিক, পিতামহ, মাতুল, কনিষ্ঠ, জ্যেষ্ঠ।

২। চক্রধর, দশানন, আশী-বিষ, সমাতৃক, বিধার্ম্মিক, সূর্য্যসিংহ, পথভ্রষ্ট, মোহান্ধ, ব্যাঘ্রাহত ও পীতাম্বর—বহুব্রীহি, কর্ম্মধারায় অথবা তৎপুরুষ সমাসের সাহায্যে উপরোক্ত পদগুলির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ লিখ এবং প্রত্যেক শব্দের সহিত অন্য শব্দ যোগ করিয়া একএকটি সুসঙ্গত বাক্য প্রস্তুত কর এবং নিম্নলিখিত শব্দগুলির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ লিখিয়া তাহার ইংরাজী অনুবাদ কর :—

জলনিধি, পট, ভাণ্ডারী, রাক্ষস, শিব, নয়ন, কর্ম্মফল, চক্রবর্ত্তী, সম্ভ্রম, অশ্ব, সংকীর্ত্তন, রহস্য, দ্রৌপদী।

পূর্ব্বপ্রদর্শিত পদ-যোজনার অনুশীলনী।

1. Exercise.

1. Form as many compound words as you can using the following as prefixes :—

অক্ষয়, অন্ন, অর্থ, আগ্নেয়, ইন্দ্র, ইষ্ট, উগ্র, উত্তর, উপ, কর, কীর্ত্তি, কাল, কন্যা, আত্ম, চক্র, চারু, গ্রহণ, অবলম্বন, অন্তর, পরায়ণ, কুশল, মণ্ডল, মহৎ, পুষ্প, পূর্ণ, শক্র, মধু, মায়া, প্রাণ, ভক্ত, কুশল, যথা, রক্ষা, সংবরণ, নিক্ষেপ, জ্ঞান, নর, দণ্ড, উত্তর, জাতি, চারু, মালা, পদ্ম, যোগ, ভূত, সত্য, তৈল, বিশ্ব, পাক, হরি, ধন, পূর্ব্ব, পর এবং গৃহ।

2. (*A*) চিহ্নিত প্রত্যেক শব্দের সহিত (*B*) চিহ্নিত একএকটি উপযুক্ত শব্দ যোগ করিয়া এক একটি যৌগিক শব্দ গঠন কর।

(*A*) অগ্র, অগ্র, গণ. গণ, ওষ্ঠা. ওষ্ঠা, চন্দ্র, চন্দ্র, জ্ঞান, জ্ঞান, কীর্ত্তি, কীর্ত্তি, জটা, জটা, জগ, জগ. দুর্ব্বি, দুর্ব্বি, পিতৃ, পিতৃ, তেজো, তেজো, ভব, ভব. মেঘ, মেঘ, লোকা, লোকা, চিত্ত, চিত্ত, শুক্ল, শুক্ল।

(*B*) গর্ভ, পাক, তোষক, তারণ, চীর, ময়, কীর্ণ, নীত, দেবতা, ধর, ধর, শালী, তীত, লোক, তোষ, দ্বীপ, কান্ত, পাত্র, গত, হারণ, কলসি, জয়ী, বল্কল, মিত্র, বন্ধু, গ্র, ধন্ত, ময়. নাথ, লোক, নীয়, বান, রহিত, মালা, মণ্ডিত।

2. Exercise

1. Form as many compound words as you can using the following as suffixes :—

আহুত, অর্থী, করগ্রহণ, বিধান, বিয়োগ, আহত, সঞ্চয়, পতি, রক্ষা, পরিগ্রহ, গ্রহণ, ভাজন, মণ্ডল, ক্ষয়, শীল, মতি, বৎসল।

2. (*A*) চিহ্নিত প্রত্যেক শব্দের পূর্ব্বে (*B*) চিহ্নিতের এক-একটি উপযুক্ত শব্দ যোগ করিয়া এক একটি যৌগিক শব্দ প্রস্তুত কর :—

(*A*) মতী, মতী, মূল্য, মূল্য, বিসর্গ, বিসর্গ শন, শন, ঘাত, ঘাত, রাজি, রাজি, চনা, চনা, সাধ্য, সাধ্য, ধার, ধার, লাভ, লাভ রূপ, রূপ।

(*B*) অন্ন, অনুস্বার, শ্রী, বহু, কুন্তল, হুতা, আ বুদ্ধি, বিন্দু অ, বজ্রা জ্ঞান, অস্ত্রে, অমা, গঙ্গা, তীক্ষ্ণ, বহু, বিবে, অশ্রু, অর্থ, অপ।

3. Form as many compound words as you can with each of the following words :—

ভক্তি, রক্ষা, প্রাণ, মণ্ডল, নিক্ষেপ, পরায়ণ, বৎসল, অন্তর, শীল, সাধন, রক্ষা, শালী, বিধান, বিয়োগ, পরিগ্রহ, গৌরব, ক্ষয়, উচিত, ভক্ত, সিংহ, কুশল, কাল-সংবরণ, সম্পন্ন, জ্ঞান, জাতি, দণ্ড।

লিঙ্গ। (Gender).

১। লিঙ্গ ত্রিবিধ। (১) পুরুষ বুঝাইলে পুংলিঙ্গ (Masculine Gender), (২) স্ত্রী বুঝাইলে স্ত্রীলিঙ্গ (Feminine Gender), (৩) স্ত্রী ও পুরুষ ভিন্ন অন্য পদার্থ বুঝাইলে ক্লীব লিঙ্গ (Neuter Gender) কিন্তু বাঙ্গালা ভাষায় পুং ও ক্লীব লিঙ্গে বিশেষ কোন প্রভেদ নাই।

২। লিঙ্গ ভেদে বিশেষ্য শব্দের আকার ভেদ হইয়া থাকে।

৩। ঘঞ্, অন্, ন, অপ, অন, কি ই, প্রত্যয়ান্ত শব্দ প্রায় পুংলিঙ্গ যথা :—বিধি, নাশ, ত্যাগ, আহার ও শনি প্রভৃতি।

৪। ক্তি, ঙ, ক্বিপ্, অনি, চি, তা, আ, ঈপ্, উ প্রত্যয়ান্ত শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ। যথা :—ভক্তি, পুজা, আপদ্, পিপাসা ভূমি ও জনতা প্রভৃতি।

৫। ভাববাচ্যে নিষ্পন্ন তব্য, অনীয়, ণ্যাৎ, অনট্, ত্ব ও ষ্য প্রত্যয়ান্ত শব্দ ক্লীবলিঙ্গ। যথা :—বক্তব্য, করণীয় কার্য্য, গমন, বন্ধুত্ব, গৌরব ও আতিশয্য প্রভৃতি।

৬। বৃক্ষ, দেব, অসুর, কৈশ, নাম, ভুজও কণ্ঠ—প্রভৃতি শব্দ পুংলিঙ্গ, কিন্তু হরিতকী, আমলকী ও শমী প্রভৃতি শব্দ বৃক্ষ বাচক হইলেও স্ত্রীলিঙ্গ।

৭। স্বসৃ, মাতৃ, দুহিতৃ, যাতৃ ও ননন্দৃ শব্দ ব্যতীত ঋকারান্ত শব্দের উত্তর ঈপ্ হয়। যথা :—স্বসৃ-স্বসা ; মাতৃ-মাতা ; ননন্দৃ-ননন্দা ; দুহিতৃ-দুহিতা।

অন্য ঋকারান্ত শব্দ যথা :—

দাতৃ—দাত্রী ; কর্ত্তৃ—কর্ত্রী ; ধাতৃ—ধাত্রী ; শিক্ষয়িতৃ—শিক্ষয়িত্রী প্রভৃতি।

৮। পুংলিঙ্গ শব্দের উত্তর আপ্, ঈপ্, প্রভৃতি প্রত্যয় হইয়া স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ গঠিত হয়। যথা—

পুং	স্ত্রীং	পুং	স্ত্রীং	পুং	স্ত্রী
বৃদ্ধ	বৃদ্ধা	দীন	দীনা	রুদ্র	রুদ্রানী
স্থির	স্থিরা	নদ	নদী	ঘট	ঘটী
সরল	সরলা	পাঁটা	পাঁটী	হরিণ	হরিণী
অজ	অজা	শ্বশুর	শ্বাশুড়ী	পিতামহ	পিতামহী
বৈশ্য	বৈশ্যা	কলু	কলুনী	মৎস্য	মৎসী
মূষিক	মূষিকা	হংস	হংসী	মামা	মামী
ভীত	ভীতা	ভগবান্	ভগবতী	তরুণ	তরুণী
বালক	বালিকা	সিংহ	সিংহী	ভেড়া	ভেড়ী
ক্ষত্রিয়	ক্ষত্রিয়া	পুত্র	পুত্রী	বানর	বানরী
নায়ক	নায়িকা	ঈশ্বর	ঈশ্বরী	গুরু	গুর্ব্বী
কৃপণ	কৃপণা	ব্রাহ্মণ	ব্রাহ্মণী	সাধু	সাধ্বী

৯। তা ও ক্তি প্রত্যয়ান্ত শব্দ নিত্য স্ত্রীলিঙ্গ ; যথা—দেবতা, মমতা, ভক্তি, যুক্তি, মতি ও গতি প্রভৃতি।

১০। সম্রাট্ ও কবি শব্দ উভয় লিঙ্গেই ব্যবহৃত হয়।

১১। মেধা, বীণা, লতা, লক্ষ্মী, বাণী, এবং কাশী কাঞ্চী প্রভৃতি নগর বাচক ও গঙ্গা, কৃষ্ণা প্রভৃতি নদী বাচক শব্দ নিত্য স্ত্রীলিঙ্গ।

অনুশীলনী (Exercise).

১ নিম্নলিখিত পুং লিঙ্গকে স্ত্রীলিঙ্গ এবং স্ত্রীলিঙ্গকে পুংলিঙ্গে পরিবর্ত্তিত কর :—

সাধ্বী, কুমার, নিশাচর, গিন্নী, কন্যা, ভীরু, ষাঁড়, বৈদ্য, তেলি, নদী, প্রাচী, হংস, নর্ত্তক, অর্থকরী, পতি, ত্রিনেত্র, দশভূজা, বিদুষী, ভবানী, মৃগ, মানব, ময়ূর, ভয়ঙ্কর, কল্যাণ, সাধারণ।

2 ভগবতী, শ্রীমতী, বলবতী, ধনীন, ও গরীয়সী—এই স্ত্রীলিঙ্গ শব্দগুলির মূলশব্দ কি এবং পুংলিঙ্গে কি হইবে নির্দ্দেশ কর।

3. সম্রাট্, পতি, লোক, বর, মানুষ, বৃক্ষ, মুনি, গায়ক, বরুণ, সাধারণ, সুমুখ, চাকর, কৃশোদর, বিশাল, কবি, পণ্ডিত, পুরোহিত ও দেব—এই শব্দগুলির ইংরাজী অনুবাদ ও স্ত্রীলিঙ্গ রূপ নির্দ্দেশ কর।

4. দশটি ঈপ্, দশটি আপ্ প্রত্যয়ান্ত এবং দশটি নিত্য ও দশটি নিপাতন সিদ্ধ স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের উল্লেখ কর।

5. King, duke, lion, tiger, bee, dog, cat, man, abbot, governor, suitor, administrator, executor, master, proprietor, sovereign, stag. ইহার বঙ্গানুবাদ করিয়া লিঙ্গ নির্দ্দেশ কর।

বাচ্য। (Voice).

প্রত্যয়ের অর্থকে বাচ্য বলে। বাচ্য প্রধানতঃ তিন প্রকার ;— কর্ত্তৃ, কর্ম্ম ও ভাববাচ্য।

কর্ত্তৃবাচ্য। (Active voice).

যে বাচ্যে প্রকৃত কর্ত্তায় প্রথমা বিভক্তি এবং ক্রিয়ার পুরুষ এক হয়, তাহাকে কর্ত্তৃবাচ্য কহে। যথা—রাম হাসিতেছে ; আমি ভোজন করিব, তুমি যাও।

কর্ম্মবাচ্য। (Passive voice).

যে বাচ্যে কর্ম্মে প্রথমা ও কর্ত্তায় তৃতীয়া বিভক্তি এবং কর্ম্ম ও ক্রিয়ার পুরুষ এক হয়, তাহাকে কর্ম্মবাচ্য কহে; যথা :—হরি কর্ত্তৃক পুস্তক পঠিত হইতেছে, আমাদ্বারা তুমি ধৃত হইয়াছ; ইত্যাদি।

ভাব বাচ্য। (Neuter voice).

যে বাচ্যে কর্ম্ম থাকে না, ক্রিয়ার অর্থ প্রধান ভাবে প্রতীত হয় তাহাকে ভাববাচ্য কহে, যথা :—তোমাকে যাইতে হইবে, হরির আহার হইয়াছে।

কর্ম্মকর্ত্তৃ বাচ্য।

যেস্থলে ক্রিয়ার কর্ম্ম, কর্ত্তার অপেক্ষা না করিয়া স্বয়ং নিষ্পন্ন হয় তাহাকে কর্ম্মকর্ত্তৃবাচ্য (passive voice) বলে যথা :—বৃক্ষ ভাঙ্গিতেছে, মেঘ ডাকিতেছে।

বাচ্যান্তর। (Change of Voice).

১। এক বাচ্যের বাক্য অন্য বাচ্যে পরিবর্ত্তন করাকে বাচ্যান্তর কহে। যথা :—

(ক) কর্ত্তৃকে কর্ম্মবাচ্যে—

কর্ত্তৃবাচ্য	কর্ম্মবাচ্য
(1) গোপাল পুস্তক পাঠ করিতেছে	গোপাল কর্ত্তৃক পুস্তক পঠিত হইতেছে।
(2) শিক্ষক ছাত্রকে শিক্ষা দিতেছেন—	শিক্ষক কর্ত্তৃক ছাত্র শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেছে।
(3) ছাত্র শিক্ষককে জিজ্ঞাসা করিতেছে—	ছাত্র কর্ত্তৃক শিক্ষক জিজ্ঞাসিত হইতেছেন।

(খ) কর্ম্মকে কর্ত্তৃবাচ্যে—

কর্ম্ম বাচ্য	কর্ত্তৃবাচ্যে
(1) হরি কর্ত্তৃক পুস্তক আনীত করা হইয়াছে।	হরি পুস্তক আনয়ন করিয়াছে
(2) শিশু কর্ত্তৃক চন্দ্র দৃষ্ট হইতেছে	শিশু চন্দ্র দেখিতেছে
(3) রাম কর্ত্তৃক রাবণ বধ হইয়াছে—	রাম রাবণ বধ করিয়াছেন

মন্তব্য—কর্ত্তৃবাচ্যের ক্রিয়া অকর্ম্মক হইলে কর্ম্ম বাচ্যে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে না, উহা ভাববাচ্যে পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। যথা :—

কর্ত্তৃবাচ্য	ভাববাচ্যে
(1) আমি শয়ন করিয়াছি	আমার শয়ন হইয়াছে
(2) আমি কলিকাতা যাইব	আমার কলিকাতা যাওয়া হইবে

ভাববাচ্য	কর্ত্তৃবাচ্য
(1) হরির আসা হইয়াছে	হরি আসিয়াছে
(2) গোপালের গান করা হইয়াছে	গোপাল গান করিয়াছে

Exercise.

1. নিম্নলিখিত বাক্যগুলির মধ্যে কোন্‌টি কোন্ বাচ্য? ইহার কর্ত্তৃ বাচ্য গুলিকে কর্ম্ম ও ভাব বাচ্যে এবং কর্ম্ম ও ভাববাচ্য গুলিকে কর্ত্তৃ বাচ্যে পরিবর্ত্তিত কর?

(১) হরি পুস্তক পড়িতেছে (২) আমি চিত্র দেখিতেছি (৩) তিনি ছাত্রকে শিক্ষা দিতেছেন (৪) যদুর খাওয়া হয় নাই (৫) গোপাল আসিয়াছে (৬) লোকে বলে (৭) তোমার তাহা করিতে হইবে (৮) তাহার শাস্ত্র দর্শন হয় নাই (৯) সে সুশীল সত্যবাদী যদুর মৃত্যু হইয়াছে (১০) তিনি ভ্রমণ করিতেছেন (১১) শ্যামের আহার

হইল (১২) তাহাকে আসিতে হইবে (১৩) যোগেশ কাঁদিয়া ফেলিল (১৪) তাহার ভয় নাই (১৫) উভয় পক্ষে যুদ্ধ হইতেছে।

(১) "প্রতাপ সিংহের ঘোটক চৈতক প্রভুর প্রাণ রক্ষার্থ আত্মজীবন বিসর্জ্জন করিয়া ছিল।" (চারুশিক্ষা—বীরেশ্বর)

(২) "এই রূপে ক্রমে ক্রমে আমি রাখালদিগের অত্যন্ত প্রিয় ও মাননীয় হইয়া উঠিলাম।" (টেলিমেকস—রাজকৃ)

(৩) "মৃদু পবন হিল্লোলে গঙ্গাতরঙ্গ ছুলিতেছে খেলিতেছে।" (কাঞ্চন মালা—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী)

(৪) "যৌবনের প্রারম্ভে অতি নির্ম্মল বুদ্ধিও কার্য্যকালীন নদীর ন্যায় কলুষিতা হয়।" (কাদম্বরী)

(৫) "তাঁহার অন্তরাত্মা বিশ্ব প্রেমে দ্রবীভূত।" (কাথাসার)

(৬) "ও কথা শুনিলে অথবা মনে হইলে আমি কুণ্ঠিত ও লজ্জিত হই।" (সীতার বনবাস—ঈশ্বর)

(৭) "সঘনে ঢুলিছে অরুণ আঁখি।" (চৈতন্য মঙ্গল)

(৮) "নিরবধি ধারা পড়ে না পারে রাখিতে।" (বৃন্দাবন দাস)

(৯) "মনুষ্য মনুষ্যের অনুকরণ করিতে গিয়া অধিকতর ক্ষতিগ্রস্ত হয়।" (আলোচনা—অক্ষয় সর)

(১০) "দাদা এখনো ফিরিল না, কি হইবে?" (বৌঠাকুরাণীর হাট)

2. উপরোক্ত বাক্যগুলির বাচ্যান্তর কর এবং নিম্নলিখিত ইংরাজী গুলির বাঙ্গালা করিয়া বাচ্য নির্দ্দেশ কর,—

He worked out the sum. Father told me to go. Ravan was killed by Ram. He was a born hero. The boy stood on the burning deck. All the trees have been blown up by the cyclone.

চন্দ্র বিন্দু ব্যবহার।

১। অনুনাসিক বর্ণের (বর্গের পঞ্চম বর্ণ বা অনুস্বার) বিলোপ ঘটিলে ঁ চন্দ্রবিন্দু সেই বর্ণের অভাব জ্ঞাপন করে।

(ক) ঁ চন্দ্র বিন্দু টি মৃত্যু চিহ্ন জ্ঞাপক। কাহার মৃত্যু হইলে তাহার নামের পূর্ব্বে ঁ চন্দ্র বিন্দু স্থাপিত হয়। সেইরূপ অনুনাসিক বর্ণের বিলোপ ঘটিলে তৎ স্থানে চন্দ্র বিন্দু স্থাপিত হয়। যথা—

ঙ বিলোপ—পঙ্ক—পাঁক ; অঙ্ক—আঁক ; বঙ্ক—বাঁক ; শঙ্খ—শাঁখ ;

ঞ বিলোপ—অঞ্জলি—আঁজল, অঞ্চল—আঁচল ; খঞ্জ——খোঁড়া ; গঞ্জিকা—গাঁজা ; পঞ্চ—পাঁচ, পঞ্জি—পাঁজি।

ণ বিলোপ—কণ্টক—কাঁটা ; কণ্ঠী—কাঁঠি ; ডুণ্ডুভ—ঢোঁড়া ; দণ্ডায়মান—দাঁড়ান ; পলাণ্ডু—পিঁয়াজ ; ষণ্ড—ষাঁড় ; ভণ্ড—ভাঁড ; সৌণ্ডিক—শুঁড়ী ; চণ্ডাল—চাঁড়াল ; বণ্টন—বাঁটা।

ন বিলোপ—অন্ধকার—আঁধার ; ক্রন্দন—কাঁদা ; খনন—খোঁড়া, কন্থা—কাঁথা ; বন্ধু—বঁধু ; বন্ধ্যা—বাঁঝা ; সন্তরণ—সাঁতার ; বানর—বাঁদর ; স্কন্ধ—কাঁধ ; তিন্তিড়ী—তেঁতুল ; সিন্দুর—সিঁদুর ; ছন্দ—ছাঁদ ; ছুছুন্দরী—ছুঁচা।

ম বিলোপ—কম্প—কাঁপ, গুম্ফ—গোঁফ ; ধূম—ধোঁয়া ; রোম—রোঁয়া ; চম্পক—চাঁপা ; আমিষ—আঁষ।

অনুস্বার বিলোপ—কাংস্য—কাঁসা, বংশী—বাঁশী, হংস—হাঁস।

২। কতকগুলি বর্ণে অনুনাসিক নাই, সেরূপ স্থলেও কেহ কেহ চন্দ্রবিন্দু ব্যবহার করিয়া থাকেন। যথা—

অক্ষি—আঁখি ; অক্ষর—আঁখর ; কক্ষ—কাঁখ ; পুস্তক—পুঁথি ; পুত্তলিকা—পুঁতুল ; খড়্গ—খাঁড়া ; ঘোটক—ঘোঁড়া (১) ; স্ফোটক—

ফোঁড়া; প্রোথিতকরা—পোঁতা; যূথীকা—যুঁই; জলোকা—জোঁক; চিপিটক—চিঁড়ে; পীঠ—পীঁড়ি; উচ্ছিষ্ট—এঁটো; সূচি—সুঁচ; সত্য—সাঁচা; ছিদ্র—ছেঁদা; চীৎকার—চেঁচান; পেচক—পেঁচা; কর্কটিকা—কাঁকড়া; বক্রী—বাঁকী।

৩। আবার দেখা যায়—কতকগুলি স্থলে অনুনাসিক বর্ণের বিলোপ পাইয়াও চন্দ্রবিন্দু ব্যবহৃত হয় না। যথা—

ঙ বিলোপ তঙ্কা—টাকা; শৃঙ্খল—শিকল; ঞ বিলোপ—কিঞ্চিৎ—কিছু; ঝঞ্ঝা—ঝড়; মঞ্জন—মাজন; ণ বিলোপ লুণ্ঠন—লুঠ; মণ্ড—মাড়, মণ্ডল—মোড়ল; ন বিলোপ মন্দুরা—মাদুর।

৪। কোন কোন (রাঢ়, বাগড়ী প্রভৃতি) দেশে অধিকাংশ উচ্চারণ চন্দ্রবিন্দু সহযোগে হইয়া থাকে। যথা—

গিঁয়েছে, খেঁয়েছে, মেঁশা, চিঁড়ে, খোঁকা, ফোঁড়া।

৫। কতকগুলি শব্দ সম্ভ্রমার্থে চন্দ্রবিন্দু চলিয়া আসিতেছে। তাহার কোন অর্থ না থাকিলেও দেশ, কাল পাত্র বিবেচনায় উহা ব্যবহার করিতে হইবে। যথা—যাঁহার, তাঁহার, ইঁহার, উহাঁর, প্রভৃতি।

Exercise.

1. নিম্নলিখিত শব্দগুলি কোন্ শব্দ হইতে উৎপন্ন তাহা নির্দ্দেশ কর:—

বাঁধান, রাঁধা, কাঁটা, কাঁঠাল, পাঁক, চাঁদ, পাঁচ, বাঁশ, বাঁকা, গাঁজা।

2. স্বাভাবিক এবং দেশ ভেদে অযথা চন্দ্রবিন্দু ব্যবহৃত হয়, এমন কতকগুলি শব্দের নাম কর; কোন্ কোন্ দেশে ইহার আধিক্য দৃষ্ট হয়?

হসন্তচিহ্নের ব্যবহার।

এক জাতীয় শব্দের মধ্যে কতকগুলিতে হসন্তচিহ্ন ব্যবহৃত হয়, কতকগুলিতে হয় না। বালকগণ অনেক সময় ইহা স্থির করিতে পারে না। নিম্নে সেইরূপ কয়েকটি শব্দের উল্লেখ করা গেল :—

অধিক—ধিক্ ; অনুমান—হনুমান্ ; তদ্ধিত—কৃৎ ; তাড়িত—তড়িৎ ; দেদীপ্যমান—মূর্ত্তিমান্ ; পারিষদ—পরিষদ্ ; বঞ্চিত—কিঞ্চিৎ ; বর্ত্তমান—শ্রীমান্ ; বিকট—বিরাট্ ; বেদ—উপনিষদ্ ; ভাগবত—ভগবৎ ; ভারত—জগৎ ; ভূত—ভবিষ্যৎ ; শীত—শরৎ।

Exercise.

1. এমন কতকগুলি শব্দের উল্লেখ কর যাহার (একজাতীয়ের মধ্যে) কতক গুলিতে হসন্ত ব্যবহৃত হয়, কতকগুলিতে হয় না।

2. কোন, গুণ, বল, হর ও সম—এই হসন্ত বিহীন শব্দ গুলিতে হসন্ত যুক্ত করিলে যে অর্থের ব্যতিক্রম ঘটে, তাহা এক একটি বাক্য প্রস্তুত করিয়া দেখাও এবং প্রস্তুতি বাক্যগুলি ইংরাজীতে অনুবাদ কর।

তৃতীয় অধ্যায়।

ভিন্নার্থ বোধক সম উচ্চারিত শব্দ (Paronyms).

উচ্চারণে ও অবয়বে প্রায় এক হইলেও বর্ণযোজক ও অর্থে বৈলক্ষণ্য হইয়া থাকে, এরূপ বহুল শব্দ বঙ্গভাষায় দৃষ্ট হয়। এই সকল শব্দের বাঁণানের প্রতি লক্ষ্য রাখা অতি আবশ্যক। নিম্নে এই জাতীয় কতকগুলি শব্দের উল্লেখ করা গেল, যথা :—

অ

১। অংশ—ভাগ (১)
অংস—স্কন্ধ (২)

২। অঙ্কন—চিহ্নকরণ
অঙ্গন—চত্বর

৩। অঙ্গী—প্রধান
অঙ্ঘ্রী—চরণ

৪। অপসৃত—দূরীভূত
অবসৃত—অবসর প্রাপ্ত

৫। অবিহিত—নিন্দিত
অভিহিত—কথিত

৬। অশিত—ভক্ষিত
অসিত—কৃষ্ণ (বর্ণ)

৭। অনিল—বায়ু
অনীল—নীল নহে

৮। অন্নদা—ভগবতী
অন্যদা—অন্যসময়

৯। অন্যান্য—অপরাপর
অন্যোন্য—পরস্পর

১০। অশন—ভোজন
অসন—ক্ষেপণ

১১। অশক্ত—অসমর্থ
অসক্ত—অনাসক্ত

১২। অন্ন—ভাত (১)
অন্য—অপর (২)

১৩। অধীতি—অধ্যয়ন
অদিতি—দক্ষরাজ কন্যা।

১৪। অলীক—ললাট
অলিক—মিথ্যা

১৫। অণু—সূক্ষ্ম
অনু—পশ্চাৎ

১৬। অশ্ব—ঘোড়া
অশ্ম—প্রস্তর

১৭। অবধ্য—বধের অযোগ্য
অবদ্য—অকথ্য

১৮। অশীলতা—অভদ্রতা
অসিলতা—তরবারি

আ

১। আপণ—দোকান
আপন—নিজ

২। আত্ত—গৃহিত
আর্ত্ত—পীড়িত

---

(১) রামের প্রাপ্য এক অংশ।
(২) অংসোপরি তরবারি।

(১) অন্ন প্রস্তুত, ভোজন করিলে
(২) একথা অন্যকে বলিও না।

৩। আহুতি—হোম (১)
আহূতি—আহ্বান (২)

৪। আশা—ভরসা
আসা—আগমন

৫। আপ্ত—বিশ্বস্ত
আত্ম—স্বয়ং

৬। আদি—প্রথম
আধি—মনঃপীড়া

১। আধ্যান—চিন্তা
আধ্মান—স্ফীত

ই, ঈ

১। ইতি—সমাপ্তি (৩)
ঈতি—ষড়বিধশস্যবিঘ্নকারী(৪)

২। ইষ—আশ্বিন মাস
ঈশ—ঈশ্বর

উ, ঊ

১। উপাদান—যে বস্তু অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়া অন্যবস্তু উৎপাদন করে;
উপাধান—বালিস

২। উৎপত—পক্ষী
উৎপথ—কুপথ

৩। উপদেষ্টা—উপদেশক
উপদ্রেষ্টা—সাক্ষী

৪। উদ্দান—চুল্লী
উদ্যান—বাগান

ঋ

১। ঋতি—গতি
রীতি—নিয়ম

২। ঋষ্টি—দ্বিধার খড়্গ
রিষ্টি—অশুভ

ক

১। কল্য—কাল
কল্ল—বধির

২। কমল—পদ্ম
কোমল—নরম

৩। কতক—কিছু
কথক—ধর্ম্মবক্তা

৪। করা—ক্রিয়া
কড়া—কড়ি, গণ্ডার সিকি
করি—ক্রিয়া
করী—হাতী
কৃত্ত—ছিন্ন
কৃত্য—কার্য্য

---

(১) পূজা হইয়াছে, আহুতি হইবে।
(২) ধর্ম্মরাজকে আহূতি কর।
(৩) আমার বক্তব্য ইতি হইল।
(৪) ধান্যাদি শস্যের বিশেষঈতি হইল

৭। কীর্ত্তি—যশঃ
কৃত্তি—চর্ম্ম

৮। কুল—বংশ, সমূহ
কূল—তট

৯। কুলবতী—সাধ্বী স্ত্রী
কূলবতী—নদী

১০। কোণ—বিদিক
কোন—অনিশ্চিত

১১। কটি—কোমর (১)
কোটি—শতলক্ষ (২)

১২। কৃত—রচিত
ক্রীত—যাহা ক্রয়করা হইয়াছে

১৩। কৃতি—রচনা, নির্ম্মাণ
কৃতী—পণ্ডিত

গ

১। গড়ুর—কুব্জ
গরুড়—পক্ষীরাজ

২। গর—বিষ
গড়—দুর্গ

৩। গিরিশ—শিব
গিরীশ—পর্ব্বতরাজ, হিমালয়

৪। গোলক—বর্ত্তুল
গোলক—বিষ্ণুপুরী

চ, ছ

১। চতুর্—চারি
চতুর—কার্য্যদক্ষ

২। চড়ক—গাজন
চরক—মুনিবিশেষ

৩। চতুষ্পথ—চৌরাস্তা
চতুষ্পদ—পশু

৪। চাষ—কর্ষণ
চাস—নীলকণ্ঠপক্ষী

৫। চির—বিলম্ব
চীর—ছিন্নবস্ত্র

৬। চিত—সঞ্চিত
চিৎ—চৈতন্য

৭। চিত্য—অগ্নি
চিত্ত—মনঃ

৮। চ্যুত—স্খলিত (১)
চূত—আম্র, আম (২)

৯। চ্যুত—স্খলিত
ছাদ—আচ্ছাদন

(১) ইংরাজমহিলার কটিদেশ সরু।
(২) পাঁচকোটি টাকা মজুত।

(১) বৃক্ষ চ্যুত ফল আনিয়াছে।
(২) সুমিষ্ট চূত ফল ভক্ষণ কর।

জ, য

১। জব—বেগ
যব—শস্য বা পরিমাপক

২। জড়—নিস্পন্দ
জর—রোগবিশেষ

৩। জমক—আড়ম্বর
যমক—শব্দালঙ্কারবিশেষ

৪। জমী—ভূমি
যমী—ইন্দ্রিয় দমনকারী

৫। জাত—উৎপন্ন
যাত—গমন

৬। জাতি—বংশ (১)
জাতী—ফুলবিশেষ (২)

৭। জান—গ্রহণ
যান—বাহন (গাড়ী, পাল্কী)

৮। জাম—ফলবিশেষ
যাম—প্রহর

৯। জিনি—জয়করিয়া
যিনি—যে ব্যক্তি

ত

১। তত্ত্ব—ব্রহ্ম
তথ্য—যথার্থ

২। তরণী—নৌকা
তরুণী—যুবতী

৩। তদীয়—তাহার
ত্বদীয়—তোমার

৪। তারকারি—কার্ত্তিক
তাড়কারি—রাম

৫। তারকা—নক্ষত্র (১)
তাড়কা—রাক্ষসী বিশেষ (২)
তুণ্ড—মুখ
তুন্দ—উদর

দ

১। দশন—দন্ত
দশন্—দশসংখ্যা
দার—স্ত্রী (৩)
দ্বার—দরজা (৪)

৩। দিন—দিবা
দীন—দরিদ্র

৪। দিননাথ—সূর্য্য
দীননাথ—দরিদ্র পালক

---

(১) তুমি কোন্ জাতি ?
(২) যাতী ফুল ফুটিল।

(১) রজনীকালে আকাশে অসংখ্য তারকা দৃষ্ট হয়।
(২) তাড়কা রাক্ষসীর ভয়ে সে বনে কেহ যাইত না।
(৩) তিনি দার পরিগ্রহ করেন নাই।
(৪) তুমি দ্বার বন্ধ করিও না।

৫। দুকুল—দুই বংশ
দুকূল—সূক্ষ্মবসন

৬। দূত—সংবাদবাহক
দ্যুত—পাশা

৭। দোষ—অপরাধ
দোস—বাহু

৮। দ্বীপ—জলবেষ্টিত স্থল
দ্বিপ—হস্তী

ধ

১। ধরা—পৃথিবী
ধড়া—জীর্ণবস্ত্র

ন

১। নিশিত—শাণিত (১)
নিশীথ—অর্দ্ধরাত্রি (২)

২। নীর—জল (৩)
নীড়—পক্ষীর বাসা (৪)

৩। নিরস্ত্র—অস্ত্রশূন্য
নিরস্ত—ক্ষান্ত

৪। নিরশন—উপবাস
নিরসন—নিরাকরণ

(১) তাহার হাতে নিশিত তরবারী।
(২) নিশীথকালে সকলেই নিদ্রিত।
(৩) সরোবরের নীর সুশীতল।
(৪) পক্ষিগণ তৃণদ্বারা নীড় প্রস্তুতকরে

৫। নিরাশ—আশারহিত (১)
নিরাস—দূরীকরণ ( )

প, প্র

১। প্রতিবাত—বায়ুর প্রতিকূলে
প্রতীবাদ—প্রত্যুক্তি

২। প্রীতি—ভালবাসা (৩)
প্রতি—লক্ষ্য (৪)

৩। পরাভৃৎ—কাক
পরাভৃত—কোকিল

৪। পদ্য—কবিতা, ছন্দোবদ্ধ বাক্য
পদ্ম—কমল

৫। পরশ্ব—আগামীকল্যকার পর দিবস
পরস্ব—পরের ধন

৬। পড়া—পাঠকরা, পতন হওয়া
পরা—প্রাধান্য, পরিধানকরা

৭। পাবনি—হনূমান্
পাবনী—গঙ্গা

৮। পাজি—অধম
পাঁজি—পঞ্জিকা

(১) আমি তৎসম্বন্ধে নিরাশ হই নাই।
(২) গৃহের দ্রব্যাদি নিরাস করিয়াছি।
(৩) তাহার সহিত প্রীতি থাকিবে।
(৪) সে বিষয় রমেশের প্রতি নির্ভর।

৯। পানি—জল (১)
পাণি—হস্ত (২)

১০। পাট—স্থান, কোষ্ঠ
পাঠ—পড়া

১১। পিতা—জনক
পীতা—হরিদ্রা

১২। পিত—যাহা পানকরা হইয়াছে
পীত—হরিদ্রাবর্ণ

ব

১। বাণ—শর (৩)
বান—বন্যা (৪)

২। বাণি—বস্ত্রাদি বোনা
বাণী—সরস্বতী

৩। বর—শ্রেষ্ঠ
বড়—বৃহৎ

৪। বারিশ—নারায়ণ
বারীশ—সমুদ্র

৫। বলি—পূজোপহার,
বলী—বলবান্

৬। বিত্ত—সম্পত্তি
বৃত্ত—গোলাকার

৭। বিস্মিত—চমৎকৃত
বিস্মৃত—ভ্রান্ত

৮। বিশ—কুড়ি সংখ্যা (১)
বিষ—গরল (২)

৯। বীণা—বাঁশী (৩)
বিনা—ব্যতীত (৪)

১০। বৃশ—ঔষধ
বৃষ—ষাঁড়

১১। বিজ্ঞ—পণ্ডিত,
বিদূর—অতিদূর

১২। বিজন—নির্জ্জন
বীজন—পাখা ব্যজন

১৩। বল্লব—পাচক
বল্লভ—স্বামী

১৪। বদ্ধ—আবদ্ধ
বন্ধ্য—নিষ্ফল

ভ

১। ভাণ—ছল
ভান—প্রকাশ

---

(১) দিয়া অন্নপানি বাঁচাও জীবন।
(২) তাহার পাণিতল রক্তবর্ণ।
(৩) তাহার বাণ অতি তীক্ষ্ণ।
(৪) এবার আশ্বিন মাসে বান হইল।

(১) আর বিশজন লোক চাই।
(২) মহাদেব বিষ পান করিয়াছিলেন।
(৩) বীণার ধ্বনি অতি মধুর।
(৪) তুমি বিনা কেহ তাহা পারে না।

২। ভাষা—কথা
ভাসা—জলে সাঁতার

৩। ভাশুর—পতির জ্যেষ্ঠভ্রাতা
ভাস্বর—দীপ্তিশালী

৪। ভাষণ—কথন
ভাসন—দীপ্তি

ম

১। মণ—চল্লিশ সের (১)
মন—অন্তঃকরণ (২)

২। মহিত—পূজিত
মোহিত—মোহপ্রাপ্ত

৩। মুখ—বদন (৩)
মূক—বোবা (৪)

৪। মেদ—মজ্জা
মেধ—যজ্ঞ

য

১। যজ্ঞ—যাগ
যোগ্য—উপযুক্ত

২। যতি—মুনি
জ্যোতি—দীপ্তি

৩। যাত—গত
জাত—উৎপন্ন

র

১। রেবতি—কামপত্নী, রতী
রেবতী—বলরামের স্ত্রী

ল

১। লক্ষ—লাখ
লক্ষ্য—উদ্দেশ্য, চিহ্নিত

শ, স

১। শর—বাণ
সর—দধি ও দুগ্ধের উপরিভাগ

২। শরণ—আশ্রয়
স্মরণ—মনে করা

৩। শবল—বহুবর্ণযুক্ত
সবল—বলবান্

৪। শম—শান্তি
সম—সমান

৫। শনি—গ্রহ বিশেষ
সনি—দান

৬। শয্যা—বিছানা (১)
সজ্জা—সাজ (২)

---

(১) তিন মণ ধানে দুই মণ চা'ল হয়।
(২) তাহার মন বুঝিয়াছি।
(৩) গোপালের মুখখানি সুন্দর।
(৪) বধিরদিগকে মূক বলে।

(১) শয্যা প্রস্তুত, শয়ন কর।
(২) যুদ্ধসজ্জা দেখিয়াছ?

৭। শরল—পতঙ্গ বিশেষ
সরল—সোজা

৮। শক্ত—কঠিন
সক্ত—আসক্ত

৯। শস্ত্র—অস্ত্র (আয়ুধ)
শাস্ত্র—দেবতা বা ঋষিবাক্য

১০। শিল—উঞ্ছবৃত্তি
শীল—স্বভাব

১১। শিকড়—গাছের মূল
শীকর—জলকণা

১২। শিকার—মৃগয়া
স্বীকার—অঙ্গীকার

১৩। স্মিত—মৃদু হাসি
শিত—শাণিত

১৪। শীত—ঠাণ্ডা, শীতকাল
সিত—শুক্ল বর্ণ, শাদা

১৫। শুচি—পবিত্র (১)
সূঁচি—সূঁচ (২)

১৬। শুঁড়—হস্তি-শুণ্ড
শূর—বীর

১৭। শ্রবণ—কর্ণ
স্রবণ—ক্ষরণ

১৮। শ্মশ্রু—গোঁফ
শ্বশ্রূ—শাশুড়ী

১৯। সপ্ত—সাতের পূরণ
শপ্ত—অভিশাপ প্রাপ্ত

২০। সকল—সমস্ত
শকল—খণ্ড, বল্কল

২১। সঙ্কর—মিশ্র, মিলন
শঙ্কর—শিব

২২। সব—সকল
শব—মৃত

২৩। সপত্নী—সতীন
স্ব-পত্নী—স্বীয় স্ত্রী

২৪। সম্প্রতি—অধুনা
সম্প্রীতি—সদ্ভাব

২৫। সত্ত্ব—গুণ বিশেষ
স্বত্ব—স্বামিত্ব

২৬। সাক্ষর—অক্ষরযুক্ত
স্বাক্ষর—সহি

২৭। সাল—সন (১)
শাল—বৃক্ষ বিঃ, শীতবস্ত্র বিঃ(২)

২৮। সিন্দুর—সিঁদুর
সিন্ধুর—হস্তী

(১) সর্ব্বদা শুচিভাবে থাকিও।
(২) একটা সূঁচি পাইলে সেলাই করি

(১) ১২৮৩ সালের ঝড়ই প্রবল।
(২) ধনীলোকেরাই শাল গায় দেন।

২৯। সার—শ্রেষ্ঠাংশ
শার—নানাবর্ণ

৩০ সার্থ—ধনী, বণিক
স্বার্থ—স্বীয় অর্থ

৩১ সুত—পুত্র
সূত—উৎপন্ন, সারথি

৩২। সুদ—কুসীদ
সূদ—পাচক

৩৩। সুতা—কন্যা
সূতা—সূত্র

৩৪। সুর—দেবতা (১)
সূর—সূর্য্য (২)

৩৫। সারদা—সরস্বতী
শারদা—দুর্গা

(১) ইন্দ্র সুরলোকের রাজা।
(২) দিবাভাগেই সূর উদয় হয়।

অনুশীলনী (Exercise)

1, সুত, সূত ; তরণী, তরুণী ; দূত, দ্যূত ; শিত, সিত ; জৈশ, জৈব ; কৃত, ক্রীত ; বিত্ত, বৃত্ত ; অপচয়, অবচয় ; অযোগ্য, অযুগ্ম ; অর্ঘ, অর্ঘ্য ; আহুতি, আহূতি ; জাল, জ্বাল ; যাত, জাত ; চূত, চ্যুত ; তুণ্ড, তুন্দ ; ধনী, ধ্বনি ; নীবার, নিবার ; অবন্ধ, অবধ্য ; অশিত, অসিত ; নীর, নীড় ; স্বর্গ, সর্গ ; শক্তি, সক্তি ; মেদ, মেধ ; আশা, আসা ; দশন, দশন ; :বিদূত, বিধৌত ; দেশ, দ্বেষ ; দুকূল, দুকূল ; পূত, পূৎ ; কোন, কোন্ ; বিস্মিত, বিস্মৃত ; বিশ, বিষ ; শুক, শূক।

উপরোক্ত শব্দগুলির অর্থ লিখ এবং নিম্নলিখিত শব্দগুলির অর্থ লিখিয়া ঐতিহাসিক ঘটনা যতদূর জান লিখ ;—

রেবতী, রেবতি ; স্কন্দ, স্কন্ধ ; আস্তিক, আস্তীক ; শম্বর, সম্বর ; তারকা, তাড়কা , শঙ্কর, সঙ্কর।

2, নিম্নলিখিত শব্দগুলির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ লিখিয়া প্রত্যেকের উদাহরণ দাও।

অন্নদা, অম্ভদা ; জাত, যাত ; গুড়, গুঢ় ; শক্তি, সক্তি ; কমল,

কোমল; আশু, আস্থ; দেশ, দ্বেষ; শ্মশ্রু, শ্মশ্রু; পক্ষ, প্লক্ষ; কৃত্য, কৃত্ত; গিরিশ, গিরীশ।

একার্থক যুগ্ম শব্দ (Reduplicated Words)

এই নিত্যসহচর (যুগ্ম) শব্দগুলির মধ্যে অর্থগত সামান্য প্রভেদ থাকিলেও অধিকাংশেরই একার্থ। কেহ কেহ ভাষার লালিত্যের নিমিত্ত ঈদৃশ শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহা উচিত নহে। সাধ্যানুসারে এরূপ শব্দ পরিহার করাই উচিত। নিম্নে কতকগুলি নিত্য-সহচর যুগ্ম শব্দের নামোল্লেখ করা গেল; যথা :—

নিত্যসহচর শব্দ	নিত্যসহচর শব্দ	নিত্যসহচর শব্দ	নিত্যসহচর শব্দ
অতিথি অভ্যাগত	কলহ বিবাদ	জ্বালা যন্ত্রণা	ধন দৌলত
অনুনয় বিনয়	কড়া কপর্দ্দক	জায়গা জমী	ধন সম্পত্তি
অনুরোধ উপরোধ	কষ্ট ক্লেশ	জীর্ণ শীর্ণ	ন্যায় ধর্ম্ম
অপর সাধারণ	কৃতার্থ চরিতার্থ	জীব জন্তু	নিশির শিশির
আকার প্রকার	কটু কাটব্য	ঝড় ঝটকি	পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন
আচার ব্যবহার	কার্য্যাকার্য্য	টাকা কড়ি	পোষাক পরিচ্ছদ
আত্মীয় স্বজন	ক্রিয়া কাণ্ড	তর্ক বিতর্ক	প্রীতি প্রণয়
আদায় উসুল	খড় কুটা	তিরস্কার ভর্ৎসনা	বন্ধু বান্ধব
আপদ্ বিপদ্	খ্যাতি প্রতিপত্তি	দ্রব্য সামগ্রী	বল বিক্রম
আমোদ প্রমোদ	ঘর বাড়ী	দান খয়রাত	বাধা বিঘ্ন
আমোদ আহ্লাদ	চিঠি পত্র	দয়া মায়া	বিঘ্ন বিপত্তি
আলাপ পরিচয়	চেষ্টা চরিত্র	দীন দরিদ্র	বাদ অনুবাদ
আশা ভরসা	জন মানব	দীন দুঃখী	বাদ বিসংবাদ
আশ্রিত অনুগত	জগৎ সংসার	দুঃখ কষ্ট	বাকী বকেয়া

নিত্যসহচর শব্দ	নিত্যসহচর শব্দ	নিত্যসহচর শব্দ	নিত্যসহচর শব্দ
বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড	মণি মাণিক্য	লোক জন	সাবধান সতর্ক
বিশ্ব সংসার	মান সম্ভ্রম	লক্ষ্মী শ্রী	সাধ্য সাধনা
বিধি ব্যবস্থা	মায়া মমতা	শিষ্ট শান্ত	সাক্ষ্য সাবুদ
বিচার আচার	মুনি ঋষি:	শোক দুঃখ	সাড়া শব্দ
বৃষ্টি বাদল	যত্ন চেষ্টা	শ্রদ্ধা ভক্তি	সুখ স্বচ্ছন্দ
ভক্ষ্য ভোজ্য	যাগ যজ্ঞ	শৌর্য্য বীর্য্য	সুখ শান্তি
ভজন পূজন	যুদ্ধ বিগ্রহ	সদা সর্ব্বদা	সেবা শুশ্রূষা
ভয় ভীতি	রীতি নীতি	সন্তান সন্ততি	স্নেহ বাৎসল্য
ভক্তি শ্রদ্ধা	লজ্জা সরম	সন্দেশ মিঠাই	হিংসা দ্বেষ
ভুল ভ্রান্তি	লালন পালন	সতী সাধ্বী	হাটা চলা

ভাষায় ব্যবহৃত দ্বিরুক্ত শব্দ

নিম্নলিখিত শব্দগুলি ভাষায় (বাক্যে) প্রায়ই ব্যবহৃত হইয়া থাকে, যথা :—

আটা আটি, আধা আধি, আপনা আপনি, আড়া আড়ি, একা একি, কড়া কড়ি, কাটা কাটি, কাছা কাছি, কেশা কেশী, কোণা কোণি, কোলা কুলি, কষা কষি, কাণা কাণি, খুনা খুনি, খেলা খেলি, খোচা খুচি, গলা গলি, গালা গালি, গড়া গড়ি, গণা গণি, ঘেষা ঘেষি, ঘুষা ঘুষি, ঘষা ঘষি, চুলা চুলি, চিনা চিনি, চটা চটি, চেচা চেচি, ছুটা ছুটি, ছড়া ছড়ি, ছানা ছানি, জানা জানি, জমা জমী, জেদা জেদি, ঝোলা ঝুলি, ঝিমা ঝিমি, টানা টানি, ঠনা ঠনি, ঠগা ঠগী, ঠোকা ঠুকি, ঠাসা ঠাসি, ডাকা ডাকি, ডুবা ডুবি, ঢলা ঢলি, তাড়া তাড়ি, ধরা ধরি, দৌড়া দৌড়ি, দলা দলি, নাচা নাচি, নিজা নিজি, চালা চালি, পীড়া পীড়ি, পাকা পাকি, পাশা পাশি,

পুরা পুরি, বকা বকি, বলা বলি, বাড়া বাড়ি, বান্ধা বান্ধি, ভাগা ভাগী, মারা মারি, মাখা মাখি, মিছা মিছি, মোটা মুটি, মাঝা মাঝি, মোড়া মুড়ি, মুখা মুখি, মিশা মিশি, রক্তা রক্তি, রাগা রাগি, রাতা রাতি, রোষা রোষি, লেখা লেখি, লাফা লাফি, লম্বা লম্বি, লাঠা লাঠি, শুধা শুধি, শেষা শেষি, সাম্‌না সাম্‌নি, সোজা সুজি, সরা সরি, সাধা সাধি, হাতা হাতি, হাসা হাসি, ছড়া ছড়ি, হারা হারি।

সমভাবাত্মক শব্দের অর্থ-পার্থক্য।

Synonyms and their differences.

অর্থগত পার্থক্য যে সকল সমভাবাত্মক শব্দ ব্যবহৃত হয়, তাহাদের প্রকৃতিগত এবং ব্যুৎপত্তিলব্ধ অর্থ লইয়া চিন্তা করিলে প্রত্যেক শব্দের বিশেষত্ব লক্ষিত হইবে। সুতরাং অর্থগত পার্থক্য জানিয়া শব্দ প্রয়োগ করা আবশ্যক। নিম্নে কয়েকটি উদাহরণ প্রদর্শিত হইল :—

১। অভিবাদন, নমস্কার ও প্রণাম।

(ক) অভিবাদন—রাজা, মহারাজ অথবা উচ্চপদস্থ ব্যক্তিকে অভিবাদন করিতে হয়। যথা—"মহারাজের জয় হউক" বলিয়া নমস্কার বা শির নত করিবে। (অভি—নিজন্ত—বদ্‌+ঘঞ্‌) (salutation)

(খ) নমস্কার—তুল্য ব্যক্তিকে যুক্ত করোপরি শির নত করিয়া নমস্কার করিতে হয়। (নমস্‌—কৃ+ঘঞ্‌)।

(গ) প্রণাম—পিতা, মাতা, গুরু, ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য গুরুজনকে প্রণাম করিতে হয়, প্রণাম বা প্রণতি দ্বারা লক্ষ্য ব্যক্তিকে আপনা অপেক্ষা উচ্চ বলিয়া ব্যক্ত করা। যেমন—ব্রাহ্মণকে প্রণাম করে।

২। অভিমান, অহঙ্কার, দর্প, দম্ভ।

(ক) অভিমান—সকলকে তুচ্ছ করা, "আমিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ" মনের এইরূপ ভাবকে অভিমান।

(খ) অহঙ্কার—"আমি কর্ত্তা সকলই আমার" এইরূপ ভাব।

(গ) দর্প—নিজের ঐশ্বর্য্য প্রদর্শন পূর্ব্বক স্বীয় গৌরব প্রকাশ।

(ঘ) দম্ভ—ক্ষমতাবিহীন লোক ক্ষমতাবান্ বলিয়া প্রকাশ করিলে দম্ভ করা হয়। যেমন রুগ্নলোকের বীরত্ব প্রকাশ করা।

৩। আধি, ব্যাধি।

(ক) আধি—মানসিক যাতনা। যথা:—কুকাজ করিলে মনে গ্লানি হয়।

(খ) ব্যাধি—শারীরিক পীড়া।

৪। ভয়, শঙ্কা।

(ক) ভয়—মানসিক দৌর্ব্বল্য, সর্পভয়, ব্যাঘ্রভয়, আঘাতকারী দর্শনে ভয়, বিভীষিকা দর্শনে ভয়।

(গ) শঙ্কা—ভাবী বিপদ্ চিন্তাকে শঙ্কা কহে। "ভগ্নগৃহে বাসে শঙ্কা হয়।"

৫। কুল, বর্গ, যুথ, দল।

(ক) কুল—চেতন পদার্থ মধ্যে একজাতীয় বহুতর হইলে প্রয়োগ হয়; যথা:—মানবকুল।

(খ) বর্গ—চেতন ও অচেতন মধ্যে একজাতীয় পদার্থ সকলকে বর্গ।

(গ). যুথ ও দল—একার্থবাচক হইলেও হস্তীর যুথ ও অন্যান্য স্থলে দল প্রয়োগ হয়। যথা—হস্তী-যুথ, পশুর দল, যাত্রার দল, ইত্যাদি।

৬। সেবা, শুশ্রূষা।

(ক) সেবা—দেবতা, পিতা, মাতা প্রভৃতির তৃপ্তির জন্যে কার্য্য করা।

(খ) শুশ্রূষা—সাধারণতঃ রোগগ্রস্ত ব্যক্তির কষ্ট ও অসুবিধা দূরীকরণার্থ কার্য্যই শুশ্রূষা।

৭। দয়া, কৃপা।

(ক) দয়া—পরদুঃখ নিবারণেচ্ছা। যথা—ক্ষুধিতকে অন্ন দেওয়া।

(খ) কৃপা—আপনাপেক্ষা নীচজনের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করাকে কৃপা বলে। যথা—"রাজা দুর্ভিক্ষভাব দর্শনে রাজস্ব মাপ করিলেন।"

৮। ভ্রম, প্রমাদ।

(ক) ভ্রম—জ্ঞাত বিষয়ে অসাবধানতাবশতঃ ভ্রান্তি।

(খ) প্রমাদ—মত্ততা বা অজ্ঞতাকরে ভ্রান্তি।

৯। দ্বেষ ও ঈর্ষা।

(ক) দ্বেষ—কাহার প্রতি কোন কারণে ঘৃণার সহিত ক্রোধ হইলে তাহার প্রতি যে ভাব সেই ভাবটিই দ্বেষ।

(খ) ঈর্ষা—অন্যের সুখ দেখিলে মনে যে যাতনা উপস্থিত হয় তাহাকে ঈর্ষা।

১০। শ্রদ্ধা ও ভক্তি।

(ক) শ্রদ্ধা—কাহার গুণে সন্তুষ্ট হইলে শ্রদ্ধা জন্মে। সাধারণকেই শ্রদ্ধা করা যায়। যথা—সুশীল শিশুকে সকলে শ্রদ্ধা করে।

(খ) ভক্তি—পূজ্য ও গুরুজনকে ভক্তি করা হয়। ভক্তির পাত্র গুণ ও জ্ঞানে শ্রেষ্ঠ হইলে ভক্তির আধিক্য জন্মে।

১১। মূর্খ ও অজ্ঞ।

(ক) মূর্খ—নির্বোধ, জড়বুদ্ধি অথবা অল্পজ্ঞানবিশিষ্ট লোক।

(খ) অজ্ঞ—যে কিছু জানে না। যথা—শিশুরা অজ্ঞ।

Exercise.

১। নিম্নলিখিত প্রতি যুগল শব্দে অর্থের পার্থক্য কিরূপ আছে, উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়া দাও।

অসূয়া ও ঈর্ষা, দ্বেষ ও হিংসা, উৎকণ্ঠা ও ঔৎসুক্য, শোক ও দুঃখ, আশঙ্কা ও ভয়, সহোদর ও ভ্রাতা, স্পৃহা ও অভিলাষ, নূতন ও নবীন, দয়া ও অনুকম্পা, যশঃ ও কীর্ত্তি।

যুক্তি ও পরামর্শ, পণ্ডিত ও বিজ্ঞ, মূর্খ ও অজ্ঞান, অপরাধ ও ত্রুটি, স্পৃহা ও অভিলাষ, শ্রান্তি ও ক্লান্তি, গর্ব্ব ও অভিমান, বিপদ্ ও আপদ্, গাভী ও ধেনু, প্রশংসা ও সুখ্যাতি, বিলাপ ও পরিতাপ।

২। ভজন, পূজন ও অর্চ্চনা ; উপাসনা, আরাধনা ও সাধনা ; অভ্যাস, রীতি ও পদ্ধতি ; গণ, বৃন্দ ও জাল ; গর্ব্ব, অভিমান ও অহঙ্কার ; বিপদ্, বিপত্তি ও সঙ্কট ; যুক্তি, পরামর্শ ও মন্ত্রণা—এই শব্দগুলির প্রত্যেকের প্রকৃত অর্থ লিখ এবং উদাহরণ দ্বারা প্রভেদ দেখাও।

শব্দার্থ বা পর্য্যায় শব্দ। (Synonyms)

পর্য্যায় বা প্রতি শব্দ প্রয়োগকালে অর্থ ঠিক রাখিয়া সহজ প্রতিশব্দ প্রয়োগ করিতে হইবে। হাতীর প্রতিশব্দ কুঞ্জর বা কুকুরের প্রতিশব্দ সারমেয় করিলে শব্দার্থ হয় না।

শব্দ বিশেষ্য হইলে প্রতিশব্দও বিশেষ্য এবং শব্দ বিশেষণ হইলে প্রতিশব্দও বিশেষণ হইবে।

পর্য্যায় শব্দগুলি জানিয়া রাখিলে রচনার সময় যেখানে যে শব্দটি বসাইলে মধুর হয়, তাহা বসাইয়া রচনার উৎকর্ষ সাধন করা যায়।

যথাস্থানে উপযুক্ত শব্দ প্রয়োগ না করিলে ভাব প্রকাশ পায় না এবং ভাবারও উৎকর্ষ সাধিত হয় না। স্থান বুঝিয়া উপযুক্ত শব্দ প্রয়োগ করিতে হয়। নিম্নে কতিপয় পর্য্যায় শব্দ প্রদর্শিত হইল। যথা :—

১। অগ্নি—(Fire) বহ্নি, বৈশ্বানর, অনল, জ্বলন, পাবক, হুতাশন, বিভাবসু, দহন, কৃশানু, চিত্রভানু, আগুন, সর্ব্বশুচি, সর্ব্বভক্ষ।

২। অতিথি—(Guest) অভ্যাগত, গৃহাগত, আগন্তুক, প্রার্থক, প্রঘুণ।

৩। অন্ধকার—(Darkness)আঁধার, তিমির, তমস, তমঃ, তমিস্র, রজোবল, ধ্বান্ত, অন্ধক।

৪। অলঙ্কার—(Ornament) ভূষণ, ভূষা, আভরণ, বর্ণক, অবতংস, আকল্প, কলাপ।

৫। অশ্ব—(Horse) ঘোটক, ঘোড়া, হয়, তুরগ, তুরঙ্গ, তুরঙ্গম, বাজী, সৈন্ধব, বাতায়ণ, পীতী।

৬। অসুর—(Demon) দৈত্য, দানব, দনুজ, দৈতেয়, ইন্দ্রারি, দেবারি, দিতিসুত, দেবশত্রু, ত্রিদশারি।

৭। অহঙ্কার—(Pride) অভিমান, গর্ব্ব, দর্প, অহমিকা, অহম্বুদ্ধি, গরিমা, দেমাক, অহম্।

৮। আকাশ—(Sky) ব্যোম, অনন্ত, অভ্র, গগন, অম্বর, অন্তরীক্ষ, নভঃ, পুষ্কর, তারাপথ, অনম্বর, মরুৎপথ, অনন্ত, খ, ঘন বীথি, বিষ্ণুপদ।

৯। আম্র—(Mango) রসাল, আম, চূত, সহকারফল, অমৃত, আঁব, নৃপপ্রিয়।

১০। আকাঙ্ক্ষা—(Wish) ইচ্ছা, অভিপ্রায়, অভিলাষ, বাসনা, স্পৃহা, মনোরথ, অভিরুচি, কামনা, বাঞ্ছা, লিপ্সা, লালসা, মানস, মনন।

১১। আনন্দ—(Joy) আমোদ, হর্ষ, আহ্লাদ, প্রীতি, প্রমোদ, সুখ।

১২। ইন্দ্র—(Indra) বাসব, শক্র, বজ্রী, বৃত্রারি, সুরপতি, আখণ্ডল, সহস্রাক্ষ, শচীপতি, জিষ্ণু, দেবরাজ, পুরন্দর, সুররাজ, দেবপতি, পাকশাসন, মঘবা, ত্রিদশেশ্বর, স্বারাট্।

১৩। উদ্যান—(Garden) বাগান, বাগিচা, উপবন, পুরঞ্জয়, চক্রাঙ্গ।

১৪। ঔষধ—(Medicine) ভেষজ, ভৈষজ, বৃশ, জৈত্র, জীবন্ত, রোগঘ্ন, সুদর্শা, জীবন্ত, বাস্প।

১৫। কন্যা—(Daughter) তনয়া, দুহিতা, নন্দিনী, আত্মজা, পুত্রী, সুতা, মেয়ে, ঝিয়া, শরীরজা, সুনু।

১৬। কর—(Ray) কিরণ, দীপ্তি, মরীচি, ময়ুখ, ভাতি, আভা, জ্যোতিঃ, প্রভা, রশ্মি, দ্যুতি, অংশুপ্রভা।

১৭। কেশ—(Hair) চিকুর, কুন্তল, অস্র, বৃজিন, মূর্দ্ধজ, শিরোরুট, কচ, শিরোরুহ, শিরোসিজ।

১৮। কোকিল—(Cuckoo) পিক, বনপ্রিয়, পঞ্চমাস্য, কলঘোষ, কলধ্বনি, কাকপুষ্ট, পরভৃৎ, কলকণ্ঠ, কায়জান, কিঙ্কিরাত, কামতাল, বাসন্ত, কুঞ্জরব, বসন্তদূত, কুহকণ্ঠ।

১৯। গাভী—(Cow) গাই, গবী, ধেনু, সৌরভেয়ী, কপিলা, অর্জ্জুনী, স্যন্দনী, মাতা, অঘ্ন্যা, তম্পা, সুন্দিনী।

২০। চক্ষু—(Eye) নেত্র, দর্শন, লোচন, ঈক্ষণ, দৃক্, দৃষ্টি, অম্বক, গো, অক্ষি, আঁখি, নয়ন।

২১। চন্দ্র—(Moon) চাঁদ, বিধু, সোম, শশধর, নিশাকর, দ্বিজরাজ, নক্ষত্রপ, সুধাকর, মৃগাঙ্ক, হিমাংশু, ইন্দু, কুমুদবান্ধব, চন্দ্রমাঃ, তুষারকর, নিশাপতি, শশাঙ্ক, সুধাংশু, শশী, তারানাথ, কলানিধি।

২২। জল—(Water) সলিল, অম্বু, পয়ঃ, কমল, বারি, নীর, জীবন, অমৃত, তোয়, বন, পানি, উদক, অম্ভ, পুষ্কর, অপ্, মেঘপুষ্প, ইরা।

২৩। জিহ্বা—(Tongue) রসনা, রসজ্ঞা, রসন, লোলা, জিহ্ব, রসা, রসিকা, রসনেন্দ্রিয়।

২৪। ঝগড়া—(Quarrel) কলহ, বিবাদ, দ্বন্দ্ব, বিসংবাদ, কলি।

২৫। ঝাঁটা—(Broom) ঝাড়ু, শতমুখী, সম্মার্জ্জনী, খেজরা, মার্জ্জনী, শোধনী।

২৬। ঢেউ—(Wave) তরঙ্গ, ঊর্ম্মি, বীচি, ভঙ্গ, উৎকলিকা, কল্লোল, লহরী, ঊর্ম্মিকা, ভঙ্গী।

২৭। তৈল—(Oil) স্নেহ, চর্ব্বি, তেল, অভ্যঙ্গ, সিহ্লক, বসা।

২৮। দান—(Gift) উৎসর্গ, প্রাদেশন, ত্যাগ, বিতরণ, বিতর, উৎসর্জ্জন, বিসর্গ, বিলম্ভ।

২৯। দাসী—(Maid-servant) কিঙ্করী, অনুচরী, সেবিকা, চেটী, কর্ম্মকরী, পরিচারিকা, ভৃত্যা, চেটিকা, চেড়ী।

৩০। দূত—(Messenger) বার্ত্তাবহ, অপসর্প, চর, চরক, প্রেষ্য।

৩১। দোয়াত—(Inkpot) মস্যাধার, মসিধানী, মসিপ্রসূ, বর্ণ, কূপিকা, দত, বার্দ্দল।

৩২। ধনুঃ—(Bow) কার্ম্মুক, কোদণ্ড, চাপ, শরাসন, আস্, ধন্ব, গুণী, মেলানন্দা, শার্ঙ্গ, সায়ক, ধন্বা।

৩৩। নদী—(River) প্রবাহিনী, তরঙ্গিণী, নিম্নগা, তটিনী, শৈবলিনী, কুটিলগা, স্রোতস্বতী, সাগরগামিনী, কূলবতী, পর্ব্বতজা, গিরিজা, সরিৎ কল্লোলিনী, শৈলজা, দ্বীপবতী, পর্ব্বত দুহিতা।

৩৪। নারী—(Woman) যোষিৎ, অবলা, বামা, সীমন্তিনী, ভামিনী, কামিনী, রামা, যোষা, নিতম্বিনী, সুন্দরী, প্রমদা, অঙ্গনা, মহিলা, ললনা।

৩৫। নির্দ্দয়—(Cruel) নিষ্ঠুর, অকৃপ, নিদয়, দয়াহীন, রেপ, ইত্বর, নিদারুণ, নির্দ্দয়।

৩৬। পণ্ডিত—(Learned) বিদ্বান্, ধীর, দোষজ্ঞ, কোবিদ্, কৃতী, সুধীর, বুধ, জ্ঞানী, সুবিদ্, দূরদর্শী, শাস্ত্রজ্ঞ, বিবুধ, সুর।

৩৭। পথিক—(Traveller) পান্থ, পথগামী, গন্ত, যাতু, অধ্বগ,

অহি, দেশিক, বর্ত্মবাহী, ইত্বর, গমথ, পথিল, যাত্রিক, রাস্তাবাহী, পাদবিক।

৩৮। পদ্ম—(Lotus) নলিনী, কমলজ, অরবিন্দ, অম্বুজ, সরসিজ, পঙ্কেরুহ, পদ্মিনী, রাজীব, তামরস, সরোরুহ, কমল, পুণ্ডরীক, পুষ্পক, উৎপল, শতদল, অব্জ, কুবলয়, কোকনদ, পঙ্কজিনী, বিসপুষ্প।

৩৯। পর্ব্বত—(Mountain) মহীধর, ভূধর, ধরাধর, শৃঙ্গধর, চিকুর, গিরি, অচল, ভূভৃৎ, গোত্র, শিখর, নগ, শৃঙ্গী, ধরণীধর, অদ্রি, পাহাড়, ধরণীকীলক, শিখরী।

৪০। পাচক—(Cook) সূপকার, পাককর্ত্তা, পচন, ঔদনিক গুণ, পক্তকৃৎ, সুদ, পাকু, অন্ধ সিক, আরালিক, সংস্কারক, পক্তা, বল্লব।

৪১। পিতা—(Father) জনক, তাত, বপ্তা, জনিতা, জনয়িতা, জন্মদাতা, আবহ, জন্মদ, উৎপাদক, উৎপাদয়িতা।

৪২। পুষ্প—(Flower) ফুল, যূথ, সুমঃ, প্রসূন, কুসুম, পীলু।

৪৩। পৃথিবী—(The Earth) অবনী, ধরা, ধরণী, বসুধা, অচলা, অনন্তা, বিশ্বম্ভরা, ভূমি, মেদিনী, বসুন্ধরা, মহী, ক্ষৌণী, পৃথ্বী, বসুমতী, সর্ব্বংসহা, ক্ষিতি, ভূ, রত্নগর্ভা, ভূতধাত্রী, স্থিরা, ধরিণী।

৪৪। প্রদীপ—(Lamp) দেউটি, তমোঘ্ন‌ৎ, দীপিকা, তমোঘ্ন, দেহ প্রিয়, দীপ, স্নেহাস, দোষাস্য, তমো হরি, দোষোম, স্নেহপ্রিয়।

৪৫। প্রস্তর—(Stone) পাথর, অচল, পাষাণ, শিলা, ভূষৎ, দৃষৎ, অশ্মন্, উপল, মঞ্জুষা, অশ্ম, পারাক্বক, দৃষদ।

৪৬। বায়ু—(Air) সমীর, অনিল, মরুৎ, আশুগ, বাত, প্রভঞ্জন, সমীরণ, স্পর্শন, পবন, গন্ধবহ, বিহগ, পবমান, নভস্বান্, ধূলিধ্বজ।

৪৭। বাঁশরী—(Flute) বংশী, বাঁশী, মুরলী, বেণু, সানেয়ী, বংশিকা, স্বরপালিকা, ধ্বনিনালা, সানিকা।

৪৮। বিদ্যুৎ—(Lightning) শম্পা, ক্ষণপ্রভা, অস্থিরা, বিজলী, চপলা, সৌদামিনী, তড়িৎ, সুরসুন্দরী, চঞ্চলা, ক্ষণপ্রভা।

৪৯। বিবাহ—(Marriage) পরিণয়, পরিণয়ন, উদ্বাহ, পাণিগ্রহণ, করপীড়ন, উদ্বাহন, পাণিপীড়ন; উপয়মন।

৫০। বৈদ্য—(Physician) ভিষক্, রোগঘ্ন, অম্বষ্ঠ, রোগশান্তক, রোগহারী, জারক, জীবদ, চিকিৎসক, বোনহা।

৫১। ব্যাধ—(Fowler) কিরাত, শবর, নিষাদ, আনায়ী, পাশী, মৃগাবিৎ, আখেটিক, তীবর, বনেচর, কাণ্ডপৃষ্ঠ, ক্ষান্ত, কৌটিলিক, খট্টিক, শৈলাট, শ্বপচ, জালিক, মৃগাজীব, বাগুরিক।

৫২। ব্রাহ্মণ—(Brahmin) বিপ্র, দ্বিজ, অগ্নিমুখ, অগ্রজ, কলহংস, অগ্রজন্মা, মুখজ, অগ্রজাত, বেদগর্ভ, শিখী, মুখাগ্নি, সাবিত্র, সমীগর্ভ, বর্ণজ্যেষ্ঠ, বেদবাস, যাযাবর, সূত্রকণ্ঠ, দৃশান, বামণ, স্বস্তিমুখ।

৫৩। ভ্রমর—(Black-bee) মধুকর, ভৃঙ্গ, অলি, ষট্‌পদ, মধুপ, শীলিমুখ, মধুব্রত, দ্বিরেফ, মধুভৃৎ, মধুলিহ, পুষ্পন্ধয়, কলালাপ, মধুলেহ, মধুপায়ী, রেণুবাস. মধুকেশট, গুঞ্জা, গাতু, কিঙ্কর, মধুলেহী।

৫৪। মৎস্য—(Fish) মীন, ক্ষত্তা, অণ্ডবা, যাহ, আত্মাশী, স্থিরজিহ্ব, পৃথুরোমা, বারিচর, শালি, শকুল, শল্কী, ঝষ, করণ্ডী, জলেশায়।

৫৫। মহিষ—(Buffalo) যমবাহন, বিষজ্বর, কৃষ্ণশৃঙ্গ, রক্তাক্ষ, লাবিক, কালীতনয়, ধীরস্কন্ধ, স্তুক্ষ, আনুপ, কাসর, পরন্ত, দংশভীরু, লুলাপ, বলী, বাহদ্বিষৎ।

৫৬। মাতা—(Mother) প্রসবিনী, মা, জননী, জনয়িত্রী, প্রসবিত্রী,

ন্তু, গর্ভধারিণী, অম্বা, প্রসূতি, ভদ্র. প্রসবকর্ত্রী, প্রজনিকা, সাবিত্রী, অনস্।

৫৭। মৃত্যু—(Death) অন্ত, নাশ, কালধর্ম্ম, মরণ, মহাযাত্রা, পঞ্চত্ব, নিধন, মৃতি, অত্যয়, কালগ্রাস, মহানিদ্রা, অনন্তশয়ন, উপরতি, মৃতি, অঘর, লয়, বিনাশ, লোকান্তর, লোকান্তরগমন, পরলোক প্রাপ্তি, মানবলীলাসংবরণ, ধ্বংস, চিরনিদ্রা, মহাযাত্রা, মহানিদ্রা।

৫৮। যম—(Yama) ধর্ম্মরাজ, মৃত্যু, অন্তক, কাল, কৃতান্ত, যমরাজ, দণ্ডধর, রবিসুত, শমন, পাশী, রবিজ, কালান্তক।

৫৯। যুদ্ধ—(War) সংগ্রাম, সমর, আহব, রণ, যুধ, বিগ্রহ, কলহ, সমিৎ, আজি, সংযুগ, সঙ্কুল, আযোধন, অনীক সংযৎ।

৬০। রজনী—(Night) যামিনী, রাত্রি, নিশা, নিশীথিনী, ক্ষণদা, ক্ষপা, বিভাবরী, শর্ব্বরী, ত্রিযামা, তারাভূষণ, চক্রভেদিনী, তমস্বিনী।

৬১। লজ্জা—(Shame) লাজ, হ্রণীয়া, হ্রীকা, রমণীভূষণ, মন্দাক্ষ, ব্রীড়া, গ্লব্রীয়া, ব্রাড়ন, ত্রপা, ধাতীয়া, রীজ্যা, নটাস্তিকা।

৬২। শত্রু—(Enemy) অরি, রিপু, বিপক্ষ, পরদেষ্টা, অরাতি, পর, পরিপন্থি, অমিত্র, সপত্ন, দ্বিষৎ, বৈরী।

৬৩। শব্দ—(Sound) নিস্বন, নির্ঘোষ, নিনাদ, স্বনন, রব, ধ্বনি, নাদ, ধ্বান, আরাব, গর্জ্জন।

৬৪। শিশির—(Dew) হিম, ধূমিকা, ধূমালিকা, কুয়া, মিহিকা, ধূমিকা, নভোরজঃ, অবশ্যা, কুয়াসা, প্রালেয়।

৬৫। সন্ধ্যা—(Evening) দিনান্ত, দিনাচ, সান, উষসী, পিতৃসূ, নিশাদি, সায়ংকাল, প্রদোষ, রজনীমুখ, পিতৃপ্রসূ।

৬৬। সকল—(Whole) সমুদায়, সমস্ত, সব, অখিল, বিশ্ব, গণ।

নিবহ, সমূহ, জাল, মালা, বর্গ, নিকর, নিখিল, বৃন্দ, সমগ্র, নিচয়, সঙ্ঘ, চয়, পটল, রাজি।

৬৭। সাগর—(Ocean) সমুদ্র, অর্ণব, জলধি, বারিধি, সিন্ধু, পয়োনিধি, পারাবার, রত্নাকর, জলনিধি, যাদঃপতি, উদধি, তোয়নিধি, অকূপার, ঊর্ম্মিমালী, পারী।

৬৮। সুন্দর—(Beautiful) সুদর্শন, মনোহর, সুশ্রী, সুরূপ, অভিরাম, রমণীয়, সুদৃশ্য, শোভন, চারু, মনোজ্ঞ।

৬৯। সূর্য্য—(Sun) দিবাকর, রবি, আদিত্য, মিহির, দিনকর, প্রভাকর, বিভাকর, ভাস্কর, অর্ক, অংশুমালী, মার্ত্তণ্ড, অরুণ, সবিতা, তপন, দিনমণি, দিননাথ, ভানু, মিত্র, উষ্ণ, রশ্মি, মরীচিমালী, গ্রহেশ্বর, সহস্রাংশু, বিভাবসু, বিবর্ত্তন, বিবস্বান্, চিত্রভানু, সূরি, বিরোচন।

৭০। হংস—(Duck) হংসক, হাঁস, বরট, সুগ্রীব, চক্রাঙ্গ, শ্বেতপত্র, সরঃকাক, মানসৌকাঃ, সিতপক্ষ, বক্রাঙ্গ, শিতিচ্ছদ, জালপাদ।

৭১। হস্ত—(Hand) হাত, বাহু, মন্দার, পাণি, পঞ্চশাখ, ভুজ, ভুজাদল, কর।

৭২। হস্তী—(Elephant) গজ, হাতী, নাগ, বারণ, মাতঙ্গ, দন্তী, দ্বিপ, দ্বিরদ, কুঞ্জর, করী, ইভ, মতঙ্গজ, সিন্ধু, দন্তাবল, করেণু, নগ।

Exercise.

প্রতিভা, ঈশ, উত্তম, সমূহ, ধনু, অন্ধকার, শব্দ, পদ্ম, পাপ, লাবণ্য, অম্বর, বিটপী, কৃষ্ণ, মনোহর, আলেখ্য, অভিশয়, নক্ষত্র, ধরণী, বিভাবসু, মিহির, অর্ণব, পয়োনিধি, পিতৃসু, শিশির, একতান, শীঘ্র, আবর্ত্ত, পিক, অম্বর, প্রভঞ্জন, বর্ত্ত, আখ্যা—উপরোক্ত শব্দগুলির মত প্রতিশব্দ জান এবং নিম্নলিখিত শব্দগুলির শব্দার্থ লিখ।

মস্তাধার, গুণী, কুটিলগা, সীমন্তিনী, অকূপ, মধু, ইতর, শতদল, শিখরী, বলদ, অম্বদ, প্রসূন, ক্ষিতি, তমোঘ্ন, মধুপ, নভস্বান্, ধূলিধ্বজ, সানিকা, নন্দিনী, চিকুর, অংশু, মোচন, সোম, ঊর্দ্ধি, বিসর্গ, চয়ক, শ্রেষ্ঠ।

ভিন্নার্থ-সূচক শব্দ। (Homonyms)

১। অক্ষর—শব্দের ক্ষুদ্রাংশ, স্থায়ী, জীবাত্মা, ঈশ্বর, শিব, ধর্ম্ম, মোক্ষ।

২। অম্বর—বস্ত্র, আকাশ, অভ্র, কার্পাস।

৩। অর্থ—ধন, অভিপ্রায়, প্রয়োজন, শব্দের প্রতিপাদ্য মানে, কারণ, প্রণালী, নিষেধ, বিষয়, ফল, সৌভাগ্য, কার্য্য, রাজনীতি।

৪। অলি—ভ্রমর, কাক, কোকিল, মদ্য, বৃশ্চিকরাশি।

৫। অহি—সর্প, সিংহ, সূর্য্য, রাহু, পথিক, খল, বঞ্চক।

৬। উদ্ভট—উৎকট, শ্রেষ্ঠ, গ্রন্থবহির্ভূত, প্রসিদ্ধ, কচ্ছপ, সূর্য্য।

৭। কবি—কাব্যপ্রণেতা, শুক্রাচার্য্য, বাল্মীকি, পণ্ডিত, সূর্য্য, ব্রহ্মা।

৮। কমল—পদ্ম, জল, আশ্রয়, তাম্র, শতদল, সারসপক্ষী, ঔষধ।

৯। কর—কিরণ, রাজস্ব, হস্ত, শুণ্ড, করকা, কর্ত্তা, শিলা, বর্ষোপাল।

১০। করণ—ইন্দ্রিয়, শরীর, প্রধান কারণ, স্থান, ক্ষেত্র, কার্য্য, ব্যাকরণের কারক ও বাচ্য বিশেষ, করা, হস্তদ্বারা লেপ, শূদ্রাগর্ভজাত বৈশ্যপুত্র, বারেন্দ্রশ্রেণীর কুলীন কন্যাকে অকুলীনে বিবাহ দিতে হইলে পূর্ব্বে করণ করিয়া কুল রক্ষা করেন।

১১। কলি—যুদ্ধ, পুষ্পকলিকা, শূর, চতুর্থযুগ, কলিযুগের অধিষ্ঠাত্রী-দেবতা, পদসমূহযুক্ত রচনা।

১২। খ—সূর্য্য, আকাশ, দ্বিতীয় ব্যঞ্জনবর্ণ, ইন্দ্রিয়, নগর, দেহ।

১৩। গতি—আশ্রয়, পথ, উপায়, নাড়ীব্রণ, গমন, জীবনযাত্রা, সঞ্চার, প্রাপ্তি, অবস্থা, প্রকার।

১৪। গুরু—শিক্ষক, দীক্ষাদাতা, পিতা, বিপ্র, দেব, শ্রেষ্ঠ, দুর্ব্বহ, বৃহস্পতি, দ্রোণাচার্য্য, প্রয়োজনীয়, পূজ্য, কঠিন, ভারী।

১৫। গুণ—সত্ত্ব রজঃ তমঃ বিদ্যা বিনয় সৌজন্যাদি, ধনুর্গুণ, পদার্থের ধর্ম্ম, মহত্ত্ব, পূরণ অঙ্ক, অধিক, ফল, সূত্র, বহু, আবর্ত্ত, ত্যাগ।

১৬। গো—পৃথিবী, পশু, বৃষ, যাগবিশেষ, গম. বাণ, কিরণ, মালা, জল, ইন্দ্রিয়, দৃষ্টি, বাণী, মাতা, দিক্, গায়ত্রী, সূর্য্য, চন্দ্র, কেশ, বজ্র, দৃষ্টি।

১৭। গোত্র—বংশ, পর্ব্বত, নাম, বন, কুলপ্রবর্ত্তক, ঋষি, ক্ষেত্র, পথ।

১৮। গ্রহ—সূর্য্যাদিনবটি, পূতনাদি, অনুগ্রহ, সূর্য্যাদির গ্রাস, স্বীকার, ধারণ, নির্ব্বন্ধ, অধ্যবসায়, আগ্রহ, জ্ঞান, নির্ব্বন্ধ, সন্নিকর্ষ।

১৯। গ্রাহক—শ্যেনপক্ষী, ক্রেতা, বিষ, বৈদ্য, রক্ষী, গ্রহণকর্ত্তা বাজপক্ষী।

২০। ঘোর—ভয়ঙ্কর, শিব, বিষ, গাঢ়, অনৈকঋষি।

২১। চক্র—চাকা, হস্তরেখা, প্রদেশ (সার্কেল), চক্রাকৃতিঅস্ত্র, সর্পের ফণা, কুমারের চাক, ঘানি, দেহস্থ ষটপদ্ম, চক্রান্ত (ষড়যন্ত্র), সমূহ, সৈন্য, ব্যূহ, দ্বাদশবিধরাজ্য, চাকলা, থাল, কুলালচক্রবিশেষ, জলাবর্ত্ত, ললাটস্থরেখা, চকাপক্ষী, চিহ্নবিশেষ।

২২। তনু—শরীর, মূর্ত্তি, অল্প, কোমল, স্ত্রী, কৃশ।

২৩। তত্ত্ব—ব্রহ্ম, পদার্থমূল, স্বরূপ, প্রকৃতি, পদার্থ, নৃত্য।

২৪। তারা—নক্ষত্র, চক্ষুর তারকা, দুর্গা, বুদ্ধদেবী. তাহারা।

২৫। তীর্থ—পুণ্যক্ষেত্র, নদীতীরস্থঘাট, দর্শনশাস্ত্র, সৎপাত্র, কূপের নিকটস্থ জলাশয়, যজ্ঞ, অধ্যাপক, মন্ত্রী, অগ্নি, উপায়, স্ত্রীরজঃ।

২৬। তুল্য—পরিমাণদণ্ড, শতপলপরিমাণ, ভাণ্ড, তুলনা, সাদৃশ্য।

২৭। দণ্ড—শাস্তি, যষ্টি, দাঁড়, সৈন্য, কোণ, কাল।

২৮। দ্বন্দ্ব—কলহ, যোগ, সমাসবিশেষ, স্ত্রীপুরুষ, শীতোষ্ণ, সুখ, দুঃখ, বিবাদ, যে সময় উভয় পদের প্রাধান্য থাকে, মিথুন, যুদ্ধ।

২৯। দ্বিজ—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, অণ্ডজপ্রাণী (সর্প, পক্ষী প্রভৃতি)।

৩০। ধর্ম্ম—পুণ্য, সৎকর্ম্ম, রীতি, স্বাভাবিক অবস্থা, আচার, গুণ।

৩১। ধাত্রী—আমলকী, ধরা, ধাইমা, মাতা, উপমাতা।

৩২। পক্ষ—পক্ষীরডানা, সহায় (দলভুক্ত), পনর দিবসে একপক্ষ, পার্শ্ব, রন্ধ্র, যুগ্ম, গুচ্ছ বাণের পাখা।

৩৩। পত্র—পাতা, চিঠি, পালক, পুষ্কর, পদ্ম, জল, তীর্থবিশেষ, মেঘবিশেষ, হস্তিশুণ্ডাগ্র, বাহন, বাণেরপাখা, গ্রন্থাদির পাতা, ধাতুর পাত।

৩৪। পদ—পা, আধিপত্য, ছল, স্থান, বস্তু, বাক্য, ছন্দগ্রথিতবর্ণ-সমূহ, প্রভুত্ব, চিহ্ন, স্থান, উচ্চ-উপাধিপ্রাপ্তকার্য্য।

৩৫। বর—শ্রেষ্ঠ, ঈষৎপ্রিয়, বিবাহকর্ত্তা, প্রার্থনা, আশীর্ব্বাদ, নিয়োগ, অভীষ্ট, পতি, জামাতা।

৩৬। বর্ণ—জাতি, অঙ্গরাগ, শুক্লাদি রং, উৎকর্ষ, যশঃ আকৃতি, অক্ষর।

৩৭। বেলা—সময়, সমুদ্রতীর, জোয়ারভাটা, মর্য্যাদা, অবসর, বাক্য।

৩৮। ভাব—অনুরাগ, অভিপ্রায়, উৎপত্তি, বাসনা, ভালবাসা, অঙ্গভঙ্গী, জীব, চেষ্টা, স্বভাব, কাম, ক্রিয়া, বিলাস, চিত্ত, বুধ, যোদ্ধা, আকার ইঙ্গিত, দেশজ স্থিতি, সত্তা।

৩৯। ভূত—ক্ষিত্যপ্‌তেজোমরুদ্ব্যোম ইতি পঞ্চভূত, উৎপন্ন, অতীত, জাত, সত্য, উচিত, শিবের অনুচর।

৪০। ভোগ—সম্ভোগ, ভক্ষণ, পালন, সুখ, সর্প, সর্পফণা, দেহ, দেবতাকে দেয় সামগ্রী, অধিকারকাল, পণ্যাঙ্গনাকে দেয় অর্থ।

৪১। মালা—হার, শ্রেণী, সকল, মাল্য, সমূহ, নিচয়, সর।

৪২। রত্নাকর—সমুদ্র, বাল্মীকির পূর্ব্বনাম, রত্নের খনি।

৪৩। রস—শুক্রধাতু, কটু তিক্ত অম্ল মধুরাদি রসনেন্দ্রিয় গ্রাহ্যবস্তু;

কাব্য-শাস্ত্রের করুণবীরাদি নবরস, দ্রব দ্রব্য, পারদ, বুস, মাধুর্য্যাদি গুণ, সুবর্ণ, অনুরাগ, বিষ, দেহস্থ ধাতুবিশেষ।

৪৪। সঙ্গত—মিলিত, যথোপযুক্ত, দৃষ্টি, বাস্তু, প্রেম, সম্বন্ধ।

৪৫। সুধা—অমৃত, জল, চূর্ণ, চুণ, মধু, বিদ্যুৎ, চন্দ্রিকা, দুগ্ধ।

৪৬। সূত্র—সূতা, ব্যাকরণাদি লক্ষণের সংক্ষিপ্তবাক্য, পথ।

৪৭। হরি—বিষ্ণু, ব্রহ্মা, ইন্দ্র, যম, অগ্নি, সূর্য্য, চন্দ্র, বায়ু, অশ্ব, সিংহ, কিরণ, সর্প, ভেক, হংস, টক, বানর, কোকিল, ময়ূর, পশু, পর্ব্বত।

উদাহরণ।

১। অর্থ—এ কথার অর্থ কি? তিনি অর্থ শূন্য হইয়াছেন, সেই জন্যই এইরূপ অনর্থ ঘটিয়াছে।

২। গুণ—যাহার আয়ের তিন গুণ ব্যয় তাহার আশু পতন। "কোন গুণ নাই তার কপালে আগুণ।" নৌকা সহজে না চলিলে গুণ টানা উচিত। ধনুকে সর্ব্বদা গুণ দিয়া রাখা উচিত নহে।

৩। গ্রহণ—পূর্ণিমায় চন্দ্র গ্রহণ হয়। তিনি অর্থ গ্রহণ করেন না। বিবাহকে পাণিগ্রহণ বলে।

৪। চিনি—আমি তাঁহাকে চিনি, তিনি একবার আমাকে চিনি আনিয়া দিয়াছিলেন।

৫। তারা—চক্ষের তারা সকলেরই আছে। নক্ষত্রকেও তারা বলে। দুর্গার একনাম তারা। তারা গাছের উত্তম ক্ষার হয়।

৬। পর—বেলা হইল, মুখ ধোও, কাপড় পর। তুমি আমাকে পর ভাবিও না। তাহার পর তিনি বলিতে লাগিলেন।

৭। পান—স্বর্ণালঙ্কারে পান দিয়াই সোণা নষ্ট করে। আহারান্তে

পান খাওয়া উচিত। তিনি আমাকে দেখিতে পান নাই। গোপাল বাবু একশত টাকা বেতন পান। একটু জল পান করুন।

৮। বর্ণ—ব্রহ্মদেশে শ্বেত বর্ণের হস্তী আছে। জাতি ও বর্ণ এক কথা নহে। ক হইতে ম পর্য্যন্ত পঁচিশটিকে স্পর্শ বর্ণ বলে।

৯। বলি—বলি রাজার দেবভক্তি ছিল, তিনি অভীষ্টদেবকে বলি না দিয়া জলগ্রহণ করিতেন না। তাই বলি তোমরাও দেব দ্বিজকে ভক্তি করিও। অর্শ বলি কষ্টদায়ক।

১০। বেলা—অনেক বেলা হইয়াছে। এই বেলা, বেলা ভূমিতে যাওয়া কঠিন হইবে।

১১। ভোগ—আমার ভোগকাল যতদিন ছিল, ততদিন যথা নিয়মে মহামাতার ভোগ দিয়াছি, তাহাতে এত কর্ম্মভোগ হয় নাই।

১২। যাত্রা—তিনি কি কুক্ষণেই যাত্রা-গান শুনিতে যাত্রা করিয়াছিলেন। ঐ যাত্রাই তাঁহার মহাযাত্রা হইয়াছে।

১৩। সূত্র—পাপ রূপ পিশাচ কখন কোন্ দুর্লক্ষ্য সূত্র অবলম্বন করিয়া হৃদয়-মন্দিরে প্রবেশ করে। কোন্ সূত্র অনুসারে এই সন্ধি সম্পন্ন হইল? শিল্পকার্য্যের সূত্র সুদৃঢ় হওয়া আবশ্যক।

Exercise.

নিম্নলিখিত প্রত্যেক শব্দ কোন্ কোন্ অর্থে ব্যবহৃত হইতে পারে তাহার দৃষ্টান্ত দাও।

কর, বর, পক্ষ, সংজ্ঞা, বর্গ, স্থান, ক্রিয়া, ছায়া, দশা, মাত্রা, কমল, আশা, মত, যোগ, ভোগ, গোত্র, দণ্ড, গুণ, অর্থ, দ্বিজ, মতি, মধু, সার, গতি, পাষাণ, তীর, শ্রুতি, নগ, ঘন, কাল, কর, বাণি, পত্র, গ্রহণ, তনু, হংস, খর।

বিপরীতার্থক শব্দ। (Antonyms)

শব্দের বিরুদ্ধ (উল্টা) গুণ প্রকাশক শব্দ দ্বারা বিপরীতার্থ প্রকাশ পায়। বিপরীত গুণ বিশিষ্ট শব্দ সহজে পাওয়া না

গেলে তৎপুরুষ সমাসের দ্বারা পদের পূর্ব্বে নঞ্ (অ) যোগ করিলে অথবা 'আ' 'প্রতি' 'অপ্' 'দুর্' 'নির্' প্রভৃতি উপসর্গ যোগে কিংবা পদের বিপরীতার্থ বোধক উপসর্গ যোগে বিপরীতার্থক শব্দ (Antonyms) গঠিত হয়।

এতদ্ব্যতীত সম্পূর্ণ ভিন্ন শব্দ দ্বারা বিপরীতার্থবোধক শব্দ প্রস্তুত হইয়া থাকে।

বিশেষ্য পদের বিপরীতার্থক শব্দ বিশেষ্য এবং বিশেষণ পদের বিপরীতার্থ বোধক শব্দ বিশেষণ হওয়া কর্ত্তব্য। নিম্নে কতকগুলি শব্দের বিপরীতার্থক শব্দ দেওয়া গেল। যথা :—

শব্দ—বিপরীতার্থ	শব্দ—বিপরীতার্থ	শব্দ—বিপরীতার্থ
অগ্র—পশ্চাৎ	আগমন—গমন	উত্তম—অধম
অতিবৃষ্টি—অনাবৃষ্টি	আচার—অনাচার	উদয়—অস্ত
অনুকূল—প্রতিকূল	আদান—প্রদান	উন্মীলন—নিমীলন
অন্ত—অনন্ত	আদি—অন্ত	ঊর্দ্ধ—অধঃ
অন্ধকার—আলোক	আবাহন—বিসর্জ্জন	উষ্ণ—শীতল
অনুগ্রহ—নিগ্রহ	আবির্ভাব—তিরোভাব	ঋজু—বক্র
অনুরাগ—বিরাগ	আবৃত—অনাবৃত	ঐহিক—পারত্রিক
অনুলোম—প্রতিলোম	আলো—আঁধার	কঠিন—তরল
অমৃত—বিষ	আসক্ত—অনাসক্ত	কাল—অকাল
অর্থী—প্রত্যর্থী	ইচ্ছা—অনিচ্ছা	কুৎসিত—সুন্দর
অলস—পরিশ্রমী	ইতর—ভদ্র	কুক্ষণে—শুভক্ষণে
অলীক—সত্য	উচ্চ—নীচ	কৃতঘ্ন—কৃতজ্ঞ
অল্প—অধিক	উচিত—অনুচিত	কৃশ—স্থূল
আকর্ষণ—বিকর্ষণ	উৎকৃষ্ট—নিকৃষ্ট	গরম—শীতল

শব্দ—বিপরীতার্থ

গরিষ্ঠ—লঘিষ্ঠ
ঘন—তরল
ঘাত—প্রতিঘাত
চেতন—অচেতন
ছোট—বড়
জাগ্রত—নিদ্রিত
জ্যেষ্ঠ—কনিষ্ঠ
জ্ঞানী—অজ্ঞান
তস্কর—সাধু
তিরস্কার—পুরস্কার
দাতা—কৃপণ
দিন—রাত্রি
দুরন্ত—শান্ত
দুঃশীল—সুশীল
ধনী—নির্ধন
নাস্তিক—আস্তিক
নিদ্রিত—জাগরিত
নিরত—বিরত
নূতন—পুরাতন
নৈসর্গিক—কৃত্রিম
পণ্ডিত—মূর্খ
পবিত্র—অপবিত্র
পরকীয়—স্বকীয়

শব্দ—বিপরীতার্থ

পরুষ—কোমল
পাপ—পুণ্য
পুষ্ট—ক্ষীণ
পূর্ণিমা—অমাবস্যা
প্রভু—ভৃত্য
প্রফুল্ল—ম্লান
প্রিয়—অপ্রিয়
বদ্ধ—মুক্ত
বিনীত—উদ্ধত
বিরল—গাঢ়
ব্যর্থ—সার্থক
ভয়—নির্ভয়
ভাল—মন্দ
মধুর—তিক্ত
মলিন—বিমল
মসৃণ—বন্ধুর
মিত্রতা—শত্রুতা
মিথ্যা—সত্য
লক্ষ্মী—অলক্ষ্মী
লাজুক—নির্লজ্জ
শিক্ষিত—অশিক্ষিত
শিষ্ট—অশিষ্ট
শীত—গ্রীষ্ম

শব্দ—বিপরীতার্থ

শুক্ল—কৃষ্ণ
শুভ—অশুভ
শুদ্ধ—অশুদ্ধ
সৎ—অসৎ
সন্ন্যাসী—গৃহী
সবল—দুর্ব্বল
সরস—নীরস
সম—বিষম
সহযোগী—প্রতিযোগী
সংক্ষিপ্ত—বিস্তৃত
সংযোগ—বিয়োগ
সাকার—নিরাকার
সাহসী—ভীরু
সুখ—দুঃখ
সুর—অসুর
সুলভ—দুর্লভ
সুস্থ—অসুস্থ
স্বদেশ—বিদেশ
স্বজাতীয়—বিজাতীয়
স্বাধীন—পরাধীন
স্থির—চঞ্চল
হিত—অহিত
হ্রসমান—বর্দ্ধমান

অনেক বাক্য মধ্যেও বিপরীত অর্থবোধক শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে, যথা :—

(ক) আমি তাহার ভাল মন্দ বিবেচনা করি না।

(খ) তাহার দোষ গুণ পূর্ব্বে বোঝা যায় না।

(গ) ন্যায় অন্যায় চিন্তা করিয়া দেখিও।

(ঘ) তাঁহার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনা শক্তি বিলক্ষণ আছে।

(ঙ) বন্ধুর হিতাহিত তুমিই দেখিবে।

(চ) পাষণ্ডের পাপ পুণ্য জ্ঞান নাই।

(ছ) তাহার সুখ দুঃখ বোধ নাই।

(জ) তখন তিনি দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িলেন। অতঃপর কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলে, আবার পরিণাম চিন্তা করিয়া আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিলেন।

(ঝ) উহার হ্রস্ব দীর্ঘ জ্ঞান নাই।

(ঞ) তাঁহার নিকটে পণ্ডিত মূর্খ ধনী নির্ধন সকলেই সমান।

Exercise.

1. Give the Antonyms of the following words :—

অন্ধকার, সাধু, আকর্ষণ, পণ্ডিত, দাতা, চতুর, উপকার, কঠিন, তিরোভাব, সৃজন, সৌজন্য, প্রবৃত্তি, স্বতন্ত্র, ঊর্দ্ধ, বিষম, সম্যক, সুন্দর, স্থৈর্য্য, সংযম, নিরাকার, তিতিক্ষা, মিথ্যা, উক্ত, ঐহিক, শুভগ্রহ, হ্রাস, উদ্বেগ, অনুগ্রহ, সদাচার, বিরত।

2. বিশ্রী, স্থিতি, সংবর্দ্ধক, নিরাময়, ধার্ম্মিক, ধনী, গুপ্ত, সুস্থ, গ্রহণ।

উপরোক্ত শব্দগুলির বিপরীতার্থবোধক শব্দ দ্বারা এক একটি বাক্য গঠন কর এবং পরপৃষ্ঠার লিখিত শব্দগুলির বিপরীতার্থবোধক শব্দকে ইংরেজীতে অনুবাদ কর :—

অধিক, বন্ধ, দ্রব্য, হিংসা, রুগ্ন, ঘৃণা, উপকার, সন্তোষ, মৃত, কুৎসা, আসক্তি, অসুখ, মৌনী, গৌরব, গুরু, শুক্ল।

3. নিম্নলিখিত শব্দগুলির বাঙ্গালা অনুবাদ করিয়া প্রত্যেকের বিপরীতার্থ-বোধক শব্দ বল।

Soft, praise, light, start, earth, sparks, agent, satisfy disciple, hero, bird, psalm, speaker, fate, saying, gift.

ব্যুৎপত্ত্যার্থ। (Derivative Meaning)

ধাতু বা প্রত্যয়ার্থ অথবা ধাতুপ্রত্যয় যোগে যে যোগরূঢ় অর্থ হয় তাহাকে ব্যুৎপত্তিগত অর্থ বলে। নিম্নে কতিপয় ব্যুৎপত্তিগত অর্থ দেওয়া গেল। যথা :—

শব্দ—ব্যুৎপত্তি গত অর্থ।

১। অতিথি—যাহার উপস্থিত হইবার কোন তিথি নির্দ্দিষ্ট নাই অথবা যে এক তিথির অধিক থাকে না।

২। অনন্ত—নাই অন্ত (শেষ) যার (অক্ষয়)।

৩। অনল—নাই অলং (তৃপ্তি) যার (অগ্নি)।

৪। অনুজ—অনু অর্থাৎ (পশ্চাৎ) জন্মে যে (ছোট ভাই)।

৫। অমর—নাই মরণ যাহার (দেবতা)।

৬। অষ্টাপদ—অষ্ট ধাতুর মধ্যে পদ (প্রাধান্য) যার (স্বর্ণ)।

৭। আর্য্য—ঋ ধাতুর অর্থ কর্ষণ। ভূমিকর্ষণ শ্রেষ্ঠ কার্য্য। পূর্ব্ব-কালের আর্য্যগণ ভূমিকর্ষণ করিতেন, এই নিমিত্ত তাঁহারা আর্য্য নামে অভিহিত। আর্য্যেরা সকল জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ (মান্য)।

৮। কমল—(কম্+অল) কম্ অর্থাৎ জলকে অলিত (ভূষিত) করে যে (পদ্ম)।

৯। ক্ষত্রিয়—ক্ষত অর্থাৎ বিপদ্ হইতে ত্রাণ করে যে (দ্বিতীয়বর্ণ)।

১০। ক্ষণপ্রভা—ক্ষণকাল প্রভা থাকে যার (বিদ্যুৎ)।

১১। খেচর—খে (আকাশে) বা শূন্যে চরে যে (পক্ষী)।

১২। গন্ধবহ—গন্ধ বহন করে যে (বায়ু) (গন্ধ—বহ+ষণ্)।

১৩। জননী—জন্ম লওয়া যায় যাহার গর্ভে (মাতা)।

১৪। জলদ—(জল—দা+ড) জল দান করে যে (মেঘ)।

১৫। জায়া—স্বামী পুত্র ও কন্যারূপে জন্ম গ্রহণ করে যাহাতে (স্ত্রী)।

১৬। তটিনী—তট বিদ্যমান আছে যার (নদী)।

১৭। নারদ—নরকে উপদেশ দেন যিনি (দেবর্ষি)।

১৮। নিদাঘ—নিতান্ত দগ্ধ হয় যে সময় (গ্রীষ্ম)।

১৯। পঙ্কজ—পঙ্কে (কর্দ্দমে) জাত (পঙ্ক—জন+ড) (পদ্ম)।

২০। পুরোহিত—পুরস্ (অগ্রে)—সম্মানিত হন যিনি (ঋত্বিক)।

২১। বদন—বলা যায় যদ্দ্বারা (মুখ) (বদ্—[বলা]+অন্)।

২২। বসুন্ধরা—বসু (ধন, রত্ন) ধারণ করেন যিনি (পৃথিবী)।

২৩। বিধু—বিরহিণীকে বিদ্ধ করেন যিনি (চন্দ্র)।

২৪। বেদব্যাস—বেদের বিভাগ করিয়াছেন যিনি (ব্যাসমুনি)।

২৫। ভর্ত্তা—ভৃ (ভরণ) করেন যিনি (পতি)।

২৬। ভূপ—ভূ (পৃথিবী পালন করেন যিনি (রাজা)।

২৭। ভূষণ—ভূষিত হওয়া যায় যদ্দ্বারা (অলঙ্কার)।

২৮। ভারত—রাজা ভরতকে অবলম্বন করিয়া অথবা চতুর্ব্বেদ অপেক্ষা যাহার ভার অধিক (মহাভারত)।

২৯। মহাশয়—মহৎ আশয় (ইচ্ছা) যার (মহৎ ব্যক্তি)।

৩০। যুধিষ্ঠির—যুধ্ (যুদ্ধে) স্থির থাকেন যিনি (জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব)।

৩১। শমন—শম (শান্তি) দেন যিনি (যম)।

৩২। সুধাংশু—সুধা (অমৃত) অংশু (কিরণ) যার (চন্দ্র)।

৩৩। সৌমিত্রি—সুমিত্রার অপত্য যে (লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন)।

৩৪। স্বর্গ—সুখ পাওয়া যায় যেখানে (অমরালয়)।

৩৫। হরি—জীবদিগের পাপ হরণ করেন যিনি (ভগবান)।

৩৬। হস্তী—হস্ত (শুণ্ড) আছে যার (হাতী)।

Exercise.

1. Give the Etymological meanings of the following words :—

মাতামহ, পুত্র, শিব, শরাসন, উদ্ভিদ্, শৈব, বৈষ্ণব, তপোধন, আলয়, অভিবাদন, শৈশব, অনিষ্ট, নারদ, ভৃত্য, অশ্ব, আত্মপ্রসাদ, জলবৃষ্টি অনুবীক্ষণ, প্রার্থনা, নিশীথ।

2 সমাসের সাহায্যে নিম্নস্থ পদগুলির ব্যুৎপত্তি লব্ধ অর্থ লিখ :—

বজ্রাসন, চৌমাথা, পীতাম্বর, পলায়, দশরথ, ইন্দ্রজিৎ ভাগীরথী, পীতাম্বর।

রূঢ়শব্দ (Words differing in meaning from their derivative significance).

যে সকল শব্দে প্রকৃতি প্রত্যয়ের অর্থ প্রকাশ না পাইয়া অন্য অর্থ প্রকাশ পায় তাহাদিগকে রূঢ়শব্দ বলে। ঘট, পট, প্রভৃতি শব্দে প্রকৃতি প্রত্যয়ের যৌগিক অর্থ পরিত্যাগ করে। নিম্নে ঐরূপ কয়েকটি শব্দের উল্লেখ করা গেল। যথা :—

(1) ঘট শব্দের অর্থ কলস বা কুম্ভ, কিন্তু অকর্ম্মক (ঘট+অল্) ঘট্ ধাতুর অর্থ চেষ্টা করা বা দীপ্তি পাওয়া; সকর্ম্মক হইলে ঘট্ ধাতুর অর্থ রাশি করা বা বধ করা।

(2) পট শব্দের অর্থ ছবি (আলেখ্য) বস্ত্র বা আচ্ছাদন. কিন্তু

অকর্ম্মক (পট্+অল্) পট্ ধাতুর অর্থ গমন বা বিদারণ করা, সকর্ম্মক হইলে পট্ ধাতুর অর্থ দীপ্তি পাওয়া।

যোগরূঢ় (Used in a particular sense).

যোগরূঢ় শব্দগুলি বুৎপত্তিলভ্য অর্থ সম্পূর্ণ পরিত্যাগ না করিয়া কোন বিশিষ্ট বস্তুর জ্ঞাপক হয়। নিম্নে কয়েকটি যোগরূঢ় শব্দের ধাত্বার্থ ও নির্দ্দিষ্ট বস্তুর নাম দেওয়া গেল। যথা :—

(1) অচল শব্দের ধাত্বার্থ (ন+চল) যে চলিতে পারে না; নির্দ্দিষ্ট অর্থ পর্ব্বত (The Hill.)

(2) জলনিধির ধাত্বার্থ (জল—নি—ধা+কি) অম্বুধি ; অর্থ সমুদ্র।

(3) পঙ্কজ—ধাত্বার্থ (পঙ্ক—জন্+ড) কর্দ্দম ; নির্দ্দিষ্ট অর্থ পদ্ম।

(4) ব্যাঘ্র—ধাত্বার্থ (বি—আ—ঘ্রা+ড) ঘ্রাণলওয়া অর্থ বাঘ।

(5) বিদ্যুৎ—ধাত্বার্থ (বি—দ্যুৎ+ক্বিপ্) দীপ্তি পাওয়া; অর্থ তড়িৎ।

(6) ভামিনী—ধাত্বার্থ (ভাম্+ণিন্) ক্রুদ্ধা, নির্দ্দিষ্ট অর্থ স্ত্রীলোক।

(7) ভাণ্ডারী—ধাত্বার্থ (ভণ্+ড) কথন ; নির্দ্দিষ্ট অর্থ ভৃত্য।

(8) রাগ—(রণ্জ্+ঘঞ্) অনুরাগ ; নির্দ্দিষ্ট অর্থ ক্রোধ।

(9) শিব—ধাত্বার্থে (শী+বন্) শয়ন ; নির্দ্দিষ্ট অর্থ মহাদেব।

(10) হস্তী—ধাত্বার্থ (হস্ত+ইন্) কর ; নির্দ্দিষ্ট অর্থ হাতী।

Exercise.

1. রূঢ় ও যোগরূঢ় শব্দের মধ্যে প্রভেদ কি? নিম্নলিখিত শব্দগুলির মধ্যে কোন্‌টি রূঢ় ও কোন্‌টি যোগরূঢ় কারণ সহ তাহা বুঝাইয়া দাও।

রাক্ষস, গো, মণ্ডপ, পঙ্কজ, সম্ভ্রম, চক্রবর্ত্তী, জনার্দ্দন, সংকীর্ত্তন, অভাব, মন্মথ, মহোৎসব, কর্ম্মকার, মঙ্গল, অসিত, জল, চয়ন, নন্দন, কার্য্য, রহস্য ও শক।

2. এমন কতকগুলি শব্দের উল্লেখ কর, যাহার অর্থ একরূপ, কিন্তু তাহার অকর্ম্মক ও সকর্ম্মক ধাতুর অর্থ ভিন্ন ভিন্ন রূপ হইয়া থাকে।

চতুর্থ অধ্যায়।

অশুদ্ধি শোধন (Corrections.)

[১] সমবর্ণ ঘটিত ভ্রম—

(ই ঈ ; উ ঊ ; ঋ ৠ প্রভৃতি স্বর বর্ণ এবং জ, য ; খ ক্ষ ; ণ ন ; শ ষ, স প্রভৃতি ব্যঞ্জন বর্ণের উচ্চারণ প্রায়ই একরূপ , এই নিমিত্ত এইগুলির প্রয়োগ সময়ে বালকগণের সচরাচর ভুল হইয়া থাকে)।

[২] একার্থ বাচক বাণানের পার্থক্য এবং সম্পূর্ণ একার্থবোধক দুইটি শব্দের একত্র প্রয়োগ। যথা :—

কুরবক, সন্ন্যাসী এবং কেবলমাত্র, সমতুল্য, লাজলজ্জা প্রভৃতি। এস্থলে—কুরুবক, সন্ন্যাসী এবং কেবল অথবা মাত্র, সম বা তুল্য, লাজ বা লজ্জা প্রয়োগ করিতে হয়।

[৩] সাধু ও গ্রাম্য শব্দের একত্র সমাবেশ। যথা :—

হস্ত পা, গৃহের জিনিস না হইয়া হস্তপদ বা হাত পা, গৃহসামগ্রী বা ঘরের জিনিস হইবে।

[৪] নামে ও উচ্চারণ দোষে ভ্রম। যথা :—

দিগিন্দ্র, উমেশ্চন্দ্র, যোতীন্দ্র বা জ্যোতীন্দ্র ইহা অপ প্রয়োগ। এস্থলে, দিগেন্দ্র, উমেশচন্দ্র, যতীন্দ্র বা জ্যোতিরিন্দ্র হইবে।

[৫] সন্ধিঘটিত ভ্রম

(অসংস্কৃত বাঙ্গালার সন্ধি হয় না, এই নিমিত্ত অন্য ভাষামূলক শব্দ মধ্যে সন্ধি করিলে অপপ্রয়োগ হয়) যথা :—

গ্যাসালোক, রাঙ্গালু, যশেচ্ছা প্রভৃতি এস্থলে সন্ধি না করিয়া গ্যাসের আলোক, রাঙ্গাআলু, যশের ইচ্ছা ইত্যাদি করিতে হইবে।

[৬] সমাসঘটিত ভ্রম—

(পূর্ব্বপদে অসংস্কৃত বাঙ্গালা থাকিলে উত্তর পদে প্রায়ই সংস্কৃত রাখা হয় না। কিন্তু সমাসে পূর্ব্বপদ সংস্কৃত, উত্তরপদ অসংস্কৃত বাঙ্গালা থাকিলে দোষ হয় না। যথা—মহামুস্কিল।

[৭] প্রত্যয়াদি প্রয়োগঘটিত ভ্রম—

(এক অর্থে এক শব্দ বা ধাতুর উত্তর এক কথায় দুইটি প্রত্যয় হইয়া এবং বতুব্, মতুব্, শানচ্ প্রভৃতি প্রত্যয় দ্বারা শব্দ নিষ্পন্ন করিতে অনেক সময় ভ্রম হয়)।

[৮] বিশেষ্য ও বিশেষণ পদের অপ প্রয়োগ—

(সমস্তপদের বিশেষণ আংশিক পদের লিঙ্গ হয় না এবং বিশেষণের সহিত অন্য শব্দ বা প্রত্যয় যোগে পুনরায় বিশেষণ কিংবা একই শব্দের উত্তর একাধিক বহুত্ববোধক শব্দ বা প্রত্যয় অনুচিত।)*

[৯] লিঙ্গঘটিত ভ্রম—

(সংস্কৃতমূলক শব্দের উত্তর বাঙ্গালা স্ত্রীপ্রত্যয় অথবা বাঙ্গালা শব্দের সংস্কৃত স্ত্রীপ্রত্যয় অসাধু। কেহ কেহ শ্রুতিমধুর করিবার নিমিত্ত কতকগুলি স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের পরে আবার স্ত্রীলিঙ্গ প্রত্যয় (নী) যোগ করিয়া থাকেন। ইহাও অপপ্রয়োগ।)

[১০] চলিত দোষ—(অনুচিত পদ বা শব্দ প্রয়োগ)। যথা :—

একত্রিত, অধীনস্থ, সক্ষম প্রভৃতি চলিত দোষ। এস্থলে একত্র, অধীন ও সমর্থ হইবে।

[১১] একাধিক বিভক্ত্যাদির অপপ্রয়োগ।

উপরোক্ত অপপ্রয়োগ ঘটিত। কতিপয় দৃষ্টান্ত নিম্নে দেওয়া গেল।

* প্রথমে বহুবচনের প্রয়োগ করিয়া পুনরায় বহুবচন প্রয়োগজনিত ভ্রম অনেক সময় ভাল লেখকেরও দেখা যায়। যথা—'যে সকল রাজকুমারদিগের দুঃখের খাদ্য গ্রহণ করা হয় নাই, তাহারা সুধাস্বাদনে অনধিকারী। ("টেলিমেকস্"—রাজকৃষ্ণ)।

অশুদ্ধ	[illegible]	শুদ্ধ
অচিন্ত্যনীয়	(৮)	অচিন্ত্য বা অচিন্তনীয়
অজানিত	(৮)	অজানা বা অজ্ঞাত
অজ্ঞানী	(৮)	অজ্ঞান
অতিত শালা	(১০)	অতিথিশালা
অত্র স্থান	(১০)	এই স্থান
অত্যাধিক	(৫)	অত্যধিক
অদ্যবধি	(৫)	অদ্যাবধি
অদ্যাপিও	(১০)	অদ্যাপি
অধিনী	(৯)	অধিনা
অধীনস্থ	(১০)	অধীন
অধীনে	(৪)	অধীন
অধ্যায়ন	(১০)	অধ্যয়ন
অনাটন	(৪)	অনটন
অনাথিনী	(৯)	অনাথা
অনুবাদিত	(৭	অনূদিত
অনেক মাছগুলি	(১১)	অনেক মাছ বা মাছগুলি

অশুদ্ধ	[illegible]	শুদ্ধ
অন্তর্দ্ধান হইল	(১০)	অন্তর্হিত হইল
অন্তসত্তা	(৪)	অন্তঃসত্ত্বা
অপরান্হ	(২)	অপরাহ্ণ
অপ্‌সরী	(৯।১০)	অপ্‌সরা
অর্দ্ধাঙ্গিনী	(৯)	অর্দ্ধাঙ্গী
অলসপরতন্ত্র	(১০)	আলস্যপরতন্ত্র
অপসৃত হইলেন	(৪)	অবসৃত হইলেন
অশ্বেচড়া	(৩)	অশ্বে আরোহণ বা ঘোড়ায়চড়া
অসহনীয়	(৮)	অসহনীয় বা অসহ্য
আকণ্ঠপর্য্যন্ত	(৬)	কণ্ঠ-পর্য্যন্ত বা আকণ্ঠ
আকাঙ্খা	(৪)	আকাঙ্ক্ষা
আগতকল্য	(১০)	আগামী কল্য
আতিশয্যতা	(৭)	আতিশয্য

অশুদ্ধ	[illegible]	শুদ্ধ
আধিক্যতা	(৭)	আধিক্য
আপনাপন	(৫)	আপন আপন
আপ্তজীবন	(৪)	আত্মজীবন
আবশ্যকনাই	(১০)	আবশ্যকতা নাই
আবশ্যকীয়	(১০)	আবশ্যক
আমাপেক্ষা	(৫)	আমা-অপেক্ষা
আমিস	(১)	আমিষ
আয়ত্তাধীন	(৮)	আয়ত্ত বা অধীন
আরক্তিম	(৭)	আরক্ত
আরোগ্য হইলেন	(১০)	অরোগ হইলেন বা আরোগ্যলাভ করিলেন
আশ্চর্য্য হইলাম	(৮)	আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম

অশুদ্ধ	চিহ্ন	শুদ্ধ
আলস্যতা	(৭)	আলস্য
আহ্নিক	(১)	আহ্নিক
ইতিপূর্ব্বে	(৫)	ইতঃপূর্ব্বে
ইয়ত্বা	(১)	ইয়ত্তা
ইহজনিত	(৪)	এতজ্জনিত
ইহাপেক্ষা	(৫)	ইহা অপেক্ষা
উচ্ছন্ন	(৫)	উচ্ছিন্ন বা উৎসন্ন
উচ্ছাস	(১)	উচ্ছ্বাস
উচ্ছুলিত	(১০)	উচ্ছলিত
উৎকর্ষতা	(৭)	উৎকর্ষ
উদগীরণ	(১)	উদ্গিরণ
উদরাময়পীড়া	(৭)	উদরাময় বা উদরের পীড়া
উদাসীনী	(৯)	উদাসীনা
উম্মিলন	(১)	উন্মীলন
উপরোক্ত	(৫)	উপরি উক্ত
উমেশ্চন্দ্র	(৪)	উমেশচন্দ্র
উলঙ্গিনী	(৯)	উলঙ্গী
উলুধ্বনি	(১০)	হুলুধ্বনি
ঋণগ্রস্থ	(১)	ঋণগ্রস্ত
একত্রিত	(৭)	একত্র
ওষ্ট	(১)	ওষ্ঠ
ঐক্যতা	(৭)	ঐক্য বা একতা
ঔদার্য্যতা	(৭)	ঔদার্য্য বা উদারতা
কথিতব্য	(৭)	কথয়িতব্য
কম্পবান্	(১০)	কম্পমান্
কর্ত্তাত্ব	(৭)	কর্ত্তৃত্ব
কর্ত্তাপদ	(৭)	কর্ত্তৃপদ
কল্যাণবর	(৭)	কল্যাণীয়
কামেক্ষা	(৪)	কামাখ্যা
কালীদাস	(৬)	কালিদাস
কাহারো	(৫)	কাহারও
কিম্বদন্তী	(৫)	কিংবদন্তী
কিম্বা	(৫)	কিংবা
কিরিট	(১)	কিরীট
কুরঙ্গিনী	(৯)	কুরঙ্গী
কৃত্তিবান্	(৭)	কৃত্তিমান্
কেষ্টদাস	(৪)	কৃষ্ণদাস
কুতুহল	(৪)	কৌতূহল
ক্রেতাগণ	(৬)	ক্রেতৃগণ
ক্ষচিত	(৪)	খচিত
খেলাচ্চন্দ্র	(৪)	খেলাতচন্দ্র
গদ গদ	(১০)	গদগদ
গননা	(১)	গণনা
গরম্ভাত	(৫)	গরম ভাত
গমনকালীন	(১০)	গমনকালে
গাম্ভীর্য্যতা	(৭)	গাম্ভীর্য্য
গায়কী	(৯)	গায়িকা
গিরিশ্চন্দ্র	(৪)	গিরীশচন্দ্র
গুণীগণ	(৬)	গুণিগণ
গৃহিতা	(৭)	গ্রহীতা
গোপিনী	(৯)	গোপী
গোলালু	(৫)	গোল আলু
গোপনতা	(৭)	গোপন
গ্রন্থিত	(৭)	গ্রথিত
গ্রাহ্যনীয়	(৮)	গ্রাহ্য

অশুদ্ধ	পৃষ্ঠা	শুদ্ধ
গ্রাহ্যযোগ্য	(৮)	গ্রাহ্য বা গ্রহণযোগ্য
ঘনিষ্ট	(৪)	ঘনিষ্ঠ
ঘূর্ণায়মান	(৭)	ঘূর্ণ্যমান
চক্ষুরোগ	(৭)	চক্ষুঃরোগ
চক্ষেদ্বারা	(১০)	চক্ষুদ্বারা
চন্দ্রিমা	(১০)	চন্দ্রমা
চব্যচোষ্য	(১০)	চর্ব্ব্যচুষ্য
চমৎকার হইলাম	(৮।১০)	চমৎকৃত হইলাম
চাতকিনী	(৯)	চাতকী
চিন্তিতাছি	(৫)	চিন্তিত আছি
ছাগী দুগ্ধ	(৬)	ছাগদুগ্ধ
ছোত্রিয়	(১)	শ্রোত্রিয়
জগদীন্দ্র	(৪)	জগদিন্দ্র
জগবন্ধু	(৫)	জগদ্বন্ধু
জলছত্র	(৪)	জলসত্র
জলন্ত	(৪)	জ্বলন্ত
জাগরুক	(৪)	জাগরূক
জাগ্রত	(১)	জাগ্রৎ
জীবাত্মাসংক্রান্ত	(৬)	জীবাত্ম-সংক্রান্ত
জ্যোতি	(৭)	জ্যোতিঃ
জ্ঞাতার্থে নিবেদন	(১০)	জ্ঞানার্থে নিবেদন
জ্ঞানমান্	(৭)	জ্ঞানবান্
ঢাকাভিমুখে	(৫)	ঢাকা
তৎকালীন	(১০)	তৎকালে
তদৃষ্টে	(৫)	তদ্দর্শনে
তত্রাচ	(৪)	তত্রাপি
তাচ্ছল্য	(১০)	তাচ্ছিল্য
তাহার দ্বারায়	(১১)	তদ্দারা বা তাহার দ্বারা
তাদৃশী শোভাসম্পন্ন	(৬)	তাদৃশ শোভাসম্পন্ন
তারীণি	(১)	তারিণী
তাহাপেক্ষা	(৫)	তাহা অপেক্ষা
তিরষ্কার	(১)	তিরস্কার
তিমিরতা	(৮)	তিমির
বে	(৫)	তীর্য্যগ্‌ভাবে
তেজচন্দ্র	(৪)	তেজশ্চন্দ্র
তেজ্য	(৪)	ত্যাজ্য
তেজোময়ীছটা	(৬)	তেজোময়ীচ্ছটা
তোমারি	(১০)	তোমারই
তৃতীয়সংখ্যক	(২)	ত্রিসংখ্যক বা তৃতীয়
তৃপ্তকর	(১০)	তৃপ্তিকর,
ত্রৈবার্ষিক পরীক্ষা	(৬)	ত্রিবার্ষিক, (ভবিষ্যৎ অর্থে ত্রৈবার্ষিক)
দন্তমঞ্জন	(৭)	দন্তমার্জ্জন
দম্পতি প্রণয়	(৬)	দাম্পত্য প্রণয়
দম্পতী	(১)	দম্পতি
দংশিত	(৭)	দষ্ট
দায়গ্রস্থ	(৭)	দায়গ্রস্ত
দাশরথী	(৭)	দাশরথি (দশরথ+ঞি)

অশুদ্ধ [illegible] শুদ্ধ

দাস্তাঃ* (১১) দাসী
দারিদ্রতা (৭) দারিদ্র্য বা দরিদ্রতা
দিগম্বরী (৯) দিগম্বরা
দিগাম্বর (১০) দিগম্বর
দিবারাত্রি (৬) দিবারাত্র
দুরাদৃষ্ট (৫) দুরদৃষ্ট
দুঃখিতাছি (৫) দুঃখিত
দুরাবস্থা (৫) দুরবস্থা
• দুরুহার্থ (৫) দুরূহ অর্থ
দুর্ণাম (৫) দুর্নাম
দুর্ব্বিসহ (১) দুর্ব্বিষহ
দুস্কর (১।৫) দুষ্কর
দেবরাজা (৬) দেবরাজ
দেব্যাঃ* (১১) দেবী
দৈন্ততা (৭।৮) দৈন্ত
দ্বারিকানাথ ·(৪।১০) দ্বারকানাথ
দ্বিজগণেরা(১১) দ্বিজগণ বা দ্বিজেরা

দ্বিরাত্রি (৬) দ্বিরাত্র
দ্বৈবার্ষিক (৬) দ্বিবার্ষিক
ধনবান্‌গণ (৬) ধনিগণ
ধার্ম্মিকা (৭) ধার্ম্মিকী
ধৈর্য্যতা (৭।৮) ধৈর্য্য বা ধীরতা
ধ্বংশ (১।১০) ধ্বংস
নদিমুখ (৬) নদীমুখ
ননদিনী (৭।৯) ননদ (ননন্দৃ শব্দের অপভ্রংশ)
নমিত (৭) নত
নাগিনী (৯) নাগী
নারায়ন (১) নারায়ণ
নিজস্বধন (২) নিজস্ব
নিন্দুক (৭) নিন্দক (নিদ্‌+ণক্‌)
নিবেদনঞ্চাগে (১০) নিবেদনঞ্চাদৌ
নিরপরাধী(৬)নিরপরাধ
নিরহঙ্কারী (৬-৮) নিরহঙ্কার

নিরাপদেষু(৬)নিরাপৎসু
নিরাশা (৭।১০) নৈরাশ্য
নিগুণী (৬) নিগুণ
নির্দ্দোষিতা (৭।৮) নির্দ্দোষ
নির্দ্দোষী (১০) নির্দ্দোষ
নির্ধনী (৬-৮) নির্ধন:
নিলর্জ্জ (১০) নির্লজ্জ
নিশ (১১) নিশা
নিশাথরাত্রি (২) নিশীথ
নিশ্চয় আসিবে (৭।১০) নিশ্চিত আসিবে
নিস্তেজ ভাবাপন্ন (৫) নিস্তেজোভাবাপন্ন
নীরোগী (৫) নীরোগ
ন্যুণাধিক (৪) ন্যূনাধিক
নৈরাশ (৬) নিরাশ
নৈপুণ্যতা (৭।৮)নৈপুণ্য বা নিপুণতা
পক্ক (৭) পক
পক্ষীগণ (৬) পক্ষিগণ

* দেব্যাঃ দাস্তাঃ সংস্কৃতে ষষ্ঠী বিভক্তি। উহা বাঙ্গালায় দেবীর ও দাসীর হয়।

অশুদ্ধ শ্রেণী পাঠ শুদ্ধ

পক্ষীশাবক (৬) পক্ষি-শাবক
পট্টবস্ত্রপরীহিত (৬) পরিহিতপট্টবস্ত্র
পত্রপ্রাপ্তে (১০) পত্র প্রাপ্তিতে
পণ্ডিতানী (৯) পণ্ডিতা
পরমাসুন্দরী (৮।১০) পরমসুন্দরী
পরায়ন (১) পরায়ণ
পরিবেশন(১)পরিবেষণ
পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন (২) পরিষ্কৃত বা পরিচ্ছন্ন
পরিত্যাজ্য (৪) পরি-ত্যজ্য
পর্য্যাটক (৪) পর্য্যটক
পাসান (৪) পাষাণ
পাচকী (৯) পাচিকা (পচ্+ণক)
পারিসদ্ (৪) পরিষৎ
পার্শ (৪) পার্শ্ব
পার্ব্বতীয় (৭) পার্ব্বত্য
পালাইল(১০) পলাইল
পিচাশ (৪) পিশাচ
পিতামাতা (১০) মাতা-পিতা
পিতৃমাতৃহীন (৬) মাতাপিতৃহীন
পিতৃঠাকুর (৩) পিতৃ-দেব বা পিতাঠাকুর
পুঙ্ক্ষানুপুঙ্ক্ষ (৪) পুঙ্খানুপুঙ্খ
পুরষ্কার (১) পুরস্কার
পুষ্কর্ণী (৪) পুষ্করিণী
পুস্প (১) পুষ্প
পূজ্যাস্পদ (৫) পূজাস্পদ বা পূজ্য
পূর্ব্বাহ্ন (১) পূর্ব্বাহ্ণ
পৃথীবি (১) পৃথিবী
পৈত্রিক (৭) পৈতৃক
পোষ্টাবর (৮) পোষ্টৃবর
প্রজ্জলিত (৪) প্রজ্বলিত
প্রণষ্ট (১) প্রনষ্ট
প্রনাশ (১) প্রণাশ
প্রশরতা (৭) প্রশর
প্রহারিত (৭) প্রহৃত
প্রতিবন্ধকতা (৭।৮) প্রতিবন্ধক
প্রত্যুতঃ (৭) প্রত্যুত
প্রবত্ত হইল (৭) প্রবৃত্ত হইল
প্রবীণবৃক্ষ (১০) প্রকাণ্ড বৃক্ষ
প্রসারতা (৭।৮) প্রসার
প্রার্থণা (১) প্রার্থনা
প্রাহ্ন (১) প্রাহ্ণ
প্রাণীবৃন্দ (৬) প্রাণিবৃন্দ
প্রফুল্লিত (৮) প্রফুল্ল
প্রিয়ম্বদ (৫) প্রিয়ংবদ
ফাল্গুণ (১) ফাল্গুন
ফেণ (১) ফেন
বক্ষোপরি (৫) বক্ষ উপরি বা বক্ষের উপর
বয়ক্রম (৪।৫) বয়ঃক্রম
বড়বৃক্ষ (৩) বড়গাছ বা বৃহৎবৃক্ষ

অশুদ্ধ — শুদ্ধ

বনিক্ (১) বণিক
বর্নিতব্য (৭) বর্ণয়িতব্য
বপিত (৭) উপ্ত
বরাবরেষু (৩) সমীপেষু
বর্ত্তমান্ (৪) বর্ত্তমান
বশম্বদ (৫) বশংবদ
বহুমানবেরা (১১) বহু মানব বা মানবেরা
বাটীগমনকালীন (১০) বাটীগমনকালে
বানিজ্য (১) বাণিজ্য
বাব্বিচার (৫) বাদবিচার
বাপমা (৩) মাবাপ
বারম্বার (৫) বারংবার
বাল্মিকী (৪) বাল্মীকি
বাহুল্যতা (৭।৮) বাহুল্য (বহুল + ষ্ণ্য) বা বহুলতা
বাহ্লিক (৭) বাহ্য
বিদায় হইয়াছে (১০) বিদায় লইয়াছে

বিদ্বান্ / বিদ্যাবান্ (৭) বিদ্বান্
বিধর্ম্মী (৬) বিধর্ম্মা (বিগত ধর্ম্ম যার)
বিন্দুবাসিনী (৪) বিন্ধ্যবাসিনী
বিমর্ষ হইল (৮।১০) বিমর্ষযুক্ত হইল
বিবিধপ্রকার (৮) বিবিধ
বিলাসীনি (১) বিলাসিনী
বিষম আনন্দ (১০) অতি আনন্দ
বিসয় (১) বিষয়
বিস্তর পতাকাবৃন্দ (৮) বিস্তর পতাকা বা পতাকাবৃন্দ
বিহঙ্গিনী (৯) বিহঙ্গী
বিষফোঁড়া (৭) বিসফোড়া (বিস্ফোটক শব্দ)
বুদ্ধিমতী স্ত্রীলোক (১০) বুদ্ধিমতী স্ত্রী

বুড়াঙ্গুল (৫) বুড়া আঙ্গুল
বৃটন মহিলাবৃন্দ (৩) বৃটন মহিলারা
বেক্তি (৪) ব্যক্তি
বৈবাহীকা (১) বৈবাহিকা
বৈরতা (৭।১০) বৈর বা বৈরিতা
ব্যতিত (২) ব্যতীত
ব্যবসা করিত (৭।৮) ব্যবসায় করিত
ব্যয়সাধ্যহেতু (৭।৮) ব্যয়সাধ্যতাহেতু
ব্যাকুলিত (৮) ব্যাকুল
ব্যাঘ্রনী (৯) ব্যাঘ্রী
ব্যাক্ত (৪) ব্যক্ত
ব্যাবহার (৪) ব্যবহার
ব্রাহ্মণ-বধূকুল (১০) ব্রাহ্মণ বধূরা
ভগ্নি (১) ভগিনী
ভগমান (৭) ভগবান্
ভগবৎ (৭) ভাগবত
ভদ্রস্থতা (১০) ভদ্রতা

অশুদ্ধ	পরিচ্ছেদ	শুদ্ধ
ভয়ঙ্করী	(৯)	ভয়ঙ্করা
ভবিতব্যনীয়	(৭)	ভবিতব্য বা ভবনীয়
ভয়ানক হাস্য	(১০)	বিকট হাস্য
ভাগিরথি	(১)	ভাগীরথী
ভাগ্যমান	(৭)	ভাগ্যবান্
ভাগ্যমন্ত	(৭)	ভাগ্যবন্ত
ভাত্রবধূ	(৯)	ভ্রাতৃবধূ
ভাবিত	(৮।১০)	ভাবনাগ্রস্ত
ভাসুর	(১)	ভাশুর
ভাষ্কর	(১)	ভাস্কর
ভাসমান্	(১০)	প্লবমান
ভূজঙ্গিনী	(৯)	ভূজঙ্গী
ভূসন	(১)	ভূষণ
ভ্রাতাগণ	(৬)	ভ্রাতৃগণ
মনিঋষি	(২)	মুনিঋষি
মদকেসদয়	(১০)	মদেকসদয়
মনমুগ্ধকর	(১)	মনোমোহন
মধ্যাহ্ন	(১)	মধ্যাহ্ন
মনমালিন্য	(৫)	মনোমালিন্য
মনমোহিনী	(৪)	মনোমোহিনী
মনান্তর	(১০)	মতান্তর
মনঃস্থ করিলাম	(১০)	মনন করিলাম
মনোকষ্ট	(৫)	মনঃকষ্ট
মনোসাধে	(৫)	মনঃসাধে
মন্মোহন	(৫)	মনোমোহন
মনোপীড়া	(৫)	মনঃপীড়া
মহতী মহিমা	(১০)	মহান মহিমা
মহৎ লোক	(১০)	মহান্ লোক
মহত্বপকার	(৫)	মহোপকার
মহারাজা	(৬)	মহারাজ
মহাত্মাগণ	(৮)	মহাত্মগণ
মহারথী	(১)	মহারথি
মহিমাচন্দ্র	(৬)	মহিমচন্দ্র
মহিমাধ্বজা	(৬)	মহিম- (মহিমন্ শব্দ) ধ্বজা
মহিমাসাগর	(৮)	মহিমসাগর
মহিমাবর	(৬)	মহিমবর
মাতঙ্গিনী	(৯)	মাতঙ্গী
মাতৃঠাকুরাণী	(৪)	মাতাঠাকুরাণী বা মাতৃদেবী
মান্যের	(৬)	মানের
মান্যনীয়	(৭)	মাননীয় বা মান্য
মালিন্যতা	(৭)	মালিন্য বা মলিনতা
মুকুটমণী	(১)	মুকুটমণি
মুর্দ্ধণ্য	(১)	মূর্দ্ধন্য
মূহুর্ত্ত	(১)	মুহূর্ত্ত
মৈত্রতা	(৭)	মৈত্র বা মিত্রতা
মৌন হইলেন	(১০)	মৌনী হইলেন

অশুদ্ধ		শুদ্ধ
যত বালকেরা	(১১)	যত বালক বা বালকেরা
যত হস্তীগণ	(১১)	যত হস্তীরা বা হস্তিগণ
যন্থাপি	(২)	যদ্যপি
যদ্যপিও	(২)	যদ্যপি
যুবাগণ	(১০)	যুবকগণ
যশেচ্ছা	(৫)	যশ ইচ্ছা
যাচিঞা	(৪)	যাচ্ঞা
যাবদীয়	(৭)	যাবতীয়
যোগীগণ	(৬)	যোগিগণ
যোড়করে	(৩)	যুক্তকরে বা যোড় হাতে
যোদ্ধাগণ	(৮)	যোদ্ধৃগণ
রক্ষরাজ	(৫)	রক্ষোরাজ
রাজদিগের	(৬)	রাজা-দিগের
রাজনৈতিক	(৮)	রাজ-নীতিক
রাজাগণ	(৬)	রাজগণ
রূপসী	(৯)	রূপবতী
রোগীচর্য্যা	(৬)	রোগি-চর্য্যা
লজ্জাকর	(১০)	লজ্জাকর
লক্ষীমান্	(৭)	লক্ষীবান্
লাঘবতা	(৭)	লঘু বা লঘুতা
লাল মসী	(৩)	লাল কালী বা রক্তমসি
লৌকিতা	(৭।১০)	লৌকিকতা
শঙ্কট	(৻)	সঙ্কট
শব পোড়ান	(৻)	শব দাহ বা মড়া পোড়ান
শর্ব্বজ্ঞ	(১)	সর্ব্বজ্ঞ
শশি	(১)	শশী
শশীভূষণ	(৬)	শশিভূষণ
শাদালু	(৫)	শাদা আলু
শারিরীক	(১১)	শারীরিক
শাষণ	(১)	শাসন
শিখীপুচ্ছ	(৬)	শিখিপুচ্ছ
শিরোপরি	(৫)	শির উপরি
শিরোশোভা	(৫)	শিরঃ-শোভা
শিশীর	(১)	শিশির
শিষ্ব	(১)	শিষ্য
শুক্না বস্ত্র	(৩)	শুক্না কাপড় বা শুষ্ক বস্ত্র
শুশ্রুষা	(১)	শুশ্রূষা
শূদ্রানী	(৯)	শূদ্রা বা শূদ্রী
শোনিত	(১)	শোণিত
শ্যামাঙ্গিনী	(৯)	শ্যামাঙ্গী
শ্রবন	(১)	শ্রবণ
শ্রীমত্যাঃ	(১১)	শ্রীমতী
শ্রেষ্ঠকর, শ্রেষ্ঠতম, শ্রেষ্ঠতা	(৭। ০)	শ্রেষ্ঠ
শ্বেত ফুল	(৩)	শ্বেত পুষ্প বা শাদা ফুল
শ্বেতাঙ্গিনী	(৯)	শ্বেতাঙ্গী
শ্মসান	(১)	শ্মশান
ষষ্ঠম	(৫)	ষষ্ঠ (ষষ্ + থ)

অশুদ্ধ [illegible] শুদ্ধ

ষোড়ষ (৫।৬) ষোড়শ (ষট্ অধিক দশ).
সংগৃহিত (৪) সংগ্রহীত
সকলাপেক্ষা (৫) সকল অপেক্ষা
সকাতরে(৬।১০)কাতরে
সকৃতজ্ঞ (৬) কৃতজ্ঞ
সখ্যতা (৭) সখ্য বা সখিত্ব (সখি+ষ্ণ্য)
সক্ষম (৬) ক্ষম বা সমর্থ
সঙ্গতিপন্ন(৮)সঙ্গতিসম্পন্ন
সচ্চিতানন্দ (৬) (সৎ+চিৎ+আনন্দ)সচ্চিদানন্দ
সচেতন (৬) চেতন
সততা ৭)সাধুতা বা সত্তা
সৎব্যয় (৫) সদ্ব্যয়
সতী স্ত্রীলোক(১)সতী স্ত্রী
সত্ত্ব (৭) স্বত্ব
স্বত্বাধিকার (৭) স্বত্ব বা অধিকার
সত্ত্বা (৪) সত্তা
সতীত্ব ধর্ম্ম (৬) সতীধর্ম্ম

সদানুষ্ঠান(৫) সদনুষ্ঠান
সদা সর্ব্বদা (২) সদা বা সর্ব্বদা
সদ্যজাত (৫) সদ্যোজাত
সনমত (৫) সম্মত
সন্মুখ (৪) সম্মুখ
সবিনয় পূর্ব্বক (৮) সবিনয় বা বিনয়পূর্ব্বক
সবিস্তর (১০) সবিস্তার
সমতুল্য (২) সম বা তুল্য
সমন্বিত (১০) সমন্বিত
সম্বরণ (৫) সংবরণ
সশঙ্কিত (৬) সশঙ্ক বা শঙ্কিত
সম্ভব (৭) সম্ভবতঃ
সন্তোষ মনে (৮) সন্তুষ্ট মনে
সম্ভ্রান্তশালী (৮) সম্ভ্রান্ত বা সম্ভ্রমশালী
সহ্যাতীত (৮) অসহ্য বা সহনাতীত

সর্জ্জন (৭) সজ্জন
সর্পিনী (৯) সর্পী
সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ (১০) সর্ব্বশ্রেষ্ঠ
সলজ্জীত (৬) সলজ্জ বা লজ্জিত
সাক্ষী দিয়াছে (৮) সাক্ষ্য দিয়াছে
সাখ্যাত (১) সাক্ষাৎ
সাদরপূর্ব্বক (৮) সাদরে বা আদরপূর্ব্বক
সাদা (১) শাদা (শ্বেতশব্দ)
সাধ্যায়াত্ত (৭) সাধ্য
সানন্দিত (৮) সানন্দ বা আনন্দিত
সাপরাধী (৭।৮) সাপরাধ বা অপরাধী
সাপিনী (৯) সর্পী
সাবধানপূর্ব্বক (৮) সাবধানে

অশুদ্ধ	[illegible]	শুদ্ধ
সাবকাশ নাই	(৮)	অবকাশ নাই
সাষ্টাঙ্গহসকারে	(৮)	সাষ্টাঙ্গে বা অষ্টঅঙ্গ সহকারে
সাহার্য্য	(৪)	সাহায্য
সাহায্যকৃত	(৮)	সাহায্যপ্রাপ্ত
সাক্ষাৎ হইল না	(৮)	সাক্ষাৎকার হইল না
সিঞ্চন	(৭)	সেচন
সুকেশিনী	(৯)	সুকেশা বা সুকেশী
সুরধনী	(৪)	সুরধুনী
সুবুদ্ধিমান্	(৮)	সুবোধ বা বুদ্ধিমান্
সুসমা	(১)	সুষমা
সৃজিত	(৭)	সৃষ্ট
সে নিশ্চয় আসিবে	(১০)	সে নিশ্চিত আসিবে
সে বিদায় হইয়াছে	(১০)	সে বিদায় লইয়াছে
সৈখ্য	(৪)	সখ্য
সৌজন্যতা	(৭)	সৌজন্য বা সুজনতা
সৌন্দর্য্যতা	(৭)	সৌন্দর্য্য
স্বত্বাধিকার	(২)	স্বত্ব বা অধিকার
স্বীকৃত হইলাম	(১০)	স্বীকার করিলাম
হতভাগিনী	(৯)	হত-ভাগী
হস্তারক	(২)	হন্তা
হস্ত ছাড়	(৩)	হাত ছাড় বা হস্তত্যাগ কর
হাহুতাশ	(৭)	হাহুতাস (হাহতোঽস্মির অপভ্রংশ)
হিরালাল	(৪)	হীরালাল
হৃদ্‌বিদারক	(১০)	হৃদয় বিদারক
হৃদিরোগ	(৫)	হৃদ্রোগ

Exercise (1)

I. নিম্নলিখিত শব্দগুলি শুদ্ধ করিয়া লিখ :—

প্রিথীবি, ভূসন, দীতিয়, গ্রীস্ম, গুরূ, শারিরীক, আচয্য, বিসৃদ্দ, কিম্বা, ষয়ন, হেষ্ট, পষ্ট, ষয়েম্বতি, ষহায়, সাম্বি, স্তু, শাত্তনা, স্নাগুরি, স্বশুর, পরিক্ষা, বর্ত্তোমান, বসুন্ধুমী, ভগ্যান, সর্পভূসন, সরযূ নদি, বনিক, অভিসেক, মুসিক, তিব্র, শুনীত, উজ্জ্বল, পেত্তয়, বয়ক্রম, গুনীগণ, আয়ত্তাধিন, সম্বরণ, ঐক্যতা, কল্যানবর, একত্রিত, অধীনস্থ, ত্রৈবাগিক, সম্রান্তশীল, অচিন্ত্যনীয়, গ্রাহ্যনীয়, অধিনী, মনমালিন্য, পর্ব্বতে, পিতা মাতা, পার্ব্বতীয়, যত্তাপি, বক্ষোপরি, জ্যোতীন্দ্র, ভব-ইন্দ্র, দিবারাত্রি, অর্দ্ধাঙ্গিনী, ছাগীদুগ্ধ, ধনীগণ, সমেঃস্বরে সরস্বত্র, সখ্য গুণিল।

Exercise (2)

1. নিম্নলিখিত বাক্যগুলিতে কি কি দোষ দৃষ্ট হয় দেখাও :—

(১) যাবতীয় মানবগণ ধনমান হইবার ইচ্ছা করে। (২) মন্ত্রী অপমান হইবার ভয় সাক্ষী দিলেন না। (৩) নির্ধনী লোকের সুখ নাই। (৪) সীতা শুনিয়া সলজ্জিত হইল। (৫) আবশ্যকীয় দ্রব্য সংগ্রহের নিমিত্তও সক্ষম নহে। (৬) অধীনস্থ যোদ্ধাগণের কার্য্যে আশ্চর্য্য হইলাম। (৭) তাহাদের মধ্যে ঐক্যতা না থাকায়ই অসহনীয় যাতনা হইয়াছে। (৮) কেবলমাত্র ক্রেতাগণ উপস্থিত। (৯) খ্যাতাপন্ন মহারাজগণ ছত্র দিয়াছেন। (১০) গবর্ণমেণ্ট সাহায্যকৃত বিদ্যালয় দৃষ্টমান হইল।

2. কারণ প্রদর্শনপূর্ব্বক নিম্নলিখিত শব্দগুলি শুদ্ধ কর :—

অর্দ্ধাঙ্গিনী, সানন্দ-চিত্তে, অত্যাধিক, মহিমাবর, ব্যাভিচারিণী, ভয়ঙ্করী, নির্ধনী, সচেতন, আরক্তিম, ব্যবসা, ভদ্রস্থতা, সেরমতা, মনোকষ্ট, চিন্তিতাচিত, দারিদ্রতা, নৈরাশ, ব্যাভিচার, পদাধম, সম্বরণ, মহপকার।

Exercise (3)

4. Correct the following :—

(a) চৈতন্যরূপিনি দিগম্বরী মূর্ত্তির অর্চনা করিতেছেন। (b) মাতঙ্গিনী সদৃশা মুক্তকেশিনী পরিদৃশ্যমান হয় না। (c) তত্তুল্য সজ্ঞান ব্যক্তির উপদেশাবলী শিরধার্য্য করি। (d) উমেশচন্দ্র নিরবে কালীদাসের পশ্চাদানুসরণ করিল। (e) হতভাগিনি কাহার সহিত মনান্তর বা বচসা করে না, তত্রাচও সে সুখমুখ সন্দর্শনে সক্ষম হইল না। (f) তাহার আরক্তিম নেত্র দুটী প্রজ্বলিত বিলোকন করতঃ সকাতরে বলিতে লাগিল। (g) "পিতৃ মাতৃহীন পুত্রে পালিবেন পীতা 'মতা মহালয় পাবে অশ্রয় বাছনি।" (h) "সুকেশীনি নীর শোভা কেশের ছেদণে, খুরুদা নহে বদী তায় হয় উপকার।" (i) যেসকল মহাত্মাগোন ভূতির সংখ্যক পদাতিকদলের দুরাবস্থা দৃষ্ট করিয়াছেন, তৎকালিন তাহারা অশ্রু বর্ষন না করিয়া থাকিতে পারে নাই। (j) জাহারা দ্বারকানাথ বাবুর অন্নছত্রের কার্য্য চক্ষে দ্বারা দেখিয়াছেন, তাঁহারাই ভূর ভুর প্রোসংষা করিয়াছেন। (k) নীদ্দনী ও নীরহঙ্কারি ব্যেক্তিগণকে জ্বালাতন করা কাপুরুশের কার্য্য।

কথিত-ভাষা।*

সাধুভাষা কথিতভাষা	সাধুভাষা কথিতভাষা	সাধুভাষা কথিতভাষা
অঙ্কুশ—ডাঙ্গশ	আদ্যন্ত—আগাগোড়া	ঊর্ম্মি—ঢেউ
অঙ্গার—কয়লা	ইন্দ্রলুপ্ত - টাক	ওতপ্রোত —ওলট-পালট
অধমর্ণ—খাতক	আপণ—দোকান	
অধিকারী—মালিক	আর্দ্র—ভিজা	কর্ণধার—মাঝি
অনুকরণ—নকল	আবরণ—ঢাকনী	কীর্ত্তিস্তম্ভ—মনুমেণ্ট
অন্তরাল—আড়াল	আলেখ্য—ছবি	কুসীদ—সুদ
অবগুণ্ঠন—ঘোমটা	উৎকুণ—উকুণ	কুহক—ভেল্‌কী
অভিযোগ—নালিশ	উৎকোচ—ঘুষ	কো ক—কুঁড়ি
অভিযোগপত্র—আরজী	উত্তমর্ণ—মহাজন	ক্ষেত্র—মাঠ
অর্গল—হুড়কা	উত্তরীয়—উড়ানী, চাদর	খদ্যোৎ—জোনাকী
অলক্তক—আল্‌তা		খধূপ—হাউই
অলিন্দ—বারান্দা	উদ্যান—বাগান	গুরু—ভারী
অস্থি—হাড়	উপবীত—পৈতা	ঘরট্ট—জাঁতা
আতপত্র—ছাতা	উপাধান—বালিশ	চন্দ্রাতপ—চাঁদোয়া
আদর্শ—নমুনা	ঊর্ণনাভ—মাকড়সা	চিপিটক—চিড়ে

* আমরা যে ভাষায় কথাবার্ত্তা বলি তাহাকে গ্রাম্যভাষা বলা যায় না। নিম্ন-শ্রেণীর (ইতর জাতীয়) লোকের ভাষাকে গ্রাম্যভাষা বলে। শিক্ষিত লোকে সর্ব্বদা যে ভাষায় কথাবার্ত্তা বলেন তাহাই কথিতভাষা। পত্রাদি লিখিবার সময়ও গ্রাম্যভাষা পরিত্যাগ করিতে হয়, কিন্তু কথিতভাষা ত্যাগ করা যায় না। গ্রন্থাদিলিখিতেও যে স্থলে সাধুভাষা দুর্ব্বোধ ও জটিল বলিয়া বোধ হয়, তথায় কথিতভাষাই প্রয়োগ হইয়া থাকে। অধুনা কথিতভাষা বাঙ্গালা, ইংরাজী, হিন্দি ও গ্রাম্য প্রভৃতি ভাষার সংমিশ্রণে চলিতেছে।

সাধুভাষা	কথিতভাষা
চপেট	চড়
ছিদ্রযুক্ত	ছেন্দা
ছিন্নবাস	কানি
ত্বক	ছাল
দর্পণ	আয়না, আরসী
দুর্ব্বল	কাবু
নির্ব্বোধ	বোকা
নিশিত	ধারাল, চোখা
পটমণ্ডপ	তাঁবু
পরিচিত	চেনা
পাণ্ডুলিপি	মুসাবিদা
পান্থ-নিবাস	সরাই
পারাবত	পায়রা, কবুতর
প্রতারণা	ফাঁকি
প্রতিভূ	জামিন
প্রস্তর-ফলক	সেলেট
প্রহার	মা'র
প্রাঙ্গণ	উঠান
প্রান্তর	ময়দান
প্রোথিত	পোতা
বন্ধুর	আবুরা খাবুড়া
ব্যবহার শাস্ত্র	আইন
বাতায়ন	জানালা
বিনিময়	বদল
বিলাস	বাবুগিরি
বিসূচিকা	ওলাউঠা
মৎকুণ	ছারপোকা
মধুচক্র	মৌচাক
মধুত্থবর্ত্তিকা	মোমবাতি
মুকুট	টুপি, মটুক
যবনিকা	পর্দ্দা
রঙ্গভূমি	থিয়াটার ঘর
রোমন্থন	জাবরকাটা
লগুড়	লাঠি, ছড়ি
লঘু	হাল্‌কা
শকট	গাড়ি
শফরী	পুঁটিমাছ
শয্যা	বিছানা
শুক্তি	ঝিনুক
সমর	লড়াই
সুলভ	সস্তা
সোপান	সিঁড়ি
সংঘর্ষ	ঠোকাঠুকি
হর্ষ	আমোদ

Exercise

1. Correct the following :—

(a) তপস্বীরা "দীর্ঘায়ুরস্তু" বলিয়া হাত খাড়া করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং কহিলেন—"মহারাজ, আপনি যে বংশে জন্মগ্রহণ লইয়াছেন, তবদীয় এতাদৃশ বিনয় ও ভদ্রতা সেইরূপ উচিত হইয়াছে।"

(b) "রামচন্দ্র বনগমনে উদ্যত হইলে সীতা তাহার সাথে যাইবার জন্যে তৈয়ার হইতে লাগিলেন।"

(c) "রামচন্দ্র রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া প্রজাদিগকে ছেলেপিলের স্বরূপ জ্ঞান করিয়া, প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। তদীয় শাসন গুণে তাবৎ প্রজারা খুসি ছিল।"

2. নিম্নলিখিত কথিত-ভাষার শব্দগুলিকে সাধুভাষার শব্দে আনয়ন কর :—

ঝিনুক, লাঠি, বদল, বৈঠকখানা, মৌচাক, কল্‌সী, চাঁদোয়া, চিড়ে, ঢাক্‌নী, এঁটো, ঢাক, ঘুষ, ছাতা, নমুনা, দোনা, ঘটি, ভিজা, ঢেউ, ভেল্‌কী চাটাই, খড়ম।

১। গ্রাম্য ও কথিত ভাষায় অনেক প্রভেদ। কথিত ভাষায় সাধারণ কথা বার্ত্তা এবং জমীদার, মহাজন ও আদালতের কাগজপত্র চলিতে পারে; কিন্তু গ্রাম্য ভাষায় তাহা চলে না; কারণ এক দেশের গ্রাম্য শব্দ অন্য দেশে বুঝিতে পারে না। নাটক ও উপন্যাসের স্থানে স্থানে গ্রাম্য ও কথিত এই উভয় প্রকার ভাষাই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ছেলেদের পাঠ্য পুস্তকের অধিকাংশ কথিত ভাষায় গঠিত হয়। কিন্তু উহা সাহিত্যের ভাষায় ব্যবহার করা যায় না। লোকের আটপৌরে ও পোষাকী এই দুই প্রকার পরিচ্ছদ থাকে; সমাজে বা সভায় যাইতে হইলে যেমন আটপৌরে পরিত্যাগ করিয়া পোষাকী পরিচ্ছদ ব্যবহার করিতে হয়, সেইরূপ সাহিত্যের বেলায় গ্রাম্য ও কথিত ভাষা পরিত্যাগ করিয়া সাধু ভাষা ব্যবহার করিতে হয়।

২। পূর্ব্ববঙ্গের অনেক স্থানে অশিক্ষিত লোকে মূলবর্ণ পরিত্যাগ করে এবং কোন কোন জেলায় ড়, ঢ়, ও চন্দ্র বিন্দু একেবারেই উচ্চারণ করে না; ইহার কোন জেলায়ই মহাপ্রাণ বর্ণের প্রয়োগ নাই।

যথা :—

সকল (হকল), সাপ (হাপ); বাড়ী (বারি); রাঢ়ী (রারি); বাঁশ (বাস); ভাত (ব্বাত); ঘর (গ্গর)।

৩। উত্তরবঙ্গের অধিকাংশ জেলায় 'অ'স্থানে 'র' এবং 'র' স্থানে 'অ' উচ্চারিত হয়। যথা—'রাজসাহীর পাকা আম' স্থানে 'আজসাহীর পাকারাম।' এই স্থানের অশিক্ষিত লোকে রাস্তাকে 'ঘাটা' বলে। যদি রাস্তা শব্দই প্রয়োগ করাইতে হয় তবে "আস্তা" বলিবে।

৪। দক্ষিণ ও পশ্চিমবঙ্গের কোনকোন স্থানে ঘোঁড়া, মোঁশা প্রভৃতি কতকগুলি শব্দে অনাবশ্যক চন্দ্রবিন্দু ব্যবহৃত হয়। নিম্নে কতকগুলি গ্রাম্য শব্দের উল্লেখ করা গেল।

কথিতভাষা	গ্রাম্যভাষা।	কথিতভাষা	গ্রাম্যভাষা।	কথিতভাষা	গ্রাম্যভাষা
অঞ্জলি	আঁজলা	আমাদের	মোরগো	দুর্ব্বল	কাবু, কাহিল
অশ্ব	ঘোড়া, ঘোঁড়া, গোরা, গুরা	আহার করিতে যাই	খাতি যাই	নৌকা	লৌকা, নাও
অসৎ	হারামজাদা	আহারকরেছ	খাছু ?	পশুরক্ষাস্থান	বাতান
অধিকার	আমল	করেছি	কন্নু	পুত্র	ছেলে, ছইল, পোলা, পো, ছাওয়াল
অল্পবুদ্ধি	ছেব্‌লা	কুচরিত্র	গুণ্ডা, অসভ্য	পেয়ারা	পৈয়া, সব্‌রি
অলাবু	লাউ, নাউ, কদু	কুচক্রী	কুজ্‌রে	পুঁটুলি	বোচ্‌কা, বস্তা, টোপ্‌লা
অসভ্যতা	ইৎরামী, ছেলেমো	কৃষ্ণ	কেষ্ট	বদরী	বরৈ, কুল
আসিবেন	আইবেন, আবেন	কোথা	কুন্থি, কোতায়	বারান্দা	হাতিনা, দাবা
আরম্ভ	সুরু	খর্ব্ব	বেঁটে, খাটো	বার্ত্তাকু	বেগুন, বাগুণ, বাইগুন
আচমন	আচান	খেয়া	গুদারা	বুদ্ধি	আক্কেল, বুঝ্‌
আহার করি	খাই, খাচ্চি	গিয়াছিলাম	গেছিলাম গিয়িলাম,	সম্মার্জ্জনী	ঝাঁটা, পিছা, খেংরা
আহার করিব	আহার কোর্‌ব, খাব, খামু, খাইমু	গুবাক	সুপারি, গুয়া	শির	মুণ্ড, মুড়ি, মাথা
আহার করিয়াছি	খেয়েছি, খালাম, খাইলাম, খেলুম, খানু	গোলযোগ	ছরকোট	সন্ধ্যা	সাঁজ, হাজ্‌
		চমৎকৃত হওয়া	আৎকেওঠা	সূতিকাগৃহ	আঁতুড়-ঘর, কুড়ে ঘর
		চুল্লী	চুলো, উনান, উনুন, আখা	স্থূল	মোটা, মোডা
		দুর্ম্মূল্য	আক্রা		

৫। "স্থান বিশেষে গ্রাম্যভাষাও শ্রুতিমধুর হয়। যথা :—

"আজ আমি দশকোশ পথ যাব আসব, ওকে খবর এনে দেব, ছুঁচো বেটা!" (আনন্দমঠ)

৬। কোন কোন পল্লীগ্রামে আদিম নিবাসী-অসভ্যদিগের ভাষা হইতে অনেক শব্দ ব্যবহৃত হইতেছে। যথা :—

কুলো, ধামা, ধুচ্‌নী, চাঙ্গারী, খালৈ, দোনা, খামাখা, খোকা, ঢাক্‌নী, চালাক্, চওড়া, ছোঁ, ছোক্‌রা, ঠোঙ্গা, ঢেকি, ঢিল, বাকারী, পঁইছে, লগী, চৈর, কুর্‌সী, হাতা, বাউলি, ছিকা প্রভৃতি।

৭। আর্য্যগণ অনার্য্যগণের ভাষা চর্চ্চা করিতে করিতে উহা তাঁহাদের অভ্যস্ত হইয়া যায়, ক্রমে ঐ ভাষা নিজ ভাষার সহিত মিলিত করিয়া এক নূতন ভাবে ভাষার আকার গঠন করেন, উহাই কথিত ভাষা।

৮। অতঃপর মুসলমান রাজত্বে পারস্ত, উর্দ্দু, হিন্দি এবং ইউরোপীয়-গণের আগমনে পর্ত্তুগিজ, ফরাসী ও ইংরাজী শব্দ বঙ্গভাষার সঙ্গে স্থান প্রাপ্ত হইয়া কথিতভাষায় পরিণত হইয়াছে। এক্ষণে ঐসকল শব্দও কথিতভাষা হইতে বিচ্যুত হইতে পারে না।

Exercise.

রাগরঙ্গ, বেড়া, গো, জিড়ান, আখ্ড়া, ওড়ণা, ছরকোট, বাতান, আক্কেল, চোয়াস

উপরোক্ত অসাধু শব্দগুলিকে সাধু বাঙ্গালায় এবং নিম্নলিখিত বাক্যগুলির দোষ দর্শাইয়া বিশুদ্ধ ভাষায় আনয়ন কর :—

(1) বিশুদ্ধ শুভ্র কাপড় পরিয়া ছিল।

(2) তদীয় গো, অশ্বাদি পশু, বাতানে রক্ষা করা হইত।

(3) গো, অশ্ব, বিলাই প্রভৃতি পশু রক্ষার ভার গোলার উপর ছিল।

(4) তুমি এতাদৃশ মহানুভব ব্যক্তিগণের সামনে ইৎরামী করিও না।

(5) অত্যধিক পরিশ্রমের পর জিরান আবশ্যক।

সংস্কৃত ও প্রাকৃত হইতে উৎপন্ন বাঙ্গালা শব্দ

সংস্কৃত	প্রাকৃত	বাঙ্গালা	সংস্কৃত	প্রাকৃত	বাঙ্গালা
অদ্য	অজ্জ	আজ	দ্বার	দুয়ার	দোর
অস্তি	অচ্ছি	আছে	প্রস্তর	পত্থর	পাথর
অহম্	অহম্মি	আমি	ভবতি	হোই	হয়
আম্র	অম্ব	আম	মধ্য	মজ্‌ঝ	মাঝ
কর্ম্মং	কর্ম্ম	কাম	রৌপ্যং	রূপ্পা	রূপা
করোতি	করোট	করে	লবণ	লোণ	লুণ
কার্য্যং	কর্জ্জ	কাজ	বধূ	বহূ	বউ
কাষাপণ	কাহাপণ	কাহণ	বৎস	বচ্ছ	বাছা
কুত্র	কেথু	কোথা	বাটি	বাড়ি	বাড়ী
গোপ	গোয়াল	গোয়ালা	বিদ্যুৎ	বিজলী	বিজলী
গৃহ	ঘর	ঘর	বৃদ্ধ	বুড্‌ঢ	বুড়ো
চক্র	চক্ক	চাকা	শৃগাল	শিয়াল	শিয়াল
চন্দ্র	চন্দ	চাঁদ	সন্ধ্যা	সঞ্ঝা	সাঁঝ
ত্বম্	তুমক্	তুমি	হস্ত	হত্থ	হাত

কতকগুলি বিশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দ বাঙ্গালা ভাষার সহিত ব্যবহৃত হইতেছে, যথা :—

১। অন্ন, অক্ষি, অম্বু, অস্থ, আত্মা, কিঞ্চিৎ, কাল, কেশ, চক্ষু, জল, জ্ঞান, দন্ত, দধি, দাতা, দেব, দুঃখ, দেবী, নর, নদী, নিদ্রা, পিতা, প্রভু, বরং, বধূ, বারি, বিদ্বান্, বিদ্যা, বিষাদ, বুদ্ধি, ভ্রাতা, মধু, মাতা, রাজা, রৌপ্য, রে, লতা, সাধু, সুখ, স্ত্রী, স্বর্ণ, হস্তী, হা, প্রভৃতি—

Exercise.

1. প্রত্যয়, অস্থি, সূত্র, গোপ, ভবতি,—এই শব্দগুলি প্রাকৃত ভাষায় এবং দুয়ার, ভুব্‌ক, কর্জ্জ, কেথু, চক্ক, চন্দ, পথর, বহু, বচ্ছ—এইগুলি বাঙ্গালায় আনয়ন কর।

2. যে সকল সংস্কৃত প্রতিনিয়ত বঙ্গভাষায় ব্যবহৃত, সেইরূপ দশটি সংস্কৃত শব্দ সংযোগে একটি বাক্য প্রস্তুত কর।

3. বাঙ্গালা ভাষার মূল কি ? কতকগুলি প্রাকৃত শব্দ দ্বারা একটি সরল বাক্য গঠন কর।

হিন্দির অপভ্রংশ

হিন্দি	সংস্কৃত বা বাঙ্গালা	হিন্দি	সংস্কৃত বা বাঙ্গালা	হিন্দি	সংস্কৃত বা বাঙ্গালা
আচ্ছা	উত্তম	চাষা	কৃষক	পাল্কী	শিবিকা
আন্দাজ	অনুমান	চেহারা	আকৃতি	ফসল	শস্য
এলাকা	অধীন	ছোক্‌রা	বালক	ফুল	পুষ্প
কোরা	নূতন	জঙ্গল	বন	ভুল	ভ্রম
খাওয়া	ভোজন	জামিন	প্রতিভূ	মামী	মাতুলানী
খালি	শূন্য	ঠাট্টা	তামাসা	মস্‌করা	বিদ্রূপ
খাড়া	দণ্ডায়মান	ঠিক	প্রকৃত	রোজ	প্রত্যহ
খোঁজ	সন্ধান	ডাল	শাখা	বাগান	উদ্যান
খোলা	অনাবৃত	তীর	শর, বাণ	বাচ্চা	শাবক
গরজ	স্বার্থ	নরম	কোমল	বিকাল	অপরাহ্ণ
গাঁজা	সিদ্ধি	নাওয়া	স্নান করা	বেহুঁস	অজ্ঞান
গাল	গণ্ড (কপোল)	পছন্দ	মনোনীত	সন	অব্দ

পার্শীয় অপভ্রংশ।

পারস্য	সংস্কৃত বা বাঙ্গালা	পারস্য	সংস্কৃত বা বাঙ্গালা	পারস্য	সংস্কৃত বা বাঙ্গালা
আওয়াজ	শব্দ	তলব	আহ্বান	দোকান	বিপণি
আস্তাবল	অশ্বশালা	তামাসা	কৌতুক	দোয়াত	মস্যাধার
ইজ্জৎ	সম্ভ্রম	দম্	শ্বাস	পুল	সেতু
ইয়ার	বন্ধু	দরকার	প্রয়োজন	পেয়াদা	পদাতিক
কারিগর	শিল্পী	দরখাস্ত	আবেদন	বন্দোবস্ত	ব্যবস্থা
খেতাব	উপাধি	দরবেশ	সন্ন্যাসী	বদ্	অপকৃষ্ট
চৌহদ্দি	চতুঃসীমা	দরাজ	প্রশস্ত	বরাত	অদৃষ্ট
জবর	বৃহৎ	দস্তুর	রীতি	শয়তান	শঠ
জেয়াদা	অধিক	দাগ	চিহ্ন	হুঁসিয়ার	সতর্ক

Exercise.

1. উমুল, দরকার, বাগান, গাছ, মফঃস্বল, নকল, দপ্তরখানা, পেয়াদা, চওড়া, আন্দাজ, এস্তাহার, তামাসা, কাগজ, তদারক, এমারত, ঠিক, ভুল—এই শব্দগুলির মধ্যে কোন্‌টি আরবী, কোন্‌টি পারসী এবং কোন্‌টি হিন্দি তাহা নির্দেশ করিয়া প্রত্যেক শব্দ সাধু বাঙ্গালায় আনয়ন কর।

2. তিনটি হিন্দি, দুইটি আরবী ও দুইটি পার্শী শব্দ সংযোগে একটি বাক্য প্রস্তুত কর এবং উহা ইংরাজীতে অনুবাদ কর।

3. দশটি হিন্দি শব্দ সংযোগে একটি বিশুদ্ধ হিন্দি বাক্য এবং পাঁচটি পার্শী দুইটি আরবী শব্দ সংযোগে একটি বাক্য প্রস্তুত করিয়া ইংরাজীতে আনয়ন কর।

বাঙ্গালায় ব্যবহৃত বৈদেশিক শব্দ।

(Foreign words).

ইংরাজী, ফরাসী, পর্টুগীজ, ইটালীয়, মার্কিন, গ্রীক. মালয় ও চীন প্রভৃতি কতকগুলি শব্দ এক্ষণে বাঙ্গালা ভাষার অন্তর্গত হইয়াছে, যথা :—

চলিত ইংরাজী—অফিস, অনরারি, অয়েল, আপিল, আউট, ইঞ্জিনিয়ার, ইস্থু, ইন্স্পেক্টর, ইয়ারিং, ইঞ্জিন, উইল, উল্, এটর্নি, অ্যাসিষ্টাণ্ট্, এজেণ্ট্, এলোপ্যাথি, এসিড্, এগ্রিমেণ্ট্, ওভারসিয়ার, ওয়ারেণ্ট্, ওয়েষ্ট্, কমিশনার, কনেষ্টবল্, কলেজ, কণ্ট্রাক্টর, ক্লার্ক, কাপি, কমিটী, কম্ফর্টার, কার্পেট, কোট, কলার, কলেরা, ক্রিকেট, ক্লাশ, গরনেট, কারি, কম্পাশ, কেবিন, গ্লাশ, গেট, গেলারি, চেয়ার, চেক. চার্জ্জ্য, চেন, জজ্, জ্যাকেট, জুনিয়ার, ট্রেজারি, টেলিগ্রাম, ট্রেণ, টিকেট, টি, টাউন, ট্রাঙ্ক্, ডিপুটি, ডিভিসন, ড্রেস, ডিষ্ট্রীক্ট্, ডিগ্রি, ডাক্তার, থিয়সফি, নম্বর, পিন, পেন, পকেট, পেন্সিল, পোষ্টকার্ড্, পুলিস, পিয়ন, প্রিণ্টার, প্রাইজ্, ফেল্, ফ্যাসান, ফটোগ্রাফ, ফ্রেম্, ভোট, ম্যাজিষ্ট্রেট্, মাষ্টার, মেম্বর, মণিব্যাগ্, ম্যাপ্, মার্ব্বল, রোলার্, রেজিষ্টার্, রিপোর্ট্, রেপার, রেল, লেক্চার, ল্যাম্প্, লিবার, বাক্স, বাইসাইকেল, ব্যারিষ্টার, ব্যাগ্, ব্যারিং, বল, ব্রাণ্ডি, বোতল, বোতাম, লেন, শমন, সেট, শ্লেট, সার্ট, সেক্রেটরী, সার্ভে, মোডা, স্ক্রুপ্, সিনিয়ার, ষ্টেসন।

চলিত ফরাসী—জিন, জেল, বিস্কুট, পোর্টমেণ্ট, প্রোগ্রাম, অডিকলন বন্‌বন্, জেইল।

চলিত পর্টুগীজ—বেহালা, ফিতা, সাবান, নীলাম, পাদ্‌রী, কেরাণী, চাবি, ইস্পাৎ, বারাণ্ডা, কেদারা, কুইনাইন।

চলিত ইটালীয়—কোম্পানি, গেজেট, পিস্তল, পেণ্টলুন, পিওন, ম্যালেরিয়া, ব্রাস, সোডা, পার্ক, মাটা, কাপ্তান।

চলিত মার্কিন—তামাক, আলপাকা, হারিকেন, মেহগেনি।

চলিত গ্রীক—থিয়েটার, টেলিগ্রাম।

চলিত মালয়—সাগু।

চলিত চীন—শাটিন, চা, চিনি, লিচু।

Exercise.

1. সর্প, বজ্র, পত্র, স্বর্ণ, তাম্র, পক, হস্তী, দর্পণ, ব্যাঘ্র, শীঘ্র, রক্ত, ভোজন, চন্দ্র,

উপরোক্ত সংস্কৃত শব্দগুলি বাঙ্গালায় কিরূপ হইবে এবং নিম্নলিখিত শব্দগুলির মধ্যে কোন্‌টি সংস্কৃত ও কোন্‌টি বাঙ্গালা তাহা নির্দ্দেশ করিয়া সংস্কৃতগুলিকে বাঙ্গালায় এবং বাঙ্গালাগুলিকে সংস্কৃতে আনয়ন কর :—

কাণ, পাদ, আধ, দেব, রূপা, সব, বরং, মাতা, ভ্রাতা, নাসিকা, দন্ত, কেশ, বুদ্ধি, ঘি, জিভ, বিষাদ, বিদ্বান্‌, সুখ, নদী, কাল, প্রভু, জল, ফল, পাঁক, যবা, বধূ, ঘুম, বিজ্ঞা, স্ত্রী, সরোবর, সুন্দর, স্নান, বৃক্ষ, লতা।

2. নিম্নলিখিত শব্দগুলির মধ্যে কোন্‌টি ইংরাজী, কোন্‌টি ফরাসী, কোন্‌টি পর্টুগীজ, কোন্‌টি ইটালীয় ও কোন্‌টি গ্রীক তাহা নির্দ্দেশ কর এবং তাহাকে সাধু বাঙ্গালায় আনয়ন কর :—

ম্যাপ, মার্ব্বেল, থিয়েটার, আল্‌পাকা, চাবি, ফিতা, বেহালা, সার্জ্জে, ব্রাণ্ডি, কেরাণী, কোম্পানি, পদবী, সার্ট, সেক্রেটরী, ক্যাসান, পুলিস, এঞ্জিন, ওয়ারেণ্ট, ইস্পাৎ গেজেট, ইয়ারিং চেয়ার, লণ্ঠন।

(প্রবাদ Tradition).

কতকগুলি জনশ্রুতি লোকপরম্পরা প্রচলিত আছে। উহার যাথার্থ্যের তেমন কোন প্রমাণ নাই। উহাদিগকে সাধারণতঃ "প্রবাদ" বাক্য বলা হয়। যথা :—

১। কোকিল সম্বন্ধে প্রবাদ—কোকিল বসন্তের নিত্য সহচর। বসন্তকাল যখন যেখানে আবির্ভূত হয়, কোকিলগণও তথায় গমন করে।

২। শুক্তি-মুক্তা সম্বন্ধীয় প্রবাদ—স্বাতী নক্ষত্রে পতিত বৃষ্টি-জল গ্রহণ করিলে সেই শুক্তিতে মুক্তা জন্মে। অন্য শুক্তিতে জন্মে না।

৩। চন্দন সম্বন্ধীয় প্রবাদ—মলয় পর্ব্বতে এক মাত্র চন্দনের বৃক্ষ আছে; তাহার বাতাস যে যে বৃক্ষে লাগে সে সমস্ত বৃক্ষও চন্দনের গুণ প্রাপ্ত হয়। এই সকল বৃক্ষ হইতে শ্বেত চন্দন সংগৃহীত হইয়া থাকে।

(সংস্কৃত প্রবচন)।

(Excellent speech or colloquial Sanskrit).

১। "অপরম্বা কিং ভবিষ্যতি"—পরে আবার কি হইবে কে বলিতে পারে? (একটি ঘটনার পর ভবিষ্যৎ ঘটনা স্থলে এরূপ প্রবাদ প্রযুজ্য)।

২। "অর্থস্য পুরুষোদাসঃ"—মানব অর্থের দাস, কিন্তু অর্থ কাহারও দাস নহে।

৩। "আত্মবন্মন্যতে জগৎ"—যে যেরূপ ব্যক্তি সে জগতের সকলকে সেরূপ জ্ঞান করে। (চোর অন্যকেও চোর মনে করে)।

৫। "তৃণবন্মন্যতে জগৎ"—(অহঙ্কারীর দৃষ্টান্ত)।

৬। "ধর্ম্মো রক্ষতি ধার্ম্মিকং"—ধার্ম্মিক ব্যক্তিকে ধর্ম্ম রক্ষা করেন। (সৎলোক কোন বিপদ্ হইতে মুক্তিলাভ করিলে এরূপ প্রবাদ চলে)।

৭। "ন নিম্বো মধুরায়তে"—দুষ্ট লোকের যতই উপকার কর, কিন্তু তাহার নিকটে কোন উপকারের আশা নাই।

৮। "শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ"—শঠের সঙ্গে শঠতা করাই উচিত।

৯। "শরীরং ব্যাধি মন্দিরং"—দেহ যাবতীয় ব্যাধির আধার।

১০। "স্বকার্য্যমুদ্ধরেৎ প্রাজ্ঞঃ"—জ্ঞানী ব্যক্তি অপমান স্বীকার করিয়াও কার্য্যোদ্ধার করেন, কারণ কার্য্য নষ্ট করা মূর্খতা মাত্র।

বাঙ্গালা প্রবাদ। (Bengali Proverbs).

১। "আদার বেপারির জাহাজের খবর কেন?"—অনধিকার চর্চা স্থলে এই প্রবাদ দেওয়া যায়।

২। "আপনার পায় আপনি কুড়ুল"—জানিয়া শুনিয়া স্বীয় স্বার্থ নষ্ট করিলে এই প্রবাদ।

৩। "আলালের ঘরের দুলাল"—আব্দারে ছেলের দৃষ্টান্ত স্থল।

৪। "উদোরপিণ্ডি বুদোরঘাড়ে"—একের অপরাধে অন্যকে দণ্ড করা।

৫। "একটি ক্ষুদ্র নবাব"—অহঙ্কারীর দৃষ্টান্ত স্থলে প্রযুজ্য হয়।

৬। "কালনেমির লঙ্কা ভাগ"—দুরাশাগ্রস্তের কল্পনা স্থলে প্রযোজ্য।

৭। "গরজ বড় বালাই"—লোকে ঠেকা পড়িলে সকল কাজই করিতে পারে।

৮। "গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল"—কেহ না ডাকিলেও উপযাচক হইয়া প্রাধান্য দেখাইলে এই প্রবাদ চলে।

৯। "কাণাগরু বামণকে দান"—অপ্রয়োজনীয় বস্তু দিয়া যশঃলাভের বাসনা করিলে এই প্রবাদ।

১০। "গরীবের ঘোড়ারোগ"—যে যে কর্ম্মের অধিকারী নহে, সে সেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে এই প্রবাদ।

১১। "গোবর গণেশ" বা "হস্তী মূর্খ"—নির্ব্বোধ লোকের দৃষ্টান্ত।

১২। "ধরি মাছ না ছুঁই পানি"—কৌশলে কার্য্যোদ্ধারের চেষ্টা।

১৩। "মাছেরশোকে বিড়াল কাঁদে"—কপট শোক।

১৪। "বাঁশী হারায়ে শিঙ্গায় ফুঁ"—প্রধান সম্বল হারাইয়া সামান্যের উপর নির্ভর করা।

১৫। "বেদে কি জানে কর্পূরের গুণ?"—তুচ্ছলোকে ভাল বস্তুর মর্য্যাদা বোঝে না।

১৬। "লম্বাকোঁচায় নমস্কার"—তোষামুদেরা পদস্থকেই ভক্তি করে।

১৭। "শাক দিয়া মাছ ঢাকা"—যাহা অপ্রকাশ থাকিবে না, তাহা গোপন করার চেষ্টা করিলে এই প্রবাদ।

১৮। "শুঁড়ির সাক্ষী মাতাল"—অসতে অসতের সমর্থন করে।

১৯। "সাজ্‌তে গুঁজ্‌তে দোল ফুরাল"—আয়োজন করিতেই কাজ শেষ হইয়া গেল।

২০। "সোণার পাথরবাটী"—যাহা অসম্ভব তাহা বলিলে এইরূপ প্রবাদ। "কাঁঠালের আমসত্ত্ব"।

Exercise.

১। দশটি সংস্কৃত ও দশটি বাঙ্গালা প্রবাদ বাক্যের উল্লেখ কর এবং কোন্‌টি কিরূপ স্থলে প্রয়োগ হইতে পারে দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়া দাও।

২। নিম্নলিখিত সংস্কৃত প্রবাদবাক্যগুলির মধ্যে যেটিকে সম্পূর্ণ কবিতায় পরিণত করিতে পার কর, অবশিষ্টগুলির অর্থ বল এবং কোন্‌টি কিরূপ স্থলে ব্যবহৃত হইতে পারে, দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখাও।

(১) "আতুরে নিয়মোনাস্তি" (২) "আশাবৈতরণীনদী" (৩) "এরেণ্ডোহপি ক্রমায়তে" (৪) "কা কস্য পরিবেদনা" (৫) "কালস্যকুটীলাগতিঃ" (৬) "গতস্যশোচনানাস্তি" (৭) "বহুঃখং পঞ্চভিঃসহঃ" (৮) "নরাণাং মাতুলক্রমঃ" (৯) "মনিযোমধুরায়তে" (১০) "কলেন পরিচীয়তে" (১১) "মধুরেণসমাপয়েৎ" (১২) "যোগ্যং যোগ্যেন যুজ্যতে" (১৩) "বিষস্যবিষমৌষধম্‌" (১৪) "স্বকার্য্যমুদ্ধরেৎ প্রাজ্ঞঃ"।

৩। কিরূপ বাক্যের সঙ্গে অথবা কোন্‌ কথার পর কোন্‌ প্রবাদ স্থান পাইতে পারে, নিম্নলিখিত প্রবাদ বাক্যগুলি হইতে ক্রমান্বয়ে প্রদর্শন কর।

(১) "অকালের তাল বড় মিষ্টি" (২) "অবোধের গোবধে আনন্দ" (৩) "এক পাগলে রক্ষা নাই সাতপাগলের মেলা" (৪) "একে মনসা, তাতে আবার ধুনার গন্ধ।" (৫) "এ মূলোবাড়ী নয়" (৬) "কপালছাড়া পথ নাই" (৭) "কাকের ডিমও শাদা হয়, পণ্ডিতের ছেলেও মূর্খ হয়" (৮) "কায়েতের ঘরের বিড়ালটাও আড়াই অক্ষর পড়ে" (৯) "খেয়ার কড়ি দিয়া ডুবে পার হওয়া" (১০) "ঘরভেঙ্গে রাবণ নষ্ট" (১১) "ঘুষপেলেই অমিলাতুষ্ট" (১২) ঘুঘু দেখেছ ফাঁদ দেখনি" (১৩) "দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভাল" (১৪) "ধরি মাছ না ছুঁই পানি" (১৫) "চোর ভাল ত বেকুব ভাল না" (১৬) "চোরে চোরে মাসতুত ভাই" (১৭) "না আঁচালে বিশ্বাস নেই" (১৮) "বেল পাক্‌লে কাকের কি?"

পঞ্চম অধ্যায়।

শব্দ ও বাক্যাংশের পরিবর্ত্তন। (Transposition).

বাক্যাংশের পরিবর্ত্তন,—অনেক স্থানে বাক্যের মধ্যস্থ বাক্যাংশের স্থান পরিবর্ত্তন করিলে বাক্যার্থের ব্যত্যয় হয় না, যথা :—

1. (1) আমি আহারান্তে কলিকাতা রওয়ানা হইব।" (2) আহারান্তে আমি কলিকাতা রওয়ানা হইব। (3) কলিকাতা আমি আহারান্তে রওয়ানা হইব।

2. (1) সুশীল শিশুকে সকলে ভাল বাসে। (2) সকলে সুশীল শিশুকে ভাল বাসে। (3) ভালবাসে সকলে সুশীল শিশুকে।

Exercise.

নিম্নলিখিত বাক্যগুলির বাক্যাংশ পরিবর্ত্তন করিয়া দেখাও যে বাক্যার্থের পরিবর্ত্তন হয় না :—

(1) তাঁহার জ্বর হইয়াছিল। (2) গোপাল প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম হইয়াছে। (3) রামের ছোট ভাইটিও রামের মত সুশীল। (4) শীতকালে হিম পড়ে। (5) দরিদ্র দেখিলেই দয়ালু ব্যক্তির হৃদয় আর্দ্র হয়। (6) পত্রখানা ডাকে দাও।

পদ পরিবর্ত্তন। (Idiom).

কেবল, মাত্র, অন্ততঃ, ই, কি, আর, যেন এবং বটে প্রভৃতি কতকগুলি পদ বাক্যের বিভিন্ন স্থানে প্রযুক্ত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন অর্থ প্রকাশ

করে। ইহারা যে পদের পূর্ব্বে স্থাপিত হয় তাহারই অর্থের প্রাধান্য বৃদ্ধি করে। যথা :—[1] "কেবল" শব্দ—(a) "কেবল বাবা আমাকে ভাল বাসেন" অর্থাৎ বাবা ব্যতীত অন্য কেহ ভাল বাসেন না। (b) "বাবা কেবল আমাকে ভাল বাসেন" অর্থাৎ আমাকে ব্যতীত অন্য কাহাকে ভাল বাসেন না। (c) "বাবা আমাকে কেবল ভাল বাসেন" অর্থাৎ ভাল বাসেন মাত্র আর কিছু করেন না।

[2] "মাত্র" শব্দ—(a) কেবল "মাত্র রাম আসিয়াছে" অর্থাৎ রামের সঙ্গে আর কেহ আসে নাই। (b) "রাম কেবল মাত্র আসিয়াছে" অর্থাৎ রাম এখনই আসিয়াছে।

[3] "কি"—(a) বলিতেছ তুমি কি?" "তুমি বলিতেছ কি অন্যে বলিতেছ?" (b) "তুমি বলিতেছ কি"? কোন্ বিষয় বলিতেছ? (c) তুমি "কি বলিতেছ?" বল কি না?

[4] "ই"—(a) "গোপাল ই তোমাকে ডাকিয়া ছিল" অর্থাৎ অন্য কেহ নহে গোপাল ডাকিয়া ছিল। (b) "গোপাল তোমাকেই ডাকিয়া ছিল" অর্থাৎ গোপাল তোমাকে ভিন্ন অন্য কাহাকে ডাকে নাই। (c) "গোপাল তোমাকে ডাকিয়াই ছিল" অর্থাৎ গোপাল তোমাকে ডাকা ব্যতীত আর কিছু করে নাই।

[5] "ও"—(a) রামবাবু ও এখন বাড়ী আসেন নাই" অর্থাৎ রামবাবুই পূর্ব্বে বাড়ী আসিবেন, তাঁহারও আসার সময় হয় নাই। (b) "রামবাবু এখনও বাড়ী আসেন নাই" অর্থাৎ রামবাবুর আসার সময় গত হইয়াছে, তথাপি আসেন নাই। (c) "রামবাবু এখন বাড়ীও আসেন নাই" অর্থাৎ তিনি বাড়ী আসিবেন, পরে অন্য কাজ।

Exercise.

নিম্নলিখিত (a) চিহ্নিত বাক্যে "কেবল" (b) চিহ্নিত বাক্যে "মাত্র" এবং (c) চিহ্নিত বাক্যে "ই" ভিন্ন ভিন্ন স্থানে স্থাপন করিয়া অর্থের প্রভেদ প্রদর্শন কর:—

(a) আমি তাহাকেই পুরস্কার দিব। (b) আমি রামকে চাই। (c) আমি কলিকাতা যাইব। (d) জ্যৈষ্ঠমাসে আম পাকে।

পদাংশ পরিবর্ত্তন।

সমস্ত পদের অর্থ ঠিক রাখিয়া পূর্ব্বভাগ বা পরভাগের অর্থাৎ প্রথমাংশ বা শেষাংশের প্রতিশব্দ দিলেই পদাংশ পরিবর্ত্তন করা হয়। কোন কোন স্থলে মধ্যপদও পরিবর্ত্তন করা যায়। পরিবর্ত্তন সময়ে সুশ্রাব্যতার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

।—"দেবরাজ" ও "বারিধি" এই দুইটি শব্দের পূর্ব্বপদ এবং "ভূস্বামী" ও "নন্দন-কানন" এই দুইটি শব্দের পর পদ পরিবর্ত্তন কর।

শব্দ.	পরিবর্ত্তিত পূর্ব্বপদ	শব্দ	পরিবর্ত্তিত পরপদ
দেবরাজ	সুররাজ	নন্দন-কানন	নন্দন-বন
বারিধি	জলধি	ভূস্বামী	ভূপতি

Exercise.

অর্থ ঠিক রাখিয়া—চন্দ্রনাথ, মলয়ানিল, জগদীশ্বর, সেনাপতি, অতক্ষণ, জলে ভিজা—এই শব্দগুলির পূর্ব্বভাগ এবং জলহীন, ভগ্নীপতি, সুশীলশিশু, প্রকাণ্ড-বৃক্ষ, অসীম জগৎ—এইগুলির শেষাংশ পরিবর্ত্তিত করিয়া বাক্য প্রস্তুত কর।

উচ্চারণের পার্থক্যানুসারে অর্থের বিভিন্নতা।

(Accent and Emphasis).

বাক্যের যে শব্দ বা বর্ণটির উপর জোর দেওয়া যায় সেই শব্দ বা বর্ণটিই সমস্ত বাক্যার্থের গুরুত্ব বৃদ্ধি করিয়া থাকে। যথা :—

(a) বেশ = পরিচ্ছদ
বেশ = উত্তম

(b) খাট = খট্টা
খাট = ছোট, বেঁটে

(c) মল = ময়লা,
মল = পদাভরণ

(d) পড়া = পাঠকরা।
পড়া = পতিত হওয়া।

(a) গোপাল কি পুস্তক পড়িতেছে ? (অর্থাৎ কোন্ বই পড়িতেছে) ?
(b) গোপাল কি পুস্তক পড়িতেছে ? (অর্থাৎ গোপাল না অন্যে) ?
(c) গোপাল কি পুস্তক পড়িতেছে ? (না অন্যকিছু করিতেছে) ?
(d) গোপাল কি পুস্তক পড়িতেছে ? (না বৃথাসময়নষ্ট করিতেছে) ?
(e) আমি তাহা পারিব না। (আমি সে কাজ পারিব না)।
(f) আমি তাহা পারিব না ? (আমি তাহা পারিব)।
(a) তুমি কি গান গাইতেছ ? (তুমি না অন্য কেহ)।
(b) তুমি কি গান গাইতেছ ? (কোন্ গান) ?
(c) তুমি কি গান গাইতেছ ? (গান গাইতেছ কি অন্য কিছু) ?

Exercise.

১. নিম্নলিখিত বাক্যগুলির বিভিন্ন পদে বা বর্ণে জোর দিয়া বিভিন্ন অর্থ প্রদর্শন কর :—

(1) তিনি কোন্ পুস্তক লিখিয়াছেন ? (2) গোপাল কি পড়িতেছে ? (3) তাহার কি জ্বর হইয়াছে ? (4) তুমি কি ভিক্ষা কর ? (5) রামের কয়টি ছেলে পড়িতেছে ?

২. নিম্নলিখিত শব্দগুলির বিভিন্ন বর্ণে জোর দিলে কিরূপ অর্থ প্রকাশ পায় দেখাও :—চড়া, গড়া, কুমার, থামা, ছুলা, পাল, টানা, হামা, ভাল।

ভাষা-বৈচিত্র্য।

বাক্যের বিভিন্নার্থ। (১) (Variety of Expressions).

এক বাক্য পুনঃপুনঃ উক্ত হইলে পুনরুক্তি দোষ ঘটে, এই নিমিত্ত এক একটি বাক্য বিভিন্ন প্রকারে প্রস্তুত করিতে শিক্ষা করা উচিত। নিম্নলিখিত রূপে এই প্রকার বাক্যার্থ প্রস্তুত করিতে হয়, যথা :—

[1] (a) কুকাজ করিলে অখ্যাতি হয়। (b) ঘৃণিত কার্য্য করিলে লোকে ঘৃণা করে। (c) কুকর্ম্মান্বিত লোক ঘৃণার পাত্র। (d) যে অসৎ কার্য্য করে, তাহাকে কেহ দেখিতে পারে না।

[2] (a) রাম বাবুর বাড়ী জ্বলিয়া গিয়াছে। (b) রাম বাবুর গৃহ দাহ হইয়াছে। (c) রাম বাবুর ঘর পুড়িয়াছে।

[3] (a) সংসারে চিরস্থায়ী কিছুই নহে। (b) সংসারে সকলই অস্থায়ী। (c) সংসারে সকল বস্তুই ক্ষণ বিনশ্বর। (d) সংসারে সকল বস্তুই ক্ষণ বিধ্বংসী। (e) সংসারে সকলই বিনাশশীল।

[4] (a). তিনি মারা গিয়াছেন। (b) তিনি কালপ্রাপ্ত হইয়াছেন। (c) তিনি মানবলীলা সংবরণ করিয়াছেন। (d) তিনি মরিয়াছেন। (e) তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। (f) তাঁহার জীবলীলা সাঙ্গ হইয়াছে। (g) তিনি পরলোক গমন করিয়াছেন। (h) তিনি ইহলীলা ত্যাগ করিয়াছেন। (i) তিনি মৃত্যু মুখে পতিত হইয়াছেন। (j) তাঁহার ভবলীলা শেষ হইয়াছে। (k) তাঁহার জীবনদীপ নির্ব্বাণ হইয়াছে। (l) তিনি আর ইহলোকে নাই। (m) তিনি

(১) শব্দ, বাক্যাংশ, বাচ্য পরিবর্ত্তন বাক্য সম্প্রসারণ ও সঙ্কোচন এবং এক শ্রেণীর বাক্যকে অপর শ্রেণীর বাক্যে পরিবর্ত্তন দ্বারা বাক্যের বিভিন্নার্থ কার্য্য সম্পন্ন হয়।

কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন। (n) তাহার গঙ্গালাভ হইয়াছে। (o) তিনি স্বর্গপ্রাপ্ত হইয়াছেন। (p) তিনি স্বর্গে গিয়াছেন। (q) তিনি জীবলীলা শেষ করিয়াছেন। (r) তিনি দেহত্যাগ করিয়াছেন। (s) তিনি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন।

Exercies.

নিম্নলিখিত বাক্যগুলির ভাব যত প্রকারে পার ব্যক্ত কর :—

(1) তিনি মহা পণ্ডিত। (2) বেহুলা পতিপরায়ণা ছিলেন। (3) বিদ্যা অমূল্যধন। (4) কুকাজ করিলে অখ্যাতি হয়। (5) সদা সত্য কথা কহিবে। (6) ক্রোধ করিও না। (7) সুশীল শিশুকে সকলে ভাল বাসে। (8) বাগ্মী লোক আদরণীয়। (9) অশ্লীল বাক্য প্রয়োগ করিও না। (10) "তাহাদের কলেবর কদম্বকোরক সদৃশ কণ্টকিত হইয়া উঠিল" (সাহিত্যচন্দ্রিকা)। (11) রাম রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া অপ্রতিহত প্রভাবে ও অপত্য নির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। (সীতার বনবাস)

ভাষার বিশেষ গূঢ় রীতি। (Idiom).

১। সকল ভাষাতেই বিভিন্ন প্রণালীতে এমন কতকগুলি বাক্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে, যাহা আপাততঃ প্রতীয়মান অর্থে বা শব্দার্থে প্রযুক্ত না হইয়া বিশেষ কোন অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহাকে "ভাষার বিশেষ গূঢ়ার্থ" (Idiom) বলা যাইতে পারে। যথা :—

(ক) "কাষ্ঠ ত্যাগ করা।" ইহার শব্দার্থ "কাঠ দেওয়া" বুঝাইতেছে, কিন্তু বাঙ্গালা ভাষার বিশেষ অর্থে—"অগ্নি দেওয়া" এই অর্থ হইবে। ব্রাহ্মণগণ যখন রন্ধন করেন তখন অন্য বর্ণের কাহারো তথা হইতে অগ্নি লইবার দরকার হইলে, অগ্নির পরিবর্ত্তে "কাষ্ঠ ত্যাগ করুন" এইরূপ বলিতে হয়। এই কারণে কাষ্ঠ ত্যাগের অর্থ—"অগ্নি চাওয়া।"

(খ) "বাড়ী ভাল হইয়াছে।" ইহার শব্দার্থে বোধ হইল—"বাড়ীটি বেশ হইয়াছে"। ভাষার বিশেষার্থে "বাড়ী অগ্নিতে দগ্ধ হইয়াছে"।

এই ভাবে "নৌকা ভাল হইয়াছে"—ইহার অর্থ "নৌকা জল-ডুবি হইয়াছে।"

(গ) "পুষ্করিণী পড়িয়াছে।" "পুকুর হইয়াছে" ইহা বুঝাইতেছে। বাস্তব ইহার বিশেষার্থ—"ইহা একেবারে নষ্ট হইয়াছে।"

(ঘ) "তিনি তেল মাখাইতে মজ্‌বুত।" "তেল মাখাইতে দক্ষ" ইহা বুঝাইতেছে। ভাষার বিশেষার্থে "তিনি খোষামোদ করিতে বিশেষ পটু।"

(ঙ) "চাউল অনেক হইয়াছে।" ইহার সাধারণ অর্থ বর্দ্ধিত না বুঝাইয়া "চাউল নাই" এইরূপ বিশেষ অর্থ প্রকাশ পাইবে।

উদ্দেশ্য ও বিধেয়।

১। যাহার উদ্দেশ্যে অথবা যাহাকে উদ্দেশ করিয়া কিছু বলা যায় তাহাকে উদ্দেশ্য (Subject) আর যাহা বলা হয় তাহাকে বিধেয় (Predicate) বলে। যথা :—"রাম আসিয়াছেন" এই বাক্যে রামের কথাই বলা হইতেছে, অতএব রাম উদ্দেশ্য এবং উদ্দেশ্যের (রামের) বিষয়ে যাহা বলা হইতেছে "আসিয়াছেন" তাহা বিধেয়। এইরূপ "আমি ভোজন করিতেছি" এই বাক্যে আমার বিষয় বলা হইতেছে, অতএব 'আমি' উদ্দেশ্য এবং আমার বিষয় উক্ত হইতেছে "ভোজন করিতেছি" ইহা বিধেয়।

২। কর্ত্তৃপদ এবং তাহার পূর্ব্বস্থিত বিশেষণ ও সম্বন্ধ পদ প্রভৃতি লইয়া উদ্দেশ্য এবং ক্রিয়া ও তৎসংলগ্ন অন্বিত বিশেষণ, কর্ম্ম, অধিকরণ, করণ ও অপাদান প্রভৃতি কারক লইয়া বিধেয় হয়। যথা :—

"দয়াবান্ রাজা দরিদ্র লোকদিগকে তণ্ডুল দান করিতেছেন"—এস্থলে দয়াবান্" (রাজার বিশেষণ) "রাজা" উদ্দেশ্য আর "দান করিতেছেন"

(ক্রিয়া) "দরিদ্র" (বিশেষণ) "লোকদিগকে" (সম্প্রদান) "তণ্ডুল" (কর্ম্ম) প্রভৃতি বিধেয়।

৩। উদ্দেশ্য ও তাহার পোষককে উদ্দেশ্যাঙ্গ এবং বিধেয় অন্তর্গত পদ বিধেয়াঙ্গ। উপরোক্ত উদাহরণে "দয়াবান্ রাজা" উদ্দেশ্যাঙ্গ এবং "দান করিতেছেন" এই ক্রিয়া সংলগ্ন সমস্তই বিধেয়াঙ্গ।

উদ্দেশ্য দুই প্রকার সরল (Simple) ও সম্প্রসারিত (Complex subject).

১। একটি মাত্র পদ কর্ত্তারূপে ব্যবহৃত হইলে সরল, (simple) যথা :—"গোপাল আসিয়াছে"।

২। কর্ত্তৃপদের সহিত একাধিক পদ সংযুক্ত থাকিলে সম্প্রসারিত উদ্দেশ্য হয়। যথা :—

"আমার ছাত্রের পিতা আসিয়াছেন" এস্থলে আমার ও ছাত্রের এই দুইটি পদ কর্ত্তার সহিত সংযুক্ত থাকায় উহা সম্প্রসারিত উদ্দেশ্য হইল।

৩। বিশেষ্য পদের যে লিঙ্গ, বিশেষণ পদেরও সেই লিঙ্গই হয়। উদ্দেশ্য বিশেষ্য পদটি যে লিঙ্গই হউক, বিধেয় বিশেষণ যে লিঙ্গ সেই লিঙ্গই থাকিবে।

৪। উদ্দেশ্যকে বিশেষণ, সমকারক, ষষ্ঠী বিভক্তিযুক্ত পদ, বিশেষণ রূপে বাক্যাংশ অসমাপিকা ক্রিয়া ও তাহার সহিত সংযুক্ত বিশেষণবৎ বাক্যাংশ দ্বারা সম্প্রসারিত করা যায়, যথা :—

(ক) বিশেষণ দ্বারা—"প্রবল ঝঞ্ঝা উপস্থিত হইল।"

(খ) সমকারক পদ—"হরিপুর স্কুলের পণ্ডিত তারিণী শিরোমণি অতি ধার্ম্মিক।"

(গ) ষষ্ঠী বিভক্তিযুক্ত পদ—"গোপালের পিতা শুনিয়াছেন।"

(ঘ) বিশেষণরূপে বাক্যাংশ—"ব্রাহ্মণ কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া তুমি পশু অপেক্ষাও অধম।"

(ঙ) অসমাপিকা ক্রিয়া—"যোগেশ আসিয়া পুস্তক লইয়া গিয়াছে।"

৫। বিধেয়কে ক্রিয়ার বিশেষণ, বিশেষণের বিশেষণ, অসমাপিকা ক্রিয়া ভাবাধিকরণ, তৃতীয়া, পঞ্চমী, সপ্তমী, প্রভৃতি বিভক্তি যুক্ত পদ, সকর্ম্মক ক্রিয়ার কর্ম্মপদ, সমকারক পদ প্রভৃতি দ্বারা সম্প্রসারিত করা যাইতে পারে। যথা :—(ক) ক্রিয়ার বিশেষণ—"শীঘ্র এস।"

(খ) বিশেষণের বিশেষণ—"তিনি শিল্পকার্য্যে অতি পারদর্শী।"

(গ) অসমাপিকা ক্রিয়া—"সুশীল পুস্তক লইয়া বসিল।"

(ঘ) ভাবাধিকরণ রূপে—"লেখাপড়ার চর্চ্চা করিলেই জ্ঞানী হয় না।"

(ঙ) বিভক্ত্যাদিযুক্ত পদ—"তিল হইতে তৈল জন্মে" "তিনি পেন্সিল দিয়া লিখিলেন।"

(চ) সকর্ম্মক ক্রিয়ার কর্ম্মপদ—"গোপাল পুস্তক আনিতেছে।"

(ছ) সমকারক পদ—"রাজা দশরথ অত্যন্ত পুত্রবৎসল ছিলেন।"

৬। সরল এবং সম্প্রসারিত ভেদে বিধেয় দুই প্রকার। একটি মাত্র ক্রিয়া থাকিলে সরল (Simple Predicate) যথা—"আম পড়িল।"

৭। বিধেয়ের সহিত একাধিক পদ সংযুক্ত থাকিলে সম্প্রসারিত বিধেয় (Complex Predicate) হয় যথা :—"রাম ধীরে ধীরে যাইতেছে।"

৮। উদ্দেশ্য দুই প্রকার—সরল ও সম্প্রসারিত ; একটি মাত্র পদ কর্ত্তারূপে ব্যবহৃত হইলে সরল (Simple) উদ্দেশ্য হয়, যথা :—গোপাল আসিয়াছে, রাম হাসিল।

৯। কর্ত্তৃপদের সহিত একাধিক পদ সংযুক্ত থাকিলে সম্প্রসারিত উদ্দেশ্য (Complex subject) হয়, যথা :—আমার ছাত্রের পিতা

আসিয়াছেন, এস্থলে "আমার" ও "ছাত্রের" এই দুইটি পদ কর্ত্তার সহিত সংযুক্ত থাকায় উহা সম্প্রসারিত উদ্দেশ্য হইল।

১০। বিশেষণ, সম্বন্ধ ও অসমাপিকা ক্রিয়া দ্বারা উদ্দেশ্য সম্প্রসারিত হইয়া থাকে। যথা:—বিশেষণ দ্বারা—প্রবল ঝঞ্ঝা উপস্থিত হইল; সম্বন্ধ পদ দ্বারা—আমার পিতা শুনিয়াছেন; অসমাপিকা ক্রিয়া দ্বারা—যোগেশ আসিয়া পুস্তক লইয়া গিয়াছে।

১১। সরল ও সম্প্রসারিত ভেদে বিধেয়ও দুই প্রকার। একটিমাত্র ক্রিয়া থাকিলে সরল বিধেয় (Simple Predicate) হয়, যথা:—আম পাড়িল।

১২। বিধেয়ের সহিত একাধিকপদ সংযুক্ত থাকিলে সম্প্রসারিত বিধেয় (Complex Predicate) হয়। যথা:—রাম ধীরে ধীরে যাইতেছে।

অনুশীলনী। (Exercise).

১। নিম্নলিখিত বাক্যগুলির উদ্দেশ্য ও বিধেয় নির্দ্দেশ কর:—

(1) "শব সেই ভেলায় রক্ষিত হইল"—(বেহুলা) (2) "কেহ বড়লোক হইয়া জন্মগ্রহণ করেন নাই।" (শিশুসহচর)

(3) "তোমরা সেই সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া রহিয়াছ"—(চারুপাঠ ১ম ভাগ)

(4) "মণিকর তাহা দেখিয়া ধীবরকে চোর স্থির করিল। অনন্তর নগরপালের নিকট সংবাদ দিল।" (শকুন্তলা)

২। যোগেশ, ঢাকার সহর, মহাবীরভীমসেন, ভীষণ অনল, শীতল জল, পাপকার্য্য, অত্যন্ত ধনী, হস্তীর বল, প্রখর তপন, চন্দ্রালোকে ও দিবসে—উপরোক্ত প্রত্যেক পদকে উদ্দেশ্য রূপে গণ্য করিয়া এক একটি সরল এবং নিম্নলিখিত প্রত্যেক শব্দকে বিধেয়রূপে ব্যবহার করিয়া এক একটি সরল বা মিশ্রবাক্য গঠন কর:—

আসিলেন, দিয়াছে, প্রস্তুত পাইলাম, শীতল হইল, পরীক্ষা দিয়াছে, শান্তিরক্ষা করিবে, বিবেচনা নাই, চলিতে পারে না, বলিতে লাগিল ও বাড়ী গিয়াছে।

বিবৰ্দ্ধক। (Adjunct).

উদ্দেশ্য অংশের সংপ্রসারণ (Extention of Sentences).

(1) বিশেষণ পদ দ্বারা ঃ—(১) কাল বিড়ালটায় মাছ খাইল (২) শোকাতুরা জননীকে সান্ত্বনা কর (৩) জ্ঞানীলোক সুখে থাকে।

(2) সম্বন্ধ পদ দ্বারা—(১) রামের ভাই শ্যাম আসিয়াছে (২) পল্লী-গ্রামের লোকগুলি অতি নিরীহ (৩) যতীনের পুত্র পড়িতেছে। (3) ঢাকার স্কুল পরিদর্শক বাবু পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সিমলা পাহাড়ে আছেন।

(3) বিশেষণ স্থানীয় পদ-সমষ্টি দ্বারা—(১) কর্ম্মবীর যদুনাথের শুভপরিণয় হইল।

(4) ক্রিয়ার বিশেষণ স্থানীয় পদসমষ্টি দ্বারা—(১) পুত্র সমভিব্যাহারে তিনি উপস্থিত হইলেন।

(5) বিশেষণ স্থানীয় আনুষঙ্গিক পদ দ্বারা—(১) যাহার বুদ্ধি আছে, তাহার বিপদ নাই (২) যিনি শিক্ষক ছিলেন, তিনিই আবার পরীক্ষক হইলেন।

বিধেয় অংশের সংপ্রসারণ।

(1) বিশেষণের বিশেষণ—(১) তিনি অতি বিদ্বান্ (২) আজ অত্যন্ত গরম।

(2) ক্রিয়ার বিশেষণ দ্বারা—(১) শকট মন্থর গতিতে চলিল (২) রাম 'অতি দ্রুত' গমন করিল।

(3) অসমাপিকা ক্রিয়া দ্বারা—(১) তিনি যত্ন করিয়া পড়াইবেন।

(4) কর্ম্মকারকের পদ দ্বারা—(১) গ্রন্থ অধ্যয়ন করা হইবে না।

(5) করণ কারক দ্বারা—তুলি দ্বারা চিত্র করিতেছে।

(6) অপাদান কারক দ্বারা—তাহারা বাটী হইতে চলিয়া গিয়াছে।

এইরূপ বিবিধ উপায়ে বিধেয় অংশকে সংপ্রসারিত করা যাইতে পারে।

(Exercise) অনুশীলনী।

Make sentences using the following as adjuncts either of Subject or Predicate :—

শক্ত, সুন্দর, নূতন, পুরাতন, কর্কশ, কঠিন, কোমল, দয়ালু, প্রেমপূর্ণ, নিরুপায়, দ্রুতগামী, উচ্ছৃঙ্খল, মহিমান্বিত, সরল, তরল।

(a) ভান্সিটার্ট সাহেব কার্য্য করিতে লাগিলেন, (b) বিবর্দ্ধিত করিতে পারা যায় (c) নেপোলিয়ন যুদ্ধ যাত্রা করিলেন, (d) হুমায়ুন গঙ্গাগর্ভে ঝম্প প্রদান করিলেন, (e) গোপাল আহার করিল (f) ধান্ত আমাদের জীবন ধারণের প্রধান উপায়, (g) কুমারকে রাজপদে অভিষিক্ত করিব।

3. আনুষঙ্গিক বাক্যের সন্নিবেশ দ্বারা প্রত্যেক বাক্যের উদ্দেশ্য অংশটি দুই বা তিন প্রকারে বিবর্দ্ধিত কর :—

(a) কর্ম্মকার অলঙ্কার প্রস্তুত করিয়াছে, (b) বেহুলা পতিসহ সাগরে ভাসিলেন, (c) শিশুগণ পাঠ অভ্যাস করিতেছে, (d) হরি গমন করিল, (e) রাম ভোজন করিতেছে, (f) যোগেশ আসিবে (g) বৃক্ষের ফল পাকিয়াছে।

4. Make sentences using the following as adjunct of the Predicate :—

বিদ্যালয় হইতে, উনবিংশ শতাব্দী, রাজ-পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, রাম রাবণকে পরাজিত, রাম পিতৃসন্নিধানে উপস্থিত, অবলম্বন করিয়া, বাটীর সম্মুখে, রোগাক্রান্ত, রণজয়।

5. Express the following in complete sentences, using Nouns, Adjectives and Adverbs appropriately :—

রাম আসিয়াছে, সুমন্ত্রকে প্রেরণ করিলেন, চন্দ্র উদিত হইল, তিনি উপস্থিত হইলেন, তিলে তৈল আছে, তিনি বাড়ী আসিয়াছেন।

পদের আকার পরিবর্ত্তন।

(Contraction of Phrases and Clauses).

বাক্য সঙ্কোচন (Contraction of Sentences).

সমাস, কৃৎ, তদ্ধিত ও বিশেষণ প্রভৃতি বহুপদ দ্বারা প্রকাশিত ভাব স্বল্প মাত্র পদ দ্বারা প্রকাশ করা যাইতে পারে। ইহাকে বাক্য সঙ্কোচন বা সংক্ষেপণ বলে। নিম্নে কতিপয় দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইল।

আনুষঙ্গিক বাক্য।	পদ বা পদসমষ্টি।
1. আমি যখন দুঃখ ভোগ করিয়াছিলাম।	1. আমার দুঃখের সময়।
2. ঈশ্বরে যাহার বিশ্বাস নাই।	2. নাস্তিক।
3. লোকসাধারণে যাহা দেখিতে পাওয়া যায় না।	3. অলৌকিক।
4. যে কার্য্য আমি করি।	4. আমার কার্য্য।
5. বিদেশ হইতে আগত দ্রব্য সমূহ।	5. বৈদেশিক দ্রব্য।
6. যাহা নিন্দার উপযুক্ত।	6. নিন্দার্হ।
7. যে জমির উৎপাদিকা শক্তি নাই।	7. অনুর্ব্বর।
8. পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত।	8. আপাদমস্তক।
9. পরলোকে যাহার বিশ্বাস আছে।	9. আস্তিক।
10. এক বিষয়ে যাহার চিত্ত নিবিষ্ট।	10. ঐকান্তিক চিত্ত।
11. যে অধিক দিবস বাঁচে।	11. দীর্ঘজীবী।
12. যে পরীক্ষা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত।	12. পরীক্ষার্থী।
13. প্রিয়বাক্য বলে যে।	13. প্রিয়ংবদ।
14. যাহাতে মর্ম্মস্থল স্পর্শ করে।	14. মর্ম্মস্পর্শী।
15. তাঁহার পুত্রাদি নাই।	15. তিনি অপুত্রক।
16. যে বনে বনে বিচরণ করে।	16. বনচর।
17. যে ঘটনা কখন শুনা যায় নাই।	17. অশ্রুতপূর্ব্ব।
18. যে শত্রুকে তাপিত করে,	18. পরন্তপ।

Exercise.

1. সমাসের সাহায্যে নিম্নলিখিত বাক্যগুলি সঙ্কোচন কর:—পীত অম্বর যার, সুখ দের যে, মৃগের অক্ষির ন্যায় অক্ষি, যে নীল সে পদ্ম, নাই কুতঃ ভয় যাহার, অগ্রে সুপ্ত পশ্চাৎ উত্থিত, কন্যা কুব্জা যে দেশে, শত্রু কর্ত্তৃক হত, চক্ষু দ্বারা নিষ্পন্ন, বহুর, মধ্যে জম্বু, ব্রাহ্মণ হনন করে যে, যে দীর্ঘকাল জীবন ধারণ করে, ইহার তুল্য।

2. নির্দ্দিষ্ট শব্দ প্রয়োগ কর :—

মানবের বাসগৃহ, পাখীর রব, অশ্বের রব, মেঘের রব, সিংহের রব, যাহার যথেষ্ট বিদ্যা বুদ্ধি আছে, ভিন্ন দেশ হইতে যাহা আনীত হইয়াছে, হঠাৎ যাহার বুদ্ধি যোগায়, পাঁচ বৎসরের বালক, চক্ষু দ্বারা দেখা হইয়াছে, পরলোক আছে এরূপ বিশ্বাস যাহার, পাতার তৈয়ারী ঘর, গরু চরাইবার স্থান, ইটের তৈয়ারী ঘর।

3. যত দূর পার নিম্নলিখিত পংক্তিগুলি সঙ্কোচন কর :—

"দস্যু ধীর ও গম্ভীর স্বরে উত্তর করিল "আমি তস্কর নহি, একজন বীরপুরুষ।"

"তখন মর্ম্মাহত মিহির মনে মনে মরণাধিক যন্ত্রণা অনুভব করিলেন এবং বলিলেন, এ কি দেখিলাম! কেন দেখিলাম! দেখিবার আগে মৃত্যু হইল না কেন?"

(প্রতিভাসুন্দরী) হারাণ।

বাক্য-সম্প্রসারণ (Expansion of Sentences).

পদ বিশেষকে পদ সমষ্টি বা আনুষঙ্গিক বাক্যে পরিণত করিতে পারিলেই বাক্যের সম্প্রসারিত কার্য্য সাধিত হইয়া থাকে। যথা :—

পদ সঙ্কুচিত বাক্য	পদ সমষ্টি বা প্রসারিত বাক্য।

(1) অজাত শত্রু—এ পর্য্যন্ত যাহার শত্রু জন্মে নাই।

(2) অনির্ব্বচনীয়—যাহা কথায় প্রকাশ করা যায় না।

(3) আজীবন—যতদিন জীবন থাকিবে।

(4) নরোত্তম—নরের মধ্যে উত্তম (শ্রেষ্ঠ)

(5) কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ়—কি করা কর্ত্তব্য, তাহা নির্ণয়ে অসমর্থ।

(6) কৃতঘ্ন—যে কৃত উপকার স্বীকার করে না।

(7) পণ্ডিত-ম্মন্য—যে আপনাকে পণ্ডিত বলিয়া মনে করে।

(8) ভবাদৃশ—আপনকার ন্যায় (ভবৎ সদৃশ)।

(9) মাতৃবৎ—মাতার ন্যায়।

(10) মাংসাশী—মাংস ভক্ষণকারী (মাংস—অশ্ (ভোজন করা) + ণিন্)।

(11) রোরুদ্যমানা—যে অতিশয় রোদন করিতেছে।

(12) বিধবা—যাহার পতি জীবিত নাই ; বিগত ধব (পতি) যার।

(13) বৈষ্ণব—বিষ্ণুর উপাসক (বিষ্ণু+ষ্ণ)।

(14) শাক্ত—শক্তির উপাসক (শক্তি+ষ্ণ)।

(15) সসাগরা—সাগরের সহিত বর্ত্তমানা।

(16) ফলিত বৃক্ষ যে বৃক্ষে ফল ফলিয়াছে।

(17) পরীক্ষার্থী বালক যে বালক পরীক্ষাদানে অভিলাষী।

(18) ব্রাহ্মেরা ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বীরা যাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন।

Exercise.

সম্প্রসারিত কর :—

1. অসূর্য্যম্পশ্যা রমণী অল্পই দৃষ্ট হয় (2) নাস্তিকের ধর্ম্মভয় থাকে না (3) সেই অভূতপূর্ব্ব ঘটনা শ্রবণে চমৎকৃত হইয়াছি (4) আরব্ধ কার্য্য শেষ হইলেই আমি চলিয়া যাইব। (5) দীর্ঘজীবী লোকের স্বাস্থ্য ভালই থাকে।

সহ (সমান) উদর যাহার, দুই দিকে জল যার, চক্র পাণিতে যার, সুন্দর কেশ বিশিষ্টা, মধ্য যে অহন্, পদ্মের ন্যায় পদ, পিতার ভ্রাতা, যে হরি সে হর, রাজা হইয়াও ঋষির ন্যায় ব্যবহার, দান করিয়া আবার ফিরাইয়া লওয়া, ঘৃত মিশ্রিত অন্ন।

2. উপরি উক্ত আনুষঙ্গিক বাক্যগুলিকে পদ বা পদসমষ্টিতে এবং নিম্নলিখিত পদ-সমষ্টিকে আনুষঙ্গিক বাক্যে পরিণত কর :—

মাতুল, কেশাকেশি, ত্রিপদী, ষড়ানন, মধ্যাহ্ন, সুপ্তোত্থিত, নির্লজ্জ, পদ্মনাভ, ইন্দ্র-জিৎ, সমাতৃক, উর্ণনাভ, দম্পতি, ইতস্ততঃ, দেবর্ষি, পশুরাজ, কন্যারত্ন, পূর্ব্বাহ্ন, রাজ-পথ, অষ্টাদশ, যুধিষ্ঠির, পিতামহ, ভাষান্তর, জলজ, নররাজ, জলধর, অসূর্য্যম্পশ্যা।

3. নিম্নলিখিত বাক্যগুলিকে সংক্ষিপ্ত করিয়া ইংরাজীতে অনুবাদ কর :—

দুয়ের মধ্যে লঘু, পূর্ব্বে বশ ছিল না এক্ষণে বশ হইয়াছে, দিবসের পূর্ব্বভাগ, সমান দেখা যায় যাহাকে, পত্র নির্ম্মিত গৃহ, জীবন ধারণ করিতে ইচ্ছা করে।

যিনি ইন্দ্রিয় জয় করিয়াছেন, যাহাকে জয় করা যায় না, আসন্ন বিপদ্ হইতে উদ্ধারের উপায় দেখা, আপনি যে বালকটিকে আশ্রয় দিয়াছিলেন, সে বালকটি এখন কোথা? জ্ঞানবান্ লোক এই প্রকার কার্য্য কখন করিবে না।

4 Make the following sentences shorter in form :—

(1). যোগেশবাবু ইংরাজী, বাঙ্গালা, পার্শী, হিন্দি প্রভৃতি বহুবিধ বিদ্যায় পারদর্শী হইয়াছেন বটে, কিন্তু ইন্দ্রিয় জয় করিতে পারেন নাই।

(2). যাঁহার ধর্ম্মে বিশ্বাস আছে, যিনি পরকাল স্বীকার করেন, তিনি যতদিন বাঁচিয়া থাকেন, ততদিন নির্ম্মল শান্তি সম্ভোগ করিয়া থাকেন।

3, রাম রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। তিনি অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রজা পালন করিতে লাগিলেন।

(4). হৃদয় বিদীর্ণ হয় এরূপ সর্ব্বনাশের কথা লক্ষ্মণের মুখে শুনিয়া সীতা ঝটিকায় নিপতিত কদলী বৃক্ষের ন্যায় ভূমিতলে নিপতিতা হইলেন।

বাক্যের আকার পরিবর্ত্তন।

উদ্দেশ্য ও বিধেয় বিবর্দ্ধনের রীতি অনুসারে একটি ক্ষুদ্র সরল বাক্যকে ইচ্ছানুসারে বিবর্দ্ধিত করা যাইতে পারে। প্রকৃত প্রস্তাবে দীর্ঘ জটিল বাক্য একটি ক্ষুদ্র সরল বাক্যের বিস্তৃতি ব্যতীত আর কিছুই নহে। যথা :—

(1) ভীষ্মদেব দেহত্যাগ করিলেন।

(2) পিতৃভক্ত, দৃঢ়চেতা ও সত্যপরায়ণ (1) ভীষ্মদেব দেহত্যাগ করিলেন।

(3) উত্তরায়ণের প্রারম্ভে (1) পিতৃভক্ত, দৃঢ়চেতা ও সত্যপরায়ণ (2) ভীষ্মদেব দেহত্যাগ করিলেন।

(4) শরশয্যায় বহুকাল শায়িত থাকিয়া (1) উত্তরায়ণের প্রারম্ভে (2) পিতৃভক্ত, দৃঢ়চেতা ও সত্যপরায়ণ (3) ভীষ্মদেব দেহত্যাগ করিলেন।

(5) পিতার আশীর্ব্বচন প্রভাবে (1) শরশয্যায় বহুকাল শায়িত থাকিয়া উত্তরায়ণের প্রারম্ভে (2) পিতৃ-ভক্ত দৃঢ়চেতা ও সত্যপরায়ণ (3) ভীষ্মদেব দেহত্যাগ করিলেন।

Exercise.

1. নিম্নলিখিত ক্ষুদ্র সরল বাক্যগুলিকে যত দূর পার পদ, পদসমষ্টি বা বাক্যাংশ যোগ করিয়া বিবর্দ্ধিত কর :—

(1) তিনি লিখিয়াছেন (2) চন্দ্রের কিরণ শীতল (3) পেঁচা বাহির হয় না (4) দিবসে নিদ্রা যায় (5) শীঘ্র করাই ভাল (6) সাত গুণ ভারী (7) তুমি আসিতে পার (8) তাহাই পবিত্র বলিয়া জানিবে (9) যুদ্ধে প্রাণ হারাইলেন (10) বীর বলিয়া তাঁহার শরণাগত হইতেন (11) পরস্পর যুদ্ধ হয় (12) ধীরে চলিও।

2. **Enlarge each of the following in as many ways as you can :—**

(1) ময়দার রুটি পুষ্টিকর (2) কিন্তু কাষ্ঠময় নহে (3) কত শীঘ্র আরাম হয় (4) সত্যনিষ্ঠার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন (5) রাজা কুমারকে অভ্যর্থনা করিলেন (6) আত্মসমর্পণ ইচ্ছা মিশ্রিত থাকে (7) উপবাস করিতে বাধ্য হয় (8) মন্দ লোকের সহবাস নরক বাস তুল্য (9) ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তির গৃহে বিস্তর দাস দাসী থাকে (10) যশস্বী হইয়া সুখে কাল কাটাইবে। (11) সতীশ সুবোধ (12) হস্তীর কান কুলার মত (13) সূর্য্যের তাপ তীক্ষ্ণ হয় (14) পৃথিবী গোলাকার (15) মূর্খের আদর নাই (16) পরমাণুর ধ্বংস নাই (17) সীতা পতিপরায়ণা (8) রাম পিতৃভক্ত।

বাক্য সংস্থাপন।

(Analysis of Sentences and Order of Words).

১। বাক্যমধ্যে পদগুলি বিশৃঙ্খল ভাবে স্থাপিত থাকিলে পদবিন্যাস প্রণালীর নিয়মানুসারে শৃঙ্খল মত স্থাপন করিতে হয়।

২। প্রথমতঃ বাক্যটির কর্ত্তৃপদ ও সমাপিকা ক্রিয়া নির্দ্দেশ করিবে; পরে কর্ম্ম, সম্বন্ধ, অধিকরণ প্রভৃতিপদ নির্দ্দেশ করিয়া যথাস্থানে স্থাপন করিবে।

৩। ক্রিয়াটি সকর্ম্মক কি অকর্ম্মক তাহা নির্দ্দেশ করিয়া, সকর্ম্মক ক্রিয়ার পূর্ব্বে তাহার কর্ম্মপদ স্থাপন করিবে।

৪। বিশেষণ পদ থাকিলে উহা যাহার বিশেষণ তাহার পূর্ব্বে স্থাপন করিবে।

৫। সম্বন্ধ পদ থাকিলে উহা কোন্ কোন্ পদের সহিত সম্বন্ধ, তাহাও নির্দ্দেশ করিয়া লইতে হইবে। যথা :—

সময়ের, প্রভাত, কমল, কালের, মুখারবিন্দ, সায়ং, আপনার শশধর, লক্ষিত হইতেছে, অপেক্ষাও, আর্য্য, নিষ্প্রভ।

এস্থলে (1) "লক্ষিত হইতেছে," এইটি সকর্ম্মক সমাপিকা ক্রিয়া,

(2) কি লক্ষিত হইতেছে? মুখারবিন্দ (কর্ম্ম) (3) কিরূপ লক্ষিত হইতেছে? নিষ্প্রভ (ক্রিবিং) (4) কিরূপ নিষ্প্রভ? সায়ং (কালের বিণ) কালের কমল ও প্রভাত (সময়ের বিং) সময়ের শশধর অপেক্ষাও (5) কাহার মুখারবিন্দ? আপনার (সম্বন্ধ) (9) আপনি কে? আর্য্য (রামচন্দ্র—কর্ত্তৃপদ) অতএব বাক্যটি এইরূপ হইবে।

'আর্য্য! আপনার মুখারবিন্দ সায়ংকালের কমল ও প্রভাত সময়ের শশধর অপেক্ষাও নিষ্প্রভ লক্ষিত হইতেছে।" (সীতার বনবাস)

Exercise.

1. নিম্নলিখিত প্রত্যেক পংক্তির পদ যথা স্থানে স্থাপিত করিয়া এক একটি বাক্য প্রস্তুত কর:—

(1) "পৃথিবীর, ধার্ম্মিক, অলঙ্কার, লোক।" (শিশুশিক্ষা ৩য় ভাগ)

(2) "সকলে, সুশীল, ভালবাসে, শিশুকে।" ঐ

(3) "প্রবাহিত হয়, বসন্তে, পবন, মলয়।" (পরিমল)

(4) "সমরভূমিতে, সত্যরক্ষানুরোধে, বল পরীক্ষার, গুরুর সহিত, হইলেন না" অবতীর্ণ হইতে, তথাপি, কুণ্ঠিত। (সাহিত্য-চন্দ্রিকা)

(5) সজ্জিত, প্রস্থান, আরোহণপূর্ব্বক, এই বলিয়া, করিলেন, দেবলোকে, হইয়া, রাজা, ইন্দ্র রথে। (শকুন্তলা)

Construction of Sentences.

বাক্য বিভাগ। (Analysis of sentences).

বাক্য ত্রিবিধ, যথা—(১) সরল (নিরাপদ) (২) মিশ্র (সাপেক্ষ বা জটিল) ও (৩) যৌগিক (সংযুক্ত)।

1. সরল বাক্য (Simple sentence). যে বাক্যে একটি উদ্দেশ্য ও একটি মাত্র বিধেয় থাকে তাহাকে সরল বাক্য বলে। যথা—

(১) দেবেন লিখিতেছে (২) অশ্ব দৌড়াইতেছে (৩) তিনি ঘুমাইলেন।

2. মিশ্র (Complex sentence) একটি প্রধান ও একটি বা

ততোধিক অপ্রধান বা খণ্ড বাক্যের সম্মিলনে যে পূর্ণ বাক্য গঠিত হয় তাহাকে মিশ্র বা জটিল বাক্য বলে। যথা :—

"অনন্তর উভয় পক্ষ পরস্পর সম্মুখীন হইলে তুমুলযুদ্ধ উপস্থিত হইল।"

3. যৌগিক (Compound sentence) পরস্পর নিরপেক্ষ দুই বা ততোধিক সরল অথবা মিশ্রবাক্যের সমবায় এবং, ও, আর, অথবা, কিংবা, নতুবা, প্রত্যুত:, কিন্তু, পরন্তু প্রভৃতি অনপেক্ষ সূচক অব্যয়ের সহিত সংযুক্ত হইয়া যে বৃহৎ বাক্য গঠিত হয়, তাহাকে যৌগিক বা সংযুক্ত বাক্য বলে, যথা :—"ধনী মহাশয়েরা চতুর্দ্দিক হইতে আপন ধ্বনির প্রতিধ্বনি শুনিতে ভালবাসেন এবং তদীয় আজ্ঞাবহ মিত্র মহাশয়েরা প্রতিবাক্যেই তাঁহার সে বাসনা সুসিদ্ধ করিতে থাকেন।" (প্রভাতচিন্তা)

4. একাধিক বিশেষণ, কর্ত্তা, কর্ম্ম, বা বিবিধ পদমধ্যে আর, ও প্রভৃতি অপেক্ষা সূচক অব্যয় থাকিলে বাক্যটি সরল হয়, যথা—"রাম, হরি, যদু ও আমি একত্র যাইব।"

5. কোন কোন সময় এবং, আর, ও প্রভৃতি যৌগিক বাক্য উহ্য থাকে। যথা :—"তিনি দরিদ্র দিগকে চাল দিয়াছেন, দাল দিয়াছেন, তৎসঙ্গে পয়সা দিয়াছেন।

যদি, যেহেতু, কারণ প্রভৃতি অব্যয় কেবল মিশ্র বাক্যেই ব্যবহার হয়। যথা :—যদি তুমি বিদ্যালয় না যাও, তাহা হইলে শাস্তি পাইবে।

Exercise.

1. নিম্নলিখিত পংক্তিগুলির মধ্যে সরল, মিশ্র ও যৌগিক অংশ নির্ব্বাচন কর :—

(১) 'এইরূপে সাজাহানের রাজত্ব বিলুপ্ত হইল।' (ভাঃ ইতিহাস) তারিণী।

(২) মিহির একটু হাসিয়া উত্তর করিল, জিনিসটা আমরা অনেকবার অনেক রকম হজম করিয়াছি। এখন ভয়, আমাদের দেখিয়া ভয়ে পলাইয়া যায়।"

(প্রতিভাসুন্দরী) হারাণ।

2. বিশেষ্য, বিশেষণ, ক্রিয়া, কর্ত্তা, কর্ম্ম প্রভৃতি সংযোগে (a) চিহ্নিত প্রত্যেক

শব্দ দ্বারা এক একটি সরল (b) চিহ্নিত প্রত্যেক শব্দ দ্বারা এক একটি যৌগিক এবং (c) চিহ্নিত প্রত্যেক শব্দ দ্বারা এক একটি মিশ্র বাক্য প্রস্তুত কর :—

(a) (১) চতুর (২) বৃক্ষ (৩) যোগেশ (৪) প্রস্থান (৫) স্কুলগৃহে। (১) নিযুক্ত হইলেন (২) রাম পুস্তক (৩) তাঁহার পুত্র।

(b) (১) যখন (২) অত্যাচার (৩) গৃহনির্ম্মাণ (৪) হস্ত প্রসারণ (৫) তথাকার। (৬) নূতন পুস্তক পাঠ (৭) তাহার বিবাহ হইয়াছে (৮) তিনি বহুগ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন সত্য (৯) পক্ষী সকল কলরব (১০) শুনিয়া তাহার চৈতন্য হইল।

(c) (১) কতকগুলি (২) অত্যন্ত (৩) রোগ (৪) যামিনী (৫) ভোলানাথ।

বাক্য পরিবর্ত্তন। (Conversion of Sentences).

সরল বাক্য যৌগিক বাক্যে পরিণত।

একটি হেতু বোধক বাক্যাংশকে সংযোজক ও বিয়োজক অব্যয় দ্বারা নিরপেক্ষ বাক্যে পরিণত করিয়া সরল বাক্যকে যৌগিক বাক্যে আনয়ন করা যায়। যথা :—১। সরল বাক্য—"শিশু ঘুমাইল" সংযোজক অব্যয় (এবং, ও, আর) দ্বারা যৌগিক বাক্য—"শিশু শয়ন করিল এবং ঘুমাইল।"

২। সরল বাক্য—লেখাপড়া শিখ, চিরকাল সুখে থাকিবে।

বিয়োজক অব্যয় (বা, অথবা, কিংবা) দ্বারা যৌগিক—"লেখা পড়া শিখ, সুখে থাকিবে, নতুবা চিরকাল দুঃখ পাইবে।

সরল—"রমেশ বাবু সাহায্য না করিলে যতীনের বিষম বিপদ্ ঘটিত।"

যৌগিক—"রমেশ বাবুর সাহায্যে যতীন বাঁচিয়া গেল নতুবা উহাকে বিষম বিপদে পতিত হইতে হইত।"

৩। সরলবাক্য—"নানা কার্য্যে ব্যস্ত থাকায় আসিতে পারি নাই।"

হেতু বোধক নিরপেক্ষ বাক্যে পরিণত করিয়া যৌগিক বাক্য—"আমি নানা কার্য্যে ব্যস্ত ছিলাম, এই নিমিত্ত নির্দ্ধারিত সময় আসিতে পারি নাই।

৪। সরল—"দেবেন রীতিমত পাঠ অভ্যাস না করায় পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হইয়াছে।"

যৌগিক—"দেবেন রীতিমত পাঠ অভ্যাস করে নাই, এ কারণ পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হইয়াছে।

যৌগিক বাক্য সরলবাক্যে পরিণত।

যৌগিক বাক্যের সমাপিকা ক্রিয়াকে অসমাপিকা ক্রিয়ায় পরিণত করিয়া অথবা হেতু বোধক বাক্যটিকে হেতুবাচক (হেতু, নিবন্ধন, বশতঃ) পদযুক্ত বাক্যাংশে পরিণত করিয়া যৌগিক বাক্যকে সরল বাক্যে আনয়ন করা যায় যথা :—

১। যৌগিক বাক্য—"রাম রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন এবং অপত্য নির্ব্বিশেষে প্রজা পালন করিতে লাগিলেন।"

(সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়ায় আনয়ন করিয়া) সরল—"রাম রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া অপত্য নির্ব্বিশেষে প্রজা পালন করিতে লাগিলেন।"

২। যৌগিক বাক্য—"তাহার জ্বর হইয়াছে, একারণ স্কুলে যাওয়া হয় নাই।"

(হেতু বাচক বাক্যাংশে আনয়ন করিয়া) সরল—'তাহার জ্বর হওয়া নিবন্ধন স্কুলে যাওয়া হয় নাই।'

Exercise.

1. যৌগিক বাক্যে সাধারণতঃ কি কি অব্যয় ব্যবহৃত হইয়া থাকে—দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখাও এবং নিম্নলিখিত অব্যয়গুলি লইয়া এক একটি সরল বাক্য গঠন কর :—

সহসা, কিঞ্চিৎ, দোহাই, মাত্র, নহে।

2. সরল ও যৌগিক বাক্য মধ্যে কি কি পার্থক্য থাকে তাহা যুক্তি দ্বারা প্রমাণ কর এবং নিম্নলিখিত সরল বাক্যগুলিকে যৌগিক বাক্যে পরিণত কর :—

সুশীল শিশুকে সকলে ভাল বাসে (২) শস্য বৃদ্ধিতে লোকের সুখ বৃদ্ধি হইয়া থাকে (৩) রাম মাতৃ-সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন।

দ পর পৃষ্ঠায় যৌগিক বাক্যগুলিকে সরল বাক্যে আনয়ন কর :—

(১) যোগেশ পুস্তক লইয়া স্কুলে গেল এবং মন দিয়া পড়িতে লাগিল (২) সত্য কথা বলিবে নতুবা কেহ ভালবাসিবে না (৩) গোপাল সত্যবাদী একারণ সকলে তাহাকে ভালবাসে (৪) যদিও তাঁহার দেশোন্নতির চেষ্টা আছে তথাপি অর্থাভাবে কিছু করিতে পারেন নাই (৫) পাখিগণ মানুষের মত কথা বলিতে পারে বটে কিন্তু অর্থ বুঝিতে পারে না।

3. নিম্নলিখিত পংক্তিগুলির মধ্যে সরল ও যৌগিক বাক্যগুলি নির্ব্বাচন করিয়া সরলগুলিকে যৌগিক এবং যৌগিকগুলিকে সরল বাক্যে আনয়ন কর।

(১) "রাজা শুদ্ধোদন পুত্রকে ভোগবিলাসে আসক্ত করিবার নিমিত্ত নানাবিধ উপায় অবলম্বন করিতে লাগিলেন।" [শিশুসহচর—২য় ভাগ]

(২) "যে মানব সত্যকে সত্য এবং মিথ্যাকে মিথ্যা বলিয়া প্রকাশ করিতে ভীত হয়, যে সাধুতার জলাঞ্জলি দিয়া মিথ্যা বলিয়া স্বীয় মর্য্যাদা রক্ষা বা সম্মান বৃদ্ধির চেষ্টা করে তাহার জীবনে শতবার ধিক।"

[1] গোপাল খেলিতেছে [2] নৌকাখানা তীরবেগে যাইতেছে [3] সে মেডিকেল কলেজে অধ্যয়ন করে [4] উত্তমরূপে চর্ব্বণ না করিলে পরিপাক হয় না [5] কুলোকের সহবাস ত্যাগ করিও [6] কুট্মল না ফুটিলে সৌরভ বাহির হয় না [7] ভক্তবীর হরিদাস উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম করিতে লাগিলেন। (8) মামুদ কর্ত্তৃক দ্বাদশবার ভারত-ভূমি আক্রান্ত হয়।

উপরোক্ত সরল বাক্যগুলিকে যৌগিক এবং নিম্নলিখিত যৌগিক বাক্যগুলিকে সরল বাক্যে পরিণত কর:—

(1) "হরির জ্বর হইয়াছে, এই জন্য স্কুলে যাইতে পারে নাই।" (2) "বাল্যকাল হইতেই, সাধুতার সরল পথে বিচরণ করিলে আর যৌবনসহচর বা প্রৌঢ়সুলভ প্রলোভনে মনুষ্যকে হঠাৎ পথ-ভ্রষ্ট হইতে হয় না।" সাহিত্য-পাঠ ২য় ভাগ।

সরলবাক্য মিশ্র বাক্যে পরিণত।

সরলবাক্যকে মিশ্রবাক্যে পরিণত করিতে হইলে সেই বাক্যের অন্তর্গত কোন পদ বা পদাংশের অধীন খণ্ডবাক্য সম্প্রসারিত করিতে হয়।

সরলবাক্য—"তাঁহার সত্যবাদিতার প্রমাণ তুমি কি পাইলে?"

মিশ্রবাক্য—"তিনি যে সত্যবাদী তৎসম্বন্ধে তুমি কি প্রমাণ পাইলে?

মিশ্রবাক্য সরল বাক্যে পরিণত।

একটি অপ্রধান বিশেষ্য বোধক বিধেয়ের পূরক বাক্যকে বিশেষ পদ দ্বারা, অথবা অপ্রধান বাক্যকে বিধেয়ের সম্প্রসারক বাক্যাংশ দ্বার কিংবা বিশেষণ বোধক অপ্রধান বাক্যকে একটি মাত্র বিশেষণ পদে পরিণত করিয়া মিশ্রবাক্যকে সরলবাক্যে পরিণত করা যায়।

মিশ্রবাক্য—"তিনি কি জাতি এবং কত বয়স তাহা আমি জানি না।"

সরলবাক্য—"তাঁহার জাতি ও বয়স আমি জানি না।"

যৌগিকবাক্য মিশ্র বাক্যে পরিণত।

পরস্পর নিরপেক্ষ বাক্যদ্বয়ের মধ্যে প্রথমটির পূর্ব্বে "যদি" প্রভৃতি অপেক্ষা সূচক অব্যয় প্রয়োগ করিয়া, তাহাকে অপ্রধান বাক্যে পরিণত করিবে; দ্বিতীয় বাক্যটির পূর্ব্বে অপেক্ষা সূচক অব্যয়ের স্থলে পূর্ব্ব প্রযুক্ত অব্যয়ের নিয়ত-সম্বন্ধপদ প্রয়োগ করিবে, যথা :—

যৌগিক বাক্য—"প্রত্যুষে আসিও, আমার সঙ্গে দেখা হইবে।"

মিশ্রবাক্য—"যদি তুমি প্রত্যুষে আসিতে পার, তাহা হইলে আমার সঙ্গে দেখা হইবে।"

মিশ্রবাক্য যৌগিক বাক্যে পরিণত।

[মিশ্র ও যৌগিক বাক্যে এই মাত্র প্রভেদ যে মিশ্রবাক্যে একটি বাক্য প্রধান ও স্বাধীন, অপর বাক্যগুলি তাহার অধীন থাকে; কিন্তু যৌগিক-বাক্যে প্রত্যেক বাক্যই স্বাধীন থাকে]।

মিশ্রবাক্যকে যৌগিক বাক্যে আনয়ন করিতে হইলে—মিশ্রবাক্যের অপ্রধান বাক্যকে নিরপেক্ষ বাক্যে পরিণত করিতে হয় এবং অপেক্ষা সূচক অব্যয় ত্যাগ করিয়া অনপেক্ষা সূচক অব্যয় স্থাপন করিতে হয়।

মিশ্রবাক্য—"যদি হরি বাবু আসেন তবে তোমাকে পুরস্কার দিব।"
যৌগিক—"হরি বাবু আসিলে তোমাকে পুরস্কার দিব নতুবা দিব না।"

Exercise.

1. (a) চিহ্নিত যৌগিক বাক্যগুলিকে মিশ্র এবং (b) চিহ্নিত মিশ্রবাক্যগুলিকে যৌগিক বাক্যে পরিণত কর :—

a. (১) "তিনি অর্থশালী, এ কারণ পিতার শ্রাদ্ধে ঐরূপ ব্যয় করিয়াছেন" (২) "তুমি কল্য আসিও,নতুবা কিছু পাইবে না" (৩) "রাজাও শকুন্তলা বৃত্তান্ত লইয়া নিতান্ত আকুল হৃদয় হইয়াছিলেন, এজন্ত অবিলম্বে সভা ভঙ্গ করিয়া শয়নাগারে গমন করিলেন।" (শকুন্তলা) (৪) "মনে বড় সাধ আজ এই মহাহবে সেই নরাধমের পাপ-মুণ্ড স্বহস্তে ছেদন করেন। কিন্তু তাঁহার আশা ফলবতী হইল না।" (সাহিত্য-পাঠ)

b. (১) যে নৌকা জলে মগ্ন হইয়াছিল, তাহা উত্তোলন কর (২) যদিও সে অলস, তথাপি বুদ্ধিবলে কার্য্যোদ্ধার করিতে পারিবে (৩) যদি আমার কথা রক্ষা না কর, তোমার তবে মঙ্গল নাই।

2. নিম্নলিখিত বাক্যগুলির মধ্যে কোন্‌টি মিশ্র ও কোন্‌টি সরল তাহা নির্দ্দেশ কর :—

(১) "যে কার্য্য করিবে সরলচিত্তে ও প্রকাশ্যভাবে করাই কর্ত্তব্য" (শিক্ষা প্র)

(২) "যিনি তোমাদের জল সেচন না করিয়া কদাচ জল পান করিতেন না, যিনি ভূষণপ্রিয়া হইয়াও স্নেহ বশতঃ কদাচ তোমাদের পল্লব ভগ্ন করিতেন না, তোমাদের কুসুম প্রসবের সময় উপস্থিত হইলে, যাঁহার আনন্দের সীমা থাকিত না, অত্র সেই শকুন্তলা পতিগৃহে যাইতেছেন, তোমরা সকলে অনুমোদন কর।" (শকুন্তলা।)

অনুচ্ছেদ (Paragraph).

১। এক উদ্দেশ্য প্রযুক্ত বাক্য সমষ্টিকে অনুচ্ছেদ বলে। একটি প্রবন্ধে অনেক বিষয়ের আলোচনা করিতে হইলে, প্রবন্ধটিকে কয়েকটি অংশে বিভক্ত করিয়া লইতে হয়। উহার এক অংশ লক্ষ্য করিয়া পরস্পর সাপেক্ষ যে কয়েকটি বাক্য প্রস্তুত হয়, সেই বাক্য সমষ্টি দ্বারা অনুচ্ছেদ (paragraph) গঠিত হয়।

২। বাক্য রচনার ন্যায় একাধিক বাক্য একত্র সমাবেশ করিতেও যোগ্যতা, আকাঙ্ক্ষা ও আসক্তি প্রয়োজন এবং তদনুসারেই বাক্য স্থাপন করিতে হয়।

৩। এক অনুচ্ছেদের অন্তর্গত বাক্যগুলির পরস্পর কার্য্য কারণাদি সম্বন্ধ থাকে এবং উহা যথাস্থানে স্থাপিত হইয়া একটি সম্পূর্ণ ভাব (idea) প্রকাশ করে। এই ভাবের গুরুত্ব ও লঘুত্ব অনুসারে অনুচ্ছেদ দীর্ঘ ও হ্রস্ব হইয়া থাকে।

৪। একটি অনুচ্ছেদে দুইটি ভাবের সমাবেশ করা উচিত নহে, কিন্তু একটি ভাব দীর্ঘ হইলে একাধিক অনুচ্ছেদে বিভক্ত হইতে পারে যথা :—

"পৃথিবীর আকার গোল, কিন্তু সর্ব্বতোভাবে গোল নহে, উত্তর ও দক্ষিণে কিঞ্চিৎ চাপা" [ভূমণ্ডল অসীম ও দর্পণাদির মত স্বচ্ছ বলিয়া বালকদিগের আপাততঃ প্রতীতি জন্মে, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে]।

এখানে দুইটি ভাব, এই নিমিত্ত [চিহ্নের পর আর একটি অনুচ্ছেদ হওয়া উচিত।

সীতার বনবাস, শকুন্তলা, রামের রাজ্যাভিষেক, প্রভাত-চিন্তা প্রভৃতি গ্রন্থের এক একটি ভাব সুদীর্ঘ। এই নিমিত্ত তাহার ভাব একাধিক অনুচ্ছেদে বিভক্ত হইয়াছে।

উদাহরণ—প্রথম শিখসংগ্রামের কারণ একটি অনুচ্ছেদে বিবৃত কর:—

উঃ। রণজিৎ সিংহের মৃত্যুর পর খাল্‌সা সৈন্যগণ যথেচ্ছাচারী হইয়া উঠিল। তাহার পর দলিপসিংহকে রাজ-পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া আরও দুর্দ্দম্য হইয়া উঠিল। তাহাদিগকে কোনরূপে দমন রাখিবার উপায়ান্তর না দেখিয়া, রাণী ও লাল সিংহ মন্ত্রণা করিলেন—"ইহাদিগকে শতদ্রুর দক্ষিণ তীরস্থ ইংরাজরাজ্যগুলি আক্রমণার্থ উত্তেজিত করা হউক; তাহাতে যদি জয় হয়, তবে ইংরাজ অধিকারগুলি লুণ্ঠন করিয়া ইহাদের অর্থ পিপাসা কথঞ্চিৎ নিবৃত্তি হইবে এবং শিখ রাজ্যও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। আর যদি ইংরাজের তোপে ইহাদের বিনাশ সাধন হয়, তাহা হইলেও আমরা শান্তি লাভ করিতে পারিব। এই পরামর্শ কার্য্যে পরিণত করিয়া

খালসা সৈন্যগণকে ইংরাজ-রাজ্য আক্রমণার্থ প্রেরণ করা হইল। ইহাই প্রথম শিখ-সংগ্রামের কারণ।

Exercise.

1. Write short paragraphs on—

স্বর্ণ, রৌপ্য, পাথুরিয়া কয়লা, আকাশ, চন্দ্র, নক্ষত্র, গ্রহণ, সাধুসঙ্গ, অধ্যবসায়, দুর্গোৎসব, সরস্বতীপূজা, মহরম, শিবাজী।

2. Expound in short paragraphs the idea contained in :—

(1) অর্জ্জুনের লক্ষ্যভেদ (2) ভীষ্মের পিতৃভক্তি (3) যুধিষ্ঠিরের সত্যনিষ্ঠা (4) রামচন্দ্রের প্রজা-রঞ্জন (5) সীতার অগ্নি-পরীক্ষা [6] ধর্ম্মের গতি অতিসূক্ষ্ম [7] বিদুর পরম বৈষ্ণব [8] ভীষ্মের দেহত্যাগ [9] দশরথের মৃত্যু [10] ভরতের ভ্রাতৃ-ভক্তি [11] বিদ্যা অমূল্য ধন [12] চন্দ্র সূর্য্যালোকে আলোকিত [13] ধর্ম্ম রক্ষতি ধার্ম্মিকং [14] ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্য স্বরূপ [15] ঈশ্বর সাকার [16] পৃথিবী গোলাকার [17] আম্রফল সুস্বাদু [18] বীরের গৌরব বীর রক্ষা করেন [19] না বুঝিয়া কোন কাজ করিতে নাই [20] রাজা অশোক বৌদ্ধধর্ম্ম বিস্তার করেন।

3. নিম্নলিখিত পংক্তিগুলি অনুচ্ছেদে বিভক্ত কর :—

ক্রিয়ার সহিত যাহার অন্বয় থাকে, তাহার নাম কারক। কোন্ পদটি কোন্ কারক তাহা জানিবার জন্য পদের শেষে বিভক্তির যোগ দেওয়া হয়। বিভক্তি সাত প্রকার। যথা :—প্রথমা, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী, সপ্তমী। যে করে তাহাকে কর্ত্তা। কর্তৃকারকে প্রথমা বিভক্তি হয়। যথা :—রাম আসিয়াছেন। এস্থলে রাম কর্ত্তা। কর্ত্তা যাহা করে, তাহাকে কর্ম্ম। কর্ম্ম কারকে দ্বিতীয়া বিভক্তি। যথা :—পুস্তক আন।

বিরাম বা যতি (Stops).

বাক্য উচ্চারণ বা পাঠের বিশ্রামের নাম বিরাম বা যতি (১)। পূর্ব্বে বাঙ্গালায় কেবল (।) (॥) চিহ্ন ব্যতীত অন্য চিহ্ন ব্যবহৃত হইত না।

অধুনা ইংরাজীর অনুকরণে বাঙ্গালায়ও যতি চিহ্ন ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বাঙ্গালায় ব্যবহৃত চিহ্নগুলি নিম্নে প্রদর্শিত হইল:—

১। কমা (,)
২। সেমিকোলন (সামিকা) (;)
৩। আশ্চর্য্যবোধক (!)
৪। প্রশ্ন-বোধক (?)
৫। দাঁড়ি বা পূর্ণচ্ছেদ (।)
৬। সমাস বা সংযোগ (হাইফেন) (-)
৭। বিরতি (ড্যাস) (—)
৮। উদ্ধরণ বা পরবাক্য (কোটেশন্) (" ")
৯। বন্ধনী বা কোষ্ঠ (Brackets) ( ) { } [ ]
১০। নক্ষত্র (Star) (*)
১১। লুপ্ত (')
১২। হস্ত (☞)
১৩। অনুল্লেখ (Omission) (∧)
১৪। তৃতীয়চ্ছেদ (Colon) (:)

*যতি চিহ্নের ব্যবহার প্রণালী।

(১) কমা (Comma) (,) ইহা প্রথম বিচ্ছেদ। অতি অল্প বিরাম স্থলে এই চিহ্ন ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যথা:—

"নিরুপদ্রব অন্তঃপুর-সেবিতা সুখোচিতা সুকোমল হৃদয়া মাতা, দুহিতা, ভগিনী ও সহধর্ম্মিণীদিগকে আজ শত্রুর আক্রমণে উদ্বেজিতা হইয়া আপনাদিগের সমক্ষেই সমর ভূমিতে অবতরণ করিতে হইল।" (রাজপুতমহিলা)

(২) সেমিকোলন (Semicolon) (;)—ইহা অর্দ্ধচ্ছেদ; কমা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক বিরাম স্থানে ইহার ব্যবহার হয়। যথা:—

"মুখে বলায় কোনও ফল নাই; কার্য্যে যাহা দেখিব, তাহাই সত্য বলিয়া জানিব।" (অহল্যাবাই)

(৩) আশ্চর্য্যবোধক (Note of Admiration) (!)

* "যতি র্জিহ্বেষ্ট বিশ্রাম স্থানং ছিন্দচ্যতেকবি।"

বিস্ময়, আক্ষেপ বা আবেগ ও ঘৃণাপ্রকাশক বাক্যের পর এই চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। যথা :—

বিস্ময়—"ইস্ দেখিস্! ঢলিয়া পড়িলি যে! ভূতের আওয়াজ তোকে এত ভাল লাগে—তা ত জান্‌তাম না!" (নাইকা—হে)

আক্ষেপ—"আর্য্যপুত্র কি অপরাধে পরিত্যাগ করিয়াছেন, মুনি-পত্নীরা জিজ্ঞাসা করিলে, আমি কি উত্তর দিব!" (সীতার বনবাস)

(৪) প্রশ্নবোধক (Note of Interrogation) (?)

জিজ্ঞাস্য বাক্যের পর এই চিহ্ন ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যথা :—

কোথা গেল? কে লইল? এরাত্রে এখানে ত লোক আসিবার সম্ভাবনা নাই!" (কাঞ্চনমালা ২য়)

(৫) দাঁড়ি (Full Stop) (।)—একেবারে স্বর নিবৃত্তি স্থলে দাঁড়ি ব্যবহৃত হয়। যথা :—

"সিংহ উল্কার মত আকাশ হইতে অবতরণ করিতেছে।" (সতী)

(৬) সমাস বা পদ বিশ্লেষ (Hyphen) (-)—যথা :—

"অনবরত চতুর্দ্দিকে নৃত্য-গীত-বাদ্য-ক্রিয়া হইতে লাগিল।" (সীতা)

(৭) বিরতি (Dash) (—).

এক কথার সঙ্গে তৎসঙ্গীয় অন্যকথা ব্যবহার করিতে হইলে কিংবা কবিদিগের চিন্তার বিরাম স্থলে অথবা গর্ভিত বাক্যের দুই দিকে এই চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। যথা :—

"ক্ষোদিত স্থানে খোদিত—এরূপ প্রয়োগ অনুচিত।"

(৮) পরবাক্য বা উদ্ধরণ (Quotation) (" ").

অন্যের বাক্য উদ্ধৃত করিতে হইলে, তাহার দুই দিকে এই চিহ্ন দিতে হয়। যথা :—

বালিকা জিজ্ঞাসা করিল, "এইটি কাহার শিবির? সম্রাটের কি?"

(৯) বন্ধনী (Brackets) ( ) { } [ ]

বাক্যের অন্তর্গত কোন পদের পরিষ্কার অর্থ প্রকাশ করিতে হইলে কিংবা গর্ভিত বাক্য প্রয়োগ করিতে হইলে বন্ধনী ব্যবহার করিতে হয়।০ যথা—"নিরদয় (নির্দ্দয়) গ্রীষ্ম, তনু (শরীর) তাপিত (তাপযুক্ত) করিল।

(১০) তারকা (Star) (*)

কোন স্থানের কোন শব্দ বা বাক্য পরিত্যাগ করিলে কিংবা কোন শব্দ বা বাক্যের টীকা করিলে এই চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। যথা :—

"রাখাল * * * পাল লয়ে যায় মাঠে ;
শিশুগণ দেয় মন * * * পাঠে।" (শিশুশিক্ষা)

(১১) লুপ্ত (Mark of Drop) (')

কোন স্থানের বর্ণ লোপ হইলে, তৎ স্থানে এই চিহ্ন ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যথা—

"কিঞ্চিৎ সংবিৎ লভি' সকরুণে কহে হায়।
এ দেহ হ'তে এখন কেন প্রাণ নাহি যায় ?" (শিক্ষাপ্রবেশ ৪র্থ ভাগ)

(১২) হস্ত—কোন বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ কিংবা বিশেষ কার্য্য দেখাইবার বা স্মরণ করাইবার জন্য এই চিহ্ন ব্যবহার করিতে হয়। বিজ্ঞাপনেই ইহা অধিকতর ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যথা :—

☞ একমাত্র এজেণ্ট এস্, সি, রায়,
৭নং দরমাহাটা ষ্ট্রীট্।

(১৩) অনুল্লেখ (Omissios) (∧)

কোন শব্দ লিখিতে ভুল বা পতন হইলে এই চিহ্ন দিয়া শব্দটি উপরে লিখিতে হয়। যথা—

∧ প্রতিষ্ঠিত ∧ অপত্য
রাম রাজপদে∧হইয়া অপ্রতিহত প্রভাবে ও∧নির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন।" [সীতার বনবাস]

(১৪) তৃতীয়চ্ছেদ (Colon) (:) ইহা বাঙ্গালা বিসর্গের ন্যায়।

Exercise.

১। অতিরিক্ত ও অনাবশ্যক চিহ্ন পরিত্যাগ করিয়া প্রয়োজনীয় চিহ্ন যথাযোগ্য স্থানে সন্নিবিষ্ট কর :—

"সেই ধূলি, ধূসরিত ; নভঃস্থলে, খলস্থ ! কৃত্রিম মীনগণই বায়ুভরে বিবৃতাস্ত হইতেছে, দেখিয়া। বোধ হইতে লাগিল, যেন—অকৃত্রিম মৎস্যেরাও ! প্রাবৃট্ কালীন আবিল হ্রদে—জল পান করিতেছে।" (রঘুবংশ)।

২। নিম্নস্থ পংক্তিগুলির শব্দ ও চিহ্ন যথা স্থানে স্থাপন করিয়া বাক্য প্রস্তুত কর :—

"ডাহিরের সময় শেষে ; তন্মধ্যে যে সমস্ত স্ত্রী সিন্ধুদেশে ; দুই দুহিতাছিল বন্দী হয়। (ভাঃ ইতিহাস।)

৩। যথোপযুক্ত চিহ্ন দ্বারা নিম্নোদ্ধৃত বাক্যগুলিকে বিভক্ত কর :—

(1) "রাজা শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন ভয় কি আমার নিকটে থাকিবে মাধব্য কহিলেন তবে আর নিশাচরে আমার কি করিবে।" (শকুন্তলা)।

(2) "থেকে থেকে বদর বদর ডাক ছাড়ে।" (সদ্ভাবশতক)।

(3) "উত্তরিলা বীরবালা শুনলো মৈথিলি সমল খনির গর্ভে মণি।" (মেঘনাদ)।

(4) "এইরূপ আক্ষেপ ও বিলাপ করিতে করিতে সাতা দীর্ঘনিশ্বাস সহকারে হায় কি হইল বলিয়া পুনরায় মূর্চ্ছিতা ও ভূতলে পতিতা হইলেন।" (সীতার বনবাস)।

অনুক্ত-পদ পূরণ (Filling up Ellipsis).

১। বাক্যের অন্তর্গত কোন কোন স্থল লুপ্ত থাকিলে অর্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া উপযুক্ত যোগ্যতা ও আকাঙ্ক্ষা যুক্ত পদ বা বাক্য অথবা বাক্যাংশ দ্বারা তাহা পূর্ণ করিতে হয় (১) যথা :—

(1) ... সুবোধ ... সর্ব্বদা ... করে। (সুশীল ও) সুবোধ (বালক) সর্ব্বদা (লেখাপড়া) করে।

(2) সীতা ... ঈদৃশ ... ভাবান্তর ... কিয়ৎক্ষণ ... দণ্ডায়মানা। সীতা (লক্ষ্মণের) ঈদৃশ (অভাবিত) ভাবান্তর (অবলোকন করিয়া) কিয়ৎক্ষণ (স্তব্ধ ও হতবুদ্ধি হইয়া) দণ্ডায়মানা (রহিলেন)। [সীতার বনবাস]

ভগ্ন বাক্যাংশকে পূর্ণবাক্যে পরিণত করিতে হইলে আকাঙ্ক্ষানুরূপ পদ যোজনা করিতে হয়। যথা :—

1. "ঝুনা নারিকেল দ্বারা"—এই বাক্যাংশ পূরণ করিতে হইলে "ঝুনা নারিকেল দ্বারা চন্দ্রপুলি, নাড়ু প্রভৃতি উপাদেয় খাদ্য প্রস্তুত হয়।"

2. "সকলে ভালবাসে—সুশীল শিশুকে সকলে ভালবাসে।"

Exercise.

উপযুক্ত শব্দ বা পদ দ্বারা নিম্নলিখিত অযুক্ত স্থানগুলি পূরণ কর :—

(a) গৌতম——পুত্র,——সামগ্রীর——ছিল না। (শিঃ প্রবেশ ৩য় ভাগ)।

(b) "গোত্রের——মুখ——জাত,——কুলীন স্বামী——বংশ খ্যাত।

(c) গ্রহগণ......সূর্য্যপ্রদক্ষিণ করে......সেরূপ......উপগ্রহ আছে, তাহারা...... করে। (চারুপাঠ)।

(d) "..... ব্যবহারে চন্দ্রধরের......অক্ষম হইলে... ..মনসা আরম্ভ করিলেন।" (বেহুলা)।

(e) "পতি......ও পাপাত্মা......সহগমন প্রভাবে, ...উদ্ধারকারিণী।" (বেতালপঞ্চবিংশতি)।

(f)......হইলেই......পতন হয়......বিয়োগ ঘটে......থাকে।" (সীতার বনবাস).

(g) যদিও দেখিতে অত্যন্ত.... ছিল,তথাপি... ..গুণে আমরা মুগ্ধ হইয়াছিলাম।" (Matric. 1912.)

(h) "সায়ংকালে জলধিতটে .....নিরীক্ষণ করিতে করিতে......অপূর্ব্ব...... পূর্ণ হয়।" (Matric. 1913.)

2. Complete the following sentences.

(a) তাহার আসিতে——(b) তুমি যদি সেখানে যাও——(c) তাহার যদি সে জ্ঞান—— (d) কুকাজ করিলে——(e) তিনি বাড়ী গিয়া——(f) আমরা ইতস্ততঃ ——(g) ধার্ম্মিক লোক পৃথিবীর——(h) মৎস্য জলে——(i)——শুনিয়া তিনি দুঃখিত—(j)——করিয়াছিল তাহার প্রতিফল পাইল (k)——পরিণাম মৃত্যু (l)—— সুখের মূল (m)——তাঁহার শরীর শীতল (n)——পিতার আদেশ (o)——আমাদের মিঠে——

3. Supply the verb understood in each of the following sentences :—

(a) তাঁহার অশ্ব—(b) এই ত বর্ষাকাল—(c) তিনি বুদ্ধিমান্—(d) দক্ষিণের বাড়ী কীর্ত্তন—(e) রামচন্দ্র সীতাকে—(f) তুমি জ্ঞানী বটে—(g) রামের ভাই

ভাম—(h) তিনি সেরূপ লোক—(i) গোপালের বয়স হয় বর্ষ—(j) এ—বে—খান শিবের গীত।

4. Insert single letter in each of the spaces left blank, forming words of the meaning mentioned against each within brackets :—

(a)—গু—ব (শিব) (b) আ—প্র—ন (আশ্বাস) (c) দ—মা—বু—(ইন্দ্রবৃক্ষ) (d) ক—বা—(পাত) (e)—রা—ণ (বিষ্ণু) (f)—প—র—ত (ভবাদৃশ) (i) ব—র—হি—(সযত্নে) (j) ভে—ষী—(নিস্তেজ) (k) নি—ক—(চন্দ্র) (l) প্র—পা—ন (ভরণপোষণ) (m) সং—র—হ—উ—র—রী (ভবতারণ) (n) বি—ভো—ই [ভোগ বিলাস] [o] ব—সূ—[উপবীত] [p] প—ব—ক [মৃগশিরা] [p]—ঘু—থ [শ্রীরাম] [r] ম—চী—লী [সূর্য্য]।

5. Fill up the Ellipsis in the following :—

[a] কহিলেন, যদি—তুমি আমার যথা স্থানে—তবেই—মৃণাল বলয়—নতুবা—।

[b] দৌবারিক মুখে রাজার আদেশ—করিয়া, সেনাপতি অনতিবিলম্বে নরপতি গোচরে—হইলেন এবং "মহারাজের জয় হউক" বলিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে—কহিলেন, মহারাজ! সমুদয়—— হইয়াছে, আর অনর্থক——করিতেছেন কেন? ত্বরায় চলুন।

[Matric. 1911.]

6. Complete the following sentences —(a) আমার যেরূপ সময়···(b) তিনি যদি·· [c] গোপাল যদি আসিত····· [d] হরি আর রাম······(e) তিনি যেরূপ করিয়াছিলেন······(f) তাহার যেরূপ অবস্থা হইয়াছে.. ...(i) যত অগ্রসর হইতে লাগিলাম··· (j) তিনি রোগশয্যায় শায়িত ছিলেন বটে·· ···(k) ভয়ঙ্কর মেঘজালে গগন সমাচ্ছন্ন দেখিলেও······।

• অনুক্তস্থান পূর্ণ করিয়া এমন শব্দ বা বাক্য প্রস্তুত কর, যাহা দক্ষিণ পার্শ্বের শব্দে বা বাক্যার্থে সঙ্গত হয়। যথা (Hints) (১) কৌ—ব—ধা—(ভীষ্ম) কৌরব প্রধান (২)—হে—তে—স—র (ভূতাবেশ) দেহে ভূতের সঞ্চার (৩) নি—ক—(চন্দ্র) নিশাকর—(৪)—ঘ—দ (ইন্দ্রজিৎ) মেঘনাদ (৫)—গ—ষ্ণি—(মরীচিকা) মৃগতৃষ্ণিকা (৬) পা—লী (দ্রৌপদী) পাঞ্চালী।

পদ পরিচয় (Parsing).

১। বাক্যের অন্তর্গত এক একটি পদের সম্বন্ধ নির্দ্দেশ করা এবং প্রত্যেক পদের গুণ ব্যাখ্যা অর্থাৎ পরিচয় দেওয়াকে পদ পরিচয় (Parsing) বলে।

২। পদের পরিচয় দানকালে সন্ধি সমাস, কৃৎ ও তদ্ধিত ব্যতীত ব্যাকরণ সংক্রান্ত প্রায় সকল বিষয়েরই উল্লেখ করিতে হইবে।

৩। বাক্যে প্রধানতঃ চারিপ্রকার পদ থাকিবে। যথা :—বিশেষ্য, বিশেষণ, ক্রিয়া ও অব্যয়।

(ক) বিশেষ্যপদ উল্লেখ কালে (১) বিশেষ্যের প্রকার ভেদ, (২) পুরুষ (৩) লিঙ্গ (৪) কারক (৫) বিভক্তি (৬) বচন এবং (৭) কোন্ ক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধ। সম্বোধন হইলে কেবল সম্বোধন পদ, প্রথমা বিভক্তি বলিতে হইবে। সর্ব্বনাম হইলে সর্ব্বনাম, বিশেষ্য কি বিশেষণ তাহা নির্দ্দেশ করিয়া বলিতে হয়।

(খ) বিশেষণপদ উল্লেখকালে—কোন্ প্রকারের এবং কাহার বিশেষণ। সর্ব্বনাম হইলে সর্ব্বনামবিশেষণ বলিতে হয়; কাহার পরিবর্ত্তে সর্ব্বনামটি বসিয়াছে, তাহাও উল্লেখ করিতে হইবে।

(গ) ক্রিয়াপদ উল্লেখ সময়ে (১) সমাপিকা কি অসমাপিকা (২) সকর্ম্মক কি অকর্ম্মক বা দ্বিকর্ম্মক (৩) সকর্ম্মক হইলে তাহার কর্ম্ম কি (৪) কোন্ পুরুষ (৫) কোন্ বচন (৬) কোন্ কর্ত্তার সহিত সম্বন্ধ অর্থাৎ উহার কর্ত্তা সকর্ম্মক হইলে তাহার কর্ম্ম কি তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দিতে হয়।

(ঘ) অব্যয়পদ উল্লেখসময়ে অব্যয়ের প্রকার ভেদ (সংযোজক বিয়োজকাদি) উল্লেখ করিতে হইবে।

(ঙ) বাক্যের কোন পদ সমাস দ্বারা রচিত হইয়া থাকিলে, সেই সমাসেরও উল্লেখ করা কর্ত্তব্য। যথা :—

(1) বিদ্যোৎসাহী (2) সম্পাদক (3) বিদ্যালয়ের (4) দ্বারদেশে

(১) সংজ্ঞার ও ক্রিয়ার এই দুই প্রকার বিশেষণ। সংজ্ঞার বিশেষণ হইলে কোন কোন সময় তাহার বিশেষ্যের লিঙ্গ সংখ্যা, কারকাদি উল্লেখ করিতে হয়।

(5) দণ্ডায়মান (6) হইয়া (7) পরীক্ষোত্তীর্ণ (8) বালকগণকে (9) স্বহস্তে (10) পুরস্কার (11) বিতরণ করিতেছেন।

(1) বিদ্যোৎসাহী—বিশেষণ পদ, সম্পাদকের বিশেষ করিতেছে।

(2) সম্পাদক—বিশেষ্যপদ, নাম পুরুষ, পুংলিঙ্গ, প্রথমাবিভক্তি, একবচন, কর্ত্তৃবাচ্যের কর্ত্তৃকারক, "বিতরণ করিতেছেন" ক্রিয়াপদের সহিত সম্বন্ধ।

(3) বিদ্যালয়ের—সম্বন্ধপদ, ষষ্ঠী বিভক্তি, একবচন।

(4) দ্বারদেশে—অধিকরণ কারক, সপ্তমী বিভক্তি, একবচন।

(5) দণ্ডায়মান—বিশেষণ, সম্পাদকের বিশেষ করিতেছে।

(6) হইয়া—অকর্ম্মক, অসমাপিকা ক্রিয়া, (দণ্ডায়মান হইয়া সংযুক্ত সমাপিকা ক্রিয়াও করা যায়)।

(7) পরীক্ষোত্তীর্ণ—বিশেষণ, বালকগণের বিশেষ করিতেছে। বহু-ব্রীহি সমাস দ্বারা রচিত।

(8) বালকগণকে—সম্প্রদান কারক, চতুর্থী বিভক্তি, বহুবচন।

(9) স্বহস্তে—করণকারক, তৃতীয়া বিভক্তি, একবচন।

(10) পুরস্কার—কর্ম্মকারক, দ্বিতীয়া বিভক্তি, একবচন।

(11) বিতরণ করিতেছেন—সংযুক্ত, সমাপিকা, সকর্ম্মক, কর্ত্তৃবাচ্যের নামপুরুষীয়, বর্ত্তমান কালীয় ক্রিয়া "সম্পাদক"—এই কর্ত্তৃপদের সহিত সম্বন্ধ।

২য় উদাঃ—"যা হয় কিনিতে মন! এখনই কেন,
বিচেতন হ'য়ে খেলা দেখিতেছ কেন?"

কবিতার পদব্যাখ্যা (Parsing) করিবার পূর্ব্বে অন্বয় করিয়া লইতে হয়, যথা :—

(1) মন! (2) যা (3) কিনিতে হয়, (4) এখনই (5) কেন, (6) বিচেতন হইয়া (7) (8) খেলা (9) দেখিতেছ কেন?

1. মন—সম্বোধন পদ, প্রথমা বিভক্তি।

2. যা—সর্ব্বনাম, কর্ম্মকারক, নামপুরুষ, দ্বিতীয়া বিভক্তি, ক্লীবলিঙ্গ, একবচন, "কিনিতে হয়" ক্রিয়ার সহিত অন্বয় হইয়াছে।

3. কিনিতে হয়—সমাপিকা ক্রিয়া, সকর্ম্মক, সংযুক্ত, নামপুরুষ, বর্ত্তমান কাল, অসম্পন্না বিভক্তি, মুখ্যক্রিয়া, কর্ম্মবাচ্য, ইহার কর্ত্তা "তোমার" উহ্য আছে।

4. এখনই—অব্যয়।

5. কেন—সকর্ম্মক, সমাপিকা ক্রিয়া, মুখ্য, বর্ত্তমান কাল, আদেশিনী বিভক্তি, কর্ত্তৃবাচ্য, যুষ্মদ পুরুষ, ইহার কর্ত্তা "তুমি" উহ্য।

6. বিচেতন হয়ে—অসমাপিকা ক্রিয়া, অকর্ম্মক, "তুমি" ইহার কর্ত্তা।

7. কেন ?—অব্যয়, জিজ্ঞাসাসূচক।

8. খেলা—ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য, কর্ম্মকারক, দ্বিতীয়া বিভক্তি, স্ত্রীলিঙ্গ একবচন, নামপুরুষ, "দেখিতেছ" ক্রিয়ার সহিত অন্বয়।

9. দেখিতেছ—সমাপিকা ক্রিয়া, সংযুক্ত, সকর্ম্মক, মুখ্য, যুষ্মদ পুরুষ, বর্ত্তমান কাল, বর্ত্তমানা বিভক্তি, কর্ত্তৃবাচ্য, ইহার কর্ত্তা উহ্য—"তুমি"।

মুখ্যার্থ, লক্ষ্যার্থ ও ব্যঙ্গার্থ।

মুখ্যার্থ—অভিধা শক্তি দ্বারা যে অর্থের বোধ হয়, তাহাকে মুখ্যার্থ বলে। ব্যাকরণ, অভিধান, আপ্তবাক্য, উপমান, ব্যবহার ও সিদ্ধপদ-সান্নিধ্য দ্বারা মুখ্যার্থের বোধ হয়। যথা—গায়ক শব্দের অর্থ গানকর্ত্তা, (যে গান করে) ইহা ব্যাকরণ দ্বারা জানা যায়।

আপণ শব্দের অর্থ দোকান, ইহা অভিধান দ্বারা জানা যায়। নীলকান্ত ও পদ্মরাগ প্রভৃতি মণিকে, তত্তৎ পদার্থ বলিয়া যে জ্ঞান, ইহা আপ্ত অর্থাৎ বিশ্বস্ত ব্যক্তির বাক্য হইতেই জানা যায়।

শ্বাপদ শব্দের অর্থ যাহাদের পদ শ্বনের (কুকুরের) মত, সুতরাং উহা দ্বারা সিংহ, ব্যাঘ্র ইত্যাদিকে যে বুঝায়, তাহা উপমান দ্বারাই জানা যায়।

"যোগেশ, আমাকে তোমার "শ্লেটখানা" আনিয়া দেও" বলায়, সে শ্লেট আনিয়া দিল, ইহাতে সন্নিহিত যে শিশু শ্লেট কি জানিত না, সে উহা দেখিয়া শ্লেট কিরূপ তাহা বুঝিতে পারিল;—এস্থলে শিশুর এই জ্ঞান ব্যবহারজাত।

"আমগাছে পিক ডাকিতেছে" এই কথা শুনিয়া, একটি বালক আমগাছের দিকে চাহিয়া দেখিল যে কোকিল ডাকিতেছে; ইহাতে বালক জানিল যে পিক অর্থে কোকিল,—এস্থলে আমগাছ ও ডাকিতেছে এই দুই শব্দের অর্থ বালকটির জানা ছিল; এক্ষণে উক্ত সিদ্ধপদদ্বয়ের সান্নিধ্যবশতঃ বালকটি "পিক" শব্দের অর্থও জানিতে পারিল; এস্থলে এই সকলই মুখ্যার্থ।

লক্ষ্যার্থ—লক্ষণাবৃত্তিদ্বারা যে অর্থের বোধ হয়, তাহাকে লক্ষ্যার্থ বলে। যথা—"তিনি গঙ্গাবাসী হইলেন" এস্থলে দেখা যায় যে গঙ্গা জলবিশেষ, উহাতে মনুষ্যের বাস কদাচ সম্ভব হয় না; সুতরাং গঙ্গাবাসী বলিলে, লক্ষণাবৃত্তি দ্বারা গঙ্গার তীরবাসীই বুঝিতে হইবে।

ব্যঙ্গ্যার্থ—ব্যঞ্জনাবৃত্তি দ্বারা যে অর্থের বোধ হয়, তাহাকে ব্যঙ্গার্থ বলে। যথা—(১) হরিমাঝি এক ব্যক্তির সঙ্গে ভাড়া যাইয়া, পথের মধ্যে বলিল, "কর্ত্তা! সেদিন এক বাবুর সঙ্গে গিয়াছিলাম, তিনি বড়ই খাইয়েলোক, পথে বড়মাছ কি দুধ পাইলেই কিনিতেন।" এখন এই কথায় ব্যঞ্জনাবৃত্তি দ্বারা ইহাই স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, আপনিও সেইরূপ বড়মাছ ও দুধ ইত্যাদি কিনিয়া খাওয়ান।

(২) রঘু ডাকাইত তাহার সহচরদিগকে বলিল, "চাঁদ অস্তগত

হইল" ; এখন ব্যঞ্জনাবৃত্তি দ্বারা ইহাই বুঝিতে হইবে যে, ডাকাতির সময় উপস্থিত হইয়াছে।

(৩) "তোমার সিঁথির সিদুঁর বজায় থাকুক" ; এই কথায় ব্যঞ্জনাবৃত্তিদ্বারা ইহাই বুঝায় যে, তুমি চিরকাল সধবা থাক।

রচনা সংক্রান্ত কয়েকটি উপদেশ।

প্রবন্ধাদি রচনার উৎকর্ষ সাধন করিতে হইলে উহার রস, গুণ, দোষ ও অলঙ্কারের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

রস (Sentiments.)

কোন বর্ণনা পাঠ বা শ্রবণ করিলে মনের মধ্যে যে স্থায়ী ভাবের উদয় হয়, সেই ভাবটিকে রস বলে।

রস নয় প্রকার, যথা :—(1) আদি (2) বীর (3) বীভৎস (4) রৌদ্র (5) হাস্য (6) ভয়ানক (7) অদ্ভুত (8) করুণ (9) শান্ত।

(1) আদি—নায়ক নায়িকার পরস্পর অনুরাগ বিষয়ক স্থায়ীভাব ; যথা :—

"নাথ! আপনিও সঙ্গে যাইবেন।" রাম কহিলেন ;—"অয়ি মুগ্ধে! তাহাও কি আবার তোমায় বলিতে হইবে, আমি কি তোমাকে নয়নের অন্তরাল করিয়া এক মুহূর্ত্তও স্বচ্ছন্দয় থাকিতে পারি ?" (সীতার বনবাস)

(2) বীর যথা :—উৎসাহ বিষয়ক স্থায়ীভাবকে বীররস বলে যথা।—

"দেহ রণ দেখা যাবে পরাক্রম যত।" (অভিমন্যুবধ)।

(3) করুণ—যাহা শ্রবণ বা দর্শনে হৃদয়ে শোকের উদ্রেক হয় তাহাকে করুণরস কহে ; যথা :—

"হা হৃদয়, তুমি এখনও বিদীর্ণ হইতেছ না কেন ?" (সীতার বন)

(4) অদ্ভুত—যাহা পাঠ বা দর্শনে মনে বিস্ময়ের উদ্রেক হয় যথা :—

'দেব কি দানব, নাগ কি মানব কেমনে এল এখানে ?" (অন্নদামঙ্গল)।

(5) রৌদ্র—ক্রোধ উদ্দীপক ভাবকে রৌদ্র রস কহে ; যথা :—

"দহিব পাপীর অঙ্গ বাড়বাগ্নি হ'য়ে।" (অভিমন্যু)

(6) হাস্য—যাহা পাঠ বা শ্রবণে হাস্যোদ্রেক হয়। যথা :—

"পাগ্‌লা, তুই কাপড় পরিসনে কেন?" পাগলা বলিল—"পাড় পছন্দ হয় না।"

(7) বীভৎস—যাহা পাঠ বা দর্শনে মনে ঘৃণার উদ্রেক হয়। যথা :—

"কেহ বা হাসিতেছে". কেহ বা নাচিতেছে, কেহ বমি করে, কেহ বা খায়।"

(8) শান্ত—মনে সমভাবের উদয়কে শান্ত রস কহে। যথা :—

"অসার সংসারে সেই বিভুনাম সার।"

(9) ভয়ানক—যাহা পাঠ বা শ্রবণে মনে ভয় সঞ্চারিত হয় যথা :—

"আসিতেছে পাড়ি দিয়ে যে সকল নেয়ে

উড়িল তাদের প্রাণ মেঘ পানে চেয়ে।"

গুণ (Style).

রসের উৎকর্ষ সাধক ধর্ম্মকে গুণ বলে। গুণ তিন প্রকার ; যথা :— মাধুর্য্য, ওজঃ ও প্রসাদ।

(১) মাধুর্য্য (Elegance)—যে রচনা পাঠ করিলে মন গলিয়া যায়। আদি, করুণ ও শান্ত রসাদিতে মাধুর্য্যগুণ বিকাশ পায়।

(২) ওজঃ (Vigour)—যে গুণে চিত্ত উদ্দীপ্ত হয়। ভয়ানক, বীভৎস, রৌদ্র ও বীররসে ওজঃগুণ (পূর্ব্ব প্রদর্শিত দৃষ্টান্ত দেখ)।

(৩) প্রসাদ (Perspicuity)—যে রচনা পাঠ বা শ্রবণমাত্র অর্থ বোধ হয়। যথা :—

"সুশীল শিশুকে সকলে ভালবাসে।"

দোষ।

অপকর্ষ সাধিত হইলেই রচনার দোষ হয়। দোষ নানাবিধ,— শ্রুতিকটুতা, ব্যাকরণ বিরুদ্ধ, অপ্রযুক্ততা, অসমর্থতা, গ্রাম্যতা, ক্লিষ্টতা ও অশ্লীলতা প্রভৃতি।

অলঙ্কার সামঞ্জস্য।

যেখানে যে অলঙ্কার হয়, অলঙ্কারের লক্ষণ বা সূত্র অনুসারে উপমান উপমেয়ের যে সাদৃশ্য বা সম্বন্ধ থাকে তাহা স্পষ্টরূপে প্রদর্শন করিবে। উপমা অলঙ্কারের সামঞ্জস্য। যথা :—

"কি কব লজ্জার কথা, লতা লজ্জাবতী যথা মৃতপ্রায় পরপরশনে।" লজ্জাবতী লতাকে কেহ স্পর্শ করিলে মরার ন্যায় ঢলিয়া পড়ে, পদ্মিনীও তেমনি লজ্জাশীলা ছিলেন ; তিনিও অন্যের দর্শনে মৃতার ন্যায় হইতেন।

ব্যতিরেক-অলঙ্কারের সামঞ্জস্য :—

কে বলে শারদ শশি, সে মুখের তুলা,
"পদনখে প'ড়ে তার আছে কত গুলা।"

নখ উপমেয়, তাহার উপমান চন্দ্র ; এখনে কতকগুলি চন্দ্র পায় পড়িয়া আছে ; এই কথা বলায়; চন্দ্র হইতে নখের উৎকর্ষ বর্ণিত হইয়াছে। উপমান অপেক্ষা উপমেয়ের উৎকর্ষ বর্ণিত হওয়ায় অতিশয়োক্তির ব্যতিরেকঅলঙ্কার হইয়াছে।

কথোপকথন ও প্রশ্নোত্তর।

কথোপকথন ও প্রশ্নোত্তর দ্বারা অনেক উপকার সাধিত হয়। বিদ্বান্ ও সাধু ব্যক্তির সহিত সৎ বিষয়ের আলোচনা বা কথোপকথনে চিত্ত পরিশুদ্ধি ও ভাষা মার্জ্জিত হয়। প্রশ্নোত্তরে চিন্তাশক্তি ও ধারণা শক্তির উৎকর্ষ সাধিত হইয়া বাক্য প্রস্তুত করিবার ক্ষমতা জন্মে। একব্যক্তির একবারের সমস্ত উক্তি একটি অনুচ্ছেদে সন্নিবেশিত হয়। যথা :—

প্রশ্নোত্তর।

১ প্রঃ। "কে তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন ?"
উঃ। "ঈশ্বর আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন।"

২ প্রঃ। "ঈশ্বর কে?"

উঃ। "ঈশ্বর সকল বস্তুর সৃষ্টিকর্ত্তা।"

৩ প্রঃ। "জগতে যাহা কিছু আছে, ঈশ্বর কি সে সকলই সৃষ্টি করিয়াছেন?"

উঃ। "হাঁ, ঈশ্বর সকলই সৃষ্টি করিয়াছেন।"

৪ প্রঃ। "ঈশ্বর কি প্রকার?"

উঃ। "ঈশ্বর আত্মা; তাঁহার কোনও আকার নাই।"

৫ প্রঃ। "ঈশ্বর কোথায়?"

উঃ। "স্বর্গ তাঁহার সিংহাসন, কিন্তু তিনি সকল স্থানেই আছেন।"

৬ প্রঃ। "তুমি কি ঈশ্বরকে দেখিতে পাও?"

উঃ। "না, কোনও মানুষ ঈশ্বরকে চক্ষে দেখিতে পায় না।"

৭ প্রঃ। "ঈশ্বর কি তোমাকে দেখিতে পান?"

উঃ। "হাঁ ঈশ্বর আমাকে দেখিতে পান। দিনের বেলায় বা রাত্রি কালে, যে স্থানে থাকি বা যাহা করি, তিনি তাহা দেখিতে পান।"

৮ প্রঃ। "ঈশ্বর কি সকল বিষয় জানেন?"

উঃ। "ঈশ্বর সকলই জানেন, এমন কিছুই নাই যাহা তিনি জানেন না; আমি যাহা মনে ভাবি তাহাও তিনি জানিতে পারেন।" (M.E.C.J.)

কথোপকথন (সলিম ও মানসিংহ)।

সলিম। "রাজন্! শত্রুদিগের রণসজ্জা আপনি দেখিয়াছেন? কবে যুদ্ধ শ্রেয়ঃ বিবেচনা করেন?"

মানসিংহ। "আমি কল্য যুদ্ধদান উচিত বিবেচনা করি। বর্ষাকালের বিলম্ব নাই, যত শীঘ্র দিল্লীশ্বরের কার্য্য সমাধা হয়, ততই ভাল।"

সলিম। "আমারও সেই মত। দিল্লীশ্বরের সেনার সম্মুখে এ পর্য্যন্ত মেওয়ারীগণ দণ্ডায়মান হইতে পারে নাই, কল্যও পারিবে না।"

মানসিংহ। "তাহার সন্দেহ নাই। তথাপি আজ্ঞা দিলে ইহাও নিবেদন করি যে, কল্য প্রকৃত যুদ্ধ হইবে। এতদিন আমরা যে শ্রম করিয়াছি, কল্যকার যুদ্ধে সহিত তুলনা করিলে সে কেবল বাল্যক্রীড়া মাত্র।"

সলিম। "প্রকৃত যুদ্ধই তৈমুরলঙ্গবংশীয়দিগের বাঞ্ছনীয়। কিন্তু কতক্ষণ সে যুদ্ধ স্থায়ী? মৃগ ও ব্যাঘ্রে কতক্ষণ যুদ্ধ সম্ভবে? পিতার সেনার সম্মুখে ভীরু প্রতাপ দূরে পলাইবে।"

মানসিংহ। "আপনার পিতার সেনার সম্মুখে দাঁড়াইতে পারে, এরূপ সেনা ভারত-ক্ষেত্রে নাই, তথাপি প্রতাপসিংহ সহজে পলাইবে না। এ দাস তাহাকে জানে—"

সলিম। "মানসিংহ! আপনি আরও কি বলিতেছিলেন, সহসা থামিলেন কেন? এই প্রতাপের সাহসের কথা আমিও শুনিয়াছি। তাহা ভিন্ন আর কি অবগত আছেন?"

পত্র লিখন প্রণালী (Letter Writing).

ভাষা যতক্ষণ ধ্বনিময় অবস্থায় থাকে, ততক্ষণ তাহা বাক্য এবং সঙ্কেত নির্ম্মিত অক্ষর শিল্পে আবদ্ধ হইলে তাহা লিপি। হরি রামের নিকটে আসিয়া বলিল—"যদু তোমার প্রতীক্ষায় বাহিরে দাঁড়াইয়া আছে।" এই ধ্বনিময় কথাটি বাক্য এবং ইহা লিখিয়া পাঠাইলে লিপি। বাক্য ও লিপির এই ভাষা দ্বারা সর্ব্বদা আমাদের জ্ঞান জন্মাইতেছে।

দূরস্থিত ব্যক্তিকে মনোভাব লিখিয়া জানাইতে হয়। যে সময় এ

এ দেশে কাগজের প্রচলন ছিল না, সেই সময় লোকে তালপত্র, ভূর্জ্জ পত্র অথবা অন্য পত্রে মনোভাব লিখিয়া জানাইতেন। এই নিমিত্তই চিঠি বা লিপি "পত্র" নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে। *

পত্র দ্বিবিধ—গোপনীয় (private) ও সরকারী (official)। আত্মীয় বন্ধু বা অপর সাধারণকে যে পত্র (letter) লেখা হয়, তাহা গোপনীয় (private), আর আবেদন বা সরকারী কার্য্য সংক্রান্ত পত্রকে সরকারী (official) বলে।

জমিদারী, মহাজনী এবং অন্যান্য সাধারণ বাঙ্গালা পত্রে নিম্নলিখিত বিষয় কয়টি থাকে, যথা :—

[i] অভীষ্ট দেবতার নাম [ii] প্রেরকের ঠিকানা ও তারিখ (Superscription) [iii] পাঠ [iv] গর্ভ (information) [v] স্বাক্ষরের পূর্ব্ব বিশেষণ ও স্বাক্ষর (subscription) [vi] শিরোনামা ও ঠিকানা (address)।

অভীষ্ট দেবতার নাম—

[i] শিরোভাগে হিন্দুগণ "শ্রীশ্রীহরি" "শ্রীশ্রীদুর্গা" বা অন্য অভীষ্ট, দেবতার নাম লিখিয়া তন্নিম্নে "শরণম্" "ভরসা" "জয়তী" অথবা "সহায়" লিখেন। বিবাহ সংক্রান্ত পত্রে "ওঁপ্রজাপতয়ে নমঃ" লেখার রীতি। বেদজ্ঞ ব্যক্তিগণ "ওঁ" লিখিয়া থাকেন।

[ii] পূর্ব্বে পত্র লেখা শেষ হইলে, তারিখ দিয়া স্বাক্ষর এবং তন্নিম্নে বা বামভাগে ঠিকানা লেখা হইত, এক্ষণে ইংরাজী অনুকরণে পত্রের উপরিভাগে দক্ষিণ পার্শ্বে ঠিকানা ও তারিখ দেওয়া হয়।

---

* কেহ কেহ বলেন—"খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে চীনদেশে প্রথম কাগজ আবিষ্কৃত হইয়া এতদ্দেশে উহা আনীত হয়। বস্তুতঃপক্ষে বহুকালাবধি চীনদেশীয় কাগজ ও তুলট্ এই দুই শ্রেণীর লিখন সামগ্রী এদেশে প্রচলিত ছিল। তৎপর ইউরোপীয় বণিক্‌গণ উৎকৃষ্ট উপাদানের কাগজ ভারতবর্ষে প্রচলিত করিতে আরম্ভ করিলে চীনদেশীয় কাগজ ও তুলটের আদর হ্রাস হইয়া যায়।

[iii] পাঠ * (a) পূজ্য ব্যক্তি পিতা, মাতা জ্যেষ্ঠতাত, খুল্লতাত, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, গুরু, মাতুল ও শ্বশুর প্রভৃতি এবং উচ্চবর্ণের শিক্ষককে— "শ্রীশ্রীচরণকমলেষু" "শ্রীচরণাম্বুজেষু" শ্রীশ্রীচরণেষু "প্রণামপুরঃসর নিবেদনমিদং" ও "সপ্রণাম নিবেদনম্" প্রভৃতি পাঠ দেওয়া হয় †।

(b) অন্যান্য ভক্তিভাজন ও মাননীয় ব্যক্তিকে শ্রদ্ধাস্পদেষু" বা "পরম শ্রদ্ধাস্পদেষু" অথবা "মানাস্পদেষু" পাঠ দিতে হয়।

(c) কনিষ্ঠ ভ্রাতা, ভগিনী, ভাগিনেয়, ভাগিনীয়া, ভ্রাতুস্পুত্র, ভ্রাতুস্পুত্রী, পুত্র ও কন্যা প্রভৃতি স্নেহ ও আশীর্ব্বাদের পাত্রকে "কল্যাণীয়েষু" "পরম শুভাশীষঃসন্তু" "মঙ্গলাস্পদেষু" "দীর্ঘায়ুনিরাপৎস্তু" অথবা "প্রাণ প্রতিমেষু" "প্রাণাধিকেষু" প্রভৃতি কিংবা "প্রাণাধিক সুরেন," "স্নেহের নরেন," "বাবা মহেন," "প্রাণের দেবেন," প্রভৃতি রূপ বিশেষণ যোগে সম্বোধন করিয়া পাঠ দেওয়া যায়।

(d) সমপাঠী, বয়স্য বা বন্ধুগণকে "প্রিয়বরেষু", "বন্ধুবরেষু" "সুহৃদ্‌বরেষু" অথবা "প্রিয় শরৎ বাবু," "ভাই সতীশ," প্রভৃতি রূপ সম্বোধন করিয়া পাঠ দেওয়া যায়।

(e) বৈবাহিক, সাধারণ ভদ্রলোক কিংবা নিজের তুল্য ব্যক্তিকে "বিনয়পূর্ব্বক" বা "সবিনয়" অথবা "যথাবিহিত সম্মান পুরঃসর" কিংবা "সসম্মান নিবেদন মিদং" প্রভৃতি পাঠ প্রশস্ত।

(f) জমিদার, রাজা, রাজপুরুষ কিংবা যাঁহার অধীনে চাকুরী করা হয়, তাঁহাদিগকে,—

* পত্র লেখক অথবা যাহার কাছে লেখা হইতেছে, তিনি স্ত্রীলোক হইলে পত্র শেষে বা শিরোনামায় যে সকল বিশেষণ পদ প্রযুক্ত হয় তাহা স্ত্রীপ্রত্যয় বাচক হইবে।

† কেহ কেহ ইংরাজী রীত্যানুসারে—"প্রিয় মাতুল" "প্রিয় পিতাঠাকুর" "প্রিয় কাকাবাবু" প্রভৃতি পাঠ দিয়া থাকেন। এরূপ বাঙ্গালা ভাষায় ব্যবহৃত হয় না।

"মান্যবরেষু" "মহিমবরেষু" "মহিমার্ণবেষু" "প্রবলপ্রতাপেষু," প্রভৃতি পাঠ (জাতি ও মর্য্যাদানুসারে) লিখিতে হয়।

(g) পূজা, বিবাহ, শ্রাদ্ধ বা অন্যবিধ উৎসব উপলক্ষে নিমন্ত্রণ পত্র মুদ্রিত হয় *। শ্রাদ্ধাদি কার্য্যে অশৌচ অবস্থায় কাহাকেও প্রণামাদি জানাইবার রীতি নাই †। এরূপ স্থলে সর্ব্বশ্রেণীর সম্মান রক্ষা হয় এরূপ পাঠ নির্ব্বাচন করা আবশ্যক। সম্পর্ক নির্ব্বিশেষে অন্যবিধ পাঠ আবশ্যক হইলে, এই মুদ্রিত পত্রেই তাহা দেওয়া যায়।

শ্রীশ্রী৺রথযাত্রা।

* যথাবিহিত সম্মানপুরঃসর নিবেদন মিদং—

আগামী ১৪ই আষাঢ় রবিবার শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের প্রথম রথযাত্রা হইবে। ২২শে আষাঢ় সোমবার পুনঃযাত্রা পর্য্যন্ত মন্দিরে উৎসবাদি হইবে। অতএব মহাশয় সবান্ধবে উক্ত নয় দিবস শ্রীশ্রী৺জগন্নাথদেবের মন্দিরে উপস্থিত হইয়া দর্শনাদি দ্বারা কৃতার্থ করিবেন।

কোন্নগর
৬ই আষাঢ়, ১৩২৭।

বিনয়াবনত,
শ্রীরামকৃষ্ণ দাস।

৺গঙ্গা।

সময়োচিত নিবেদনমিদং—

বিগত ২৯শে ফাল্গুন শুক্রবার তারিখে আমাদের পরমারাধ্যা মাতাঠাকুরাণীর ৺লাভ হইয়াছে। তদুপলক্ষে আগামী ২৯শে চৈত্র রবিবার তাঁহার আদ্যকৃত্য হইবে। অতএব মহাশয় সবান্ধবে নিম্নলিখিত দিবসে মঙ্গলবাধান ভবনে শুভাগমনপূর্ব্বক শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সুসম্পন্ন করাইয়া বাধিত করিবেন। পত্রদ্বারা নিমন্ত্রণ করিলাম, ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন। ইতি—

২৯শে চৈত্র রবিবার (১১ই এপ্রেল) প্রাতে সভারোহণ ও আদ্যশ্রাদ্ধ।
৩০শে „ সোমবার ১২ই „ মধ্যাহ্নে ব্রাহ্মণ ভোজন, রাত্রে জলপান।
৩১শে „ মঙ্গলবার ১৩ই „ নিমন্ত্রিত, জ্ঞাতি ও কুটুম্বাদি ভোজন।

ভাগ্যহীন—

মঙ্গলবাধান (যশোর)
১৫ই চৈত্র, ১৩২৬।

গণেশচন্দ্র ঘোষ
মহিমচন্দ্র ঘোষ

(h) নিম্নপদের বা অধীনস্থ লোককে "সদাশয়েষু" "সুচরিতেষু" অথবা "সুপ্রতিষ্ঠেষু" লিখিতে হয়।

[IV] বিষয় (গর্ভ)

পত্র মধ্যে যাহাতে পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য থাকে এবং বর্ণনাশুদ্ধি ও গ্রাম্যতা দোষ হয় তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়া চলিত বাঙ্গালায় মনোভাব লিখিতে হয়। অর্থান্তর ঘটে ঐরূপ অপ্রচলিত শব্দ প্রয়োগ করিবে না। *

[V] স্বাক্ষরের পূর্ব্বে স্বীয় বিশেষণ—

(a) চিহ্নিতে—"সেবক" "সেবকানুসেবক" "সেবকাধম" কিংবা "প্রণত" "পদানত" "দাসানুদাস" ও "আশীর্ব্বাদাকাঙ্ক্ষী" ইহার যে কোন একটি বিশেষণ দিয়া স্বাক্ষর করিবে।

(b) চিহ্নিতে—"প্রণত" "অনুগত" "বাধ্য" ও "বিনীত" প্রভৃতি।

(c) চিহ্নিতে—"আশীর্ব্বাদক" "কল্যাণার্থী" ও "শুভার্থী" প্রভৃতি বিশেষণের যে কোন একটি দিয়া স্বাক্ষর করিতে হয়। কেহ কেহ ইহা নিম্নভাগে না করিয়া উপরিভাগে বা বামপার্শ্বে করিয়া থাকেন।

(d) চিহ্নিতে—"ত্বদীয়" "তোমারই" প্রভৃতি বিশেষণ।

(e) চিহ্নিতে—"অনুগত" "বশংবদ" "ভবদীয়" "নিবেদক" ও "বিনয়াবনত" প্রভৃতি।

(f) চিহ্নিতে—"অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী" "চিরানুগত" "প্রতিপাল্য" "বশংবদ ভৃত্য" ও "কৃপাভিখারী" প্রভৃতি।

* কেহ কেহ সাধু শব্দ প্রয়োগ করিতে গিয়া বিভক্ত্যাদি দোষ ঘটাইয়া থাকেন। যথা :—"অত্র স্কুলের ছাত্রগণকে" লিখিয়া বাসেন। স্কুলের ষষ্ঠ্যান্ত বিভক্তি, তাহার বিশেষণ "অত্র" সপ্তম্যান্ত। ইহা অপ-প্রয়োগ। এ স্থলে "এই স্কুলের ছাত্রগণকে" লিখিতে হইবে।

(g) চিহ্নিতে—"বাধ্য" "অনুগত" "বিনয়াবনত" "নিবেদক" অথবা সম্পর্কানুসারে উপরোক্ত যে কোন একটি বিশেষণ দিতে হয়।

[h] চিহ্নিতে—"শুভানুধ্যায়ী," "শুভাকাঙ্ক্ষী" ও "হিতৈষী" প্রভৃতি যে কোন একটি বিশেষণ দিয়া স্বাক্ষর করিতে হয়।

[vi] শিরোনামা।*

(a) চিহ্নিতে—পরম পূজনীয় বা পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত……(নাম) মহাশয় শ্রীচরণ কমলেষু।

(b) চিহ্নিতে—পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত (নাম) মহাশয় শ্রদ্ধাস্পদেষু।

(c) চিহ্নিতে—পরম কল্যাণীয় শ্রীমান্ (নাম) দীর্ঘায়ুনিরাপৎসু।

(d) চিহ্নিতে—প্রিয়বর শ্রীযুক্ত (নাম) প্রিয়বরেষু।

(e) চিহ্নিতে—মাননীয় শ্রীযুক্ত (নাম) মহাশয় মান্যবরেষু।

(f) চিহ্নিতে—মহামহিম শ্রীযুক্ত (নাম) মহাশয় সমীপেষু।

(g) সম্পর্ক, জাতি ও পদমর্য্যাদা বিচারে উপরোক্ত পাঠ হইতে উপযুক্ত পাঠ নির্ব্বাচন করিবে।

(h) চিহ্নিতে—সুপ্রতিষ্ঠ শ্রীযুক্ত (নাম) সুপ্রতিষ্ঠেষু।

সরকারী পত্র। (Official Letter).

আবেদন (দরখাস্ত) রিপোর্ট বা কোন বিষয়ের উত্তর প্রদান করা প্রভৃতি কার্য্য সরকারী পত্রের বিষয়। ভদ্রভাবেও বিনয়ের সহিত প্রকৃত ঘটনা বা অবস্থা প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিতে হয়। এই পত্রে তোষামোদ কি কোনরূপ আত্মীয়তা প্রকাশ করিতে হয় না। কোনরূপ স্বাধীন ভাব দেখানও কর্ত্তব্য নহে।

* নাম লিখিয়া "সম্পর্ক" বা "পদের" উল্লেখ করিলে ভাল হয়।

† জাতি ও মর্য্যাদানুসারে মাননীয় বা সম্ভব হইলে উপরোক্ত যে কোন পাঠও দেওয়া যাইতে পারে।

মুসলমানী পত্রলিখন-পদ্ধতি *।

পিতা-মাতা প্রভৃতি গুরুজনদিগকে পত্র লিখিতে হইলে সাধারণতঃ "আদাব তস্‌লীমাত হাজার হাজার পাক মোবারক জনাবে পৌঁছে, বাদ আরজ" বলিয়া আরম্ভ করিতে হয়। পুত্রকন্যা প্রভৃতি স্নেহভাজনদিগকে পত্র লিখিতে হইলে সচরাচর "দোয়া বহুত বহুত পরে সমাচার" বলিয়া আরম্ভ করিবার রীতি প্রচলিত আছে। বন্ধু-বান্ধব বা সমবয়স্কদিগের নিকট পত্র লিখিতে হইলে—"বাদ সালাম মস্‌নুন" বলিয়া আরম্ভ করিতে হয়।

বর্ত্তমান সময় মুসলমান সমাজে বাঙ্গালা ভাষার চর্চ্চা বৃদ্ধি হওয়ায় "আদাব", "দোয়া" ও "সালামের" সহিত বাঙ্গালা বিশেষণ যোগ করিয়া পত্র লিখিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। যথা:—পিতা-মাতার নিকট "সংখ্যাতীত আদাব" বা "ভক্তিপূর্ণ আদাব অন্তে আরজ।" অন্যান্য গুরুজনের নিকট "বিনীত আদাব গ্রহণ করিবেন"—পুত্র-কন্যার নিকট "স্নেহপূর্ণ দোয়া জানিবে" বা "স্নেহাশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিবে" এবং বন্ধু বান্ধব ও সমবয়স্কগণের নিকট "প্রীতিপূর্ণ সেলাম গ্রহণ করিবেন" ইত্যাদি।

পত্র আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে কখন কখন সম্বোধন সূচক বাক্যও ব্যবহার করা হইয়া থাকে; যথা—পিতাকে "আলিজনাব আব্বাজান" বা "মহামান্য বাপজান" মাতাকে "মহামাননীয়া মা" পুত্রকে "পরম স্নেহভাজন" কন্যাকে "স্নেহের খায়রন-নেছা" প্রভৃতি। পত্রের শেষে নাম লিখিবার সময়ে নামের উপরে গুরুজনের পক্ষে "খায়ের-খাহী" "শুভাকাঙ্ক্ষী" ও "কল্যাণকামী" প্রভৃতি এবং কনিষ্ঠদের পক্ষে "ফিদ্‌বী" "খাকছার" "দোয়াপ্রার্থী", স্নেহাকাঙ্ক্ষী" ও "স্নেহের" প্রভৃতি লিখিবার

* মৌলবী মোহাম্মদ আবদুল হাকিম সাহেব কর্ত্তৃক লিখিত।

নিয়ম আছে। বন্ধুবান্ধবের নিকট "আপনার" "আপনার চিরপ্রিয়" প্রভৃতি লেখা হইয়া থাকে।

শিরোনামায় পিতামাতার নামের উপরে "আরজ দস্ত বখেদ্‌মত" "বজনাবে আলিশান" বা "আলিজনাব" প্রভৃতির কোন একটা লিখিয়া শেষে "জনাবেষু" বা "খেদ্‌মতেষু" প্রভৃতি লিখিতে হয়। ঐরূপ শিরো-নামায় পুত্র কন্যাকে "নূরে-চশ্‌ম" "ছাদতমন্দ" এবং বন্ধুবান্ধবগণকে "মেহেরবান" "বেরাদারে কদরদান" লিখিতে হয়। বর্ত্তমান সময়ে অনেকে ঐ সকল পদের পরিবর্ত্তে বিশুদ্ধ বাঙ্গালা পদও ব্যবহার করিয়া থাকেন। যথা—"পরম ভক্তিভাজন"—"ভক্তিভাজনেষু", "স্নেহাস্পদ" 'স্নেহাস্পদেষু" "প্রিয়তম"—"প্রিয়তমেষু", "সুহৃদ্‌বর" "সুহৃদ্বরেষু" ইত্যাদি।

চাচা-চাচী, ফুফা-ফুফু, মামা-মামী, খালু-খালা প্রভৃতি গুরুজনদিগকে পত্র লিখিতে হইলে পিতামাতার ন্যায় পাঠ লিখিতে হইবে। ঐরূপ ভ্রাতুষ্পুত্র, ভ্রাতুষ্পুত্রী, ভাগিনেয়, ভাগিনেয়ী প্রভৃতিকেপত্র লিখিতে পুত্র-কন্যার পত্রের ন্যায় পাঠ লিখিতে হয়।

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিকট পত্র লিখিতে সম্মানবাচক পদ ব্যবহার করিবে যথা—"আলিজনাব" "মহামাননীয়" বা "ভক্তিভাজন ভ্রাত," বলিয়া সম্বোধন, "আদাব তস্‌লীমাত" যোগে পত্র আরম্ভ এবং "আরজ দস্ত বখেদমত" বলিয়া শিরোনামা লিখিবে। কনিষ্ঠ ভ্রাতার নিকট পত্র লিখিতে স্নেহজ্ঞাপক পদ ব্যবহার করিবে; যথা—সম্বোধনে "স্নেহাস্পদ ভ্রাতঃ!" আরম্ভে "স্নেহপূর্ণ দোয়া" এবং শিরোনামে "ব্রাদার আজিজুল কদর" বা "পরম স্নেহাস্পদ" ইত্যাদি।

পরিচিত অপরিচিত সমস্ত মুসলমানকেই পরস্পর "সালাম" যোগে পত্র লিখিতে হয়; যথা:—"আস্‌-সালাম আলায়কুম ও রহমাতুল্লাহে

আবরাকাডোহ” বাদ আরজ প্রভৃতি। এই পাঠটি সর্ব্বসাধারণের নিকট এমন কি, পিতাপুত্র পরস্পরের মধ্যেও চলিতে পারে।

Exercise.

1. নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অবলম্বন করিয়া, উপযুক্ত পাঠ ও শিরোনামাদি দিয়া পত্র লিখ।

(a) তুমি কলিকাতা কি ভাবে আছ, পাঠের কিরূপ সুবিধা হইতেছে এবং কোন সময়ে বাড়ী যাইবে তৎসম্বন্ধে মাতার নিকট।

(b) তোমার বাড়ীতে দুর্গোৎসব—বন্ধুকে এবং তোমার কনিষ্ঠ পিসতাতু ভাই ও জ্যেষ্ঠ ভগ্নি-পতিকে নিমন্ত্রণ পত্র দাও।

(c) আমতা স্কুলে হেড্‌মাষ্টারের পদ শূন্য, ঐ পদের নিমিত্ত একখানা আবেদন পত্র লিখ।

(d) তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে তুমি যে বিদ্যালয় অধ্যয়ন কর ঐ বিদ্যালয়ের স্থানীয় অবস্থা ও তোমার স্বাস্থ্যাদি সংবলিত একখানা পত্র লিখ।

2. নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের নিকট এক একখানি পত্র লিখ, প্রত্যেক পত্রে তোমার ইচ্ছামত ৩।৪টি সংবাদ থাকিবে।

পিতা, মাতুল, খুল্লতাত, শিক্ষাগুরু, পুরোহিত, সংবাদপত্রের সম্পাদক।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

বাক্য-রচনা।

১। বাক্যের অন্তর্গত পদ সমূহের যথা নিয়মে স্থাপনকে বাক্য রচনা (construction of sentences) কহে।

২। বাক্যের অন্তর্গত এক একটি পদ তাহার এক একটি অঙ্গ (element)। প্রত্যেক বাক্যে অন্ততঃ একটি কর্তৃপদ (nominative) ও একটি সমাপিকা ক্রিয়া (finite verb) থাকা চাই; যথা:— তিনি আসিলেন, আমি বলিলাম, রাম লিখিতেছে।

৩। সমাপিকা ক্রিয়া বিহীন অসম্পূর্ণ ভাব প্রকাশক পদ সমূহকে বাক্যাংশ (phrase) কহে, যথা:—"সৈন্যদিগকে সম্মুখ যুদ্ধ করিতে—।"

৪। বাক্যে কখন কখন কর্তৃপদ, কখন ক্রিয়া, কখন বা কর্ম্মপদ উহ্য থাকে। যথা—স্কুলে যাও নাই? - এখানে "তুমি" কর্তৃপদ। "গোপাল এখন বিদ্যালয়"। এখানে "গিয়াছে" ক্রিয়া পদ। "আমাকে দাও"— এখানে পুস্তক বা অন্য কিছু কর্ম্ম উহ্য আছে।

৫। বাক্যমধ্যে একাধিক কর্তৃপদ থাকিয়া যদি উহা বিভিন্ন পুরুষের হয় তবে প্রথমে নাম ও শেষে উত্তম পুরুষ হইবে এবং ক্রিয়াপদ উত্তম পুরুষের অনুযায়ী থাকিবে; যথা:—গোপাল ও আমি যাইব; গোপাল ও তুমি আসিবে; গোপাল, তুমি ও আমি যাইব *।

৬। সচরাচর বাক্যের প্রথমে কর্তৃপদ ও সর্ব্বশেষে ক্রিয়াপদের

* বাক্য মধ্যে মধ্যম ও প্রথম পুরুষ এক ক্রিয়ার কর্তা হইলে মধ্যম পুরুষের ক্রিয়া হইবে।

প্রয়োগ হয়। যথা :—"প্রতিহারী ধৃতরাষ্ট্রের আদেশে সভা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া পাঞ্চালরাজপুরোহিতকে সঙ্গে করিয়া পুনরায় উপস্থিত হইল।" (ভীষ্মচরিত—রজনী)

(ক) "অনেক সময় ইহার ব্যতিক্রমও লক্ষিত হইয়া থাকে, যথা :— "এইরূপ বিলাপ ও অশ্রুমোচনের পর রাম পুনরায় বলিতে লাগিলেন।" (সীতার বনবাস)

(খ) ক্রিয়া পদে জোর দিতে হইলে কিংবা প্রশ্ন বোধক বাক্য হইলে কোন কোন সময় বাক্যের প্রথমেই ক্রিয়াপদ স্থাপিত হয়। যথা :— "তোমার না আছে বুদ্ধি না আছে বিবেচনা।"

৭। সকর্ম্মক ক্রিয়ার পূর্ব্বে কর্ম্মপদ স্থাপন করিবে যথা :—"হরি পুস্তক আনিয়াছে।" দ্বিকর্ম্মক ক্রিয়ার অব্যবহিত পূর্ব্বে গৌণকর্ম্ম প্রযুক্ত হয়। যথা :—"শিক্ষক ছাত্রকে উপদেশ দিলেন।"

৮। অধিকরণ—যাহার অধিকরণ তাহারই পূর্ব্বে স্থাপিত হয়, যথা :—"গর্ত্তে সাপ আছে।"

৯। বাক্য মধ্যে করণ পদ থাকিলে তাহা কর্ম্মের পূর্ব্বে স্থাপন করিতে হয়, যথা—কুঠার দ্বারা বৃক্ষ ছেদন করিতেছে।

১০। ক্রিয়ার বিশেষণকে ক্রিয়ার অব্যবহিত পূর্ব্বে স্থাপন করিতে হয়, যথা :—"ধীরে চল"; "শীঘ্র দাও।" কোন কোন স্থলে এরীতির ব্যাভিচারও দৃষ্ট হইয়া থাকে, যথা :—"সহসা তাহাকে বেষ্টিত করিল।"

১১। সর্ব্ব প্রথমে সম্বোধন পদ বসাইতে হয়, যথা :—"হে শিশুগণ! তোমরা মন দিয়া লেখা পড়া করিবে"; "নবীন! তোমার শরীর কেমন আছে?" স্থানে স্থানে ইহারও ব্যভিচার হইয়া থাকে যথা :—"দেখ যতীন্, কাল তুমি স্কুলে আসিলেনা কেন হে?"

১২। সম্প্রদানকে কর্ত্তৃপদের পরে এবং কর্ম্ম পদের পূর্ব্বে বসাইতে

হয়, যথা :—"রমেশ বাবু তাঁহার মাতৃশ্রাদ্ধে দরিদ্র দিগকে বস্ত্রদান করিয়াছেন।"

১৩। বিশেষণ পদ :—যাহার বিশেষণ তাহার পূর্ব্বে স্থাপন করিতে হয়, যথা :—"তিনি অদম্য উৎসাহ ও অসাধারণ চেষ্টাবলে সেই বিষম শত্রু সমূলে নির্ম্মূল করিয়াছেন।"

১৪। অনেক সময় বিশেষণের আধিক্য প্রতিপাদনার্থ সর্ব্বনামের বিশেষণ পদ পরে স্থাপিত হইয়া থাকে, যথা :—
"বিদ্যাসাগর যেমন দয়ালু তেমনই উদারচেতা ব্যক্তি ছিলেন।"

১৫। সমস্ত পদের বিশেষণ তাহার কোন অংশের লিঙ্গ প্রাপ্ত হইতে পারেনা। যথা :—"গুণবতী নারী সমূহ" ইহা অপ প্রয়োগ।"

১৬। কর্ত্তৃপদের বহু বিশেষণ পদ দিলে, শ্রুতিকটু দোষ হয়, যথা :— "পিতৃভক্ত, ভ্রাতৃবৎসল, প্রজারঞ্জক রামচন্দ্র অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন।" এস্থলে একটি বিশেষণ দিলেই সুন্দর হইত।

১৭। কতকগুলি বস্তু বা ব্যক্তির নাম করিতে হইলে অল্পাক্ষর যুক্ত নাম পূর্ব্বে উল্লেখ করিতে হয়, যথা :—চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র; রাধা কৃষ্ণ; কৃষ্ণ, জগন্নাথ।" "রাম, যদু, গোপাল ও সত্যেন্দ্র।"

প্রবন্ধ রচনা।

১। বিভিন্ন লোকের লিখন ভঙ্গি (ভাষার রীতি) বিভিন্ন প্রকার হইয়া থাকে। কালী প্রসন্ন ঘোষের ভাষার রীতি (Style) বিদ্যাসাগর বা অক্ষয় দত্তের ভাষার রীতির সঙ্গে ঐক্য হয় না। বঙ্কিম বাবুর লিখন ভঙ্গি রমেশ বাবুর কিংবা রবি বাবুর সহিত এক করা যায় না। এই লিখন ভঙ্গি শিক্ষা করিবার নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন লেখকের লেখা পাঠ করা আবশ্যক।

২। প্রবন্ধ রচনা করিবার পূর্ব্বে, যে বিষয় রচনা করিবে, সেই বিষয় চিন্তা করিয়া দেখিবে, তাহাতে কোন্ কোন্ বিষয় সন্নিবিষ্ট হইবে। তাহার পর কোন্ বিষয়ের পর কোন্ বিষয় বা প্রস্তাব স্থাপন করিতে হয়, তাহা (Points) লিখিয়া লইবে। প্রস্তাব গুলি পৃথক্ পৃথক্ অনুচ্ছেদে (Para) লিখিতে হইবে। প্রস্তাব বড় হইলে একাধিক অনুচ্ছেদে বিভক্ত করিতে পারিবে।

৩। ভাষা যাহাতে সরল ও স্পষ্ট হয় তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে। দ্ব্যর্থ, দুর্ব্বোধ, অপ্রচলিত বা অল্প প্রচলিত শব্দ ব্যবহার করিবে না। দীর্ঘসমাসযুক্ত পদ প্রয়োগ ভাল নয়।

৪। উপমা এবং প্রয়োজনানুসারে সুদৃষ্টান্ত দিয়া রচনা শ্রুতি মধুর করিতে চেষ্টা করিবে বটে কিন্তু কেবল উপমায় পূর্ণ ও পুনঃ পুনঃ দৃষ্টান্ত দিবেনা। অসার শব্দাড়ম্বর দ্বারা রচনা দীর্ঘ করিবেনা।

৫। সরলতা ও স্পষ্টতার সহিত ভাষার সৌন্দর্য্য মিশাইতে হইবে। সুললিত পদের বিন্যাসই ভাষার সৌন্দর্য্য।

৬। প্রবন্ধটি কোন্ ভাষায় লিখিলে স্পষ্ট ও সুন্দর এবং ভাব পরিব্যাপ্ত হয় তাহাও পূর্ব্বে চিন্তা করিয়া লইবে। যদি কথিত ভাষায় স্পষ্ট ও সুন্দর হয়, তবে উচ্চ ভাষার আবশ্যক নাই। আবার যদি সংস্কৃত ভাষায় সৌন্দর্য্য রক্ষা পাইয়া ভাব পরিব্যাপ্ত হয়, তবে তাহাই করিবে। আবশ্যক হইলে আরও উচ্চ ভাষা ব্যবহার করিতে পার, কিন্তু নিষ্প্রয়োজনে কখনও উচ্চ ভাষা ও কঠিন শব্দ ব্যবহার করিও না।

৭। বিষয়ের লঘুত্ব ও গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া বাক্য মধ্যে ক্ষুদ্র ও দীর্ঘ পদ ব্যবহার করিবে। কিন্তু দীর্ঘ সমাসবদ্ধ সংস্কৃত মূলক শব্দের সহিত প্রাকৃত শব্দের ব্যবহার করিবে না। যথা :—"আমি প্রজা রঞ্জনানুরোধে মরিতেও পারি।"

৮। সংস্কৃত ও প্রাকৃত শব্দে সমাস বা সন্নিধি হইলে রচনা দুষ্ট হয়। যথা :—গৃহসাজ বা ঘর সজ্জা না হইয়া গৃহসজ্জা বা ঘরের সাজ হইবে, শ্বেত কাপড় বা শাদা বস্ত্র না হইয়া শ্বেত বস্ত্র বা শাদা কাপড় হইবে; রক্ত ফুল না হইয়া লাল ফুল বা রক্ত পুষ্প হইবে। এইরূপ পদ বিন্যাসের রীতি অনুসারে শব্দ যোজনা করিতে হয়।

৯। বিশেষ্য পদ বিশেষণ রূপে ও বিশেষণ পদ বিশেষ্যরূপে ব্যবহৃত না হয়, তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে। যথা :—

"তিনি সন্তোষ হইলেন" এরূপ না হইয়া তিনি "সন্তুষ্ট হইলেন" হইবে।

উপযুক্ত স্থানে যথাযোগ্য অব্যয় প্রয়োগ করিবে। বহু পদ বা বহু বাক্য একত্র যোগ করিতে হইলে শেষপদ বা বাক্যের পূর্ব্বে সমুচ্চয়ার্থক অব্যয় স্থাপন করিবে। যথা :—কালী, কলম ও কাগজ।

মনের ভাব সংক্ষেপে প্রকাশ করিবে। ভাষা ভাব ও যুক্তির সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার জন্য সর্ব্বত্র চেষ্টা করিবে। যেরূপ ভাষা ও ভাব অবলম্বনে প্রবন্ধ আরম্ভ করিবে, সেইরূপ ভাষা ও ভাব ঠিক রাখিয়া প্রবন্ধ শেষ করিবে। সারগর্ভ প্রয়োজনীয় বিষয় বর্ণাশুদ্ধি হীন ও ব্যাকরণ দোষ শূন্য করিতে চেষ্টা করিবে। যে সকল পদে সন্ধি ও সমাস করা যায়, শ্রুতি কটু না হইলে তাহাদের সন্ধি ও সমাস করিতে পার। ক্রিয়ার বিশেষণ ব্যতীত অন্য স্থলে সমাস করিলে শ্রুতি কটু দোষ হয় না।

কোন বাক্য সরল ভাষায় লিখিতে হইলে উহার সমস্ত পদ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সরল শব্দে লিখিতে হইবে। অপর ভাষার শব্দ থাকিলে, তাহা প্রচলিত বাঙ্গালা প্রতিশব্দ দিয়া লিখিতে হয়। যথা :—

(১) "আর অমূলক বাক্য ব্যয় না করিয়া মদীয় সমভিব্যাহারে গমন করুন।" (সাহিত্য চন্দ্রিকা)

সরল—"আর বৃথা কথা না বলিয়া আমাদের সঙ্গে চলুন।"

(৬) অপর ভাষা—"আমলাগণকে খবর দাও।"

সরল—"কর্ম্ম চারিগণকে সংবাদ দাও।"

শান্ত ও করুণ রসাত্মক প্রবন্ধে শ্রুতি সুখকর প্রাঞ্জল শব্দ ব্যবহার করিবে। বীর, বিভৎস ও রৌদ্ররসে দীর্ঘ সমাসবহুল পদ বিন্যাস করিলে ভাল হয়।

মাধুর্য্য, লালিত্য, প্রাঞ্জল, ওজস্বিতা ও সুকুমারতার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া রচনা করিবে। এই সকল বিষয়ের অভাব হইলে রচনা হৃদয় গ্রাহিণী হয় না।

প্রবন্ধ বিভাগ।

একাধিক ভাব লইয়া এক একটি প্রবন্ধ গঠিত হয়। কোন বিষয় সম্বন্ধে কতিপয় বাক্য রচনা করিতে হইলে, রচিত বাক্য সকল সেই বিষয় সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন ভাব প্রকাশ করিয়া থাকে। উহার এক একটি ভাব পরিপুষ্ট করিলেই এক একটি অনুচ্ছেদ গঠিত হয়।

একটি সারগর্ভ বাক্যকে পরি-বর্দ্ধিত করিয়া দীর্ঘ প্রবন্ধে পরিণত করা যায়।

প্রবন্ধের বিষয়গুলি প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত; যথা—[1] বিবৃতি বা বর্ণনা প্রধান [2] কাহিনী বা বৃত্তান্ত প্রধান [3] পর্য্যালোচনা বা বিচারপ্রধান।

বিভিন্ন শ্রেণীর প্রবন্ধ বর্ণনীয় বিষয় (Points) নির্দ্দেশ।

(1) বর্ণনা প্রধান (Descriptive essays)।

1. প্রাণী (Animal) Hints :—(a) শ্রেণী ও জাতি (species) (b) আকার (formation) (c) জন্মস্থান (place of brith) (d) কত দিন গর্ভ ধারণ ও জাতক সংখ্যা (e) প্রকৃতি (nature) (f) জীবিত সময় (g) শক্তি (strength) (h) মাংসাশী কি উদ্ভিদ্ ভোজী (i) গ্রাম্য কি বন্ত ? বন্ত হইলে পোষ মানে কি না ? এবং কত দিনে পোষ মানে (j) মানুষের উপকারী কি অপকারী ? কি কি উপকার বা অপকার ? চরিত্র, বুদ্ধি এবং তৎ সংক্রান্ত কোন গল্প (l) উপসংহার (conclusion).

2. স্থান (Place) Hints —(a) স্থানের নাম, (নামের সহিত কোন ঐতিহাসিক বা কিংবদন্তী (Story) থাকিলে তাহার উল্লেখ, অবস্থিতি (প্রদেশ ও জেলার নাম) নদী বা সমুদ্রতীর অথবা সমতল ক্ষেত্র)। (b) আয়তন, (দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও ক্ষেত্রফল) (c) লোক সংখ্যা ও তাহাদের জাতি, বর্ণ, ব্যবসায়, আচার-ব্যবহার এবং কোন্ জাতীয় লোকের শ্রীবৃদ্ধি ও প্রাধান্ত (d) জল, বায়ু (স্বাস্থ্য) (e) স্থানীয় বিশেষ বিবরণ (f) রাস্তা, সেতু (বিদ্যালয়, ঔষধালয়, হাট বাজার, মন্দির, রেলওয়ে প্রভৃতি এবং উৎপন্ন, প্রাপ্তব্য বা দ্রষ্টব্য বস্তু ও তাহার বিবরণ, কোন্ কোন্ কারণে প্রসিদ্ধ ?

3 উদ্ভিদ্ (Plants) Hints —(a) উৎপত্তি (b) জাতি ও শ্রেণী বিভাগ (c) বীজ বা কলমে জন্ম (d) দেশজ বা ভিন্ন দেশজাত (Indigenous or foreign) (e) আকার ও অবয়ব, নৈসর্গিক শোভা (Natural grandeur) (f) উপকারিতা ছায়া (পক্ষীর আশ্রয়, ফল ও তাহার উপকারিতা, জ্বালানী ও গৃহ নির্ম্মাণ, কাঠ, বায়ু হইতে কার্ব্বণ গ্রহণ ও অম্লজান, (Oxygen) ত্যাগ।

4. বস্তু (Objects) Hints :—(a) উৎপত্তি (origin) (b) কৃত্রিম কি স্বভাবজাত (c) আকৃতি (Shape) ও বর্ণ (Colour) (d) গুণ ও দোষ এবং দোষ নিবারণের উপায় (e) কি কি প্রয়োজনে লাগে (f) উপসংহার।

5. কাল (Time) Points :—দিবস, রজনী, প্রভাত, মধ্যাহ্ন, সন্ধ্যা, অথবা ঋতু (গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্ত) প্রভৃতি কোন এক বিষয়ের বর্ণনায় স্বাভাবিক অবস্থা—জল, বায়ু, স্বাস্থ্য, কোন্ কোন্ উদ্ভিদ্ বা প্রাণীর উন্নতি বা অবনতি (b) প্রাণিগণের খাদ্য ও অবস্থা, এবং সুবিধা ও অসুবিধা (c) কৃষি ও বাণিজ্য (d) উপসংহার।

কাহিনী বা বৃত্তান্ত প্রধান

1. জীবনচরিত (Biography) Hints (a) জন্ম স্থান ও সময় (b) পরিচয়—পিতার নাম, মাতা, সহোদর সহোদরা, শৈশবসঙ্গী, বিদ্যাশিক্ষা, বাল্য ও যৌবন-

কাল ঘটিত বিশেষ ঘটনা, ও পল্লী বিষয়ক বিবরণ (c) চরিত্র (d) জীবনের প্রধান প্রধান কার্য্য ও উন্নতি অবনতির কারণ (e) মৃত্যু—সময়, স্থান, কারণ, অবস্থা।

2. ভ্রমণ (Travel) points :—(a) যাত্রা ও সময় (b) পদব্রজে কি যানে (c) কোন্ কোন্ স্থানের কিরূপ দৃশ্য (d) স্থানীয় নদ, নদী, লোক, স্বাস্থ্য ও খাদ্যবস্তু (e) ভ্রমণের বিশেষ বিবরণ (f) উপসংহার।

3. ঐতিহাসিক (Historical) points :—(a) ঘটনা (b) স্থান ও কাল (c) কারণ (d) বিবরণ (description) (e) পরিণাম ( ) (f) উপসংহার।

4. সাময়িক (Natural) points :—আগ্নেয়গিরি, ভূমিকম্প, জলস্তম্ভ, ঝটিকাবর্ত্ত প্রভৃতির কোন এক বিষয়ের বর্ণনা। Hints—(a) কারণ, স্থান ও সময় (b) সূচনা, গৌণও মুখ্য কারণ (c) কার্য্য ও প্রভাব (d) স্থায়িত্বকাল (e) উপকার ও অপকার (f) উপসংহার।

পর্য্যালোচনা বা বিচার প্রধান (reflective).

(1) গুণ—points—(সত্যবাদিতা, পরিচ্ছন্নতা, অধ্যবসায়, ধৈর্য্যতা, একতা, ক্ষমা, অতিথিসৎকার প্রভৃতি কোন এক বিষয় লিখিতে হইলে) Hints (a) কি গুণ ও তাহার লক্ষণ (b) স্বভাবসিদ্ধ কি অভ্যাসায়ত্ব অথবা অবস্থাসাপেক্ষ (c) দৃষ্টান্ত ও উপসংহার।

(2) নীতি—points (a) লক্ষণ ও ব্যাখ্যা (b) প্রকার ভেদ (c) উপকারিতা ও অপকারিতা (d) স্থান ভেদে পরিবর্ত্তন (e) দৃষ্টান্ত (f) উপসংহার।

Descriptive Subjects.

প্রাণীবিষয়ক (on animate objects).

গৃহপালিত পশু (অশ্ব, গো, বলদ, কুকুর ও বিড়াল) (Matric. Exm. 1914…1920).

গো-জাতি (The Cow) Hints :—(ii) আকৃতি (দেহপরিমাণ, কর্ণ, পদ, পুচ্ছ, বর্ণ, মুখ, দন্ত, খুর, শৃঙ্গ, গলকম্বল, ঝুঁটি, চমরী (ii) স্বভাব (শান্ত, প্রতিপালকের অনুগত, সন্তানবাৎসল্য, ঘ্রাণশক্তি প্রবল (iii) আহার (তৃণ ভোজী, রোমন্থনকারী) (iv) জীবনকাল ও সন্তান প্রসব (২০।২৫ বৎসর বাঁচে, দশ মাস গর্ভ ধারণ করিয়া একটি সন্তান প্রসব করে (v) উপকারিতা (দুগ্ধ ও তাহার উপকারিতা, দুগ্ধে প্রস্তুত দ্রব্য-সমূহ, বলদ গরুর কার্য্য, উপকারিতা, গোবরে ঘুঁটে, জমির সার, চর্ম্মে ঘোড়ার সাজ, জুতা, খুর ও শৃঙ্গে শিরীষ (vi) উপসংহার (হিন্দুরা গরুকে কিরূপ চোখে দেখেন, গরুর প্রতি কিরূপ ব্যবহার করা উচিত, গরু প্রতিপালনের নিয়ম প্রভৃতি।

১। গরু গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্তু। গরুর রঙ লাল, কাল, শাদা, মেটে প্রভৃতি নানা রকমের হইয়া থাকে।

২। গরুর শিং দুইটি, উহা খুব শক্ত; গরু উহা দিয়া গা চুলকাইয়া থাকে। গরু শত্রুকে আক্রমণ করিবার কালে মাথাটি নীচু করিয়া ধাবিত হয় এবং শত্রুকে মাটিতে ফেলিয়া শিং দিয়া দেহ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে। গরুর শিংএর পিছনে দুইটি কাণ। ঐ ভাবে কাণ থাকায় চোখে ছোট ছোট কীট পড়িতে পারে না।

৩। গরুর পায় খুর আছে, ঐ খুরের মধ্য চেরা। ছাগল, ভেড়া এবং হরিণের খুরও গরুর মত চেরা। কেবল ঘোড়া ও গাধার খুর চেরা নহে (তোমরা গরুর অন্যান্য অঙ্গ বর্ণনা কর)।

৪। গরু নিরামিষ (উদ্ভিদ) ভোজী। ইহারা লতা, পাতা, খড় খাইয়া জীবন ধারণ করে। কেহ কেহ গরুকে ভাত ও ফেন দিয়া থাকে। উহারা খাদ্য গিলিবার পূর্ব্বে চিবায় না। উহার পাকস্থলী পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত খাদ্যগুলি গিলিতে থাকে। তাহার পর বিশ্রামের সময় ঐ সকল খাদ্য একটু একটু বাহির করিয়া চিবায়। উত্তমরূপে চিবান হইলে পুনরায় গিলিয়া ফেলে। গরুর ঐরূপ খাদ্য বাহির করিয়া চিবানকে "জাবরকাটা" বলে। গরুর লেজ লম্বা। লেজের আগায় চামরের মত এক গোছা লোম আছে। উহারা ঐ লেজ দ্বারা গায়ের মশা, মাছি প্রভৃতি তাড়াইয়া দেয়।

৫। গাই আমাদিগকে দুধ দেয়। শিশুরা সেই দুধ পান করিয়া জীবিত থাকে। কেবল শিশু কেন—আমরা বড় হইয়াও সেই দুগ্ধ পান করি। রুগ্ন ব্যক্তির পক্ষে দুগ্ধ প্রধান পথ্য। দুধ হইতে দধি, ক্ষীর, ছানা, মাখন, সর, ঘি, সন্দেশ, রসগোল্লা ও পানতোয়া প্রভৃতি সুস্বাদু খাদ্য প্রস্তুত হয়।

৬। গরুর গোবরে ঘুঁটে হয়। যে স্থানে কাঠ পাওয়া যায় না, তথায়

ঘুঁটে দিয়া রান্নায় সাহায্য হয়। গোবর পচিয়া গেলেও কাজে লাগে। পচা গোবরে উত্তম সার হয়; এই সার জমিতে দিলে উত্তম ফসল জন্মে। গরুর চর্ম্মে ঘোড়ার সাজ ও জুতা এবং খুর ও শৃঙ্গে শিরিশ প্রস্তুত হয়।

(রক্ত ও অস্থিতে কি কি কার্য্য হয় এবং গরু দ্বারা আর কি কি উপকার হয় তাহা ছাত্রগণ পূরণ করিবে)।

৭। কৃষকেরা বৃষ ও বলদের সাহায্যে কৃষিকার্য্য করিয়া শস্য উৎপাদন করে। এই শস্যই মানবের জীবন। বৃষ ও বলদ শকটাদি বহন করিয়া বাণিজ্যের সহায়তা করে। কিন্তু আমাদের দেশের বলদ ক্রমেই দুর্ব্বল হইয়া যাইতেছে (বাকী অংশ পূরণ কর)।

৮। এ দেশের লোক গো-পালনে উদাসীন হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতেই গোবংশ দুর্ব্বল ও রুগ্ন হইতেছে। পূর্ব্বকালে লোকে যত্ন পূর্ব্বক গোপালন করিতেন। বিরাটরাজ, গোপরাজ নন্দ ও রাজর্ষি জনকের গোশালায় বহু সংখ্যক গো কিরূপ যত্নে প্রতিপালিত হইত, তাহা রামায়ণ ও মহাভারত পাঠেই অবগত হওয়া যায়। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে (ভাগলপুর, পাঞ্জাব প্রভৃতি) বলদ ও গাভী বৃহৎকায় ও বলশালী।

৯। পূর্ব্বে সকল গৃহস্থই স্বহস্তে গো-সেবা করিতেন। এক্ষণে লোকে শিক্ষিত হইয়া গো-সেবাকে ঘৃণা করেন।

(কিরূপে গো-সেবা করিতে হয় ছাত্রেরা পূরণ করিবে)।

2. অশ্ব (The Horse) points (i) আকৃতি, বর্ণ, পদ ও অখণ্ডিত খুর, পুচ্ছ, মুখ, দন্ত, তৃণভোজী (গরুর সহিত তুলনা) (ii) প্রকার ভেদ—(আরব, ইংলণ্ড, অষ্ট্রেলিয়া এবং মণিপুরী পার্ব্বত্য অশ্বের বিবরণ) (1) ভারবাহী (2) শকট চালক, ঘোড়দৌড় (3), শিকার (4) যুদ্ধকার্য্য (iii) স্বভাব ও গুণ, বল, বিক্রম, গতি, প্রভুভক্তি (প্রতাপসিংহের চৈতক) পুষিলে কিরূপ পোষ মানে, পুচ্ছ, মাংস, অস্থি, চর্ম্ম, লোম প্রভৃতির উপকারিতা (ফরাসী প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশীয় ও সংগ্রামস্থলে অশ্বের মাংস ভোজন, পুচ্ছের লোমে বেহালা প্রভৃতি বাদ্য-যন্ত্রের ছড়ি এবং ডাক্তারগণ দ্বারা রোগীর ছিন্ন চামড়া

সিলাই, চর্ব্বিতে সাবান, অস্থিতে ছুরির বাঁট, লোমে শয্যাদি, চর্ম্মেও কোন কোন দ্রব্য প্রস্তুত করা হয়)। (iv) গর্ভধারণ সময় ও সন্তান প্রসব এবং জীবিতকাল।

3. কুকুর (The Dog) Hints—(I) আকৃতি (বর্ণ, পদ, নখর, কর্ণ, পুচ্ছ, লোমশ বা লোমহীন, দেশভেদে ক্ষুদ্র বা বৃহৎ (ii) প্রকৃতি ও গুণ (প্রভুভক্ত, বিশ্বস্ত, চতুর, দক্ষ, পরিশ্রমী, সামান্য নিদ্রা, ঘ্রাণশক্তি প্রবল, প্রহরীর কার্য্যে পটু (iii) বন্য ও গ্রাম্য কুকুরের তুলনা, (বন্য কুকুর দল বাঁধিয়া ব্যাঘ্রও শিকার করিতে পারে) গ্রেহাউণ্ড কুকুর বৃহদাকার ও শিকারে পটু (iv) স্পেনিয়াল কুকুর বিনয়ী ও প্রভুভক্ত। ইহাদের লোম কোঁকড়া, লেজ চামরের মত। (iv) জীবিত কাল ও সন্তান সংখ্যা—(১৪।১৫ বৎসর বাঁচে, সন্তান সংখ্যা ৪।৫টি) <u>(একটি দেশী বা বিদেশী কুকুরের প্রতিরূপ কল্পনা করিয়া উপরোক্ত নিয়মে আকৃতি, প্রকৃতি পূরণ কর)।</u>

কুকুরের বুদ্ধি—"জনৈক রেলকর্ম্মচারীর একটি কুকুর ছিল। কুকুর সর্ব্বদাই তাঁহার সঙ্গে থাকিত। একদা কর্ম্মচারীটি লৌহবর্ত্মের উপরিভাগে ভ্রমণ করিতেছিলেন, কুকুরটিও সঙ্গে ছিল। সহসা একখানা রেলগাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল। কর্ম্মচারী সতর্ক ছিলেন, সুতরাং গাড়ী পঁহুছিবার পূর্ব্বেই রাস্তা পরিত্যাগ করিতে পারিলেন; কিন্তু কুকুর পলায়ন করিতে অসমর্থ হইয়া, পদচতুষ্টয় বিস্তার পূর্ব্বক তথায় শয়ন করিয়া রহিল। গাড়ী চলিয়া গেলে পর দেখা গেল, কুকুরের শরীরে একটুমাত্র ও আঘাত লাগে নাই।"

প্রভু-ভক্তি ও বুদ্ধি সম্বন্ধে দৃষ্টান্ত—"কোন ব্যক্তির একটি কুকুর ছিল। একদা রজনীকালে বাড়ীর সকলে ঘুমাইয়া আছেন, এমন সময় একটা প্রকাণ্ড সর্প ঘরের মধ্যে যাইতেছে, দেখিতে পাইয়া, কুকুর সাপটাকে আক্রমণ করিল। বিড়াল ও সাপে বিবাদ হয় বটে, কিন্তু কুকুর সাপের নিকট যায় না। কুকুরের অভ্যাস না থাকিলেও এস্থলে প্রভুর বিপদ্ দেখিয়া সাপটাকে তাড়না এবং প্রভুকে সাবধান করিবার নিমিত্ত চীৎকার করিতে লাগিল। কুকুরের চীৎকার ও সর্পের গর্জ্জনে গৃহস্বামীর নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি ঘটনা বুঝিতে পারিয়া

অন্য দরজা দিয়া বাহিরে আসিলেন এবং লোক সংগ্রহ করিয়া বহুকষ্টে সাপটাকে মারিয়া ফেলিলেন। যদি কুকুরটি ঐরূপ না করিত, তবে গৃহস্বামীর কি বিপদ্ ঘটিত!"

ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন রকমের কুকুর দেখিতে পাওয়া যায়। ইউরোপ অঞ্চলের কুকুরগুলির বুদ্ধিশক্তি সম্বন্ধে অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। উহারা ঘ্রাণশক্তিবলে চোর ও ডাকাত ধরিয়া দেয়। অনেক কুকুর যুদ্ধক্ষেত্রে থাকিয়া আহত সৈনিকদিগের নানা প্রকার উপকার করিয়া থাকে। ইহারা ঘ্রাণশক্তি দ্বারা শত্রু ও মিত্র চিনিতে পারে। কুকুর প্রভুর ইঙ্গিত বুঝিয়া অনেক কাজ করিয়া থাকে। প্যারিসের পুলিশ বিভাগে অনেক কুকুর পুলিশের সাহায্য করে। ইউরোপ এবং অন্যান্য সভ্য দেশে কুকুরের যত্ন করে বলিয়া তথায় ভাল ভাল কুকুর পাওয়া যায়। চীন ও জাপান দেশেও ভাল কুকুর দেখা যায়· ফ্রান্সের অনেক কুকুর জলেডোবা লোককে বাঁচাইয়া থাকে। এরূপ উপকারী ও প্রভুভক্ত কুকুরকে সকলেরই যত্ন করা উচিত (বুদ্ধি সম্বন্ধে অন্য যে সকল গল্প বা প্রবাদ জান তাহার ২।১টি এস্থলে বিবৃত কর)।

4. বিড়াল (The Cat) points—(i) সাধারণ বর্ণনা—মাংসাশী গৃহপালিত জন্তু। চিক্কণ কোমল লোমাবৃত সুন্দর দেহ, মস্তক ও বদন গোল, নেত্র পিঙ্গল বর্ণ, গ্রীবা ক্ষুদ্র, দন্ত ও নখর তীক্ষ্ণাগ্র, অন্ধকারে চক্ষের তারা উজ্জল হয় (ii) প্রকৃতি—সাহসী, বলিষ্ঠ কোপনস্বভাব, স্বার্থপর, লোভপরায়ণ, সুখপ্রিয় (পরিচ্ছন্ন ও কোমল শয্যায় থাকিতে চায়) ইঁদুর শিকারে পটু।

ব্যাঘ্র ও বিড়ালে তুলনা :—ব্যাঘ্র অপেক্ষা বিড়াল আকারে ক্ষুদ্র, কিন্তু দেহ, গঠন, প্রকৃতি, গমন ও শিকার উভয়েরই একরূপ।

বিড়ালের সন্তান ও জীবিত কাল।—দুই মাস গর্ভ ধারণ, ৩।৪টি সন্তান প্রসব, সযত্নে সন্তানকে স্তন্য পান ও ভয় প্রযুক্ত ঘন ঘন স্থান

পরিবর্ত্তন।—জীবনকাল (১০।১২ বৎসর, বন্য বিড়াল আরও অধিক সময় বাঁচে, ইহারা অতি হিংস্র, নখর ও দন্তের সাহায্যে শত্রু বধ করিতে চেষ্টা করে)। (এই সংক্ষিপ্ত ভাবগুলি সাধু বাঙ্গালায় বিবৃত কর)।

বিড়াল ও কুক্কুর জাতীয় পশুর তুলনা—অনেকে বিড়াল ও কুক্কুরকে এক জাতীয় প্রাণী মনে করেন, কিন্তু তাহা নহে; উভয়জাতীয় পশুর মধ্যে বিস্তর পার্থক্য লক্ষিত হইয়া থাকে।

বিড়ালেরা গুম্ফ বিস্তার পূর্ব্বক অগ্রসর হয়। কোন সঙ্কীর্ণ রাস্তায় চলিবার সময় যদি গুম্ফে বাধাপ্রাপ্ত হয়, তবে আর সে রাস্তায় গমন করে না।

কুক্কুরের গুম্ফ ক্ষুদ্র ও কোমল। গন্তব্য পথ স্থির করিতে হইলে ইহাদের গুম্ফের প্রয়োজন হয় না।

বিড়ালজাতীয় পশুর চক্ষু গোলাকার। ইহাদের দর্শন শক্তি অত্যন্ত প্রবল। আলোকে চক্ষু-তারকা সঙ্কুচিত থাকে এবং অন্ধকারে উহা বিস্ফারিত ও প্রজ্বলিত হয়; কিন্তু গাঢ় অন্ধকারে কিছুই দেখিতে পায় না। কুক্কুরজাতীয় পশুর চক্ষু দীর্ঘ। আলোক ও অন্ধকারে উহার চক্ষুতারকা একই ভাবে থাকে।

বিড়ালজাতীয় পশুর লোম চিক্কণ ও শুষ্ক এবং ঘন সন্নিবিষ্ট। উহারা সহজে জলে ভিজিতে চায় না এবং কোমল শয্যায় শয়ন করিতে ভালবাসে। কুক্কুরের লোম মসৃণ নহে। এই জাতীয় পশু জলে ভিজিতে বা কর্কশ স্থানে শয়ন করিতে কষ্ট বোধ করে না।

বিড়ালজাতীয় পশুর পা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। ইহাদের পদতলে মাংস-পিণ্ড থাকায়, চলিবার সময় শব্দ হয় না। ইহারা চুপে চুপে গুঁড়ি মারিয়া চলিতে পারে, এবং অতি ক্ষিপ্রতার সহিত শিকার আক্রমণ করে। ইহাদের নখাগ্র তীক্ষ্ণ। শিকার আক্রমণ সময়ে, নখরই ইহাদের

প্রধান অস্ত্র। নখর ব্যবহার আবশ্যক না হইলে পদতলস্থ চামড়ার খাপের মধ্যে উহা লুকাইয়া রাখে। কুকুরের পা লম্বা। ইহাদের পদ-তলে মাংস পুঁটলি থাকিলেও, গমন সময়ে একটু শব্দ হয়। নখরও বিড়ালের মত বক্র ও তীক্ষ্ণ নহে। শিকার আক্রমণ সময়ে নখর তত কার্য্যকরী হয় না।

বিড়ালজাতীয় পশুর দন্ত, ছিন্ন ও কর্ত্তন করিবার পক্ষে বিশেষ উপযোগী, কিন্তু উহা দ্বারা চর্ব্বণ চলে না। ইহাদের অস্থি চূর্ণ করিবার ক্ষমতা নাই, কারণ দন্তগুলি ক্ষুদ্র ও সূক্ষ্ম। কুকুরের দন্ত বিড়ালের মত শ্রেণী-বদ্ধ বটে, কিন্তু বৃহৎ এবং স্থূল। আর ইহাদের চোয়ালে এত জোর যে, তদ্দ্বারা বড় বড় অস্থি চূর্ণ করিতে পারে।

বিড়ালজাতীয় পশুর জিহ্বা শুষ্ক ও কর্কশ। জিহ্বার উপরিভাগে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণ্টকবৎ এক প্রকার পদার্থ আছে; তদ্দ্বারা অস্থি হইতে মাংস চাঁচিয়া লইতে পারে। কুকুরজাতীয় পশুর জিহ্বা মসৃণ ও কোমল এবং সর্ব্বদা আর্দ্র থাকে। ইহারা অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িলে ঘন ঘন জিভ বাহির করে, এবং উহা হইতে বিন্দু বিন্দু লালা নিঃসৃত হয়।

Exercise.

Hints অনুসারে নিম্নলিখিত পশুগুলির বিবরণ লিখ :—

ব্যাঘ্র (The Tiger) Hints (i) কোন্ জাতীয় ও কত প্রকার (ii) (বর্ণ, পদ, নখর, দন্ত প্রভৃতি বর্ণনা ও তাহার কার্য্য) (iii) প্রকৃতি (হিংস্র, রক্তপিপাসু, ভয়ানক ও অবাধ্য) (iv) শিকার—(v) বিবিধ গল্প—।

সিংহ (The Lion) উপরোক্তরূপ বর্ণনার সঙ্গে কেশর হইবে এবং চরিত্র (ব্যাঘ্রের ন্যায়) হিংস্র নহে (ক্ষুধা না হইলে প্রাণী হত্যা করে না)। সিংহের কৃতজ্ঞতার উদাহরণও দিতে হয়).।

7. মহিষ (The Buffalo) Hints (i) আকার (দেহের গঠন, বর্ণ এবং পদ খুরাদির বর্ণনা (ii) গরুর সহিত তুলনা—(iii) জীবিতকাল ও শাবক সংখ্যা—(iv) গৃহ-পালিত ও বন্য মহিষের প্রকার ভেদ, কার্য্য এবং উপকারিতা—অপকারিতা—(v) কিরূপ স্থানে বাস করিতে চায়—বুদ্ধি ও প্রভুপরায়ণতা— ।

8. হরিণ (The Deer) points (i) চরণ, পুচ্ছ, দন্ত, শিং (শাখাযুক্ত ও বক্র) বর্ণ প্রভৃতির বর্ণনা—(ii) দেশভেদে হরিণের আকৃতি—(iii) শান্ত, ভীরু ও তৃণভোজী (iv) জীবিতকাল (v) মানুষে ইহার মাংস খায়, চর্ম্মে আসন, জুতা শীতবস্ত্রাদি, শৃঙ্গে অনেক বস্তু প্রস্তুত হয় (vi) উপসংহার।

9. মেষ (The Sheep) points (i) সাধারণ বর্ণনা—চতুষ্পদ, খুর দুই খণ্ডে বিভক্ত, শৃঙ্গ বিশিষ্ট, তৃণভোজী, গৃহপালিত, ৩।৪ মাস গর্ভধারণ করিয়া একাধিক সন্তান প্রসব করে, (ii) লোমে বিবিধ গরম কাপড় প্রস্তুত হয়, (iii) স্পেন, পর্ত্তুগাল প্রভৃতি দেশে অধিক (iii) উপকারিতা—উপসংহার—।

10. ছাগ (The Goat) points (i) মেষের ন্যায় খুর, শিং ও লোম বিশিষ্ট, গৃহ-পালিত ও তৃণভোজী ৩।৪ মাস গর্ভধারণ ও বহু সন্তান প্রসব (ii) প্রকৃতি শান্ত, সাহসী, (iii) উপকারিতা, দুগ্ধ বলকারক ও রোগ নাশক, মাংস কোমল সুস্বাদু ও লোমে শাল, কম্বল, চর্ম্মে বাদ্যযন্ত্রাদি প্রস্তুত হয়।

11. হস্তী (The Elephant) outline—(i) আকৃতি—প্রকাণ্ড শরীর, কুলার ন্যায় কর্ণ, স্তম্ভতুল্য চারি পা, দীর্ঘ দন্ত ও শুণ্ড (ii) জন্মস্থান (iii) খাদ্য ও তাহার পরিমাণ (iv) জীবিতকাল, কত সময় গর্ভধারণ ও একটি সন্তান প্রসব (v) চরিত্র, (বন্য অবস্থায় দুরন্ত) পোষমানিলে শান্ত ও মাহুতের বাধ্য, বিরক্ত করিলে ক্রুদ্ধ, ঘ্রাণ ও শ্রবণশক্তি প্রখর, আনন্দপ্রিয়, বুদ্ধিমান (vi) ধরিবার কৌশল ও খেদার বিবরণ—(vii) উপকারিতা —যুদ্ধে, শিকারে, গমনাগমনে, উৎসবে ব্যবহৃত, দন্ত ও অস্থিতে বিবিধ বস্তু প্রস্তুত (viii) হস্তীর বুদ্ধি ও কার্য্য সম্বন্ধে ২।১টি গল্প। বন্য হস্তী কিরূপে ধরিয়া বশ করা হয়, —বন্য হস্তীর দল ও তাহাদের কাযা। বন্য হস্তীও আনন্দপ্রিয়, তৎসম্বন্ধে কোন গল্প জানিলে লিখ।

হস্তীর প্রভু-ভক্তি—“পাবনা জেলার অন্তর্গত তাড়াসের ভূম্যধিকারী ৺বনওয়ারীলাল রায় মহাশয় অত্যন্ত শিকার-প্রিয় ছিলেন। একদা তিনি, বগুড়ার অরণ্যে ব্যাঘ্র শিকার করিতে গিয়া দেখিতে পাইলেন, ঝোপের অন্তরালে একটা প্রকাণ্ড ব্যাঘ্র নিদ্রা যাইতেছে। ব্যাঘ্রটা এরূপ স্থানে ছিল যে, হস্তি-পৃষ্ঠে উপবেশন করিয়া গুলি করা অসম্ভব; সুতরাং তিনি নিম্নে অবতরণ পূর্ব্বক, হস্তীর সম্মুখের পদদ্বয়ের মধ্যভাগে দণ্ডায়মান হইয়া গুলি করিলেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে গুলি ব্যাঘ্রের গাত্র স্পর্শ করিল না। সুপ্তোত্থিত ব্যাঘ্র, ক্রোধে ভীষণ গর্জ্জন

করিয়া তাহার আততায়ীকে আক্রমণ করিল। হস্তী, শুণ্ড আস্ফালন পূর্ব্বক প্রভুকে রক্ষা করিতে লাগিল। ইত্যবসরে বনওয়ারীবাবু, পুনরায় ব্যাঘ্রের মস্তক লক্ষ্য করিয়া গুলি করিলেন। এবারের অব্যর্থ লক্ষ্যে, ব্যাঘ্র বিকট গর্জ্জন করিয়া ধরাশায়ী হইল ও প্রাণত্যাগ করিল।"

হস্তীর বুদ্ধি—"সাধারণের বিশ্বাস, হস্তীর বুদ্ধি নাই; সেই জন্ত কাহারও নির্ব্বুদ্ধিতা প্রকাশ পাইলে 'হস্তি-মূর্খ' আখ্যা দেওয়া হয়; বস্তুতঃ পক্ষে হস্তী নির্ব্বোধ নহে। অনেক সময় উহার বুদ্ধির বিশিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

কোন ভদ্রলোকের একটি হস্তী ছিল। তিনি কোন কারণ বশতঃ কয়েক দিবসের জন্ত স্থানান্তরে গিয়াছিলেন। বাটীতে আসিয়া দেখিলেন, হস্তীটি অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। ভদ্রলোক বুঝিতে পারিলেন, মাহুত হস্তীকে পরিমিত দানা দেয় না। এক দিবস তিনি, তাঁহার সাক্ষাতে দানা দেওয়ার নিমিত্ত মাহুতকে আদেশ করিলেন। মাহুত দানা আনিতে গিয়া কিঞ্চিৎ দানা পুটুলী করিয়া কক্ষ মধ্যে লুকাইয়া রাখিল। তখন শীতকাল; মাহুতের গাত্রে একটা কম্বল ছিল। হস্তী মাহুতপ্রদত্ত দানা ভক্ষণ করিয়া, মাহুতের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিল এবং শুঁড় দিয়া গাত্রের কম্বলখানা টানিয়া ফেলিল। মাহুতের কক্ষ হইতে দানার পুটুলী মাটিতে পড়িয়া গেল। ভদ্রলোকটি হস্তীর কার্য্য দেখিয়া অবাক্ হইলেন, এবং তৎক্ষণাৎ মাহুতকে তাড়াইয়া দিলেন। হস্তীর বুদ্ধি সম্বন্ধে এইরূপ অনেক গল্প শুনিতে পাওয়া যায়। হস্তী যেমন বিশ্বাসী, তেমনই প্রভুভক্ত। ইহাদের স্নেহমমতারও যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। <u>(বিশ্বাসী ও স্নেহমমতার দৃষ্টান্ত দিয়া হস্তীর গল্পের উপসংহার কর।)</u>

12. গণ্ডার (The Rhinoceros) points (i) আকৃতি ও জন্মবিবরণ (ii) প্রকৃতি ও স্থান ভেদে প্রকার ভেদ (iii) উপকারিতা ও অপকারিতা (i) উপসংহার।

13. ভল্লুক (The Beer) points (i) আকৃতি, বর্ণ (শুভ্র, ধূসর ও কৃষ্ণ) (ii) আহার—ফলমূল, মৎস্য, মাংস, (iii) শীতপ্রধান দেশে জন্ম এবং ঐ সকল দেশেই দীর্ঘজীবী হয়। (iv) চরিত্র—হিংস্র, শিক্ষিত হইলে পোষমানে ও ক্রীড়া কৌতুক দেখায়, বোধশক্তি আছে, প্রভুভক্তিও দেখা যায়। (v) শীতকালে অনাহারে থাকে ও তৎকালে সন্তান প্রসব করে—ভল্লুকীর সন্তানবাৎসল্য—(vi) নাড়ী দ্বারা জানালার পরদা হয়।

14. গর্দ্দভ (The Ass) points (i) আকৃতি, মস্তক, পা অশ্বের ন্যায় লম্বা, শরীর ধূসর বর্ণ, কর্কশ (ii) প্রকৃতি—কষ্টসহিষ্ণু, তৃণভোজী গৃহপালিত, (অরণ্যেও পাওয়া) শান্ত, ভারবাহী, নিষ্ঠুর ব্যবহারে কার্য্য করিতে অনিচ্ছা, (iii) উপকার—ভারবাহী, সময় সময় শকট ও শিশুদিগকে বহন করে (iv) নির্ব্বোধের সহিত তুলনা দেওয়া হয়।

Exercise.

ভেক, কচ্ছপ, বৃশ্চিক ও মধুমক্ষিকা সম্বন্ধে এক একটি প্রবন্ধ লিখ :—

কুম্ভীর (The Allegator) points—(i) আকৃতি, গো সাপের মত পৃষ্ঠদেশ কণ্টকযুক্ত, বৃক্ষের ন্যায়, লম্বা মুখ (চোয়াল) অনেক পঙ্ক্তি দাঁত (ii) অণ্ডজ প্রাণী—(iii) স্বভাব হিংস্র, চক্ষু দুটি তুলিয়া জলে ডুবিয়া থাকে, মনুষ্য, গো ও ছাগাদি শিকার করে, শীতকালে রৌদ্রের তাপ পাইবার জন্য নদীতীরে উঠিয়া থাকে (iii) ধরিবার কৌশল (গর্ত্ত করিয়া বা বঁড়সীতে মাংস খণ্ড বিঁধিয়া ধরা হয়। আজ কাল বন্দুক দিয়াও কুম্ভীর শিকার হয়)। সমুদ্র এবং গঙ্গা, পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতি বিস্তর নদীতে কুম্ভীরের বাস।

সর্প (The Snake) Hints—(i) শ্রেণী জাতি ও বিভাগ (ii) সাধারণ বর্ণনা (লতার ন্যায় দেহ, দ্বি-জিহ্বা, মস্তকে ফণা, অণ্ডজ প্রাণী, গ্রীষ্মপ্রধান দেশে বাস) (iii) প্রকৃতি (কৃতঘ্ন, ক্রূর, হিংস্র, তীব্র বিষ, বাস ময়লা স্থানে এবং কোন কোন সাপ জলেও বাস করে, বংশীরব ভালবাসে (iv) সর্পাঘাত নিবারণের উপায়,—চিকিৎসা—সাপুড়েদের কার্য্য—।

শ্রেণী ও জাতি—সর্প সরীসৃপ জাতীয় প্রাণী। এদেশে ইহার সংখ্যা অত্যন্ত অধিক। সর্প হিমে দুর্ব্বল এবং নিস্তেজ হইয়া পড়ে, এই নিমিত্ত গ্রীষ্মপ্রধান দেশেই ইহাদের অধিকতর প্রাদুর্ভাব। শীতকালে নিস্তেজ হয় এবং অচৈতন্যপ্রায় বিবরমধ্যে শয়ান থাকে। এই সময় ইহাদের ক্ষুধাও থাকে না। সর্প নানাবিধ ; তন্মধ্যে গোক্ষুর, কেউটে, শঙ্খচূড়,

করাত, বেতআঁচড়া, কালনাগিনী, চন্দ্রবোড়া, উলুবোড়া ও রাজসাপ প্রভৃতি প্রধান ও বিষযুক্ত। দাঁড়াস, হেলে, ভুণ্ডুভ, মেটে-গিরগিটি আদি সর্পের বিষ নাই। কেউটে, গোক্ষুর ও শঙ্খচূড়—ইহারা মস্তক স্ফীত করিলে, ফণার উপরিভাগে বিচিত্র চিহ্ন দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই ফণাধারী সর্প-কুল আশীবিষ নামে অভিহিত। করাত এবং রাজসাপের ফণা নাই বটে, কিন্তু বিষ অত্যন্ত তীব্র; তবে ইহারা সহজে কাহাকেও দংশন করে না। রাজসাপে ডুণ্ডুভ প্রভৃতি নির্ব্বিষ সর্প ভক্ষণ করিয়া থাকে।

ফণাধারী সর্পমধ্যে গোক্ষুরই ভয়াবহ এবং কোপন-স্বভাব। ইহাদের সংখ্যাও বহুল। এদেশে পদ্ম, খরিস, তেঁতুলে ও কৃষ্ণ প্রভৃতি গোক্ষুর দৃষ্ট হইয়া থাকে। শঙ্খচূড়ও গোক্ষুর জাতীয়। ইহার সম্মুখভাগে মানব অথবা অন্য কোন প্রাণী পতিত হইলে, বিশাল ফণা বিস্তারপূর্ব্বক দণ্ডায়মান হয় এবং সম্মুখস্থিত প্রাণীকে বজ্রবেগে দংশন করে।

ক্রূর ও হিংসক—"সর্পজাতি অতি হিংস্র; ইহাদের স্বজাতি-প্রীতি একেবারেই নাই। প্রবল সর্প দুর্ব্বলকে ভক্ষণ করে; এমন কি, কোন কোন সর্প স্বীয় সন্তানকেও ভক্ষণ করিয়া থাকে। ইহারা এতাদৃশ হিংসারত বলিয়াই, পণ্ডিতগণ সর্পকে 'খল' নামে অভিহিত করিয়াছেন। কোন হিংসাপরায়ণ মানবের উল্লেখ করিতে হইলে সর্পের সহিত তাহার তুলনা করা হয়।

উপকারিতা—অনেকে মনে করেন যে সর্পজাতি কেবল মনুষ্যের অনিষ্টসাধন নিমিত্তই সৃষ্ট হইয়াছে; বাস্তবিক তাহা নহে। মঙ্গলময় পরমেশ্বর জগতে কোন বস্তুই নিরর্থক সৃষ্টি করেন নাই। সর্প দ্বারা জগতে যে কত মহোপকার সাধিত হইতেছে, তাহা বর্ণনাতীত। চিকিৎসকগণ সর্পবিষ হইতে বিবিধ উৎকৃষ্ট ঔষধ প্রস্তুত করিয়া কত উৎকট ব্যাধির শান্তি করিয়া থাকেন।

(অবশিষ্টাংশ পূরণকর)

পক্ষি জাতি (The Bird) Hints—(i) উৎপত্তি ও আকৃতি (অণ্ডজ, পক্ষ, চঞ্চু, পদ, নেত্র, রব (ii) শ্রেণী (চাতক, কাক, ময়না, প্রভৃতি খেচর ; হংস, সারস, পানকৌড়ি প্রভৃতি জলচর ; শ্যেন, চিল প্রভৃতি শিকারী ; ময়না, শুক প্রভৃতি যেরূপ শব্দ বা বাক্য শিক্ষা পাইবে, তদ্রূপ বলিবে ; কতকগুলি পক্ষিকে প্রতিপালন করিলে পোষ মানে। সারস পক্ষীর মাতাপিতৃ ভক্তি ও সন্তানবাৎসল্য মানবের ন্যায়।

Exercise.

1. গ্রাম্য ও বন্য, খুর ও নখর বিশিষ্ট, হিংস্র ও শান্ত ভেদে কতকগুলি পশুর শ্রেণী বিভাগ কর। গ্রাম্য পশুর মধ্যে নখরধারী কোন্ পশু আমাদের বিশেষ উপকারী ? সমস্ত বিবরণ প্রবন্ধাকারে লিখ।

2. সিংহ, ব্যাঘ্র কুকুর ও শৃগালের সাধারণ স্বভাব বর্ণনা কর এবং সিংহ ও শৃগালে কিরূপ প্রভেদ, তাহা দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখাও। সিংহকে পশুরাজ কেন বলে তাহার সার্থকতা প্রমাণ কর।

উদ্ভিদ্। (ESSAY ABOUT PLANT KINGDOM)

Exercise.

1. উদ্ভিদ্ কাহাকে বলে ? ফল ও শস্যে প্রভেদ কি ? আমাদের নিত্য-প্রয়োজনীয় কতকগুলি ফল ও কতিপয় শস্যের নাম দিয়া প্রবন্ধ লিখ।

2. কোন্ কোন্ উদ্ভিদ্ বীজ ও কোন্ কোন্ উদ্ভিদ্ কলমে উৎপন্ন হয় তাহা এবং কোন্ সময়ে আম্রের কলম প্রস্তুত হয় প্রবন্ধাকারে লিখ।

3. কলা ও কলাগাছের উপকারিতা এবং কিরূপ স্থানে ভাল কলা জন্মে, শ্রেণী বিভাগ ও কতকগুলি কলার নাম দিয়া একটি প্রবন্ধ লিখ।

4. নিম্নলিখিত সঙ্কেত অনুসারে আম, কাঁঠাল, বাঁশ ও নারিকেল গাছ সম্বন্ধে এক একটি প্রবন্ধ লিখ।

ধান (Paddy) points—(i) বীজ সংগ্রহ ও উৎপাদন—দেশ ভেদে বোনা ও রোপার সময় (ii) প্রকার ভেদ—(কোন্ দেশে কি কি ধান জন্মে, কোন্ কোন্ সময় পাকে) (iii) ধানের শত্রু ও তাহা নিবারণের উপায় (iv) ধান্যে উৎপন্ন দ্রব্য—তণ্ডুল, চিপিটক, খৈ এবং তণ্ডুল হইতে, অন্ন, মুড়ি প্রভৃতির বিশেষ বিবরণ।

আম্র (Mango) points—(i) আকৃতি (শাখা-প্রশাখা, পত্র, মুকুল ও ফলবান হইলে দৃশ্য) (ii) উৎপত্তি বীজ ও কলমে এবং যোড় ও গুল কলমে গাছ উৎ-পাদনের প্রণালী (iii) কোন্ কোন্ দেশে অধিক ও উৎকৃষ্ট এবং কি কি নামে অভিহিত—। প্রত্যেকের বিবরণ (iv) কাঁচা ও পাকা আমের গুণ (v) গাছ কত বৎসর ফল দেয়, তাহার পর বৃক্ষ দ্বারা আমাদের কি কি উপকার হয় (vi) মুকুল, কাঁচা ও পাকা আমের সময় নির্ব্বাচন—।

নারিকেল বৃক্ষ Cocoanut Plants—(1) কাণ্ড সরল এবং অগ্রভাগ দীর্ঘপত্র বিশিষ্ট, দৈর্ঘ্য ৬০।৭০ হাত (2) বছরে দুই বার ফল হয় এবং ফলের বাহিরের অংশ কঠিন, (3) লবণ প্রধান স্থানে প্রচুর পরিমাণ জন্মে ও ফলবান্ হয়, সমুদ্র তীরবর্ত্তী নারিকেল বৃহৎ এবং বৃক্ষ অধিকতর দীর্ঘ, ইহা সকল ঋতুতেই পাওয়া যায়। সুখাদ্য ও মুখরোচক। ফলের তিন অবস্থা (ডাব, দোমালা, ঝুনা) এই তিন প্রকারের গুণাগুণ (4) উপকারিতা—ঝুনা নারিকেলে তৈল ও অন্যান্য যে যে দ্রব্য প্রস্তুত হয়—মালার হুকার খোল, পানপাত্র, বোতামাদি, ছোবড়ার দড়ি—।

নারিকেল বৃক্ষ সুদীর্ঘ ও ঋজু। ইহার শাখার মূল ভাগে ফুল এবং ফুল হইতে ফল ধরে। কচি ফলকে মুচি, তাহার পর ডাব, ডাব শক্ত হইলে দুর্ম্ম, পাকিলে ঝুনো বলে। ইহা বারমাস জন্মে, এবং একএক বারে শতাধিক নারিকেল জন্মিয়া থাকে।

আমাদের বাঙ্গালা দেশে যত রকম ফল আছে, তন্মধ্যে নারিকেল একটি প্রধান উপকারী ফল। ইহার শাঁস, জল, মালা, ছোব্ড়া, পাতা ও গাছ এ সমস্তই আমাদের উপকারে আসে। ডাবের জল মিছরির সরবৎ হইতেও সুস্বাদু ও শীতল। ইহার জলে খাদ্যবস্তু সহজে পরিপাক হয়, এই কারণে অনেকে আহারের পর ডাবের জল পান করেন। ডাবের শাঁস অতি সুখাদ্য ও পুষ্টিকর। ঝুনা নারিকেলের শাঁসের সহিত চিনি মিশাইয়া নানাবিধ পিঠে ও অন্যান্য সুখাদ্য তৈয়ার হইয়া থাকে। বৈদ্যগণ নারিকেলখণ্ডাদি ঔষধ নারিকেল দিয়া করিয়া থাকেন।

ঝুনা নারিকেলের শাঁস পিষিয়া তৈল বাহির করা হয়, তাহা ব্যবহারে মস্তক শীতল থাকে, কেশেরও বিশেষ উপকার হয়। এই তৈলের সহিত সাজিমাটি ও চূণ মিশাইলে এক প্রকার সাবান প্রস্তুত হয়, সেই সাবানে ব্রণ, চুলকণার বড় উপকার হইয়া থাকে। নারিকেল তৈলের আলো খুব শীতল ও উজ্জ্বল। নারিকেলের ছোবড়ার যে দড়ি প্রস্তুত হয়, তাহা বড় শক্ত; উহা সহজে জলে পচে না, এই নিমিত্ত লোকে নৌকার ও

জাহাজে নারিকেলের দড়ি বা কাছি ব্যবহার করে। নারিকেলের দড়ি বহুকাল স্থায়ী বলিয়া উহা গৃহাদি নির্ম্মাণেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

(নারিকেলের মালা ও পুরাতন বৃক্ষ প্রভৃতি আমাদের কি কি কার্য্যে ব্যবহৃত হয় এবং কোন্ কোন্ স্থানে কিজন্য অধিক নারিকেল জন্মে ও সাধারণ বিবরণ ছাত্রগণ লিখিয়া উপসংহার করিবে)।

খনিজ (Minerals)।

Exercise.

লৌহ (Iron) Hints—লৌহ কি পদার্থ। কোন্ কোন্ স্থানে পাওয়া যায়। গুণ—ঘাতসহ, তার, ভারবহ, কি কি বস্তু প্রস্তুত হয় ইত্যাদি অবলম্বনে প্রবন্ধ আকারে লিখ। নিম্নলিখিত সঙ্কেত অবলম্বনে এক একটি প্রবন্ধ লিখ।

স্বর্ণ (Gold) points :—(1) খনিজ মধ্যে স্বর্ণ মূল্যবান, উজ্জ্বল, কোমল (2) উপকারিতা, স্বর্ণ পিটিয়া পাত ও সরু তার প্রস্তুত হয়, বিবিধ অলঙ্কার, মোহর, গিনি এবং মূল্যবান সাটির বুটা ও শালের লতা, ঔষধে ব্যবহৃত হয়—(3) খনি আমেরিকা ও আফ্রিকা মহাদেশে, তদ্ব্যতীত কোন কোন নদীর বালুকাময় তীরে স্বর্ণরেণু প্রাপ্ত হওয়া যায়।

রৌপ্য—(Silver) pointr :—(1) খনিজ, স্বর্ণ ব্যতীত অপর ধাতু অপেক্ষা দুষ্প্রাপ্য ও মূল্যবান, শুভ্রবর্ণ ও উজ্জ্বল। (2) খনি ভারতবর্ষ, আফ্রিকা, বর্ম্মা, পেরু, মেক্সিকো এবং উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায়। (3) উপকারিতা—রূপার পাতলা পাত ও তার প্রস্তুত হয়। থালা, বাটী, গ্লাস, পানপাত্র এবং বিবিধ অলঙ্কার। রৌপ্যের টাকা, আধুলি, সিকি, দুয়ানি, নির্ম্মিত। ঔষধেও ব্যবহৃত।

তাম্র (Copper) points :—(1) খনিজ,রৌপ্যের নিম্নে ইহার মূল্য, বর্ণ লোহিত ও উজ্জ্বল। (2) খনি (এসিয়া উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায়)। (3) উপকারিতা— পয়সা, ডবল পয়সা, অর্দ্ধ পয়সা, প্রভৃতি মুদ্রা—পূজার পাত্র—রন্ধনস্থলী—বৈদ্যুতিক তার প্রস্তুত—জাহাজের তলা মুড়িয়া দেওয়া, অন্য ধাতুর সংযোগে পিতল ও কাঁসা প্রস্তুত হয়।

খনিজ পদার্থের মধ্যে স্বর্ণ সর্ব্বাপেক্ষা দুষ্প্রাপ্য ও মূল্যবান্। বিশুদ্ধ স্বর্ণের বর্ণ কাঁচা হরিদ্রার ন্যায় পীত, ইহা উজ্জ্বল এবং নেত্র তৃপ্তিকর।

স্বর্ণের বর্ণ সুন্দর বলিয়া ইহার নাম সুবর্ণ হইয়াছে। বিশুদ্ধ স্বর্ণ অতি কোমল—ইচ্ছামত নত করিতে পারা যায়, সে জন্ত অলঙ্কারাদি প্রস্তুত করিতে হইলে ইহার সহিত কিঞ্চিৎ তাম্র মিশ্রিত করিতে হয়। এইরূপ তাম্র মিশ্রিত স্বর্ণকে গিনি সোনা বলে।

স্বর্ণ অন্যান্য ধাতু অপেক্ষা অধিক ভারী; জল অপেক্ষা ইহার ভার প্রায় বিশ গুণ অধিক। ইহা যেরূপ ভারী তদ্রূপ ভারসহ। সূক্ষ্ম স্বর্ণের তারে ৪।৫ মণ ভার ঝুলাইলেও তাহা ছিন্ন হয় না বা হাতুড়ি প্রভৃতির আঘাতে ভগ্ন হয় না। ইহা অতিশয় ঘাতসহ, স্বর্ণ পিটিয়া অতি সূক্ষ্ম পাত প্রস্তুত করা যাইতে পারে। সোহাগা মিশ্রিত করিয়া তাপ দিলে সহজে গলিয়া যায়। স্বর্ণ গলিয়া গেলেও বর্ণের ব্যত্যয় হয় না।

পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই স্বর্ণ পাওয়া যায়। আমেরিকা এবং অষ্ট্রেলিয়াতে বিস্তর স্বর্ণের খনি আছে। ভারতবর্ষ এবং আফ্রিকার কোনও কোনও নদীর তীরে বালুকার সহিত স্বর্ণকণা মিশ্রিত থাকিতে দেখা যায়। সুবর্ণরেখা নদীতে ও স্বর্ণরেণু প্রাপ্ত হওয়া যায়। কোন কোন পর্ব্বতের মধ্যে অন্যান্য বস্তুর সহিত মিশ্রিত সুবর্ণ পাওয়া যায়।

স্বর্ণ আমাদের অনেক উপকারে আইসে। ইহাতে নানাবিধ অলঙ্কার প্রস্তুত হয়। গিনি, মোহর প্রভৃতি মুদ্রা প্রস্তুত হইয়া থাকে। অত্যন্ত সূক্ষ্ম স্বর্ণের তার রেশমের সহিত জড়াইয়া সোণার জরী প্রস্তুত করা হয়। শিল্পিগণ নানাবিধ বহুমূল্য বস্ত্রে জরীর কারুকার্য্য করিয়া থাকে।

আমাদের দেশে বৈদ্যগণ স্বর্ণকে ভস্ম করিয়া বহুবিধ ধাতুঘটিত ঔষধ প্রস্তুত করেন। তাঁহারা রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা পারদ ও গন্ধকচূর্ণ-সহ ইহাকে পাক করিয়া মকরধ্বজ, স্বর্ণসিন্দুর প্রভৃতি উৎকৃষ্ট ঔষধ প্রস্তুত করেন।

জাতি-বিষয়ক (Nation)।

Exercise.

নিম্নলিখিত সঙ্কেত অবলম্বন করিয়া প্রত্যেক জাতির বিবরণ বিশদরূপে বর্ণন কর :—

মনুষ্য (Man) Hints :—(1) সাধারণ বর্ণনা (মুখ, চোক, হাত, পা, অঙ্গুলি, নখ, দাঁত) (ii) গর্ভবাসকাল—দন্ত ও শুক উদ্গত, কথা বলার ক্ষমতা, বুদ্ধিবিকাশ প্রভৃতি কত বয়সে হইয়া থাকে (iii) আভ্যন্তরিক যন্ত্র (হৃৎপিণ্ড, মস্তিষ্ক, পাকস্থলী ও তাহাদের ক্রিয়া) (iv) মানব ও ইতরপ্রাণীতে প্রভেদ কেন (সাম্য বৈষম্য ও বিবেক) (v) চরিত্র. (স্বাভাবিক জ্ঞান শিক্ষা দ্বারা শিল্প, বাণিজ্য সভ্যতা) (vi) কর্ত্তব্য (সত্য ও ধর্ম্ম, ঈশ্বরে বিশ্বাস, স্নেহ, দয়া, ভক্তি আদি সদ্‌ গুণালঙ্কৃত)।

(ক) বাঙ্গালীজাতি ;—Hints :—(1) সাধারণ বর্ণনা :—দৈহিক গঠন ও আকৃতি (2) পরিচ্ছদ প্রণালী, খাদ্য, ভাষা ও বিবিধ ধর্ম্ম সাধনা (3) প্রকৃতি, (ধর্ম্মভীরু, রাজভক্ত, বুদ্ধিমান, বিদ্যা ও বিনয়ে মণ্ডিত, (4) অধিকাংশ দুর্ব্বল কিন্তু কর্ম্মঠ (5) জীবিকা—চাকুরী, পৈতৃক ব্যবসায় বা সম্পত্তি ভোগ, শিল্পাদি চর্চ্চা (6) সংযুক্ত পরিবার প্রথা।

(খ) রাজপুতজাতি ;—Hints ·—(1) সাধারণ বর্ণনা :—দৈহিক গঠন, পরিচ্ছদ, খাদ্য, ভাষা, ধর্ম্ম (2) প্রকৃতি—বিশ্বস্ত, সত্যবাদী, সাহসী (প্রাচীন রাজপুতজাতির বীরত্ব ও সাহস জগদ্বিখ্যাত তাহার কতিপয় দৃষ্টান্ত। (3) উপসংহার।

(গ) ইংরাজ জাতি ;—Hints .—(1) সাধারণ বর্ণনা, আকৃতি, বর্ণ, দৈহিক গঠন, পরিচ্ছদ, খাদ্য, ভাষা, ধর্ম্ম (2) উৎপত্তি ও পূর্ব্বাবস্থা (3) বর্ত্তমান গুণ—কর্ম্মদক্ষতা, নিয়মানুবর্ত্তিতা. স্বদেশপ্রীতি, শ্রমশীলতা, অধ্যবসায় (4) উপসংহার।

(ঘ) মুসলমান ,—Hints ·—(1) সাধারণ বর্ণনা—আকৃতি, গঠন, খাদ্য, ভাষা, পরিচ্ছদ, ধর্ম্মমত (2) প্রকৃতি (বিলাসী, পরিশ্রম বিমুখ) (3) মুসলমান রাজত্ব ও পতনের:কারণ (4 বর্ত্তমানে জীবনোপায়, উপসংহার।

স্থান। (GEOGRAPHICAL)

Exercise.

1. তুমি যে সহর বা গ্রাম সর্ব্বদা দেখিয়াছ অথবা তোমার নিজের গ্রামের বিবরণ লিখ।

Matr. Ex. 1911.

Hints :—গ্রাম বা সহরের নাম, জিলা, থানা, পরগণা এবং কোন্ নদীতীরে বা বিখ্যাত স্থানের নিকটে, রাস্তাঘাট, প্রাকৃতিক দৃশ্য, জল, বায়ু, উর্ব্বরতা, উৎপন্ন শস্য, শিল্প, বাণিজ্য, বাগান, দেবমন্দির, বিদ্যালয়, চিকিৎসালয়, সরকারী বা বেসরকারী কাছারী, ভূমিপরিমাণ, লোকসংখ্যা, কোন্ শ্রেণীর লোক অধিক এবং কোন্ শ্রেণী

উন্নত, শিক্ষিত ও অশিক্ষিত লোকের বিবরণ ও অবস্থা, ধর্ম্ম, লোকপ্রকৃতি, ঐতিহাসিক ঘটনা থাকিলে সংক্ষেপে উল্লেখ করিবে।

2. তোমার জন্মভূমি অথবা কোন এক সহরের বিবরণ বিবৃত কর।

Matr. Ex. 1913.

Hints :—কোন্ জেলা ও কোন্ নদীতীরে, স্থানের সহিত কোন ঐতিহাসিক কিংবদন্তী থাকিলে তাহার উল্লেখ—দৃশ্য, সীমা 'অধিবাসীর সংখ্যা, কোন্ কোন্ জাতির বাস ও তাহাদের ব্যবসায়, অবস্থা ও ধর্ম্ম (2) জন্মভূমির প্রতি সহানুভূতি ও বিশেষ বিবরণ (বিদ্যালয়, চিকিৎসালয় বাজার ও মন্দির থাকিলে)—উৎপন্ন শস্য ও দ্রব্য—উপসংহার।

বারাণসী—Benares—(১) কোন্ নদী তীরে—(2) আয়তন—(3) লোকসংখ্যা—(4) কোন্ কোন্ জাতীয় লোকের বাস এবং জাতি, ধর্ম্ম, অবস্থা ও ব্যবসায় ইত্যাদি (5) বারানসী নাম কেন এবং এখানকার প্রধান কার্য্য কি কি (6) প্রসিদ্ধ মন্দিরগুলির এবং তাহার স্থাপয়িতার নাম ও বিবরণ, (7) সাধারণ বিবরণ (বৃহৎ প্রাসাদ, বিচারালয়, বিদ্যালয় চিকিৎসালয় প্রভৃতি) (8) স্বাস্থ্য (9) উপসংহার।

(১ হইতে ৫ পর্য্যন্ত বিবরণ বালকগণ পূরণ করিবে)

কাশীদর্শন "কাশী ভারতবর্ষের একটি প্রধান তীর্থস্থান।" হিন্দু জাতির কাব্য, পুরাণ এবং ইতিহাসের সহিত জড়িত। "বৃদ্ধাবস্থায় কাশীবাস" এবং অন্তিমে "কাশীপ্রাপ্তি" নিষ্ঠাবান্ হিন্দু মাত্রেই কামনা করিয়া থাকেন। পৃথিবীর নানা দূরদেশ হইতেও অনেকে কাশীদর্শনের জন্য আসিয়া থাকেন। আজ সেই কাশীতে উপস্থিত হইয়াছি বলিয়া আমার মনে যে কিরূপ আনন্দ ও ঔৎসুক্য জন্মিয়াছে তাহা ব্যক্ত করিবার সম্ভাবনা নাই। কাশীতে আমি যাহা যাহা দেখিয়াছি, তাহার সকলগুলির উল্লেখ করা অসম্ভব; কেবল দুই চারিটির কথা বলিব।

প্রথমতঃ বিশ্বেশ্বরের মন্দির। ইহাই কাশীর সর্ব্বপ্রধান দ্রষ্টব্য বস্তু। একটি অঙ্গনের মধ্যে এই মন্দির অবস্থিত। ইন্দোরের পুণ্যবতী রাজ্ঞী অহল্যাবাঈ এই মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। (অহল্যাবাঈ আর

কি কি কার্য্য করিয়াছিলেন, বালকগণ পূরণ করিবে) পঞ্জাবকেশরী সুপ্রসিদ্ধ রণজিৎ সিংহের ব্যয়ে তাহা নির্ম্মিত হইয়াছিল। (রণজিৎ সিংহের কার্য্যাবলী বালকগণ লিখিবে) প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত সকল সময়েই বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে যাত্রিসমাগম হইয়া থাকে। দক্ষিণে কন্যাকুমারী হইতে উত্তরে কাশ্মীর এবং পশ্চিমে সিন্ধুদেশ হইতে পূর্ব্বে আসাম পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের হিন্দু অধিবাসীই বিশ্বেশ্বর দর্শনে আসিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের মধ্যে কাহারও কাহারও ভক্তিভাবদর্শন করিলে মুগ্ধ হইতে হয়। একদিন দেখিয়াছিলাম, এক বলিষ্ঠ যুবক আপনার চলচ্ছক্তিহীনা, বৃদ্ধা জননীকে ক্রোড়ে লইয়া সেখানে আসিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের সাংসারিক অবস্থা ভাল বলিয়া বোধ হইল না; শুনিলাম, যুবক বহুদূর হইতে পদব্রজে এইরূপে মাতাকে বহন করিয়া আনিয়াছেন। তিনি অতি যত্নে এবং অতি সাবধানতার সহিত বৃদ্ধাকে বেদীর সম্মুখে ক্রোড় হইতে নামাইয়া দিলেন। তখন বৃদ্ধা 'কই আমার বিশ্বেশ্বর,' বলিয়া বারংবার ব্যাকুলচিত্তে বিশ্বেশ্বরকে স্পর্শ করিতে লাগিলেন। মাতা এবং পুত্র উভয়েরই চক্ষু হইতে অবিরল অশ্রু পতিত হইতে লাগিল। আমি দেখিয়া ভাবিলাম, যিনি যে ধর্ম্মাবলম্বী হউন, এ দৃশ্য সকলের নিকটই পবিত্র, সকলের নিকটই আদরণীয়।

বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের পর অন্নপূর্ণার মন্দির এবং দুর্গাবাড়ী দ্রষ্টব্য। দুর্গাবাড়ী প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী ভবানীর ব্যয়ে নির্ম্মিত। রাণী ভবানী নাটোরের প্রসিদ্ধ রাজবংশের বধূ ছিলেন। ইঁহার ন্যায় বুদ্ধিমতী তেজস্বিনী এবং ধর্ম্মপরায়ণা রমণী অতি অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; কাশীতে কাশ্মীর, ইন্দোর, গোয়ালিয়র প্রভৃতি প্রদেশের অধিপতিগণেরও কীর্ত্তি আছে। কিন্তু সেগুলিকে অতিক্রম করিয়া আমাদিগের রাণী ভবানীর মন্দির যে এরূপ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে, তাহা স্মরণ করিয়া হৃদয়

আনন্দে উৎফুল্ল হইল। কাশীতে বাঙ্গালীর আরও কয়েকটি কীর্ত্তি আছে। তত্রত্য প্রাচীন জয়নারায়ণ কলেজ ভূকৈলাসের ঘোষালবংশীয় রাজা জয়নারায়ণ কর্ত্তৃক প্রতিস্থাপিত। এই বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিয়া যুক্ত-প্রদেশবাসী বহু ছাত্র প্রভূত উপকার লাভ করিয়াছেন। কাশীর একটা আতুরাশ্রমও বাঙ্গালীর অর্থব্যয়ে স্থাপিত হইয়াছিল।

কাশী হিন্দু পুরাণের একটা অতি হৃদয়স্পর্শী ঘটনার জন্য প্রসিদ্ধ। (ধর্ম্মপ্রাণ রাজা হরিশ্চন্দ্রের বিবরণ বালকগণ লিখিবে)।

(যোগীন্দ্রনাথ বসু)

মহামাতা কামাখ্যা দেবী (কামরূপ)।

দক্ষ যজ্ঞে সতী দেহত্যাগ করিলে, দেবাদিদেব ভোলানাথ, মৃত দেহ স্কন্ধে লইয়া উন্মত্তবৎ তাণ্ডব নৃত্য করিতে থাকেন; বিষ্ণু সেই দেহ তদীয় চক্র দ্বারা ছেদন করিয়া একান্ন অংশে বিভক্ত করেন। ছেদিত অংশ যে যে স্থানে পতিত হয়, সেই সেই স্থানকে পীঠস্থান কহে। তন্ত্র মধ্যে দেবীর যন্ত্র-পীঠের যেরূপ মাহাত্ম্য দেখা যায়, তাহাতে এই পীঠস্থান যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং ইহাই মহাপীঠ তাহা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। ধর্ম্ম-প্রাণ হিন্দুগণ মহামাতার যন্ত্র-পীঠ দর্শন মানসে প্রতিনিয়ত কামরূপে গমনাগমন করিতেছেন। কিন্তু এই মহাপীঠে দর্শন করিবার কিছুই নাই। মন্দিরাভ্যন্তরে দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে বিতস্তি পরিমাণে বিস্তৃত একটি গহ্বর। গহ্বরের চতুর্দ্দিক প্রস্তর মণ্ডিত। ঐ গহ্বরই কামাখ্যা দেবী। উহা সর্ব্বদা স্বর্ণ টোপরে আচ্ছাদিত থাকে। দেবী দর্শন না হইলেও ঐ গহ্বর দর্শনেই প্রভূত পুণ্য সঞ্চয় হয় বলিয়া যাত্রীগণ মনে করিয়া থাকেন।

মহামাতা কামাখ্যা দেবীর প্রকাশ সম্বন্ধীয় বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিতে গেলে, তৎপূর্ব্বে কুচবিহারের রাজ-বংশের পরিচয় দেওয়া আবশ্যক বিবেচনায় নিম্নে তাহাই বিবৃত করা গেল।

কোচ জাতির মধ্যে হাজো নামক এক ব্যক্তি স্বীয় ক্ষমতাবলে সর্বোপরি প্রাধান্য স্থাপন করিয়া ছিলেন। তাঁহার হীরা ও জীরা নাম্নী দুইটি কন্যা ছিল। এরূপ কিংবদন্তী আছে যে উক্ত কন্যাদ্বয় কুমারী অবস্থায়ই দুইটি পুত্র সন্তান প্রসব করে। কোচেরা শিশুদ্বয়কে শিবের সন্তান বলিয়া পরিচয় দেয় এবং সেই হইতে কোচ জাতিকে শিববংশ বলা হয়। হাজো দৌহিত্রদ্বয়ের নাম শিশু ও বিশু রাখিয়াছিলেন।

কালক্রমে শিশু ও বিশু অত্যন্ত পরাক্রমশালী হইয়া উঠেন এবং কোচসৈন্য গঠন করিয়া কামাতপুর আক্রমণ করেন। এই যুদ্ধে জয় লাভ করিয়া ইঁহারা মহারাজা উপাধি ধারণ করিলেন। অতঃপর শিশু মহারাজা শিবসিংহ এবং বিশু মহারাজ বিশ্বসিংহ নামে অভিহিত হন। এই বিশু সিংহই কুচবিহার রাজবংশের আদি পুরুষ এবং ইঁহার উপরই মহামাতার দয়া হইয়াছিল।

মহারাজ বিশ্বসিংহ অত্যন্ত ধার্ম্মিক এবং দেবীর পরম ভক্ত ছিলেন। ইনি যন্ত্রপীঠের মাহাত্ম্য পাঠ কালে তন্ত্র মধ্যে জানিতে পারেন, তাঁহার রাজ্যের কোন শৈলশিখরে এই মহাপীঠ সংস্থিত। কিন্তু কোন্ শৈলশিখরের কোন্ স্থানে মহাদেবীর যন্ত্র-পীঠ তাহা নির্দ্দেশ করিতে না পারিয়া মহারাজ বিশ্বসিংহ যৎপরোনাস্তি ব্যস্ত ও উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন। তিনি আহার নিদ্রা ও রাজকার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক মহামায়ার চিন্তায় মগ্ন হইলেন। এতাদৃশ ভক্তের প্রতি দয়াময়ীর দয়া হইল। তিনি মহারাজকে স্বপ্নে দর্শন দিয়া বলিলেন, "বৎস! আমি ব্রহ্মপুত্র নদের তটস্থ পর্ব্বত শিখরে বিরাজ করিতেছি।"

রাজা স্বপ্ন দর্শনে ব্যাকুল হৃদয়ে যন্ত্র-পীঠ উদ্দেশে যাত্রা করিয়া পর্ব্বতে পর্ব্বতে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে বহুদিন অনাহার ও অনিদ্রায় ভ্রমণে রাজার শরীর শীর্ণ ও বিবর্ণ হইয়া কঙ্কাল মাত্রাবশিষ্ট

রহিল। পর্ব্বত নিবাসী অসভ্য লোকদিগের সহিত সাক্ষাৎ হইলেই তিনি মহামাতার বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেন, কিন্তু তাহারা কামাখ্যা দেবীর সন্ধান বলিতে পারিত না। রাজা ক্ষোভে ও দুঃখে ভূতাবিষ্টের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিতেন।

একদা একদল অসভ্যকে ঐরূপ জিজ্ঞাসা করায় তাহারা বলিল— "মহারাজ! আমরা কামাখ্যা দেবী সম্বন্ধে কিছুই অবগত নহি; তবে এই মাত্র জানি যে আমাদের মধ্যে কাহারও কোন পীড়া বা বিপদ্ উপস্থিত হইলে ঐ স্থানে যে একটি জলধারা প্রবাহিত হইতেছে, সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া ঐকান্তিক মনে জানাইলে রোগ বা বিপদ্ হইতে মুক্তি লাভ করা যায়। রাজা ইহাতেও কিছু স্থির করিতে না পারিয়া হতাশ হৃদয়ে রোদন করিতে লাগিলেন। ভক্তাধীন জননী ভক্তের কাতর ক্রন্দনে পুনরায় স্বপ্ন দ্বারা আদেশ করিলেন, "বৎস! অসভ্যেরা যাহা বলিয়াছে তাহা সত্য। আমি ঐ স্থানেই অধিষ্ঠিত আছি। তুমি মন্দির প্রস্তুত করিয়া দাও।"

রাজা জগজ্জননীর স্বপ্নাদেশ প্রাপ্ত হইয়া ভক্তি গদগদ ও পুলক পূর্ণ হৃদয়ে তথায় সমাগত হইয়া সেই ক্ষুদ্র গহ্বরটি দেখিতে পাইলেন। তাহার সন্নিধানেই একটি জলধারা * উদ্গত হইয়া, ঐ স্থানকে প্লাবিত করিয়া প্রবাহিত হইতেছে। রাজা এই সমস্ত দর্শন করিয়া ভক্তি ও বিস্ময়ে অভিভূত হইলেন এবং সর্ব্ব-কার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক মন্দির নির্ম্মাণ করাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। বহুল পরিশ্রম ও অর্থব্যয়ে মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। পরে ১৪৮৪ শকে ঐ বংশীয় রাজা মল্লধ্বজ এবং ১৪৮৭ শকে তদীয় ভ্রাতা রাজা শুক্লধ্বজ ঐ ভগ্ন মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। এই মন্দির একটি বৃহৎ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত, এবং ইহা তিন অংশে বিভক্ত। মন্দির মধ্যে সূর্য্যালোক প্রবেশ করিতে পারে না, সুতরাং

অন্ধকার। আলো ব্যতীত এক পদ অগ্রসর হইবার উপায় নাই। প্রবেশ দ্বারে জয়ঘণ্টা লম্বমান রহিয়াছে। অনেক যাত্রী প্রবেশ ও নির্গমন সময়ে ঘণ্টাধ্বনি করিয়া থাকেন। ঐ ঘণ্টাধ্বনিও মহামাতার একটি প্রীতিকর কার্য্য।

পূর্ব্বে মহামাতার সম্মুখে বরাহ বলি হইত। ইহাতে বোধ হয়, সে সময় বরাহভোজী অসভ্যের সংখ্যা অধিক থাকায় তাহাদের প্রীতিকর দ্রব্য মাতাকে বলি দেওয়া হইত। পরে অসভ্যের সংখ্যা হ্রাস হইয়া সভ্যের সমাগমেও ঐ নিয়মই চলিতেছিল। "দেবী বরাহেই সন্তুষ্ট"—এইরূপ একটা সিদ্ধান্ত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। একদা প্রধান পুরোহিতের উপর স্বপ্নাদেশ হইয়াছিল যে—"আর বরাহ বধ না হয়।" তদবধি উহা বন্ধ হইয়া পাঁঠা, মহিষ ও পারাবত বলি হইতেছে।

প্রতিনিয়ত মহামাতা কামাখ্যা দেবীর উৎসব হইতেছে; তন্মধ্যে দুর্গোৎসব, অম্বুবাচী ও পুংসবনই প্রধান। হরগৌরীর বিবাহকে পুংসবন বলে। প্রতি বৎসর পৌষ মাসের কৃষ্ণা দ্বিতীয়া তিথিতে অতি সমারোহের সহিত দেব দেবীর উদ্বাহ ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে।

"অম্বুবাচী সময় দেবী রজঃস্বলা থাকেন" এইরূপ সংস্কার অনেকের হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে। বস্তুতঃ তাহা নহে; স্মৃতিতে দেখা যায়, জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ দিবস সূর্য্য যে বারে ও যে সময় মিথুন রাশিতে গমন করেন, তাহার পরের সেই বারে ও সেই সময় পৃথিবী স্ত্রীধর্ম্মিনী হন; ইহাই অম্বুবাচী।

মিসর দেশের প্রাচীন অবস্থা।

একবার প্রাচীন মিসরের প্রতি দৃষ্টিপাত কর। দেখ মিশর দেশের কি অনুপম শোভা! দর্শনমাত্র বোধ হয়, যেন কমলা সর্ব্বকাল এই

দেশে বিরাজমানা আছেন। এই দেশে দ্বাবিংশতি সহস্র নগর। ঐ সকল নগরের শাসন প্রণালী কি সুন্দর! তথায় ধনবান্ দরিদ্রের উপর অত্যাচার করিতে পারে না। বালকদিগের বিদ্যাভ্যাসের রীতি কি উত্তম! তাহারা বশ্যতা, পরিশ্রম, সদাচার ও বিদ্যানুরাগ নিত্য অভ্যাস করিয়া থাকে। মাতা পিতার ধর্ম্মনিষ্ঠা, নিস্বার্থ লোক-হিতৈষিতা, সম্মানাকাঙ্ক্ষা, অকপট ব্যবহার ও দেবভক্তি—এই সমস্ত গুণের বীজ শৈশবকালাবধি স্বীয় স্বীয় সন্তানদিগের অন্তঃকরণে রোপণ করিতে আরম্ভ করেন। এই মঙ্গলকর নিয়মাবলী অনুধ্যান করিলে, কাহার না অন্তঃকরণ আনন্দে পরিপূর্ণ হয়? ফলতঃ যে রাজা এইরূপ সুনিয়মে রাজ্য শাসন ও প্রজা পালন করেন, তাঁহার প্রজারাই যথার্থ সুখী। কিন্তু যে ধর্ম্মপরায়ণ রাজার দয়া দাক্ষিণ্য গুণে অসংখ্য লোকের সুখ সংবর্দ্ধিত হয় এবং ধর্ম্ম প্রবৃত্তির প্রবণতা নিবন্ধন যাঁহার হৃদয়কন্দর নিরন্তর অনির্ব্বচনীয় আনন্দরসে উচ্ছলিত থাকে তিনি তাঁহার প্রজা-দিগের অপেক্ষা অধিক সুখী। তাঁহাকে দুরাচার নরপতির ন্যায় ভয় দেখাইয়া প্রজাদিগকে বশীভূত রাখিতে হয় না। প্রজারা নিজেই তাঁহার রমণীয় গুণগ্রামে মুগ্ধ ও প্রীত হইয়া বশীভূত থাকে, এবং তদীয় আজ্ঞা প্রতিপালন করিয়া আত্মাকে চরিতার্থ বোধ করে। তিনি প্রজাগণের হৃদয়-রাজ্যে আধিপত্য করেন। প্রজারা তাঁহাকে এরূপ স্নেহ ও ভক্তি করে যে তাহাদিগেব তদীয় রাজ্যভঙ্গের অভিলাষ করা দূরে থাকুক তাহারা রাজার মর্ত্ত্যতার বিষয় চিন্তা করিয়া অতিশয় কাতর হয়, এবং যদি আপন আপন জীবন দিলেও রাজা চিরজীবী হইতে পারেন, তাহাতেও পরাঙ্মুখ হয় না। প্রাচীন মিসরের রাজগণ যেরূপ প্রজাবৎসল ছিলেন, প্রজাগণও সেইরূপ রাজভক্ত ছিল। প্রাচীন মিসরে প্রকৃত সৌরাজ্য চিরকাল বিরাজমান ছিল। (রামকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়)

অম্বর দর্শন।

মানসিংহের রাজধানী চিরসৌন্দর্য্যময়ী অম্বর এখনও প্রাকৃতিকশোভার অনন্ত শোভাময়ী। একটি তুঙ্গ শৈলশিখর বিশালবপু বিস্তার করিয়া আকাশ ঢাকিয়া রাখিয়াছে, আর তাহারই পাদমূলে উচ্চটিলার উপর সমতলভূখণ্ডে অম্বরদুর্গের প্রাসাদাবলী হ্রদবারি-পরিবেষ্টিত হইয়া, সরোবরে প্রস্ফুটিত শতদলবৎ ফুটিয়া রহিয়াছে। হ্রদের অপর পার্শ্বে আরও নিম্নে উপত্যকাভূমির উপর ভগ্ন-মন্দিরাদিপরিবৃত প্রাচীন সহর অম্বর অল্প অল্প দৃষ্টিগোচর হইতেছে।

পুরাকালে সুপ্রসিদ্ধ মীনবংশীয় নরপতিগণ অম্বরে রাজত্ব করিতেন। অম্বাদেবীর নামে উৎসর্গীকৃত বলিয়া এই নগরীর নাম অম্বর হইয়াছে। পার্ব্বত্য-প্রদেশে দুর্গম গিরি-পথে স্থাপিত, তাই মীনবংশীয়গণ ইহাকে ঘাটরাণী বলিয়া উল্লেখ করিতেন। খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর শেষভাগে এইস্থান তাঁহাদিগের হস্তচ্যুত হইলে, নিকটবর্ত্তী ধুন্দর-জনপদনিবাসী কচ্ছরাজগণ এইস্থানে রাজ্য স্থাপিত করিলেন। সেই অবধি অম্বররাজ্য রাজপুতগণের করায়ত্ত রহিয়াছে।

অম্বরের রাজভবন মহারাজ মানসিংহ প্রতিষ্ঠিত করেন। পরে তদীয় পৌত্র জয়সিংহ (মির্জ্জারাজা) কর্ত্তৃক ইহার সৌন্দর্য্যসৌষ্ঠব বিশেষ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। সুদৃঢ় দুর্গপ্রাচীর জয়মন্দিরাদি কতিপয় রম্যপ্রাসাদ, ও তালকুম্ভোরাহ্রদ তিনিই নির্ম্মাণ করিয়া যান এবং উপবনাদিদ্বারা রাজধানী সুশোভিত করেন।

মির্জ্জা রাজা জয়সিংহের ত্রিশবৎসর পর, জয়পুরপ্রতিষ্ঠাতা দ্বিতীয় জয়সিংহ অম্বরের রাজ্যভার গ্রহণ করেন। সমসাময়িক অন্যান্য রাজন্যবর্গের উপর তদীয় বিশেষত্ব স্থাপন করিবার জন্য মোগলসম্রাট্ তাঁহাকে

'সোয়াই' আখ্যা প্রদান করিয়া ছিলেন। সেই অবধি আজ পর্য্যন্ত জয়পুর-রাজগণ এই সম্মানজনক উপাধি ধারণ করিয়া থাকেন। 'সোয়াই' অর্থে এই বুঝায় যে, প্রত্যেক রাজাকে এক ধরিয়া তিনি তাঁহাদের উপর একপোয়া অধিক—অর্থাৎ সোয়া।

আমরা দুর্গ প্রবেশ করিয়াই সম্মুখে উচ্চগৃহাদিবেষ্টিত সুপ্রশস্ত মুক্তভূমি দেখিতে পাইলাম। এখান হইতে সিঁড়িপথে অন্য একটি উচ্চপ্রাঙ্গণ আরোহণ করিয়া আমাদিগকে দেওয়ানীআমে পৌছিতে হইল। দিল্লী ও আগ্রার আমদরবারের ন্যায়, ভারতের অদৃষ্টলিপির সঙ্গে, অম্বর দেওয়ানী আমের তাদৃশ ঘনিষ্ট সম্পর্ক না থাকিলেও, সৌন্দর্য্যগরিমায় ইহার স্থান নীচে নহে। চারিপার্শ্বে অপূর্ব্ব কারুকার্য্যখচিত লোহিত-প্রস্তরের স্তম্ভগুলির প্রাচীরমণ্ডিত ধবলমূর্ত্তি এবং মধ্যস্থলে যোলটি মার্ব্বল-স্তম্ভের ঈষদ্‌নীলাভ উজ্জ্বলশোভা অম্বরশিল্পিগণের স্থাপত্যনৈপুণ্যের বিশিষ্ট পরিচয় প্রদান করিতেছে।

এইখান হইতে আমরা অন্দরমহল পরিত্যাগপূর্ব্বক অম্বরের অধিষ্ঠাত্রী-দেবী প্রসিদ্ধা শিলাদেবীর মন্দিরে প্রবিষ্ট হইলাম। বাঙ্গালীপর্য্যটক-মাত্রেরই এই স্থান দর্শন করা একান্ত কর্ত্তব্য। কারণ, এই শিলাদেবীই, একদিন বাঙ্গালায় কোন প্রবলপ্রতাপ ভূম্যধিকারীর অধিষ্ঠাত্রীদেবীরূপে বাস করিতেছিলেন। এতদিন এই মাতৃমূর্ত্তি প্রতাপাদিত্যের যশোহরে-শ্বরী বলিয়া পরিচিত হইত; কিন্তু অল্পদিন হইল, কোন খ্যাতনামা লেখক অনেক ঐতিহাসিক গবেষণার পর, সে ভ্রম অপনোদন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। জয়পুরের ইতিবৃত্ত পাঠে আরও অনেক প্রমাণ সংযোগে ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে, ইনি বারভুঁইয়ার অন্যতম বিক্রম-পুরাধিপতি চাঁদরায় ও কেদাররায়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী;—প্রতাপাদিত্যের যশোহরেশ্বরী নহেন। রাজা কেদাররায়কে পরাজিত করিয়া, মানসিংহ

ই শিলামূর্ত্তি অম্বরে স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন। কথিত আছে, পূর্ব্বে এখানে প্রতিদিন একটি করিয়া নরবলি হইত; এখন তৎপরিবর্ত্তে ছাগবলি হইয়া থাকে।—এজন্য অনেক সাহেবসুবোরাও এস্থান দর্শন করিতে আসিয়া থাকেন। ভয়ঙ্করার এই দৃঢ়প্রাচীরবদ্ধ ভয়ঙ্কর মন্দির দর্শনকরিয়া, আমি অম্বর দর্শনকাণ্ড সমাপিত করিলাম।

(সুরেন্দ্রনাথ রায়)

দণ্ডকারণ্য।

গোদাবরীর তীরে দণ্ডকারণ্য। রামচন্দ্র পিতৃসত্যপালনার্থে এই বনেই বাস করিতে আসিয়াছিলেন। তখন ইহা সুবিস্তীর্ণ ও সুদুর্গম ছিল; এখন সামান্য উপবনে পরিণত হইয়াছে। গোদাবরী পার হইয়া আমরা একটি বৃহৎপ্রাঙ্গণ স্থিত মন্দিরে রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার মূর্ত্তি দর্শন করি। প্রাঙ্গণে অনেকগুলি সন্ন্যাসী রহিয়াছে। প্রবাদ আছে যে, এইখানেই রামচন্দ্র কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিয়াছিলেন। সেই রামায়ণের আরণ্যশোভাপূর্ণ পঞ্চবটী। তাহার পর আমরা আর একটি মন্দিরে যাই। এখানে কৃষ্ণমূর্ত্তি স্থাপিত আছে। পাণ্ডা বলিল, এ মন্দিরে যাহা মানস করিবে, তাহাই পাইবে।" আমি বলিলাম, "আমার কিছুই বাঞ্ছনীয় নাই। ভগবান্ আমাকে যাহা দিয়াছেন, আমি তাহাতেই সুখী।" তাহার কিঞ্চিৎ দূরে ভূগর্ভে একটি কক্ষে সীতাদেবীর মূর্ত্তি স্থাপিত আছে। আমি ইহার ভিতর কষ্টে প্রবেশ করিয়াছিলাম, যেন নিশ্বাস বন্ধ হইয়া আইসে।

তাহার পর প্রায় এক ক্রোশ দূরে তপোবন দেখিতে যাই। প্রবাদ—এখানে তপস্যা করিয়া লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিৎ-বধের শক্তি লাভ করিয়াছিলেন। এ স্থানটির মত এমন শান্তিপ্রদ স্থান আমি অল্পই দেখিয়াছি। আমার বোধ হয়, এইটিই প্রকৃত বাল্মীকিবর্ণিত পঞ্চবটী। এখনও পাঁচটি

বটগাছ একটি স্থান আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে। এখনও তাহার চারিদিকে নানাবিধ বনবৃক্ষ রহিয়াছে। এককালে এই অধিত্যকাটি যে সমস্ত অরণ্যময় ছিল, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। অনতি দূরে আরাবল্লির শিখরমালা এক পার্শ্বে আকাশের গায়ে চিত্রের মত দেখা যাইতেছে। অন্য দিকে গোদাবরী নদী কুলকুলরবে শিলা হইতে শিলান্তরে প্রবাহিতা হইতেছে। স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র জলপ্রপাত সকল পুষ্পবৃষ্টি করিতেছে। এক পার্শ্বে নিবিড় অরণ্যময় তীরে নানাবিধ বনফুল ফুটিয়া রহিয়াছে, অন্যপার্শ্বে তৃণশূন্য বন্ধুর পর্ব্বতশ্রেণী ভীমবেশে দাঁড়াইয়া আছে। একস্থানে জল কিঞ্চিৎ গভীর। এখানে একটি জলপ্রপাতে আমি বড় প্রীতিভরে স্নান করিলাম।

(নবীনচন্দ্র সেন)

মহেশ্বর-মন্দির।

চতুর্ব্বেষ্টিত দুর্গ হইতে ৫।৬ ক্রোশ দূরে ইচ্ছামতী-তীরে প্রসিদ্ধ মহেশ্বর-মন্দির ছিল। অনেক দূরদেশ হইতে অনেক লোক এই মন্দিরে প্রতিদিন সমাগত হইত। বৃদ্ধাগণ পুত্রকন্যার কুশল-কামনা করিয়া পূজা দিতে আসিতেন; যোদ্ধৃগণ জয়াকাঙ্ক্ষায়, কৃপণগণ ধনাকাঙ্ক্ষায়, যুবক বিদ্যাকাঙ্ক্ষায়, নানা প্রকারের লোক নানা আকাঙ্ক্ষায় এই মন্দিরে সমবেত হইত। বহুকালের ধন সঞ্চিত হইয়া এই মন্দিরে রাশীকৃত হইয়া ছিল, মন্দিরের অট্টালিকা-সমূহ দিন দিন দীর্ঘায়ত হইতেছিল। মধ্যে উচ্চ মন্দির, তাহার চারিদিকে শ্রেণীবদ্ধ উজ্জ্বল, উন্নত সৌধমালা শোভা পাইত। আগন্তুকগণ এই সৌধমালায় বাস করিত, তাহা হইতে যে আয় হইত, তাহাও দেবসেবায় অর্পিত হইত।

এই প্রকাণ্ড অট্টালিকা-শ্রেণী মন্দিরের চারিদিকে নির্ম্মিত হইয়াছিল।

তন্মধ্যবর্ত্তী স্থান অতি বিস্তীর্ণ। সুতরাং মন্দিরের যে কোন দিকে দণ্ডায়মান হইয়া দেখিলে কেবল সৌধমালা ভিন্ন আর কিছুই দেখা যাইত না।

এই সৌধমালার ভিতর দিয়া মন্দিরাভিমুখে যাইবার জন্য চারিদিকে চারিটি সিংহদ্বার ছিল। শিবিকা কি শকট সেই সিংহদ্বার পর্য্যন্ত আসিতে পারিত, তাহার ভিতর যাইতে পারিত না। সেই সিংহদ্বারের ভিতর প্রবেশ করিলে আর ধন-গৌরব-জাত কোন প্রকার বিভিন্নভাই স্থান পাইত না। রাজকুমারী ভিখারিণীর সহিত একত্র পদব্রজে সিংহদ্বার হইতে মন্দির পর্য্যন্ত যাইতেন, ভস্মবিভূষিত সন্ন্যাসীর সহিত স্বর্ণ-রৌপ্যালঙ্কৃত মহারাজ একত্র পথ অতিবাহিত করিতেন। ধর্ম্মের সম্মুখে উচ্চ কে? নিম্ন কে? ধনীই বা কি! দরিদ্রই বা কি!

যদিচ চারিদিকের সৌধবেষ্টিত মধ্যস্থ ভূমি অতিশয় প্রশস্ত ও বিস্তীর্ণ, তথাপি কখন কখন এত লোকের সমাগম হইত যে, সেই ভূমি লোকে পরিপূর্ণ হইত। তথায় যে কেবল উপাসকগণ আসিত, এমন নহে; নানা প্রকার লোক নানা প্রকার দ্রব্য বিক্রয়ার্থ আনিত। বালক-বালিকার জন্য নানা প্রকার ক্রীড়া-দ্রব্য যুবক-যুবতীদিগের জন্য নানা-প্রকার অলঙ্কার, সকলের জন্যই পরিধেয়, খাদ্য ও অন্যান্য নানারূপ ব্যবহার্য্য দ্রব্য তথায় দিবানিশি বিক্রীত হইত। ক্রেতৃগণ তথায় দিবানিশি ব্যস্ত থাকিত।

চন্দ্রোদয় হইয়াছে, সম্মুখে উচ্চ মহেশ্বর-মন্দির চন্দ্রালোকে অধিকতর উজ্জ্বল হইয়া গভীর নীল আকাশপটে যেন চিত্রের ন্যায় ন্যস্ত রহিয়াছে। চারিদিকে উজ্জ্বল শ্বেত সৌধমালা চন্দ্রকিরণে রৌপ্যমণ্ডিতের ন্যায় শোভা পাইতেছে—সেই সৌধমালা হইতে অসংখ্য প্রদীপালোক বহির্গত হইয়া নয়নপথে পতিত হইতেছে, মধ্যস্থ প্রশস্ত ভূমিখণ্ড প্রায় জনশূন্য

হইয়াছে—যে স্থানে সমস্ত দিন কলরব হইতেছিল, এক্ষণে সেই স্থান প্রায় নিস্তব্ধ হইয়াছে। স্থানে স্থানে বৃক্ষপত্রের মধ্যে পুঞ্জ পুঞ্জ খদ্যোৎমালা নয়নরঞ্জন করিতেছে। শীতল সুগন্ধ সমীরণ রহিয়া রহিয়া বহিতেছে ও নিকটস্থ উচ্চ বৃক্ষ হইতে সুমধুর গম্ভীর রব বাহির করিতেছে। সেই রব ভিন্ন অন্য রব নাই; কেবল স্থানে স্থানে পেচকের শব্দ শুনা যাইতেছে;—কেবল কখন কখন দূরস্থ ক্ষেত্র হইতে দুই একটা গাভীর হাম্বারব শুনা যাইতেছে;—কেবল দূরস্থ গ্রামবাসীদিগের গান বায়ুপথে আরোহণ করিয়া কখন কখন কর্ণকুহরে প্রবেশ করিতেছে। সে সময়ে, সে স্থানে, সেই গান শুনিতে বড় সুললিত বোধ হয়।

সেই দেবায়তনে প্রাতঃকালে দুই একটি করিয়া লোক সমবেত হয়। মধ্যাহ্নে কোলাহলের সীমা থাকে না; সায়ংকালে সেই কলরব ক্রমে হ্রাস হইয়া আইসে; রজনীতে সমস্ত নির্জ্জন, নিস্তব্ধ, শান্ত! আমাদের জীবনেও এইরূপ। শৈশবে মনের প্রবৃত্তি ধীরে ধীরে চলিতে থাকে। যৌবনে সেই প্রবৃত্তি-সমূহের দুর্দ্দান্ত প্রতাপ,—যেন জগৎ-সংসারকে গ্রাস করিবে; বার্দ্ধক্যে ক্রমে নিস্তেজ হইয়া আইসে; শীঘ্রই শান্ত, নিস্তব্ধ, অনন্তসাগরে লীন হইয়া যায়। তবে এত ধূমধাম কেন? এত দর্প, এত গর্ব্ব, এত কৌশল, এত মন্ত্রণা কেন? এত ক্রোধ, এত লোভ, এত অর্থ-লালসা, এত উচ্চাভিলাষ কেন?—কে বলিবে কেন? বিধির নির্ব্বন্ধ কে বুঝিবে? যে পতঙ্গ মুহূর্ত্তমধ্যে ভস্মসাৎ হইবে, তাহার পক্ষবিস্তার করিয়া আকাশদিকে ধাবমান হওয়া কেন? যে শিশির-বিন্দু মুহূর্ত্তমধ্যে মনুষ্যপদে দলিত হইবে বা প্রাতঃকালের রবি কিরণস্পর্শে শুকাইয়া যাইবে, তাহার হীরক-খণ্ডের জ্যোতি-বিস্তার কেন?

(নিখিলনাথ রায়)

পল্লীগ্রাম। (Village)

এখন ভাদ্র মাসে চারিদিক জলে মগ্ন—কেবল ধান্য ক্ষেত্রের মাথা-গুলি অল্পই ভাসিয়া আছে। দূরে—বহু দূরে একখানি তরুবেষ্টিত গ্রাম উচ্চ ভূমিতে দ্বীপের মত দেখা যাইতেছে।

এখানকার মানুষগুলি এমনই অনুরক্ত ভক্ত স্বভাব, এমনই সরল বিশ্বাসপরায়ণ যে, সয়তান যদি ইহাদের ঘরে আসিয়া প্রবেশ করে, তাহাকেও ইহারা শিশুর মত বিশ্বাস করে এবং মান্য অতিথির মত নিজের আহারের অংশ দিয়া সেবা করিয়া থাকে।

আমি ভাবিতে লাগিলাম, এখানকার এই যে সমস্ত নিরক্ষর নির্ব্বি-রোধ চাষা-ভূষার দল—"থিওরীতে" আমি ইহাদিগকে অসভ্য বর্ব্বর বলিয়া অবজ্ঞা করি, কিন্তু কাছে আসিয়া প্রকৃতপক্ষে ইহাদিগকে আত্মী-য়ের মত ভালবাসি, এবং ইহাও দেখিয়াছি, আমার অন্তঃকরণ গোপনে ইহাদের প্রতি একটা শ্রদ্ধা প্রকাশ করে।

কিন্তু লণ্ডন বা প্যারিসের সহিত তুলনা করিলে ইহারা কোথায় গিয়া পড়ে। কোথায় সে শিল্প, কোথায় সে সাহিত্য, কোথায় সে রাজনীতি। এ সমস্ত কথা পর্য্যালোচনা করিয়াও আমার মনের মধ্যে একটি দৈববাণী ধ্বনিত হইতে লাগিল—তবু এই নির্ব্বোধ সরল মানুষগুলি কেবল ভালবাসার যোগ্য নহে, শ্রদ্ধার যোগ্য।

কেন আমি ইহাদিগকে শ্রদ্ধা করি, তাই ভাবিয়া দেখিতেছিলাম। দেখিলাম, ইহাদের মধ্যে যে একটি সরল বিশ্বাসের ভাব আছে, তাহা অত্যন্ত বহুমূল্য। এমন কি, তাহাই মনুষ্যত্বের চির-সাধনার ধন। যদি মনের ভিতরকার কথা খুলিয়া বলিতে হয়, তবে একথা স্বীকার করিব, আমার কাছে তাহা অপেক্ষা মনোহর আর কিছু নাই।

সেই সরলতাটুকু চলিয়া গেলে সভ্যতার সমস্ত সৌন্দর্য্যটুকু চলিয়া যায়; কারণ, স্বাস্থ্য চলিয়া যায়। সরলতাই মনুষ্য-প্রকৃতির স্বাস্থ্য।

এখানকার এই নির্ব্বোধ গ্রাম্য লোকেরা যে সকল জ্ঞান ও বিশ্বাস লইয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করে, সে সমস্তই ইহাদের প্রকৃতির সহিত এক হইয়া মিশিয়া গিয়াছে। যেমন রক্ত-চলাচল আমাদের হাতে নাই, তেমনি এ সমস্ত মতামত রাখা-না-রাখা তাহাদের হাতে নাই। তাহারা যাহা কিছু জানে, যাহা কিছু বিশ্বাস করে, নিতান্তই সহজে জানে ও সহজে বিশ্বাস করে। সেই জন্য তাহাদের জ্ঞান, বিশ্বাস ও কাজ মানুষের সহিত এক হইয়া গিয়াছে।

একটা উদাহরণ দিই। অতিথি ঘরে আসিলে ইহারা তাহাকে কিছুতেই ফিরায় না। আন্তরিক ভক্তির সহিত অক্ষুণ্ণমনে তাহার সেবা করে। সে জন্য কোন ক্ষতিকে ক্ষতি, কোন ক্লেশকে ক্লেশ বলিয়া তাহাদের মনে উদয় হয় না। আমিও আতিথ্যকে কিয়ৎপরিমাণে ধর্ম্ম বলিয়া জানি, কিন্তু অতিথি দেখিবামাত্র আমার সমস্ত চিত্তভূমি তৎক্ষণাৎ তৎপর হইয়া আতিথ্যের দিকে ধাবমান হয় না। মনের মধ্যে নানারূপ তর্ক ও বিচার করিয়া থাকি। এ সম্বন্ধে কোন বিশ্বাস আমার প্রকৃতির সহিত এক হইয়া যায় নাই।

আমার এই ক্ষুদ্র গ্রামের চাষাদের প্রকৃতির মধ্যে যে একটি ঐক্য দেখা যায়, তাহার মধ্যে বৃহত্ত্ব বা জটিলতা কিছুই নাই। এই ধরাপ্রান্তে ধান্যক্ষেত্রের মধ্যে সামান্য গুটি কতক অভাবমোচন করিয়া, জীবনধারণ করিতে অধিক দর্শন, বিজ্ঞান, সমাজ তত্ত্বের প্রয়োজন হয় না। যে গুটিকয়েক আদিম পরিবার-নীতি, গ্রাম্য-নীতি এবং প্রজা-নীতির আবশ্যক, সে কয়েকটি অতি সহজেই মানুষের জীবনের সহিত মিলিয়া অখণ্ড জীবন্ত ভাব ধারণ করিতে পারে।

তবু ক্ষুদ্র হইলেও ইহার মধ্যে যে একটা সৌন্দর্য্য আছে, তাহা চিত্তকে আকর্ষণ না করিয়া থাকিতে পারে না, এবং এই সৌন্দর্য্যটুকু অশিক্ষিত ক্ষুদ্র গ্রামের মধ্য হইতে পদ্মের ন্যায় উদ্ভিন্ন হইয়া উঠিয়া সমস্ত গর্ব্বিত সভ্য-সমাজকে একটি আদর্শ দেখাইতেছে। সেই জন্য লণ্ডন-প্যারিসের তুমুল সভ্যতা-কোলাহল দূর হইতে সংবাদপত্রযোগে কানে আসিয়া বাজিলেও আমার গ্রামটি আমার হৃদয়ের মধ্যে অন্য প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে।

আমার নানাচিন্তাবিক্ষিপ্ত চিত্তের কাছে এই ছোট পল্লীটি তানপূরার সরল সুরের মত একটি নিত্য আদর্শ উপস্থিত করিয়াছে। সে বলিতেছে, "আমি মহৎ নহি, বিস্ময়জনক নহি, কিন্তু আমি ছোটর মধ্যে সম্পূর্ণ; সুতরাং অন্য সমস্ত অভাব সত্ত্বেও, আমার যে একটি মাধুর্য্য আছে, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। আমি ছোট বলিয়া তুচ্ছ, কিন্তু সম্পূর্ণ বলিয়া সুন্দর, এবং এই সৌন্দর্য্য তোমাদের জীবনের আদর্শ।"

অনেকে আমার কথায় হাস্য সংবরণ করিতে পারিবেন না, কিন্তু তবু আমার বলা উচিত, এই মূঢ় চাষাদের সুষমাহীন মুখের মধ্যে আমি একটি সৌন্দর্য্য অনুভব করি, যাহা রমণীর সৌন্দর্য্যের মত। আমি নিজেই তাহাতে বিস্মিত হইয়াছি এবং চিন্তা করিয়াছি, এ সৌন্দর্য্য কিসের? আমার মনে তাহার একটা উত্তরও উদয় হইয়াছে।

যাহার প্রকৃতি কোন একটি বিশেষ স্থায়ী ভাবকে অবলম্বন করিয়া থাকে, তাহার মুখে সেই ভাব ক্রমশঃ একটি স্থায়ী লাবণ্য অঙ্কিত করিয়া দেয়।

আমার এই গ্রাম্য লোক সকল জন্মাবধি কতকগুলি স্থিরভাবের প্রতি স্থিরদৃষ্টি বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। সেই কারণে সেই ভাবগুলি ইঁহাদের দৃষ্টিতে আপনাকে অঙ্কিত করিয়া দিবার সুদীর্ঘ অবসর পাইয়াছে।

সেই জন্য ইহাদের দৃষ্টিতে একটি সকরুণ ধৈর্য্য, ইহাদের মুখে একটা নির্ভর-পরায়ণ বাৎসল্যভাব স্থিররূপে প্রকাশ পাইতেছে।

আমি যে ক্ষুদ্র নদীটিতে নৌকা লইয়া আছি, ইহাতে স্রোত নাই বলিলেও হয়, সেই জন্য এই নদী কুমুদ-কহ্লারে, পদ্মে-শৈবালে সমাচ্ছন্ন হইয়া আছে। সেইরূপ একটা স্থায়িত্বের অবলম্বন না পাইলে ভাবসৌন্দর্য্যও গভীরভাবে বদ্ধমূল হইয়া আপনাকে বিকসিত করিবার অবসর পায় না।

আমার এই চাষীদের মুখে অন্তঃপ্রকৃতির রঙ্ ধরিয়া গিয়াছে, সারল্যের সেই পুরাতন শ্রীটুকু সকলকে দেখাইবার জন্য আমার বড় একটি আকাঙ্ক্ষা হইতেছে। কিন্তু সেই শ্রী এতই সুকুমার যে, কেহ যদি বলেন, দেখিলাম না এবং কেহ যদি হাস্য করেন, তবে তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া আমার ক্ষমতার অতীত।

বাইবেলে লেখা আছে, যে নম্র, সেই পৃথিবীর অধিকার প্রাপ্ত হইবে। আমি যে নম্রতাটুকু এখানে দেখিতেছি, ইহার একটি স্বর্গীয় অধিকার আছে। পৃথিবীতে সৌন্দর্য্যের অপেক্ষা নম্র আর কিছু নাই। সে বলের দ্বারা কোনও কাজ করিতে চায় না—এক সময় পৃথিবী তাহার হইবে। এই যে গ্রামবাসিনী সরলতা আজ একটি নগরবাসী নবসভ্যতার পোষ্য-পুত্রের চিত্ত অতর্কিতভাবে অধিকার করিয়া লইতেছে, এককালে সে এই সমস্ত সভ্যতার রাজরাণী হইয়া বসিবে; এখনো হয় ত তাহার অনেক বিলম্ব আছে, কিন্তু অবশেষে সভ্যতা সরলতার সহিত যদি সম্মিলিত না হয়, তবে সে আপনার পরিপূর্ণতার আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইবে।

(রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

Exercise.

1. সহর জীবনের সুবিধা অসুবিধা সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখ :—(matr. ex. 1915)

Hints :—সুবিধা (1) মিউনিসিপালিটির সুবন্দোবস্ত (রাস্তা, পথ, ঘাট, পাইখানা পরিচ্ছন্ন, সমস্ত রাত্রি আলোকমালা, পরিচ্ছন্নতাপ্রযুক্ত ম্যালেরিয়া শূন্য, স্বাস্থ্যের অনুকূল

[ব]ন্দর, পরিচ্ছন্ন ও প্রশস্ত জলাশয়, অধিকাংশ সহরে জলের কল) (2) জ্ঞানলাভের জন্য বিবিধ বিদ্যালয়, সভাসমিতি, পুস্তকালয়, অসংখ্য শিক্ষিত ও সাধুলোকের সমাগম) (3) রোগ দূর করিবার জন্য (বিবিধ ঔষধালয় ও সুশিক্ষিত চিকিৎসকগণ) (4) প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি (সর্ব্বদেশীয় সর্ব্বপ্রকার দ্রব্যের আমদানী ও বিবিধ বিপণি (5) যাতায়াত বিবিধ ও অসংখ্য যান) (6) চিত্তবিনোদনের জন্য (বিবিধ উৎসব, ক্রীড়া, সঙ্গীত, নৃত্য, অভিনয়) (7) অত্যাচারীর শাসন (পুলিশ ও বিবিধ বিচারালয়) অসুবিধা (1) খোলা বাতাস ও খোলা আলোর অভাব—কৃত্রিম বাতাস ও কৃত্রিম আলো লইয়াই সন্তুষ্ট (2) খাদ্য বস্তু (ভেজাল, কৃত্রিম, ও বাসি) (3) দৃশ্য (কৃত্রিম সৌন্দর্য্যে সুশোভিত, স্বাভাবিক তৃণাচ্ছাদিত গোচারণ ভূমি, শস্যপূর্ণ হরিৎ মাঠ, প্রান্তর, বালুকাপূর্ণ নদীতীর সহরে অভাব) (4) মনের গতি (সহরে সর্ব্বদা ব্যস্ত—অর্থের জন্য, শকট ও অন্যান্য কারণে হাঁটিয়া চলাফেরা আশঙ্কা, গ্রাম্য আত্মীয়তা ও সহানুভূতির অভাব)।

পুরী (Hints)—(1) কাহা কর্তৃক কিরূপে কোন্ সময়ে স্থাপিত (2) অবস্থান, আয়তন, স্বাস্থ্য, লোক পরিমাণ, কোন্ কোন্ জাতীয় লোকের বাস, তাহাদের ধর্ম্ম, আচার-ব্যবহার, ব্যবসায়-বাণিজ্য (3) জগন্নাথ দেবের উদ্ভব-বিবরণ, কোন্ কোন্ সময় কিরূপ উৎসব হয় (রথযাত্রার বিশেষ বিবরণ) (4) সাধারণ বিবরণ (বিখ্যাত মন্দির—ভুবনেশ্বর ও জগন্নাথের মন্দির, বিদ্যালয়, চিকিৎসালয়, পুরীরবাজা)।

নবদ্বীপ (Hints)—(1) নামের ঐতিহাসিক বিবরণ—আয়তন, কোন্ নদীতীরে—স্থানীয় দৃশ্য (2) কেন বিখ্যাত—(সংস্কৃত বিদ্যা চর্চ্চা, বিখ্যাত বিখ্যাত পণ্ডিত ও চৈতন্য দেবের জন্মভূমি, সেনরাজগণের রাজধানী) উপসংহার।

মক্কা (Hints)—(1) কোন্ স্থানে-অবস্থিত, আয়তন, সাধারণ দৃশ্য, জলবায়ু, (2) কেন বিখ্যাত—(মহম্মদের জন্ম ও মুসলমানগণের প্রধান তীর্থ স্থান)।—(3) অধিবাসীর সংখ্যা ও তাহাদের জাতি, ধর্ম্ম ও ব্যবসায় ও উপসংহার।

2. সঙ্কেতানুসারে স্থান গুলির বিবরণ বিবৃত কর :—

Exercise.

নিম্ন সঙ্কেতানুসারে একটি গ্রাম্য পাঠশালা সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখ (Matric Ex. 1912.)

Points.—(i) স্থান (Place)—গ্রামের মধ্যে—বাজার—নদীতীর। (ii) পাঠশালা (School)—খড় বা পাতার ঘর—গৃহস্থের বাহিরের ঘর বা চণ্ডীমণ্ডপ (iii) কার্য্যকাল (School hours)—পূর্ব্বাহ্ন ৬টা—১০টা এবং অপরাহ্ন ২টা—৫টা, অথবা পূর্ব্বাহ্ন—১০টা—অপরাহ্ন—৪টা। (iv) গুরুমহাশয়ের অবস্থা—(দরিদ্র) (v) যোগ্যতা—অল্প শিক্ষিত—মৌখিকঅঙ্ক ও শুভঙ্করী—চাণক্যশ্লোক্ প্রবচন—পাট্টা, কবুলিয়ত লিখনে দক্ষ (vi) প্রকৃতি (রুক্ষ ও কঠোর শাসক—বেত্রাঘাত—নাড়ু-গোপাল—চৌপায়া) (vii) প্রাপ্য—বালকগণের নিকট সামান্য অর্থ বা উৎপন্ন

দ্রব্য—পর্ব্বোপলক্ষে সামান্ত অর্থ বা শস্তাদি—কেহ কেহ গবর্ণমেণ্ট-প্রদত্ত মাসিক সাহায্য প্রাপ্ত (viii) শিক্ষাদান প্রণালী—হস্তলিপি—শুভঙ্করী মৌখিক হিসাব—ছুটির পূর্ব্বে—সর্দ্দার পড়ুয়ার দ্বারা কড়াকিয়া, নামতাদি স্থর করিয়া আবৃত্তি—(ix) বালকগণের ভক্তি—কঠোর শাসনের ভয়ে ভক্তি—মনে মনে বিরক্তি (x) ফল—মৌখিক হিসাবাদিতে পটুতা লাভ—কৃষক ও ব্যবসায়ীদের উপকার।

চন্দ্রাপীড়ের শিক্ষা।—কুমারের ক্রীড়ায় কালক্ষেপ না হয়, এই নিমিত্ত রাজা নগরের প্রান্তে শিপ্রানদীর তীরে এক বিদ্যামন্দির প্রস্তুত করাইলেন। বিদ্যামন্দিরের এক পার্শ্বে অশ্বশালা ও নিম্নে ব্যায়ামশালা প্রস্তুত হইল। চতুর্দ্দিক্ উন্নত প্রাচীর দ্বারা পরিবৃত হইল। বিবিধ বিদ্যা-পারদর্শী মহামহোপাধ্যায় অধ্যাপকগণ অতিযত্নে আনীত ও শিক্ষাপ্রদানে নিয়োজিত হইলেন। নরপতি শুভদিনে চন্দ্রাপীড়কে তাঁহাদিগের নিকট সমর্পণ করিলেন। প্রতিদিন মহিষীর সহিত স্বয়ং বিদ্যামন্দিরে উপস্থিত হইয়া তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন। রাজকুমার এরূপ বুদ্ধিমান্ ও চতুর ছিলেন যে, অধ্যাপকগণ তাঁহার নব নব বুদ্ধিকৌশল দর্শনে চমৎকৃত ও উৎসাহিত হইয়া সমধিক পরিশ্রম স্বীকারপূর্ব্বক শিক্ষা দিতে লাগিলেন। তিনিও অনন্যমনা ও ক্রীড়াসক্তি রহিত হইয়া ক্রমে ক্রমে সমস্ত বিদ্যা অধ্যয়ন করিলেন। তাঁহার হৃদয়-দর্পণে সমুদয় কলা সংক্রামিত হইল। অল্পকালের মধ্যেই শব্দশাস্ত্র, বিজ্ঞানশাস্ত্র, রাজনীতি, ব্যায়ামকৌশল, অস্ত্র ও সঙ্গীতবিদ্যা, সর্ব্বদেশভাষা এবং কাব্য, নাটক, ইতিহাস প্রভৃতি সমুদায় শিখিলেন। ব্যায়ামপ্রভাবে শরীর এমন বলিষ্ঠ হইল যে, করভ সকল সিংহ দ্বারা আক্রান্ত হইলে যেরূপ নড়িতে চড়িতে পারে না, সেইরূপ তিনি ধরিলেও তাহারা এক পা চলিতে পারিত না। ফলতঃ রাজকুমার এরূপ পরাক্রান্ত ও শক্তিশালী হইলেন যে, দশজন বলবান্ পুরুষ যে মুদ্গর তুলিতে পারিত না, তিনি অবলীলাক্রমে সেই মুদ্গর ধারণপূর্ব্বক ব্যায়াম করিতেন।

এইরূপে বিদ্যালয়ে বিদ্যাভ্যাস করিতে করিতে শৈশবকাল অতীত ও যৌবনকাল সমাগত হইল। চন্দ্রোদয়ে প্রদোষের যেরূপ রমণীয় শোভা হয়, গগনমণ্ডলে ইন্দ্রধনু উদিত হইলে বর্ষাকালের যেরূপ শোভা হয়, কুসুমোদ্গমে কল্পপাদপের যেরূপ শ্রী হয়, যৌবনারম্ভে রাজকুমার সেইরূপ পরম রমণীয়তা ধারণ করিলেন। বক্ষঃস্থল বিশাল, উরুযুগল মাংসল, মধ্যভাগ ক্ষীণ, ভুজদ্বয় দীর্ঘ, স্কন্ধদেশ স্থূল, এবং স্বর গম্ভীর হইল।

উত্তমরূপে বিদ্যাশিক্ষা হইলে আচার্য্যেরা কুমারকে বিদ্যালয় হইতে গৃহে যাইবার অনুমতি দিলেন।

(তারাশঙ্কর কবিরত্ন)

আমাদিগের বিদ্যালয়। (Matic. Ex. 1919).

Hints—জেলার অন্তর্গত,—গ্রামের মধ্যস্থলে (বা এক পার্শ্বে) আমাদের বিদ্যালয়বাটী। বিদ্যালয়বাটীর চতুস্পার্শ্বে উন্মুক্ত ক্রীড়া-ভূমি আছে। আমাদের বসত বাটী হইতে বিদ্যালয়বাটী অধিক দূর নহে; বাটী হইতে স্কুলে আসিতে প্রায় ১৫ মিনিট সময় লাগে।

আনুমানিক দশ কাঠা জায়গার উপর আমাদের বিদ্যালয়বাটী নির্ম্মিত হইয়াছে; বিদ্যালয়বাটীর দেয়াল ও মেজে পাকা, কিন্তু ছাদ খড়ের। ছাদের নীচে সিলিং দেওয়া আছে। আমাদের স্কুলে বারটি ঘর, তন্মধ্যে নয়টি ঘর ক্লাসের জন্য ব্যবহৃত হয়। অপর তিনটি ঘরের মধ্যে একটি আফিস, একটি পাঠাগার ও আর একটি বালক এবং শিক্ষকদিগের জল খাইবার ঘর।

আমাদের ক্লাসগুলি বেশ প্রশস্ত এবং উহাতে প্রচুর পরিমাণে আলোক ও বাতাস আসিবার ব্যবস্থা আছে। গ্রীষ্মকালে আমাদের স্কুলে টানাপাখার ব্যবস্থা করা হয়। প্রত্যেক ক্লাসে বসিবার জন্য নীচু বেঞ্চ ও লিখিবার জন্য উচ্চ বেঞ্চ আছে। ইহা ছাড়া শিক্ষকের বসিবার

জন্য স্বতন্ত্র একখানা চেয়ার ও তাহার সম্মুখে একটি টেবিল আছে। অঙ্ক কসিবার জন্য প্রত্যেক ক্লাসে এক একখানা কাল বোর্ডও আছে।

প্রত্যহ সাড়ে দশ ঘটিকার সময় আমাদের ক্লাস আরম্ভ হয়, ও চারি ঘটিকার সময় শেষ হয়। ইহার মধ্যে আমরা অর্দ্ধঘণ্টার ছুটি পাইয়া থাকি।

আমাদের স্কুলে প্রায় আড়াইশত ছাত্র, তন্মধ্যে অধিকাংশই বাঙ্গালী। শিক্ষকদিগের মধ্যে নয়জন বাঙ্গালী ও একজন মুসলমান মৌলবী আছেন। মৌলবী সাহেব মুসলমান ছাত্রদিগকে উর্দ্দু ও পারশু ভাষা শিক্ষা দেন।

আমাদের শিক্ষক মহাশয়গণ ছাত্রদিগকে অতিশয় ভালবাসেন। কোন বিষয় ভালরূপ বুঝিতে না পারিলে তাঁহারা বিরক্ত না হইয়া পুনর্ব্বার তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করেন। মোটের উপর ছাত্র ও শিক্ষক-দিগের মধ্যে বেশ সদ্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়।

(সুধাংশুকুমার হালদার এম, এ)

Hints :—অধিক দূর নহে—not very far or distant, not a great way off. আনুমানিক—nearly, approximately, about. পাকা—brick-built, of masonry work. সিলিং—ceiling, tiffin room পাঠাগার—library. জল খাইবার ঘর—refreshment room. প্রশস্ত—wide, spacious. প্রচুর পরিমাণে—in plenty, আসিবার—admission, coming (প্রচুর আলো ও বাতাস—plentiful supply of light and air.) ব্যবস্থা—arrangement, provision. টানাপাখার ব্যবস্থা—arrangement for pulley-fans. উচ্চবেঞ্চ—high benches. ইহা ছাড়া—besides, in addition to all this, অর্দ্ধ ঘণ্টার ছুটি—half an hour's recess, recreation or leisure, বিরক্ত হওয়া—to get annoyed. সদ্ভাব—good relation *or* feeling *or* terms.

শিল্প-বিষয়ক। (Industry.)

বস্ত্র (CLOTH) Hints :—(1) আবিষ্কার সময় ও স্থান...(2) আবিষ্কারের পূর্ব্বে কি ব্যবহৃত হইত (3)...ঐতিহাসিক.. (4) প্রকার ভেদ—ভারতে বিখ্যাত কারখানা · (5) উপকারিতা...(6) উপসংহার।

বস্ত্র দ্বারা আমাদের লজ্জা নিবারণ হয়। অতি প্রাচীন কালে যখন মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি অল্প ছিল, বৃক্ষতলে বাস করিত, হিংস্র পশুর আক্রমণ হইতে প্রকৃষ্টরূপে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ ছিল না, রন্ধন-পদ্ধতি জানিত না, কাঁচা মাংসে উদর-পূর্ণ করিয়া পশুবৎ জীবন যাপন করিত, তখন তাহারা বৃক্ষের পাতা, বল্কল ও পশুচর্ম্মে অঙ্গাচ্ছাদন করিয়া লজ্জা নিবারণ করিত। কালক্রমে মানব অসভ্যাবস্থা অতিক্রম করিয়া যেমন সভ্যতা-সোপানে পদার্পণ করিতে লাগিল, তেমনি রন্ধন-পদ্ধতি ও বস্ত্র-বয়ন-প্রণালী আবিষ্কারপূর্ব্বক রন্ধন করিয়া আহার ও বস্ত্র বয়ণ করিয়া পরিধান করিতে আরম্ভ করিল।

বস্ত্র যে কেবল আমাদের লজ্জা নিবারণ ও অঙ্গ-শোভা বর্দ্ধন করিয়া থাকে, তাহা নহে। এতদ্দ্বারা আমাদের দেহ শীতাতপ হইতে রক্ষিত হয়। শীতকালে আমরা বস্ত্রাবৃত হইয়া শরীরের উত্তাপ রক্ষা করি। শরীরের উত্তাপ রক্ষা না করিলে অসুস্থ হইতে হয়। অতএব বস্ত্র যে আমাদের একটি অতি প্রয়োজনীয় বস্তু, তাহাতে সন্দেহ নাই।

আমরা সচরাচর যে বস্ত্র ব্যবহার করি, তাহা কার্পাসের তূলা হইতে উৎপন্ন। শীতকালে রেশম-পশমের বস্ত্রও অনেকে ব্যবহার করেন। এই সকল বস্ত্র অতি মূল্যবান, ধনী লোক ব্যতীত সাধারণে ক্রয় করিয়া পরিধান করিতে পারে না। আজ কাল তিশি গাছের ছাল হইতেও বস্ত্র প্রস্তুত হইতেছে। তিশি-ছাল-জাত বস্ত্রকে ছালটী বলে। ছালটীর কাপড় খুব মজবুত। এই কাপড়ে জামা, চাপকান প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া থাকে। রেশমে গরদ, তসর এবং পশমে শাল, বনাত, লুই, কম্বলাদি প্রস্তুত হয়।

আমাদের দেশে ঢাকা, শান্তিপুর, ফরাসডাঙ্গা, কালনা, চন্দ্রকোণা প্রভৃতি স্থানে সূতী কাপড় প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই কাপড় হাতের

দ্বারা তাঁতে বয়ন করিতে হয়। তাঁতের কাপড়ের দাম বেশী। বিলাত হইতে যে কাপড় আইসে, তাহা কলে প্রস্তুত। কলের কাপড়ের মূল্য অল্প। আজ কাল এদেশেও অনেক কল-কারখানা স্থাপিত হইয়া কাপড় তৈয়ার হইতেছে। এদেশের কলজাত কাপড় বিলাতী কাপড় অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে।

(মোজাম্মেল হক্)

মুদ্রাযন্ত্র, বঙ্গভাষা ও কাগজ।

মুদ্রাযন্ত্র (THE ART OF PRINTING) Hints—[i] মুদ্রাযন্ত্র কি এবং কোন্ দেশে প্রথম আবিষ্কার হয় (চীনদেশে কাষ্ঠ ফলকে) [ii] কিরূপে উন্নতি (iii) উপকারিতা (iv) উপসংহার।

কাগজ (PAPER) Hints :—(1) প্রথমে কোথা হইতে আবিষ্কার (প্রথমে চীন পরে ইয়ুরোপে উৎকর্ষ সাধন)—(2) কাগজ আবিষ্কারের পূর্ব্বে লিখন সামগ্রী (তালপত্র, ভূর্জ্জপত্র, ধাতুময় ও শিলাময় ফলক, পশুচর্ম্ম) (Parchment)—(3) নির্ম্মাণ প্রণালী (বাঙ্গালা কাগজ হাতে— উৎকৃষ্ট কাগজ কলে)...সাধারণ উপাদান...(খড়, শোণ, পাট, ছিন্নবস্ত্র) ...(4) উপকারিতা......(5) উপসংহার।

মুদ্রাযন্ত্র দ্বারা জনসমাজের যে কত উপকার সাধিত হইয়াছে, বলিয়া শেষ করা যায় না। বাষ্পীয় যন্ত্র দ্বারা যেমন নানাপ্রকারের কল নির্ম্মিত হইয়া বাহ্যিক উন্নতির সুবিধা হইয়াছে, মুদ্রাযন্ত্র দ্বারাও সেইরূপ ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি হইয়া মানুষের মানসিক উন্নতির অসীম সুবিধা হইয়াছে। সাহিত্যের ইতিহাস পাঠ করিলেই আমরা মুদ্রাযন্ত্রের উপকারিতা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি।

মুদ্রাযন্ত্র সৃষ্টির পূর্ব্বে সকল দেশের লোকই সকল গ্রন্থ হাতে লিখিয়া লইত। একখানি বড় পুস্তক হাতে লিখিয়া লওয়া সহজ নহে। একশত

পৃষ্ঠা পরিমিত একখানি পুস্তক যে সময়ের মধ্যে এক ব্যক্তি হাতে লিখিয়া লইতে পারে, সাত আট জন লোক পরিশ্রম করিলে মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে, সেই সময়ের মধ্যে সেইরূপ পঞ্চাশ সহস্র পুস্তক মুদ্রিত করিতে পারে। বহুলোক একত্র হইয়া উৎকৃষ্ট মুদ্রাযন্ত্র সহযোগে পরিশ্রম করিলে, এক ব্যক্তির পরিশ্রমে একদিনে যত লেখা মুদ্রিত হইতে পারে, হস্তে লিখিতে হইলে সেই ব্যক্তি সমস্ত জীবনকালেও তাহা লিখিয়া উঠিতে পারে না।

মুদ্রাযন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে কাগজ নির্ম্মাণেরও যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। পূর্ব্বে যেমন লোকে গ্রন্থ সকল হাতে লিখিয়া লইত, তেমনই গ্রন্থ প্রস্তুতের জন্য কাগজ হাতে তৈয়ার করিত। পূর্ব্বে আমাদিগের দেশে লোকে তাল পত্র ও তুলট-কাগজে পুস্তকাদি লিখিয়া লইত। এইক্ষণ ডিমাই, রয়েল, ও সুপার-রয়েল প্রভৃতি নানাপ্রকার আকারের অনেকরূপ কাগজ আমরা দেখিতে পাই; শত বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালা-দেশে প্রায় কেহই উহার নামও জানিত না। বাষ্পীয় যন্ত্র দ্বারা কাগজ প্রস্তুত হইতেছে বলিয়াই কাগজ এরূপ উৎকৃষ্ট ও সুলভ হইয়াছে। আমাদিগের দেশের অনেক কাগজই জর্ম্মনী, ফ্রান্স ও ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশ হইতে আনীত হয়। কলিকাতার নিকট বালি ও টিটাগড় নামক স্থানে দুইটি কাগজের কল আছে, উহাতেও নানা প্রকারের কাগজ প্রস্তুত হইতেছে।

মুদ্রাযন্ত্র সৃষ্টির পূর্ব্বে শিক্ষার্থী ও সাহিত্য ব্যবসায়িদিগের যে কিরূপ অসুবিধা ছিল, দুই একটা গল্প শুনিলেই বুঝা যাইবে। আমরা এক-খানি পুরাতন রামায়ণ গ্রন্থ দেখিয়াছি। প্রায় একশত বৎসর হইল ঐ গ্রন্থ হস্তে লিখিত হইয়াছে। মুদ্রাযন্ত্র এদেশে আসিবার পূর্ব্বে সকল গ্রন্থই ঐরূপে লিখিত হইত। সেই গ্রন্থের আরম্ভে এবং শেষে নানা দেব দেবীকে স্মরণ ও সাক্ষী করিয়া এইরূপ ভাবের ভূরি ভূরি দিব্য

ও অভিশাপ লিখিত রহিয়াছে যে, "যে ব্যক্তি এই গ্রন্থ অপহরণ বা গ্রন্থের কোন ক্ষতি করিবে, তাহার কুষ্ঠরোগ হইবে, বা তাহার চতুর্দ্দশ পুরুষ নরকস্থ হইবে"! ঐ সকল কথা পাঠ করিয়া আমাদিগের হাস্যোদ্রেক হয় বটে, কিন্তু তৎকালে একখানি গ্রন্থকে লোকে ঐ রূপ মূল্যবানই মনে করিত। সকলের হাতের লেখা সুন্দর হয় না, এজন্য সকলে পুস্তক লিখিতে পারে না। যাহার হস্তাক্ষর সুন্দর, তেমন একজন লোক এক বৎসর, দুই বৎসর বা ততোঽধিক কাল রীতিমত গুরুতর পরিশ্রম করিয়া একখানি পুস্তক লিখিলে, তাহাকে মূল্যবান্ সম্পত্তি কেন মনে না করিবে? এখন যেমন একখানি গ্রন্থ নষ্ট হইলে অল্প ব্যয় করিয়াই অচিরাৎ সেইরূপ আর একখানি গ্রন্থ পাওয়া যায়, তখন তেমন পাওয়া যাইত না। কথিত আছে, বিলাতে এক ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তি হইতে নকল করিয়া লইবার জন্য একখানি বাইবেল গ্রন্থ লইয়াছিল। দাতার নিকট ক্রেতাকে ধর্ম্মসাক্ষী করিয়া পুনঃ পুনঃ শপথ করিতে হইয়াছিল, আর ক্ষতিপূরণের আশঙ্কায় মূল্যবান এক ভূসম্পত্তিও বন্ধক রাখিতে হইয়াছিল।

পূর্ব্বে লোকে শ্লোক বা কবিতা গুলি কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিত; তাহাতে সেই সকল শ্লোকাদি যেমন, তেমনই থাকিত। পুস্তক লেখার প্রথা প্রচলিত হইলে লোকে সে চেষ্টা প্রায় পরিত্যাগ করিয়াছিল। কেননা গ্রন্থ খুঁজিলেই যাহা পাওয়া যাইবে, কষ্ট করিয়া তাহা মুখস্থ করিবার দরকার কি? একটুক সুবিধা হইল বটে, কিন্তু এই সময়ে কতকগুলি প্রতারক লোক আপনাদিগের স্বার্থসাধনের জন্য মনোমত শ্লোকাদি রচনা করিয়া ভাল ভাল গ্রন্থ মধ্যে বসাইয়া দিতে লাগিল! এইরূপে আমাদিগের দেশের শাস্ত্রসকল অনেক নষ্ট হইয়া গিয়াছে। মুদ্রাযন্ত্রের প্রসাদে এখন আর তেমন প্রতারণা চলিতেছে না। মুদ্রাযন্ত্রে এক

রকমের গ্রন্থ একবারে সহস্র সহস্র মুদ্রিত করিয়া দিতেছে। মুদ্রিত গ্রন্থের মধ্যে সহজে প্রতারণা চলিতে পারে না, এবং প্রতারণা করিবার চেষ্টা করিলেও সহজেই ধরা পড়ে।

চীনদেশীয় লোকেরা প্রাচীন কালে জ্ঞান ও সভ্যতায় বড় উন্নত হইয়াছিল। প্রাচীন ইতিহাস পাঠ করিয়া জানা যায় যে, চীনেরাই সর্ব্বাগ্রে মুদ্রা-যন্ত্রের কৌশল আবিষ্কার করে। কিংবদন্তি এইরূপ যে, খ্রীষ্টিয় দশম শতাব্দীতে চীন দেশে 'ফুংতেও' নামে একজন রাজমন্ত্রী ছিলেন। তিনি দেখিলেন, রাজকার্য্য সম্বন্ধীয় আদেশ ও বিজ্ঞাপনাদি এত অসংখ্য যে, উহা হাতে লিখিয়া কার্য্য চালান অসম্ভব। তিনি অনেক চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন যে, সেই সকল আদেশ ও বিজ্ঞাপন কাষ্ঠে খোদিত করিয়া ছাপাইয়া দিলে কার্য্য সহজ হয়। অতঃপর তিনি ঐরূপই করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে চীন দেশে পীচিং নামে একজন বুদ্ধিমান কর্ম্মকার বাস করিত। সমস্ত হুকুম কাঠে খোদাই করা অপেক্ষা, বর্ণমালার অক্ষর "গুলি স্বতন্ত্র খোদিত করিলে কার্য্যের অধিক সুবিধা হয় বিবেচনায়", পীচিং মাটিদ্বারা ঐরূপ অক্ষর প্রস্তুত করিয়াছিল।

কিন্তু মুদ্রণ-কৌশল প্রথমে আবিষ্কার করিয়াছিল বলিয়া, চীনদেশেই মুদ্রাযন্ত্রের সমধিক উন্নতি হয় নাই। "গুটেন্‌বর্গ," নামক জর্ম্মন দেশীয় একজন প্রতিভা-শালী লোকই প্রকৃত প্রস্তাবে মুদ্রাযন্ত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন! তিনিও প্রথমে খোদিত কাষ্ঠ হইতে ছাপা তুলিতেন। হাতে ছাপা না তুলিয়া যন্ত্রদ্বারা তুলিলে সহজে অধিক কার্য্য হইতে পারে বিবেচনায়, তিনি ভাবিয়া চিন্তিয়া একটি যন্ত্রের কল্পনা করিলেন, এবং সাম্প্যাক্ নামক একজন সূত্রধরের দ্বারা একটি কাষ্ঠের ছাপাখানা প্রস্তুত করাইয়া লইলেন। "ফষ্ট্" নামক একজন স্বদেশীয় সহযোগী 'গুটেন্‌বর্গের' সঙ্গে একযোগে কার্য্য করিয়া তাঁহার বিলক্ষণ আনুকূল্য করিয়াছিলেন। কাষ্ঠের

ছাপাখানা প্রস্তুত হইবার দুই বৎসর পরে ১৪৩৮ খৃষ্টাব্দে কষ্টার্ নামে আর একজন বুদ্ধিমান্ লোক স্বতন্ত্র অক্ষরের সৃষ্টি করিলেন। এইরূপে প্রকৃত প্রস্তাবে মুদ্রাযন্ত্রের সৃষ্টি হইল। সর্ব্ব প্রথমে তাঁহারা বাইবেল গ্রন্থ মুদ্রিত করিয়াছিলেন। এই প্রথম মুদ্রিত পুস্তক এখন আর প্রায় পাওয়া যায় না। অল্প কাল হইল উহার একখণ্ড আমেরিকায় নিউ-ইয়র্ক নগরে আঠার হাজার টাকাতে নীলামে বিক্রয় হইয়াছে!

ইংরাজেরা জর্ম্মানদিগের নিকট এবং বাঙ্গালীরা ইংরাজদিগের নিকট মুদ্রণ কৌশল-শিক্ষা করিয়াছেন। উইলিয়ম ক্যাক্‌ষ্টন্ নামক একজন ইংরাজ কলোন্ নগরে যাইয়া বহু পরিশ্রমে মুদ্রাযন্ত্রের কার্য্য শিক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি দেশে ফিরিয়া আসিলে ১৪৭৪ খৃষ্টাব্দে ইংরাজরাজ তাঁহাকে একটি ছাপাখানা স্থাপন করিবার অনুমতি দেন। "ওয়েষ্ট-মিনষ্টার এবি" নামক ইংলণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ গির্জাতে সেই ছাপাখানা স্থাপিত হইয়াছিল।

প্রায় একশত বৎসর হইল বাঙ্গালা অক্ষর মুদ্রিত হইয়াছে। চার্লস্ উইল্কিন্স্ নামক একজন সাহেব বহু যত্ন করিয়া এ দেশের নানা ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি অত্যন্ত শিল্পনিপুণ ও অধ্যবসায়শালী ছিলেন। সেই মহাত্মাই সর্ব্বপ্রথমে স্বহস্তে খুদিয়া ও ঢালিয়া এক শাট্ বাঙ্গালা অক্ষর প্রস্তুত করিয়াছিলেন। উহার কিয়ৎকাল পরে মার্শম্যান, ওয়ার্ড ও কেরি প্রভৃতি কয়েকজন মহাশয় লোক এদেশে ধর্ম্মপ্রচার করিতে আসেন। তাঁহারা শ্রীরামপুরে মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করিয়া এ দেশীয় নানা ভাষায় পুস্তক প্রচার করিতে থাকেন। তাঁহারা কেবল বাঙ্গালা অক্ষর মুদ্রিত করিবার কৌশল প্রচার করেন নাই, বহু পরিশ্রম করিয়া বাঙ্গালাতে ব্যাকরণ ও অভিধান প্রভৃতি প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের দ্বারা বাঙ্গালা গদ্য লেখার প্রণালীর অনেক উন্নতি হইয়াছিল।

সেই সকল গ্রন্থাদি এখন আর প্রায় পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু যতকাল বঙ্গভাষা প্রচলিত থাকিবে, এ দেশে তাঁহাদিগের নাম অক্ষুণ্ণ থাকিবে, সন্দেহ নাই। বাঙ্গালা ভাষার উন্নতি সাধনে, মহাত্মা কেরি তদীয় সহযোগী-দিগের অগ্রণী ছিলেন, এজন্য তাঁহার নিকটেই আমরা অধিকতর ঋণগ্রস্ত।

(আনন্দচন্দ্র মিত্র)

Exercise.

1. কর্পূর, মৃদঙ্গার, গন্ধক, ও সীস—এই খনিজ পদার্থ গুলির মধ্যে (১) কোন্‌টি কোন্ কোন্ স্থানে পাওয়া যায় (২) কি অবস্থায় আকরে থাকে (৩) আকর হইতে তুলিবার নিয়ম (৪) উপকারিতা (৫) উপসংহার প্রভৃতি পৃথক্ পৃথক্ লিখিয়া দেখাও।

2. লবণ কত প্রকার? সামুদ্রিক ও খনিজ লবণে প্রভেদ কি? কোন্ কোন্ উদ্ভিদে, কি উপায়ে উদ্ভিদ্-জাত লবণ প্রস্তুত হয়? দৃষ্টান্ত সহ একটি প্রবন্ধ লিখ।

3. সঙ্কেতানুযায়ী বাষ্পীয়পোত, বাষ্পীয়যান, ব্যোমযান, দূরবীক্ষণ, কাচ এবং লৌহবর্ত্ম সম্বন্ধে এক একটি প্রবন্ধ লিখ।

শিল্পজাত বিষয় Hints—(i) সংজ্ঞা (ii) (অস্ত্র, শস্ত্র, বিবিধ যন্ত্র, গৃহ, পরিচ্ছদ, বাষ্পীয়পোত, শকট, দূরবীক্ষণ প্রভৃতি) (iii) উপকারিতা (জড়বিজ্ঞান ও জীবনের, উন্নতি, বাণিজ্য ও জাতি বিশেষের শ্রীবৃদ্ধি) (iv) উপসংহার।

কাচ (GLASS) Points —(i) উৎপত্তি (বালুকা ও কালয় ক্ষারসংযোগে) (ii) সাধারণ বর্ণনা—(iii) বিভিন্ন প্রকারের কাচ—ব্যবহার ও উপকারিতা (iv) উপসংহার।

লৌহবর্ত্ম (Railway) Hints—(i) আবিষ্কারক (জর্জ ষ্টিফেনসন্) (ii) নির্ম্মাণ,—পরিচালনপ্রণালী—গতি (iii) উপকারিতা—বাণিজ্য, গমনাগমন এবং দুর্ভিক্ষ, ব্যাধি, বিদ্রোহাদি দমনের সুবিধা—বিবিধ জাতির সহিত মিলন ও ভাষা শিক্ষা। (iv) অপকারিতা—স্থানীয় দ্রব্যাদির মূল্য বৃদ্ধি, জমি নষ্ট, কৃষিকার্য্যে ব্যাঘাত, ম্যালেরিয়া বৃদ্ধি—(vi) উপসংহার।

4. পরপৃষ্ঠার লিখিত সঙ্কেত অবলম্বন করিয়া বাণিজ্য সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখ।

1. বাণিজ্য (Trade) Hints—(i) লক্ষণ ও কত প্রকার (অন্তর ও বহির্বাণিজ্য) (ii) যে সময় যে কারণে বাণিজ্য প্রথা প্রচলিত হয় (iii) যে যে কারণে উন্নতি (মুদ্রাপ্রচলন, লৌহবর্ত্ত, বাষ্পীয় পোত, উপনিবেশস্থাপন, বিনিময় প্রথা) (iv) উপসংহার।

কাল। (Seasons).

ভারতীয় ঋতুগুলির বিবরণ বল :—(Matr. Ex. 1914.)

Hints :—এ দেশে সাধারণতঃ ঋতু ছয়টি। বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ গ্রীষ্ম, আষাঢ় ও শ্রাবণ বর্ষা, ভাদ্র ও আশ্বিন শরৎ, কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ হেমন্ত, পৌষ ও মাঘ শীত এবং ফাল্গুন ও চৈত্র বসন্ত ঋতু বলিয়া কথিত। কিন্তু ভারতবর্ষে, গ্রীষ্ম, বর্ষা ও শীত এই তিন ঋতুরই প্রাধান্য দেখা যায়। শরৎ হেমন্ত ও বসন্ত—ইহারা ঐ তিন ঋতুরই অন্তর্গত।

নিম্নলিখিত সঙ্কেত অবলম্বন করিয়া ছয় ঋতু বর্ণনা কর :—

গ্রীষ্ম—সময় (বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ) (i) স্বভাবের শোভা (সূর্য্যকিরণ প্রখর, জলাশয়াদি শুষ্কপ্রায়, মধ্যে মধ্যে ঝড় ও জল, বায়ু উষ্ণ, দিন বড় রাত্রি ছোট (ii) উৎপন্ন দ্রব্য (আম, জাম, কাঁটাল, পেয়ারা, লিচু প্রভৃতি সুস্বাদু ফল পাকে, (iii) প্রাণিগণের অবস্থা (গ্রীষ্মে ছট্‌ফট্, পরিশ্রমে অসমর্থ, পশুপক্ষীরা ও আপন বাসা ত্যাগ করিয়া অন্যত্র যায় না। (iv) স্বাস্থ্য (ম্যালেরিয়া থাকে না, বিসূচিকাদি রোগ দেখা দেয় (v) কৃষিকার্য্যাদি এই সময়ই আরম্ভ। এতদ্রূপ বর্ষাকালের বর্ণনা করিতে হয়।

তোমাদের দেশের বর্ষাকাল সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখ :—

বর্ষার পল্লী-দৃশ্য। (Matr. Ex. 1916.)

সহরে বসিয়া বর্ষার পূর্ণ প্রভাব অনুভব করিতে পারা যায় না। সেখানে মানুষ প্রকৃতির উপর হাত চালাইয়া যে কৃত্রিমতা সৃষ্টি করিয়াছে, বাহ্য-প্রকৃতি তাহার উপর অসঙ্কোচে তাহার লীলাঞ্চল প্রসারিত করিয়া আপনার সৌন্দর্য্যের পরিচয় প্রদান করিতে পারে না। কিন্তু পল্লী-প্রকৃতি সম্বন্ধে এ কথা প্রযোজ্য নহে। এখানে বর্ষা,—তাহার সকল সুখ-দুঃখ, সকল বিভব-সম্পদ্ লইয়া সম্পূর্ণরূপে আত্মপ্রকাশ করে। নগরবাসিগণের সে সুখ, সে দুঃখ উভয়ই বোধ হয় অপ্রীতিকর। কিন্তু কবিচিত্ত তাহাতে মুগ্ধ না, হইয়া থাকিতে পারে না। কারণ, তাহা

যে কেবল মেঘদূতের অম্লান কবিত্ব হৃদয়ের মধ্যে জাগাইয়া দেয়, তাহাই নহে; কবিকঙ্কণের 'বারমাস্যা'র বর্ষাসুলভ দুঃখের অস্তিত্বও তাহাতে অনুভব করিতে পারা যায়। এই সুখ ও দুঃখ, এই তৃপ্তি ও অতৃপ্তি, এই মিলন ও বিরহের আশা-ভয়-জড়িত, আনন্দ-বেদনা-কল্লোলিত ভাবরাশি বর্ষা প্রকৃতির সুশ্যামল নবীন সৌন্দর্য্যের উপর মধ্যাহ্নের দীপ্ত সূর্য্যকিরণ ও সায়াহ্নের ধূসর মেঘচ্ছায়ার তুলিকা-সম্পাতে পল্লী-বাসিগণের জীবন কখন হাস্যময়, কখন বিপদে তমসাচ্ছন্ন করিয়া তুলে; সে সুখ ও দুঃখ উভয়ই উপভোগ্য।

ক্ষুদ্র বিনোদপুর গ্রামখানি নিতান্ত গণ্ডগ্রাম নহে, ভদ্রপল্লী যেন পথ হইতে বহুদূরে অবস্থিত, নদীপথও বৎসরের অধিকাংশ কাল বিরলসলিল ও শৈবাল দল-রুদ্ধ থাকে। কিন্তু নদী এখন আর সঙ্কীর্ণ-কায়া নহে। শৈবালরাশিতে আর জলরেখা আচ্ছন্ন করিতে পারে নাই। পদ্মার বিপুল জলরাশি খাল, বিল, নালা প্রভৃতি সমস্ত জলাশয় ভাসাইয়া গ্রামপ্রান্তবাহিনী সেই বিমল-সলিলা সঙ্কীর্ণ তটিনীকে পঙ্কিল জলের উদ্দাম প্রবাহে পরিপুষ্ট করিয়া তুলিয়াছে। সে চাঞ্চল্য, সে তরঙ্গভঙ্গি, ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী তাহার অপ্রশস্ত বক্ষে আবদ্ধ রাখিতে পারিতেছে না। তাই নদীজল 'পাউড়ী'র উপর বটগাছের স্কন্ধদেশ জলমগ্ন করিয়া আমকাঁঠালের বাগানের ভাঁট, অশ্যাওড়া ও কালকাসি-ন্দের জঙ্গল ডুবাইয়া গ্রামপ্রান্তবর্ত্তী বাঁধের পদতলে আসিয়া আছড়াইয়া পড়িতেছে।

অপর দিকে দিঘীর জল মাঠের নিম্ন-জমীকে সরোবরে পরিণত করিয়া—মেঠোপথের উভয়পার্শ্বের জুলি প্লাবিত করিয়া—গ্রামের পুষ্করিণী-গুলি ছাপাইয়া বর্ষার বিজয়বার্ত্তা ঘোষণা করিতেছে। চতুর্দ্দিক্ জল-মগ্ন; গ্রামখানি একটি ক্ষুদ্র দ্বীপের আকার ধারণ করিয়াছে। এখন

বিশ্ব-সংসারের সহিত এই গ্রামের স্থানীয় সম্বন্ধ বিচ্ছিন্নপ্রায়। কিন্তু নৌকাপথে বহির্জগতের সহিত তাহার নূতন সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে। কত নূতন নূতন দেশের নূতন নূতন দ্রব্যপূর্ণ নৌকা আসিয়া গ্রামপ্রান্তে নঙ্গর করিয়াছে, সমস্ত গ্রামবাসী বহির্জগতের সহিত প্রীতি-বন্ধনের প্রগাঢ়তা সুস্পষ্টরূপে অনুভব করিতেছে।

বন্যার এরূপ অবস্থা, তাহার উপর বৃষ্টির বিরাম নাই। প্রভাতে মধ্যাহ্নে, অপরাহ্নে, রাত্রে—সর্ব্বক্ষণ বৃষ্টি—কখন মুষলধারে বর্ষণ, কখন অতি সূক্ষ্ম শুভ্র জলকণা। আজ সমস্ত সকাল বেলা ধরিয়া অবিরল ধারায় বর্ষণ হইয়াছে। সে বৃষ্টিধারা মস্তকে ধরিয়াই পল্লীবাসী প্রসন্নমনে তাহাদের নিত্যকর্ম্ম সম্পন্ন করিয়াছে।

নদীর অপর পারে অন্ধকার শ্যামল বনশ্রেণী ধূসর মেঘের গায়ে মিশিয়া গিয়াছে। কূলে কূলে জলভরা, বিটপীরাশি-সমাচ্ছন্ন বিজন গ্রামখানি দূর হইতে ছবির মত দেখাইতেছে। বড় মহাজনী নৌকা পালভরে কত দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে।

হঠাৎ মেঘান্তরিত গগনপথ উল্লসিত করিয়া অস্তাচলযাত্রী তপনের লোহিত কিরণচ্ছটা-ধারাপাতপুষ্ট সজলা শ্যামলা প্রকৃতির উপর বিকীর্ণ হইল। বোধ হইতে লাগিল, প্রকৃতির চক্ষে অশ্রু ও অধরে হাস্য শোভা পাইতেছে। বাঁশ-গাছের নত মস্তকে, গৃহস্থের, খোড়ো চালের মটকায়, তেঁতুল গাছের নিবিড় পত্রাগ্রভাগে রৌদ্র ঝিক্‌মিক্ করিতেছে।

মেঘ কাটিয়া পূর্ব্বাকাশে শুক্লপক্ষের শশধর সমুদিত হইল। সহসা বর্ষান্তে শরৎ যেন তাহার শুভ্র মহিমায় ধরাতলে বিকসিত হইয়া উঠিল। উজ্জ্বল স্নিগ্ধ চন্দ্রকিরণে প্রকৃতি হাসিতে লাগিল। গ্রামের জলপূর্ণ ডোবা ও গর্ত্তগুলিতে চন্দ্রালোক প্রতিফলিত হইতেছে। গৃহস্থগণের বেড়ার ধারে, রজনীগন্ধার ঝাড় হইতে গুচ্ছ গুচ্ছ রজনীগন্ধা-কুসুম

ক্ষীণবৃন্তে ভর করিয়া উর্দ্ধমুখে সুমিষ্ট গন্ধ বিকীরণ পূর্ব্বক তরল জ্যোৎস্না-লোক ও বায়ুস্তর সুরভিত করিতেছে। কামিনী গাছের নিবিড় পত্র আচ্ছন্ন করিয়া থোকা-থোকা কামিনীফুল ফুটিয়া চতুর্দ্দিক্ আমোদিত করিতেছে। ঘরের দাওয়ায় বসিয়া বালকবালিকাগণ জ্যোৎস্নালোকে পুলক-স্পন্দিত-হৃদয়ে ঠাকুরমা'র কাছে রূপকথা শুনিতেছে।

দেখিতে দেখিতে আকাশ আবার ঘন মেঘে আচ্ছন্ন হইল। চন্দ্র মেঘের অন্তরালে লুপ্ত হইল। আবার ঝম্ ঝম্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ হইল। এক ঘণ্টার মধ্যে সমস্ত গ্রামখানি জনহীন ও সুপ্ত বোধ হইতে লাগিল। কেবল চারিদিকে জলের ঝর্ ঝর্ শব্দ, ভেকের হর্ষধ্বনি, শন্-শন্ বায়ু প্রবাহ অন্ধকারমণ্ডিতা বৃষ্টিপ্লাবিতা নৈশ প্রকৃতির জীবন-প্রবাহের অস্তিত্ব জ্ঞাপন করিতে লাগিল।

(দীনেন্দ্রকুমার রায়)

শরৎকালের আকাশের অবস্থা,—শরতের রৌদ্র,—মাঠে হরিদ্বর্ণ শস্যাদি,—ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব,—দুর্গোৎসব জন্য লোকের মানসিক অবস্থা প্রভৃতি সরল ভাবে ব্যক্ত করিবে।

হেমন্তকালে—শীতের প্রারম্ভ,—হিমের অনিষ্টকারিতা,—কৃষকগণের ধান্যাদি শস্য সংগ্রহ, হিন্দুগণের নবান্ন ও বিবিধ উৎসব-পল্লীর সাধারণ অবস্থা,—ম্যালেরিয়া ও বিসূচিকাদি রোগ।

শীতঋতুতে বঙ্গদেশ। (Matr. Ex. 1912.)

Points :—(i) সময় (হেমন্তের শেষ বসন্তের প্রথমভাগ) (ii) প্রাকৃতিক অবস্থা (দিন ছোট, রাত্রি বড় সূর্য্যকিরণ মৃদু ও সুখপ্রদ, বৃষ্টির অভাব ও অপর্য্যাপ্ত শিশির পাত, সমুদ্র সন্নিহিত প্রদেশ অপেক্ষা পার্ব্বত্য প্রদেশে শীতের আধিক্য, উত্তর দিক্ হইতে শীতল বায়ু প্রবাহিত, নদী ও তড়াগাদির জল শুষ্ক) (iii) উদ্ভিদের অবস্থা—(বৃক্ষাদি পত্র শূন্য ও শোভাবিহীন, গোলাপ, গেঁদা ও কুন্দ প্রভৃতি প্রস্ফুটিত, হৈমন্তিক ধান্য, বিবিধ কলায়, যব ও সরিষা প্রভৃতি শস্য পরিপক্ক, বিবিধ শাকসব্জী, দাড়িম, কমলালেবু, পেস্তা প্রভৃতি ফল এবং খেঁজুর, ইক্ষু, তাল প্রভৃতির রস উৎপন্ন ও

রসনার তৃপ্তিসাধন) (iv) প্রাণিগণের অবস্থা (প্রাণিগণ শীতে দুর্ব্বল ও নিস্তেজ, মানবগণ বহু পরিশ্রমে ক্লান্ত হয় না এই সময় কলেরা, বসন্ত প্লেগ, কোন কোন স্থানে ম্যালেরিয়া, রক্তামাশয়, ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রভৃতি রোগ। মানবগণের মনে স্ফূর্ত্তির জন্য বিবিধ আমোদ প্রমোদ।

এই গ্রন্থে উপক্রমণিকার ১২ পৃষ্ঠা ("প্রাচীন কবির গীত" শীর্ষক প্রবন্ধ দেখ)।

কাহিনী বা বৃত্তান্ত প্রধান। (Narrative).

পুরাবৃত্ত। (Historical).

Exercise.

নিম্নলিখিত সঙ্কেত অনুসারে প্রত্যেক বিষয়ের এক একটি প্রবন্ধ লিখ :—

সাবিত্রী-সত্যবান Hints :—(i) সাবিত্রী সত্যবানের পরিচয়—(ii) সাবিত্রীর গুণের পরিচয়—পতি অন্বেষণ—বিবাহ—শ্বশুর আশ্রমে বাস—শ্বশুর শাশুড়ী ও পতিসেবা—(iii) সাবিত্রীর ত্রিরাত্রি ব্রত ও ব্রতের কারণ—স্বামীসহ বনগমন—সত্যবানের মৃত্যু (iv) সাবিত্রীর সহিত যমের সাক্ষাৎ ও কথোপকথন (v) সত্যবানের জীবনলাভের পূর্ব্বে কৌশলে চারটি বর লাভ (vi) সত্যবানের জীবন লাভ ও আশ্রমে প্রত্যাগমন—সাবিত্রীর বরপ্রাপ্তির সাফল্য—(vii) উপসংহার—

নলদময়ন্তী Hints :—(i) উভয়ের পরিচয় ও বিবাহ—শনির কোপ ও তাহার কারণ—নল ও দময়ন্তীর বনে গমন (ii) শনিকর্ত্তৃক নলের লাঞ্ছনা—দময়ন্তী ত্যাগ—কর্কট নাগের দংশন—(iii) ঋতুপর্ণ রাজার সহিত মিলন—দময়ন্তী—শনি ত্যাগ—রাজ্য প্রাপ্তি (iv) উপসংহার।

অশ্বমেধ যজ্ঞ Hints :—(i) যজ্ঞের লক্ষণ ও উদ্দেশ্য (ii) সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর যুগগুলির নাম কর এবং রামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞের বিবরণ লিখ, (iii) কলিযুগে কেহ ঐ যজ্ঞ করিয়া থাকিলে তাঁহার নাম ও পরিণাম বল।

যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়যজ্ঞ Hints :—যজ্ঞাশ্বরক্ষার্থ অর্জ্জুন কোন্ কোন্ স্থানে গিয়া কি কি কার্য্য করিয়াছিলেন—দুর্য্যোধনের লাঞ্ছনা—পাশাখেলার কারণ ও পরিণাম।

বেহুলা লক্ষীন্দর Hints :—উভয়ের পরিচয়—চাঁদ সদাগর···সোনেকা—সায়বেনে—মনসা—মনসার কোপ—লক্ষীন্দরের সর্পাঘাতে মৃত্যু—বেহুলার বরপ্রাপ্তি—লক্ষীন্দরের অন্যান্য ভ্রাতৃগণ সহ জীবন লাভ—চৌদ্দডিঙ্গা প্রাপ্তি—দেশে গমন—মনসাপূজা—উপসংহার।

দুষ্মন্ত শকুন্তলা Hints :—রাজা দুষ্মন্তের পরিচয়—মৃগয়া—কণ্বমুনির আশ্রম—শকুন্তলা দর্শন—অঙ্গুরীয় প্রদান—দুর্ব্বাশামুনির অভিশাপ—রাজার দেশে গমন—কণ্বমুনির আশ্রমে আগমন ও শকুন্তলাকে রাজার নিকটে প্রেরণ—অভিশাপ প্রভাবে

রাজার বিস্মৃতি—শকুন্তলা ত্যাগ—ভরতের জন্ম—ধীবরের নিকটে অঙ্গুরী প্রাপ্তে রাজার আত্মগ্লানি—রাজার ভরতকে দর্শন—পুনঃ মিলন—উপসংহার।

শ্রীবৎস ও চিন্তা Hints :—উভয়ের পরিচয়—কলির কোপ—রাজারাণীর লাঞ্ছনা—কলি ত্যাগ—রাজ্য প্রাপ্তি।

রামের বনবাস। (Matr. Ex. 1910-1912)

রামের বনবাস Hints :—রামচন্দ্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবার আয়োজন—মন্থরার কুপরামর্শ ও কৈকেয়ীর ষড়যন্ত্র—রাম বনবাসের নিমিত্ত প্রার্থনা—লক্ষ্মণের ভ্রাতৃভক্তি—সীতার পতিভক্তি—স্বার্থ ত্যাগ—মাতাপিতৃভক্তি—বনগমন—দশরথেরখেদ—অপরিণাম দর্শিতার ফল—রাজার মৃত্যু।

১। সূচনা—কুমার রামচন্দ্রের অভিষেক বিষয়ে সভাসদ্‌গণের এবংবিধ অভিমত ও উৎসাহবাক্য প্রাপ্ত হইয়া, রাজা পরম পরিতোষ লাভ করিলেন এবং বশিষ্ঠদেবকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"ভগবন্! কুমারকে রাজ-পদে অভিষিক্ত করা যখন আপনাদের সকলেরই অনুমোদিত হইয়াছে, তখন এই শুভকর্ম্ম যত শীঘ্র সম্পন্ন হয় তদুপযোগী আয়োজন করা কর্ত্তব্য। অতএব আপনি অভিষেকের দিন স্থির করুন।"

রাজার বাক্যাবসানে বশিষ্ঠদেব কহিলেন,—"মহারাজ! আগামী কল্য অতি উত্তম দিন। যাহাতে কল্যই এই শুভকার্য্য সম্পাদিত হয়, তাহাই আমার অভিপ্রায়। আপনি উপযুক্ত রাজকর্ম্মচারিগণকে সমস্ত আয়োজন করিতে অনুমতি করুন।"

রাজা দশরথ বশিষ্ঠদেবের অনুজ্ঞানুসারে রাজপুরুষগণকে যথাযোগ্য কার্য্যে নিয়োগ করিলেন, এবং কুমার রামচন্দ্রকে আনয়ন নিমিত্ত সুমন্ত্রকে প্রেরণ করিলেন।

রাম পিতৃ-সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণাম পূর্ব্বক, আদেশ-প্রাপ্তি মানসে কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান রহিলেন। রাজা প্রাণাধিক পুত্রকে গাঢ় আলিঙ্গন ও মস্তকাঘ্রাণ পূর্ব্বক কহিলেন,—"বৎস! আমি কুলগুরু বশিষ্ঠদেব ও জানপদবর্গের অভিমতি লইয়া সঙ্কল্প করিয়াছি যে,

আগামী কল্য তোমাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিব। তুমি সত্যনিষ্ঠ ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া অবহিতচিত্তে প্রজাবর্গের প্রতিপালন কর।"

কুমার রামচন্দ্র পিতার আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া, মাতৃচরণ দর্শন মানসে অন্তঃপুর মধ্যে গমন করিলেন। দেখিলেন স্নেহময়ী জননী পুত্রের মঙ্গলকামনায়, ঐকান্তিক চিত্তে দেবারাধনায় রত রহিয়াছেন। পূজাবসানে কুমার গাঢ়ভক্তি সহকারে মাতৃদেবীকে প্রণাম করিলেন। দেবী কৌশল্যা, প্রণত পুত্রকে প্রীত ও প্রফুল্ল বদনে "বৎস, চিরজীবী হও" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। রামচন্দ্র মাতাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"জননি! অদ্য পিতৃদেব অনুমতি করিয়াছেন—আমাকে প্রজা-শাসনভার গ্রহণ করিতে হইবে।"

রাণী পুত্র-মুখ-বিনিঃসৃত এতাদৃশ প্রীতিকর বাক্য শ্রবণ করিয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন। তাঁহার নয়নযুগল হইতে প্রবলবেগে আনন্দাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। হৃদয়-কন্দর হইতে যেন অভূতপূর্ব্ব আনন্দ-স্রোত উচ্ছ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি হর্ষভরে কহিতে লাগিলেন,—"এতদিনের পর বুঝি কুলদেবতারা প্রসন্ন হইয়া আমার মনোরথ পূর্ণ করিলেন। জগদম্বার নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি যে—তুমি অবিবাদে রাজদণ্ড পরিচালনা করিয়া, পবিত্র বংশের গৌরব রক্ষা কর।"

২। ষড়যন্ত্র—এদিকে রাজার অন্যতমা মহিষী কৈকেয়ী দেবী, রামাভিষেকবার্ত্তা-শ্রবণে, মন্থরার কুপরামর্শে ঈর্ষানলে দগ্ধ হইয়া কহিলেন,—"মন্থরে! এক্ষণে কি উপায় অবলম্বন করিলে, উপস্থিত অভিষেককার্য্য নিবারিত হইতে পারে?"

ক্রূরা মন্থরা পূর্ব্বেই তাহার উপায় স্থির করিয়াছিল, সুতরাং কৈকেয়ীকে উপায় বলিতে তাহার আর চিন্তা করিতে হইল না। সে কহিল,—"দেবি, তোমার স্মরণ থাকিতে পারে, মহারাজ সম্বরাসুরের যুদ্ধে আহত

হইয়াছিলেন। তৎকালে তুমি পরম যত্নে শুশ্রূষা করিলে, তিনি সুস্থতা লাভ করিয়া তোমাকে দুইটি বর দিতে প্রতিশ্রুত হন। তুমি—'আবশ্যক মত এই বর গ্রহণ করিব বলিয়া' তখন গ্রহণ কর নাই, এক্ষণে সেই দুইটি বর প্রার্থনা কর। উহার এক বরে ভরতের রাজসিংহাসন, অন্য বরে রামের চতুর্দ্দশ বৎসরের নিমিত্ত বনবাস।" এই বলিয়া বর গ্রহণের পূর্ব্বে যাহা যাহা করিতে হইবে তৎসম্বন্ধে উপদেশ দিল।

কৈকেয়ী দুষ্টা মন্থরার উপদেশবাক্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া, তৎক্ষণাৎ অলঙ্কার উন্মোচন পূর্ব্বক, ধরাশয্যায় শয়ন করিলেন এবং কৃত্রিম বাষ্পবারি বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। এদিকে রাজা দশরথ, সভাভঙ্গের পর সর্ব্বপ্রথমে কৈকেয়ী দেবীর শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন। তথায় মহিষীকে দেখিতে না পাইয়া, পরিচারিকার নিকট অবগত হইলেন যে, রাণী রোষাগারে প্রবেশ করিয়াছেন।

অনন্তর রাজা রোষাগারে গমন পূর্ব্বক, রাণীর তাদৃশী শোচনীয় অবস্থা অবলোকন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"দেবি, এমন সুখের দিনে তোমার এরূপ অবস্থা কেন ঘটিল? কি করিলে তোমার চিত্ত প্রসন্ন হয়, শীঘ্র বল; প্রাণ দিয়াও যদি তাহা সম্পন্ন করিতে হয়, করিব।"

কৈকেয়ী রাজার আশ্বাসসূচকবাক্যে আশ্বস্ত হইয়া কপট রোদন সংবরণ পূর্ব্বক কহিলেন,—"মহারাজ! আপনি সম্বরাসুরযুদ্ধে আহত অবস্থায় আমার শুশ্রূষায় পরিতুষ্ট হইয়া দুইটি বর দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, এক্ষণে আমি সেই দুইটি বর প্রার্থনা করি।"

সত্য-বদ্ধ।—রাজা হৃষ্টান্তঃকরণে বলিলেন,—"দেবি, আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, তুমি যাহা প্রার্থনা করিবে, তাহাই সম্পাদিত হইবে। রঘুবংশীয়গণ প্রাণ-বিনিময়েও সত্য-রক্ষা করিয়া থাকেন।"

কৈকেয়ী, রাজা দশরথকে প্রতিজ্ঞা-পাশে আবদ্ধ করিয়া হর্ষোৎফুল্ল বচনে কহিতে লাগিলেন,—"মহারাজ, জগতে আপনি সত্যবাদী ও স্থিরপ্রতিজ্ঞ বলিয়া প্রসিদ্ধ। ভবাদৃশ ব্যক্তি কদাপি প্রতিজ্ঞাভ্রষ্ট হইতে পারেন না; তাহা জানিয়াই এই দুইটি বর প্রার্থনা করিতেছি—একবরে ভরতের রাজ-সিংহাসন, অন্যবরে রামচন্দ্রের চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাস।"

রাজা মহিষীর এতাদৃশ নিদারুণ মর্ম্মভেদী বাক্য শ্রবণে, আকুল ও কম্পবান কলেবর হইয়া ক্ষণকাল স্তব্ধভাবে রহিলেন; তৎপরে "হা হতোঽস্মি" বলিয়া ছিন্নমূল তরুর ন্যায় ভূতলে পতিত ও মূর্চ্ছিত হইলেন

কিছুক্ষণ মূর্চ্ছিতাবস্থায় থাকিলেন। অতঃপর সংজ্ঞালাভ করিয়া, মুহুর্মুহুঃ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক গলদশ্রুলোচনে কহিতে লাগিলেন,—"হায়, কি সর্ব্বনাশের কথাই শুনিলাম! ইহা অপেক্ষা আমার বক্ষে বজ্রাঘাত হইল না কেন? কেন এখনও জীবিত রহিয়াছি? হে মৃত্যু তুমি কোথায় রহিলে? আমাকে অপরিণামদর্শী, মূঢ়, পাপিষ্ঠ মনে করিয়া কি তুমিও ত্যাগ করিলে?"

এইরূপ বিলাপ ও পরিতাপ করিয়া, চিত্তের অপেক্ষাকৃত স্থৈর্য্য সম্পাদন পূর্ব্বক মহিষীর চিত্তপ্রসাদ লাভের আশায় কহিতে লাগিলেন,—"দেবি, চিরকাল তোমাকে সরলহৃদয়া ও অমৃতভাষিণী বলিয়া জানি আজ কেমন করিয়া তীক্ষ্ণবিষা বিষধরীর ন্যায় তীব্র হলাহল উদ্গিরণ করিলে? যে প্রাণপ্রতিম রামকে রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট দেখিয়া বিপুল হর্ষ লাভ করিবে,—আজ কিনা তাহারই অরণ্য-বাস প্রার্থনা করিলে? আমি রামগতপ্রাণ; পৃথিবীতে যত প্রিয় বস্তু আছে, রাম আমার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়। সেই প্রিয়তম রামের অমঙ্গল কামনা করিয়া রমণীকুলে কলঙ্ক আরোপ করিও না।"

রাজার বিনয় ও পরিতাপব্যঞ্জক বাক্যপরম্পরা শ্রবণে, কৈকেয়ীর

হৃদয় কিঞ্চিন্মাত্রও বিগলিত হইল না; তিনি অম্লান বদনে কহিলেন,—"মহারাজ, আমি যাহা প্রার্থনা করিয়াছি, কোনক্রমে তাহার ব্যতিক্রম হইবে না।"

নিষ্ঠুরা কৈকেয়ীর বিষতুল্য বাক্য শ্রবণ করিয়া, রাজা পুনরায় চেতনা-শূন্য হইলেন। অনন্তর সংজ্ঞালাভ করিয়া, সরোদনে কহিতে লাগিলেন,—"কেন আমার চেতনা সঞ্চার হইল? যদি চৈতন্য না হইত, তাহা হইলে আর আমাকে এই বিষম সঙ্কটে পতিত হইতে হইত না। আমি কিপ্রকারে রাক্ষসের মত এতাদৃশ নৃশংস কার্য্যে প্রবৃত্ত হইব? হা পিতৃবৎসল! হা জীবনসর্ব্বস্ব! আসিয়া দেখ,—তোমার নিষ্ঠুর নরাধম পিতা আজ কিরূপ সর্ব্বজনবিগর্হিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে!"

"এইমাত্র অভিষেকের সমস্ত আয়োজনই স্থির করিয়া আসিলাম, এক্ষণে কিরূপে তাহার প্রত্যাহার করিব? এখনও আমার মৃত্যু হইল না!"

এইরূপ বিলাপ ও পরিতাপে নিশাবসান হইল। প্রাতঃকালে ঋষিগণ ও রাজন্যবর্গ রাজসভায় সমবেত হইয়াছেন। অভি-ষেকোপযোগী সামগ্রী-সম্ভার প্রস্তুত; শুভকার্য্যের আর বিলম্ব নাই। কিন্তু মহারাজ এপর্য্যন্ত সভায় উপস্থিত হইতেছেন না, সকলেই রাজ-আগমন প্রতীক্ষায় উদ্বিগ্ন হইয়া রহিয়াছেন।

অতঃপর বশিষ্ঠদেব সুমন্ত্রকে আদেশ করিলেন,—"সূত, তুমি সত্বর যুবরাজকে অন্তঃপুরমধ্যে গমন করিতে বল। তিনি মহারাজের বিলম্বের কারণ অবগত হইয়া আসুন।"

সুমন্ত্র তৎক্ষণাৎ মহর্ষির আদেশ প্রতিপালন করিল। রামচন্দ্র, সুমন্ত্রের বচনে অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, পরমারাধ্য পিতৃদেব দীনভাবে ধরাসনে শয়ন করিয়া রোদন করিতেছেন।

পিতৃবৎসল রামচন্দ্র, পিতৃদেবের এতাদৃশ অবস্থা অবলোকন করিয়া বিস্মিত ও শোকাকুল হইলেন।

অনন্তর আকুল-হৃদয়ে বিমাতা কৈকেয়ী দেবীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"জননি, পিতৃদেব কিজন্য এরূপ শোকাকুল ও কাতরভাবাপন্ন হইয়াছেন? তাঁহার এ ভাব দর্শনে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, নিশ্চয়ই কোন বিপৎপাতের সংঘটন হইয়াছে; সামান্য কারণে পিতার এরূপ অভাবনীয় ভাব কখন উপস্থিত হইতে পারে না। অতএব মাতঃ, শীঘ্র ইহার কারণ এবং কি করিলে এই অদৃষ্টপূর্ব্ব চিত্তবিকার দূরীকৃত হয় তাহার উপায় বলুন। যদি প্রাণ দিয়াও পিতার এই ভাবের অপনোদন করিতে পারি তাহা নিশ্চয়ই করিব।"

অকপট-চেতা রামচন্দ্রের এতাদৃশ আগ্রহ-বাক্য শ্রবণ করিয়া, কৈকেয়ী পরম পরিতোষ লাভ করিলেন, এবং অম্লানবদনে কহিতে লাগিলেন,—"বৎস রাম, মহারাজ পূর্ব্বে আমার শুশ্রূষায় সন্তুষ্ট হইয়া দুইটি বর প্রদান করিতে অঙ্গীকৃত ছিলেন। সম্প্রতি আমি সেই দুইটি বর প্রার্থনা করিয়াছি। তাহার এক বরে ভরতের রাজসিংহাসন এবং অন্য বরে তোমার চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাস।"

৩। পিতৃভক্তি।—সুধীর রামচন্দ্র, কৈকেয়ী দেবীর নিকটে পিতৃসত্য-বিবরণ অবগত হইয়া অবিচলিত চিত্তে কহিতে লাগিলেন,—"জননি, আমি আপনার নিদেশানুসারে এই মুহূর্ত্তেই জটা-বল্কল-ধারণ পূর্ব্বক বনগমন করিব। যদি পিতৃ-আজ্ঞা প্রতিপালনে অসমর্থ হই, তবে বৃথা জীবনধারণে ফল কি? মূর্ত্তিমান্ দেবতা, সাক্ষাৎ ধর্ম্ম, পরমগুরু পিতার আদেশ পাইলে, এমন কি আছে যাহা প্রফুল্ল ও প্রশান্ত চিত্তে সম্পন্ন করিতে না পারি?

"আপনি পিতাকে সত্যে আবদ্ধ না করিয়া, শুধু আমাকে আদেশ দ্বারা কার্য্য সম্পন্ন করাইলে, হয়ত পিতৃদেব এতাদৃশ কাতর ও আকুল হইতেন না। তাঁহার এই প্রকার শোকাভিভূত এবং বাষ্পপরিপ্লুত বদন নিরীক্ষণ করিয়া অবধি, আমার হৃদয়ে যেন শেল বিদ্ধ হইতেছে। যে পিতা হইতে দুর্লভ মানব জন্ম প্রাপ্ত হইয়াছি, যাঁহার স্নেহের সীমা নাই,—সেই প্রত্যক্ষ দেবতাকে সত্য-পাশ হইতে মুক্ত করিবার নিমিত্ত আর আমার কালবিলম্ব করা উচিত নহে। অতএব জননি, আমি অরণ্যবাসের আয়োজনার্থ গমন করিলাম। পিতৃদেব আমার বিচ্ছেদজনিত শোকে আরও কাতর হইতে পারেন; সেইজন্য সানুনয় প্রার্থনা, যাহাতে তিনি সত্বর সুস্থচিত্ত হইতে পারেন এবং তাঁহার শোকনিবৃত্তি হয় তজ্জন্য সমধিক যত্ন করিবেন। প্রতিনিয়ত তাঁহার নিকটে থাকিবেন, কদাচ একাকী থাকিতে দিবেন না।" এই বলিয়া শোকাভিভূত রামচন্দ্র, পিতৃ-চরণে ও বিমাতৃদেবীকে গাঢ় ভক্তি সহকারে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক কক্ষ হইতে বহির্গত হইলেন।

(রামচন্দ্রের মাতার নিকট বিদায়—কৌশল্যার নিষেধ ও বিলাপ—লক্ষ্মণের ভ্রাতৃ-ভক্তি—সীতার পতি-পরায়ণতা—বালকগণ পূরণ করিবে।)

* * * * * *

এইরূপে রামচন্দ্র পিতা, মাতা ও অযোধ্যাবাসী সমস্ত লোককে দুস্তর শোকসাগরে ভাসাইয়া, সীতা ও লক্ষ্মণসহ বন গমনোদ্যোগ করিলেন। সুমন্ত্র রথ প্রস্তুতকরিয়া, সাশ্রুনেত্রে ও শুষ্কমুখে পুরদ্বারে উপস্থিত হইল। পৌর্ণমাসী রজনীর সুধাকরের সুধাময় কিরণে বসুন্ধরা সুধাধবলিত হইয়া ধরাতলবাসীকে প্রফুল্ল ও উদ্ভাসিত করিবার সময় অকস্মাৎ ভীষণ মেঘ-জালে গগন আচ্ছন্ন ও তৎসঙ্গে ঘোরতর শিলাবৃষ্টি উপস্থিত হইলে জগতের যেরূপ ভাব

উপস্থিত হইয়া থাকে,—রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেকের পরিবর্ত্তে বন-গমনোদ্যোগে, অযোধ্যা ও অযোধ্যাবাসীরও সেইরূপ অবস্থা ঘটিল। রাম, লক্ষ্মণ এবং সীতাদেবী রথারোহণ করিলেন; নগরবাসীর হাহাকার ও ঘোর আর্ত্তনাদে অযোধ্যা নগরী পূর্ণ এবং রাজপুরী অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইল।

অতঃপর রথ অযোধ্যা পরিত্যাগ করিয়া জনপদে উপস্থিত হইল। রামচন্দ্র জনকজননীর অবস্থা মনে করিয়া আকুল হইলেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন,—তাঁহাদের শোক অপনোদন মানসে কতই প্রবোধ দিলাম, কিন্তু কিছুতেই শান্তভাব অবলম্বন করিলেন না। এক্ষণে তাঁহারা যে কি করিতেছেন, কিছুই বলা যায় না। না জানি কি সর্ব্বনাশই ঘটিতে পারে। অমাত্য, বন্ধু, পুরবাসী সকলেই শোকে বিহ্বল; সুতরাং প্রবোধ দিবারও কেহ নাই। এইরূপ নানাবিধ চিন্তা করিতে করিতে রথ তমসা নদী-তীরে আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন সন্ধ্যা, সুতরাং সেইখানেই রজনী যাপন করিতে হইল।

তৎপরদিবস ভাগীরথী-কূলে উপস্থিত হইয়া রামচন্দ্র সুমন্ত্রকে বলিলেন,—"সারথে, তুমি এই স্থান হইতে রথ লইয়া প্রত্যাবর্ত্তন কর। অযোধ্যায় উপস্থিত হইয়া মাতাপিতাকে আমার ভক্তি-পূর্ণ প্রণাম জানাইবে, এবং প্রবোধবাক্যে বলিবে যেন তাঁহারা আমাদের জন্য কোনরূপ চিন্তা না করেন। আমরা তাঁহাদের আশীর্ব্বাদবলে সর্ব্বত্রই সুখে অতিবাহিত করিব এবং চতুর্দ্দশ বর্ষ অতিবাহিত হইলেই, পুনরায় তাঁহাদের চরণ দর্শন করিব।" রামচন্দ্র ইহা বলিয়া শোকাকুল সুমন্ত্রকে বিদায় দিলেন।

৪। অপত্য-স্নেহ।—এদিকে রাজা দশরথ ও রাণী কৌশল্যা দেবী প্রিয়তম পুত্রের বিচ্ছেদে যারপরনাই শোকাকুল হইয়া, আহার-

নিদ্রা পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধরাশয্যা অবলম্বন করিলেন। তাঁহারা দুর্ব্বিষহ শোকভরে অভিভূত হইয়া, অনেক সময় বিচেতনপ্রায় থাকিতেন। রাজা কিঞ্চিৎ সুস্থচিত্ত হইলেই, সুমন্ত্রের আগমন প্রতীক্ষায় উদ্বিগ্ন হইতেন। তাঁহার বোধ হইত যেন সুমন্ত্র রামচন্দ্রকে সঙ্গে করিয়া অযোধ্যায় প্রতিগমন করিবে। কিয়ৎকাল এইভাবে অতিবাহিত হইলে আবার ক্ষিপ্তের ন্যায়, কৈকেয়ীকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেন,—"রে পাপীয়সী রাক্ষসি! রে কেকয়-কুল-কলঙ্কিনি! আমি তোর কি অনিষ্ট করিয়াছি, তুই কেন আমার সর্ব্বনাশ করিলি? অহো! আমি কি অধম! মণিময় হার ভ্রমে কাল ভুজঙ্গী কণ্ঠে ধারণ করিয়াছিলাম! স্বর্গীয় সুধারাশি মনে করিয়া কালকূট গরল সংগ্রহ করিয়াছিলাম! হায়! কি করিলাম! পবিত্র রঘুবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া, নৃশংস রাক্ষসের ন্যায় হৃদয়নন্দনকে বিসর্জ্জন দিলাম? আমার কি হইল? কেনই বা আমি কুলকলঙ্কিনীকে গৃহে আনিলাম! কেনইবা আমি পাপিনীর আপাতমধুর-বাক্যে ভুলিয়া গেলাম? কেন আমি নিশাচরীর মায়া-জালে-বদ্ধ হইয়া প্রতিজ্ঞা করিলাম? হা পুত্র! হা হৃদয়দুলাল! হা প্রাণাধিক! কোথায় রহিলে? চন্দ্রবদনে একবার 'পিতা' সম্বোধন করিয়া উত্তপ্ত হৃদয় শীতল কর। বাপু, পিতৃ-ভক্তি কিরূপে প্রদর্শন করিতে হয়, এবং কিরূপেই বা পিতৃ-ধর্ম্ম রক্ষা করিতে হয়, আজ তুমিই তাহার নূতন পথ উদ্ভাবন করিলে।"

৫। অপারণামদর্শিতার ফল।—এইরূপ বহু বিলাপ ও পরিতাপ করিয়া আবার কহিতে লাগিলেন,—"হায়! অগ্রপশ্চাৎ-বিবেচনা-বিহীন, অপরিণামদর্শীর পরিণামে এইরূপ দুর্দ্দশাই ঘটিয়া থাকে। হা বিধাতঃ! আমার অদৃষ্টে কি এই লিখিয়াছিলে?" ইহা বলিয়া পুনরায় অচেতন হইলেন।

এবংপ্রকার বিষম যাতনায় তৃতীয় দিবস অতিবাহিত হইল। চতুর্থ দিবস সুমন্ত্র দীনভাবে ও শুষ্কমুখে শূন্যরথ লইয়া অযোধ্যায় প্রবেশ করিল, এবং সর্ব্বাগ্রে রাজসন্নিধানে গমন পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি-পুটে দণ্ডায়মান হইয়া বাষ্পাবরুদ্ধ-কণ্ঠে কহিতে লাগিল,—"মহারাজ, অযোধ্যার নয়নমণি যুবরাজ রামচন্দ্র এবং প্রিয়দর্শন লক্ষ্মণ ও লক্ষ্মীস্বরূপা সীতা-দেবীকে, দুরাত্মা সুমন্ত্র অরণ্যে বিসর্জ্জন দিয়া আসিল।"

রাজা শ্রবণমাত্র "হা রাম" বলিয়া ভূতলশায়ী হইলেন। সুমন্ত্র বহুযত্নে তাঁহার চেতনা সঞ্চার করাইল। অনন্তর মহারাজ দশরথ আকুলচিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সুমন্ত্র, আমার জীবনানন্দ পুত্র-রত্নকে কোথায় রাখিয়া আসিলে? আমার হৃদয়ের ধন রামচন্দ্র, তাহার নিষ্ঠুর, নারকী, পাষণ্ড পিতাকে কি বলিল?"

সুমন্ত্র, পিতৃবৎসল রামচন্দ্রের পিতৃ-ভক্তির জ্বলন্ত উচ্ছ্বাসপূর্ণ বচনাবলি যথাযথ বর্ণনা করিল। রাজা সমস্ত বিবরণ আনুপূর্ব্বিক শ্রবণ করিয়া যারপরনাই ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন, এবং রামের অচলা ভক্তি, অকৃত্রিম স্নেহ এবং মধুময় সরল ব্যবহার ও সুললিত দেহকান্তি যুগপৎ চিত্ত-পটে উদিত হইলে "বাপ্ রাম" এই মাত্র বলিয়া পতিত ও চেতনাবিহীন হইলেন। অতঃপর আর তাঁহার চৈতন্যোদয় হইল না; অযোধ্যায় হাহাকার রব সমুত্থিত হইল। রাজা দশরথ অদূরদর্শিতার বিষময় ফল প্রাপ্ত হইয়া ইহলোক ত্যাগ করিলেন। (শিক্ষা-প্রবেশ)

কুরুক্ষেত্র-মহাসমর।

রামায়ণের মত মহাভারতও অতি প্রাচীন গ্রন্থ। মহাভারতকে কথা অথবা পৌরাণিক ইতিহাস বলা যাইতে পারে। মহাভারত অতি বৃহৎ গ্রন্থ। উহাতে এত উপাখ্যান, উপদেশ ও বিচিত্র বর্ণনা আছে যে,

পাঠ করিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। কিন্তু কুরুপাণ্ডবের বিবরণ এবং কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধই উহার প্রধান বর্ণিত বিষয়। কৌরব ও পাণ্ডবেরা এক বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া, কিরূপে উত্তরকালে পরস্পরের মহাশত্রু হইয়া উঠে, এবং বহু সৈন্য সংগ্রহ করিয়া কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধ করিয়া হতবল হয়, এই প্রস্তাবে সংক্ষেপে তাহারই উল্লেখ করা যাইতেছে।

মহাভারত রচনার অনেক পূর্ব্ব হইতেই হস্তিনাপুর নগর চন্দ্রবংশীয় রাজাদিগের রাজধানী ছিল। চন্দ্রবংশীয় রাজা শান্তনুর ভীষ্ম, বিচিত্রবীর্য্য ও চিত্রাঙ্গদ নামে তিন পুত্র ছিল। তন্মধ্যে ভীষ্ম কৌমার্য্য অবলম্বন করিয়াছিলেন। বিচিত্রবীর্য্য ও চিত্রাঙ্গদের ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু নামে দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ ছিলেন, তাহাতেই জ্যেষ্ঠ হইয়াও রাজ্য লাভ করিতে পারিলেন না; পাণ্ডুই হস্তিনাপুরের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। পাণ্ডুর সন্তানদিগকে পাণ্ডব কহে। পাণ্ডবদিগের সঙ্গে বিরোধ হওয়াতেই কেবল ধৃতরাষ্ট্রের সন্তানেরা কৌরব নামে অভিহিত হয়; কৌরব ও পাণ্ডব সকলেই এক কুরুবংশসম্ভূত।

পাণ্ডুর মৃত্যু হইলে রাজনিয়মানুসারে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র যুধিষ্ঠির রাজ্য লাভ করিলেন। পিতৃব্য-পুত্রকে রাজ্য লাভ করিতে দেখিয়া ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র দুর্য্যোধন ও তাহার সহোদরেরা অত্যন্ত ঈর্ষাযুক্ত হইয়া উঠিল। তাহাদিগের ঈর্ষার আরও কারণ ছিল। পাণ্ডবেরা বিদ্যা, বুদ্ধি ও চরিত্রে কৌরবদিগের অপেক্ষা উন্নত হইয়াছিল বলিয়া সকলে তাহাদিগের গুণ-কীর্ত্তন করিত; দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন ও তাহার সহোদরেরা ইহাতে যারপর-নাই ক্ষুণ্ণ হইত।

সম্মুখযুদ্ধে পাণ্ডবদিগকে নিধন করা কঠিন, আর অন্যায়রূপে অনর্থক যুদ্ধ করিতে গেলেও বহুলোক তাহাদিগের পক্ষ হইবে বিবেচনায় কৌরবেরা চক্রান্ত করিতে আরম্ভ করিল। দুর্য্যোধনের মাতুল শকুনির

কুপরামর্শানুসারে দুর্য্যোধন, রাজা যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে অক্ষক্রীড়া আরম্ভ করিল। অপরিণামদর্শী যুধিষ্ঠির ব্যসনে মত্ত হইয়া রাজ্য হারাইলেন এবং অবশেষে পণে পরাজিত হইয়া ভ্রাতৃগণসহ দেশত্যাগী হইলেন।

ইহার পূর্ব্বেও কৌরবেরা পাণ্ডবদিগকে নির্ম্মূল করিবার জন্য নানা রূপ ষড়যন্ত্র করিয়াছিল। এই সকল ষড়যন্ত্রের মধ্যে জতুগৃহ-নির্ম্মাণই সর্ব্বপ্রধান। একবার পাণ্ডবেরা বরাণাবত নগরে অবস্থিতি করিতে অভিলাষ করিয়াছিলেন, তখন কৌরবগণ তাহাদিগের অনুচর কর্ত্তৃক তথায় লাক্ষাদ্বারা এক রমণীয় গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া পাণ্ডবদিগকে তন্মধ্যে দগ্ধ করিয়া মারিবার চেষ্টা করিয়াছিল। পাণ্ডবদিগের পিতৃব্য বিদুর অত্যন্ত ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। তিনি এই ষড়যন্ত্রের সন্ধান পাইয়া পাণ্ডবদিগের রক্ষার্থ একজন খনক প্রেরণ করিলেন। সেই খনকের কৃত সুড়ঙ্গ-পথে রাত্রিযোগে পাণ্ডবগণ পলায়ন করিয়া জতুগৃহদাহ হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন।

পাণ্ডবেরা ত্রয়োদশ বৎসর নির্ব্বাসিত ছিলেন। ঐ সময়ের মধ্যে তাঁহারা আর্য্যাবর্ত্তের নানা স্থান পর্য্যটন করিয়া বীরত্ব ও সাধুতার অনেক পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন; তাহাতেই অনেকানেক রাজন্যবর্গ ও বীর-পুরুষের সঙ্গে তাঁহাদিগের পরিচয় ও আত্মীয়তা হইয়াছিল। ত্রয়োদশ বৎসর পরে পাণ্ডবেরা স্বদেশে প্রত্যাগত হইয়া স্বরাজ্যলাভের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিলে, কৌরবগণ রাজ্য ছাড়িয়া দিতে কোন রূপেই স্বীকার করিল না, তাহাতেই কুরুক্ষেত্র-মহাসংগ্রাম ঘটিল।

এই সংগ্রামে আর্য্যাবর্ত্তের প্রায় সমস্ত রাজাই কোন-না-কোন পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। গজারোহী, অশ্বারোহী ও পদাতিক প্রভৃতি বিবিধ প্রকারের সৈন্য এক লক্ষেরও অধিক হইলে উহাকে এক অক্ষৌ-হিণী বলে। কথিত আছে, কৌরব-পক্ষে এইরূপ একাদশ ও পাণ্ডবপক্ষে

এইরূপ সপ্ত অক্ষৌহিণী সেনা সমবেত হইয়াছিল। অষ্টাদশ দিনব্যাপী মহাযুদ্ধের পর কৌরবগণ পরাজিত হইয়াছিল। কৌরবদিগের পক্ষে ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণ প্রভৃতি মহারথিগণ এবং পাণ্ডব-পক্ষে ভীম, অর্জ্জুন ও তৎপুত্র অভিমন্যু বিপুল বিক্রম প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই যুদ্ধে যদুবংশীয় নরপতি দ্বারকানগরের অধীশ্বর কৃষ্ণ পাণ্ডবদিগের পরম সহায় ছিলেন। তাঁহার সহায়তা ও বুদ্ধি-কৌশলেই পাণ্ডবেরা জয় লাভ করিয়াছিলেন। (আনন্দচন্দ্র মিত্র)

Exercise.

1. চরিত্র সমালোচনা ও তুলনা কর :—

(a) সাবিত্রী—বেহুলা; সত্যবান—লক্ষীন্দর; যম—মনসা; নল—শ্রীবৎস; দময়ন্তী—চিন্তা; শনি—কলি; রাম—যুধিষ্ঠির; লক্ষ্মণ—ভীম; ভরত—অর্জ্জুন।

(b) অহল্যাবাই—রাণীভবানী; লক্ষীবাই—তারাবাই; সুলতানরিজিয়া—নূরজাহান; রাণাপ্রতাপ সিংহ ও রাজা প্রতাপাদিত্য; সিরাজদ্দৌলা ও মীরকাসিম; ক্লাইব ও হেষ্টিংস্।

যুদ্ধাদি Hints—(1) যুদ্ধের কারণ ও পক্ষদ্বয়ের নাম (2) উভয় পক্ষের সৈন্ত সংখ্যা (3) কোন্ পক্ষের কে কে সহায় ও বিপক্ষ (4) কত দিন ব্যাপী যুদ্ধ ও যুদ্ধের সাধারণ বর্ণনা (5) যুদ্ধের পরিণাম (6) উপসংহার।

2. নিম্নলিখিত যুদ্ধগুলি উপরি উক্ত সঙ্কেত অনুসারে বর্ণন কর। যতদূর পার সরল বাঙ্গালায় লিখিবে।

কুরুক্ষেত্র, ২য় ও ৩য় পাণিপথ, হলদিঘাট, মণিপুর, মহীশূর এবং ইউরোপীয় মহাসমর। কুরুক্ষেত্র ও ইউরোপীয় মহাসমরের তুলনা কর।

3. নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অবলম্বনে সিপাহীবিদ্রোহ বিবরণ বিবৃত কর :—

বিদ্রোহের কারণ—কোন্ স্থানে কি সূত্রে প্রথম বিদ্রোহ উপস্থিত হয়—পর পর কি ভাবে বিস্তৃত হয়—নানা সাহেব—কুমারসিংহ ও লক্ষীবাঈর পরিচয় লিখ এবং কে কি কারণ বিদ্রোহী তাহা নির্দ্দেশ কর—কানপুরের হত্যাকাণ্ড—বিদ্রোহ শান্তির উপায়—বিদ্রোহ শান্তি বিদ্রোহীগণের পরিণাম—দেশীয় লোকের সাহায্য—উপসংহার।

৺সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। (Matr. Ex-1910.)

Hints :—জন্ম সন ও তারিখ—স্থান—পিতৃপিতামহাদি বংশ পরিচয় ও তাঁহাদের কীর্ত্তি—বাল্যক্রীড়া—বিদ্যাশিক্ষা—বুদ্ধি—মেধা—কার্য্যকাল—কার্য্যের সুনাম—কর্ত্তব্য-পরায়ণতা—পিতৃভক্তি, মাতৃভক্তি—সন্তানবাৎসল্য—পরদুঃখকাতরতা—বিদ্যা ও সৎকার্য্যে-উৎসাহদান—দুঃখিতের প্রতি দয়া—সাধুর পৃষ্ঠপোষক—মৃত্যুর কারণ—সন ও তারিখ উপসংহার।

বঙ্গমাতা আজ একটি আদর্শ সন্তানে বঞ্চিতা হইল। বাঙ্গালার বর্ত্তমান যুগের শ্রেষ্ঠতম সন্তান সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাপ্রস্থান করিলেন। বাঙ্গালা দেশে মানবতার পূর্ণ আদর্শ যদি কোথাও থাকে, তবে তাহা সার গুরুদাসে ছিল। বিনয় গুণ যদি মূর্ত্তিমান দেখিতে চাও, তবে সার গুরুদাসকে দেখ। যদি মাতৃ-ভক্তি শিক্ষা করিতে চাও, জননীর আশীর্ব্বাদ লাভ করিতে চাও, তবে সার গুরুদাসের চরিত্রের অনুসরণ কর। চন্দ্রেও কলঙ্ক আছে বলিয়া, দোষে-গুণে জড়িত, অপূর্ণ মানব আপনার মনকে প্রবোধ দিয়া থাকে। আমরা বলি, সার গুরুদাস নিষ্কলঙ্ক। বাঙ্গালার প্রত্যেক জনহিতকর অনুষ্ঠানের সহিত সার গুরুদাসের কোন-না-কোন প্রকারে সংস্রব ছিল। সার গুরুদাস সংসারী মানব হইলেও, এ সংসারে তাঁহার শত্রু কেহ ছিল না। সমগ্র বঙ্গদেশের এমন অকৃত্রিম শ্রদ্ধা-ভক্তি সার গুরুদাসের মত অপর কোন বাঙ্গালী অর্জ্জন করিতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। স্বদেশ প্রেমিকতায় আর কেহ গুরুদাসের সমকক্ষ নহেন। স্বজাতির প্রতি মমত্ব-বুদ্ধি গুরুদাসে যেমন ছিল, এমন আর কোন বাঙ্গালীতে দেখি না। পাশ্চাত্য উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়াও স্বধর্ম্মে এমন নিষ্ঠাবান বাঙ্গালী বাঙ্গালা দেশে আর কে আছে? সুদূর অতীতে এক ভূদেব ছিলেন, আর বর্ত্তমান যুগে সার গুরুদাস—বঙ্গমাতার এই দুইজন ঋষিকে আদর্শরূপে গ্রহণ করিলে, বাঙ্গালী হিন্দুর চিন্তার আর কোন কারণ থাকে না, এবং তাহা হইলে

বাঙ্গালীর পুনরুত্থান অনিবার্য্য। গত ১৬ই অগ্রহায়ণ, ১লা ডিসেম্বর, সোমবার রাত্রি প্রায় সাড়ে দশ ঘটিকার সময় বাগবাজারে, গঙ্গাতীরে সার গুরুদাস দেহ রক্ষা করিয়াছেন।

"১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে কলিকাতার পূর্ব্বপ্রান্তে নারিকেলডাঙ্গা পল্লীতে সার গুরুদাস জন্মগ্রহণ করেন। অতি শৈশবে তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। বিধবা ব্রাহ্মণ কন্যা সযত্নে শিশু পুত্রটি লালন পালন করিতে থাকেন। সেই শিশুই আজ আমাদের—সমগ্র বঙ্গদেশের—শুধু বঙ্গদেশের কেন?—সমগ্র ভারতবর্ষের সার গুরুদাস—আদর্শ জননীর পুত্র—আজ বাঙ্গালার আদর্শ। হেয়ার স্কুল হইতে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া গুরুদাস প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে ক্রমে ক্রমে এফ্-এ, বি-এ, এম্-এ, ও বি-এল্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং প্রত্যেক পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। পাঠক পাঠিকা গুণবান্ পুত্রের অভ্যুদয় দর্শনে পুত্রবৎসলা বিধবার আন্তরিক নির্ব্বাক্ আনন্দের কল্পনা করুন্!

১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে গুরুদাস কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতী আরম্ভ করেন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই বহরমপুর কলেজের 'ল' লেকচারারের পদে নিযুক্ত হইয়া তথায় গমন করেন। ১৮৭২ অব্দে তিনি বহরমপুর ত্যাগ করিয়া পুনরায় হাইকোর্টে আসিয়া ওকালতী আরম্ভ করেন। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি উকীলগণের শীর্ষস্থান অধিকার করিলেন। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে তিনি ডি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে গুরুদাস বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য পদ প্রাপ্ত হন। তৎপর বৎসর তিনি কলিকাতা হাইকোর্টের জজ নিযুক্ত হইলেন। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৯২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ডাক্তার গুরুদাস কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার ছিলেন। ৬০ বৎসর বয়স পূর্ণ হইবা মাত্র, অপর ভারতবাসীর হাইকোর্টের জজিয়তী লাভের পথে অন্তরায় হইবেন না বলিয়া ডাক্তার গুরুদাস

স্বেচ্ছায় পেন্‌সন্‌ লইয়া অবসর গ্রহণ করিলেন। স্বদেশবাসীর প্রতি এমন সহানুভূতি, স্বজাতির খাতিরে এমন স্বার্থত্যাগের দৃষ্টান্ত কয়টা লোক দেখাইতে পারেন? জজিয়তী হইতে অবসর লইলেও, সার গুরুদাস কর্ম্ম হইতে অবসর লয়েন নাই। গত অক্টোবর মাসে তাঁহার সাংঘাতিক পীড়ার পূর্ব্ব পর্যান্ত তিনি যাবতীয় দেশহিতকর কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন। ইহার মধ্যেই অবসর ক্রমে তিনি বহু সদ্‌গ্রন্থের প্রচারও করিয়া গিয়াছেন। (ভারতবর্ষ—পৌষ ১৩২৫)

নবাব আবদুল লতিফ সি, আই, ই।

নবাব আবদুল লতিফ সি, আই, ই, বঙ্গীয় মুসলমান সমাজের অন্যতম উজ্জ্বল রত্ন। অতুল প্রতিভাশালী স্বজাতি হিতৈষী সুধী আবদুল লতিফ ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। আরবের অদ্বিতীয় ইসলাম-বীর মহাত্মা খালেদ এব্‌নে ওয়ালিদের জনৈক অধস্তন পুরুষ বোগ্‌দাদ হইতে ভারতে শুভাগমন করেন। ইঁহারই বংশীয় কাজী আব্দুর রসুল মহামান্য দিল্লীশ্বর কর্ত্তৃক ফরিদপুরের কাজীর পদে নিযুক্ত হইয়া আসিয়া তথায় স্থায়ীরূপে বাস করিয়াছিলেন। আব্দুর রসুল ধর্ম্মভীরু, সুশিক্ষিত ও বিচক্ষণ পুরুষ ছিলেন। তদ্বংশীয় কাজী ফকির মহাম্মদ কলিকাতা সদর দেওয়ানী ও সদর নিজামত-আদালতে ওকালতী করিতেন। আরবী ও ফারসী ভাষায় তাঁহার বিলক্ষণ পারদর্শিতা ছিল। তাঁহার প্রণীত বহু গ্রন্থ আছে। নবাব আব্‌দুল লতিফ বাহাদুর তাঁহারই পুত্র। তিনি উপযুক্ত পিতার উপযুক্ত সন্তান, সন্দেহ নাই।

পিতার যত্নে ও নিজের প্রতিভা-বলে আব্‌দুল লতিফ সুশিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি আরবী, ফারসী ও ইংরাজী ভাষায় বেশ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। ১৮৪৩ খৃঃ তাঁহার প্রথম গবর্ণমেণ্টের চাকরী লাভ হয়।

তিনি কলিকাতা মাদ্রাসা ও ঢাকা কলেজে কয়েক বৎসর অধ্যাপনা-কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া ১৮৪৯ খৃঃ ২৪ পরগণার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই কার্য্যে আব্দুল লতিফ বেশ সুখ্যাতি অর্জ্জন করেন; তাঁহার সুবিচার ও সদ্ব্যবহারে অর্থী-প্রত্যর্থী সকলেই সন্তুষ্ট হইত। সদাশয় গবর্ণমেণ্ট তাঁহার কার্য্যদক্ষতায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ প্রদান করেন। অতঃপর তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হইয়াছিলেন। এই পদে তিনি উপর্য্যুপরি তিন বার গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক মনোনীত হন। সুতরাং ইহা যে তাঁহাব যোগ্যতার উজ্জ্বল নিদর্শন, তাহা কে অস্বীকার করিতে পারে?

সুধী আব্দুল লতিফের জীবন কর্ম্মময় ছিল। তিনি রাজদ্বারে সম্মানিত, শিক্ষিত সমাজে সমাদৃত ও অপর সাধারণের প্রীতিভাজন হইয়া জীবন-যাপন করিয়া গিয়াছেন। তিনি ক্রমান্বয়ে বোর্ড অব একজামিনারের মেম্বর, ইউনিভারসিটীর ফেলো প্রভৃতি দায়িত্বপূর্ণ কর্ম্মে ব্রতী থাকিয়া প্রশংসালাভ করিয়াছিলেন। স্বজাতির মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারের চেষ্টা করায় গবর্ণমেণ্ট তাঁহার সদুদ্দেশ্যে সন্তুষ্ট হইয়া ১৮৬৭ খৃঃ তাঁহাকে একটী স্বর্ণ-পদক প্রদান করেন।

১৮৭৮ খৃঃ ইউরোপে তুরস্ক ও রুশিয়ার মধ্যে যে ভীষণ সমরানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে, স্বজাতি-হিতৈষী মহাত্মা আব্দুল লতিফ যত্ন ও উদ্যম সহকারে প্রচুর অর্থ-সংগ্রহ করিয়া তুরস্কের সাহায্য-কল্পে প্রেরণ করিয়াছিলেন, তজ্জন্য মহামান্য তুরস্ক-সুলতান তাঁহাকে 'মজিদিয়া' উপাধি-ভূষণ দানে সম্মানিত করিয়াছিলেন। ইহা একজন বঙ্গবাসী মুসলমানের পক্ষে কম গৌরবের কথা নহে। তৎপরে তিনি সি, আই, ই, এবং ১৮৮৭ খৃঃ পরলোকগতা ভারতেশ্বরীর জুবিলী উৎসব উপলক্ষে নবাব উপাধি লাভ করেন।

নবাব আব্দুল লতিফ সুদক্ষ বিচারপতি, কর্ত্তব্যপরায়ণ রাজ-কর্ম্মচারী এবং স্বজাতি-হিতৈষী সুধী পুরুষ ছিলেন। মানব সৎপথে থাকিয়া কর্ত্তব্যপরায়ণ হইলে যে ক্রমশঃ উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করিতে পারে, তাহা নবাব আব্দুল লতিফের জীবনে সুপ্রকাশ। তাঁহার সদ্বিচারের কথা আজিও লোকে আলোচনা করিয়া সুখানুভব করেন। তাঁহার মৃত্যুতে হিন্দু-মুসলমান সকলেই অনুতপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি স্বর্গবাসী হইয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার সুকৃতির জন্য সাধারণ তাঁহাকে চিরদিন মনে করিবে।

কলিকাতার 'লিটারারী সোসাইটী' নবাব বাহাদুরের প্রতিষ্ঠিত এক স্মরণীয় কীর্ত্তি। এই সভার দ্বারা সমাজের প্রভূত উপকার সাধিত হইতেছে। হাজি মহম্মদ মোহ্সেনের সম্পত্তির আয় লক্ষ অর্থরাশি অধুনা যেরূপ মুসলমান-শিক্ষার সাহায্যার্থে প্রচুর ব্যয়িত হইতেছে, তিনিই তাহার প্রবর্ত্তক। এই কার্য্য দ্বারা তিনি দরিদ্র মুসলমান-সমাজের যে উপকার করিয়া গিয়াছেন, তাহা স্মরণ করিয়া কে না তাঁহাকে ভক্তির পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিবে?

স্বর্গীয় নবাব বাহাদুরের পুত্রগণের মধ্যে বিচক্ষণ নবাব এ, এফ, এম, আবদর রহ্মান কলিকাতার ছোট আদালতের জজ এবং অপর দুই পুত্র ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত থাকিয়া, পিতার গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া স্বচ্ছন্দে কালযাপন করিতেছেন।

(মোজাম্মেল হক্)

1. নিম্নলিখিত রমণীগণের সংক্ষিপ্ত জীবনী বিবৃত কর :—

রাণীভবানী Hints :—(1) পরিচয়—(নাটোররাজ রামকান্তের সহধর্ম্মিণী,—পিতা আত্মারাম চৌধুরী—১১১৩ সালে বিধবা (2) কন্যা তারাসুন্দরী—নবাবের সঙ্গে বিবাদের সূত্রপাত (3) রাণীর সৎকীর্ত্তি—কাশীধামে—ভবানীশ্বর শিব-স্থাপন—দুর্গাবাড়ী, দুর্গাকুণ্ড—কুরুক্ষেত্র-তলাও, কাশীর ছত্র—পুষ্করিণী খনন, মন্দির, ধর্ম্মশালা, পঞ্চক্রোশী

রাস্তা এবং অন্যান্য স্থানে (বড় নগর, নাটোর প্রভৃতি) পুষ্করিণী, দিঘি, বিবিধ দেবমন্দির ও বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা—অসংখ্য ব্রাহ্মণকে ব্রহ্মত্র—অনাথ প্রতিপালন—পুত্র রামকৃষ্ণের কীর্ত্তি ও কার্য্যকলাপ—উপসংহার।

রাণী শরৎসুন্দরী, মহারাণী স্বর্ণময়ী, অহল্যা বাঈ, লক্ষীবাঈ ও রাণী রাসমণি।

ভ্রমণ-বৃত্তান্ত (Travelling).

Exercise.

নৌকা, ষ্টীমার, অথবা রেলওয়ে প্রভৃতি যে কোন যানে ভ্রমণের একটি বৃত্তান্ত লিখ। (Matr Ex 1918-20)

Hints :—(1) ভ্রমণের উদ্দেশ্য—(2) আয়োজন—(3) নৌকা, ষ্টীমার কি রেল—(4) কল্পনা (কোথা হইতে রওনা এবং কোথায় যাওয়া সংকল্প) (5) রওনার সন, তারিখ—(6) পথের দৃশ্য ও বিবরণ (7) সঙ্কল্পিত স্থানে উপস্থিত ও কার্য্য (8) স্থানীয় অবস্থা ও মন্তব্য—(9) প্রত্যাগমন—(10) উপসংহার (অভিজ্ঞতা ও শিক্ষালাভ (১) উপসংহার)।

রেলওয়ে—দক্ষিণাপথ ভ্রমণ (মান্দ্রাজ)।

স্থলপথে Hints :—(রেলযোগে) বড়প—বালজি রায়পুর (ষ্টেসন)—চেঙ্গল পটু—পণ্ডিচারী—ভিলাপুর—কড্ডালুর—কম্বুকোনম—তাঞ্জোর, সালেম—(রাস্তার বিবরণ ও দৃশ্য তোমরা লিখিবে)।

সালেম ষ্টেসন ত্যাগ করিলে চারিদিকেই সমতল ক্ষেত্র নয়নগোচর হইবে। কিছু দূর পরে সেতুযোগে পুণ্যতোয়া কাবেরী নদী পার হইলেই ইরোড জংসন। ইরোড হইতে এক শাখা-রেলপথ পশ্চিমাভিমুখে পশ্চিম সাগর পর্য্যন্ত গমন করিয়াছে। পশ্চিমসাগরতীরবর্ত্তী মলয়গিরি দর্শন করিবার জন্য আমরা গমন করিলাম। গমন-পথে ক্রমাগত সমতল ক্ষেত্র ও মধ্যে মধ্যে সেতু দৃষ্ট হইতে লাগিল। তৎপর কোয়ম্বাটুর নগর। এখানে চন্দনবৃক্ষ প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে।

কোয়ম্বাটুর হইতে এক শাখা-রেলপথ উত্তর মুখে নীলগিরি পর্ব্বতের প্রত্যন্তদেশ মিটাপোলিয়ম্ পর্য্যন্ত গিয়াছে। উতকামণ্ড-যাত্রিগণ নীলগিরি-শিখরস্থিত মিটাপোলিয়ম্ হইতে সুন্দর সমতল পথ দিয়া ৬ মাইল দূরবর্ত্তী

কোলার পর্য্যন্ত গমন করে। কোলারে পর্ব্বতের আরম্ভ। কোলার হইতে প্রাচীন পথ দিয়া ৯ মাইলদূরে এবং নূতন পথে ১৬ মাইল দূরে কুন্নুর। এক পথে গমন ও অপর পথে প্রত্যাগমন করিলে, উভয় পথেরই মনোরম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দর্শকের নেত্রগোচর হয়। কুন্নুর হইতে উতকামণ্ড পর্য্যন্ত গাড়ী চলিবার উপযুক্ত বাঁধা পথ আছে। উতকামণ্ড স্বাস্থ্যপ্রদ নগর; সাগর-পৃষ্ঠ হইতে ৭৩৯১ ফিট উচ্চে অবস্থিত। এখান হইতে পূর্ব্ব ও পশ্চিম ঘাটের সংযোজক নীল-গিরির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দেখিতে অতীব প্রীতিপ্রদ। এখানে শীতের প্রাচুর্ভাব লক্ষিত হয় না। উপরে ৬।৭ মাইল বিস্তীর্ণ এক সরোবর। ইচ্ছা হইলে দর্শক পর্ব্বতোপরি পাইকাড়া নদীর জল-প্রপাত দেখিতে পারেন।

উতকামণ্ড দেখিতে ইচ্ছা না করিলে, কোয়ম্বাটুর অতিক্রম করিয়া রেলযোগে ক্রমাগত পশ্চিমাভিমুখে গমন করিবে। পথের উভয় পার্শ্বে পার্ব্বত্য উচ্চনীচ ভূমি ও খাত। স্থানে স্থানে গভীর অরণ্য। ওয়ালিয়রের জঙ্গল নিতান্ত অস্বাস্থ্যকর। সেতুযোগে ওয়ালিয়র ও কোলিগাড় পার হইয়া আমরা মলয়-পর্ব্বতের সুপ্রসিদ্ধ খাত পালঘাটে প্রবেশ করিলাম। পালঘাট পার হইয়া রেলপথ পানামি নদীর পার্শ্বে পার্শ্বে তীরতলা পর্য্যন্ত গমন করিয়াছে। তীরতলা ত্যাগ করিয়া বেপুরের সমীপবর্ত্তী হইলেই পশ্চিমসাগরের কল্লোলধ্বনি আমাদের শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। পালঘাট হইতে বেপুর পর্য্যন্ত রেলপথ নির্ম্মাণ করিতে অনেক আয়াস স্বীকার করিতে হইয়াছে। মলয়পর্ব্বত হইতে বহুসংখ্যক স্রোতস্বতী তীব্রবেগে সাগরে পতিত হওয়ায় তদুপরি অতি কষ্টে সেতু নির্ম্মিত হইয়াছে। এই মলয়-পর্ব্বতের বন-শোভা অতি রমণীয়। এই ভূভাগের অরণ্য-সমূহ দর্শন করিলে রামায়ণের বর্ণনা স্মৃতিপথে উদিত হইয়া থাকে। শাল, তাল, তমাল, নীপ,

কিংশুক, কদম্ব, ভেলা ও বেতসাদিতে বনভাগ আচ্ছন্ন। এক একটি বেতসলতা দৈর্ঘ্যে ২২৫ ফিট। এখানে চন্দনতরু প্রচুর পরিমাণে দৃষ্ট হইয়া থাকে। নানাজাতীয় বিশাল বৃক্ষ শাখা-প্রশাখা বিস্তৃত করিয়া বহুদূর ব্যাপ্ত রহিয়াছে। এক একটি সেগুণ-বৃক্ষ উচ্চতায় ৩৩ হস্ত পরিমিত। তালের ঘটাই বা কত এবং উহার পত্রের বিস্তার কি বিশাল! নিবিড় নীল জলদপটলের ন্যায় নানাবিধ বৃক্ষ ঘনসন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। প্রকাণ্ড লতিকাসমূহ ভীষণাকার ভুজঙ্গমের ন্যায় নিম্নশাখা বৃক্ষ হইতে লম্ফ দিয়াই যেন ঊর্দ্ধশাখ বৃক্ষে উঠিতেছে। মাতঙ্গের বৃংহণ, ব্যাঘ্রের গর্জ্জন ও বানরের চীৎকারে বনভাগ দিবানিশি মুখরিত। বন্যমাতঙ্গের গাত্রঘর্ষণে, দন্তাঘাতে ও শাখাভগ্নের শব্দে কর্ণকুহর বধিরীকৃত। কোথাও বন্য-মহিষ ছুটিয়া যাইতেছে, কোথাও অসংখ্য মাতঙ্গ যূথবদ্ধ হইয়া ভ্রমণ করিতেছে, কোথাও ভল্লুকাদি নখাঘাতে মৃত্তিকা বিদীর্ণ (খনন) করিতেছে, কোথাও নানাজাতীয় মৃগ স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতেছে, কোথাও শাখামৃগ-সমূহ লম্ফ-ঝম্প প্রদান করিতেছে। নিবিড় অরণ্য মধ্যে আরণ্য-বৃষ সুখে শয়ান রহিয়াছে, কোনও স্থানে শুষ্কপত্রোপরি সর্পের গাত্রঘর্ষণ, সুদূরবর্ত্তী শাখার উপরি পক্ষী-সমূহের কাকলী। কখন কখন নিজের পদশব্দে বন্যজন্তু ভ্রমে নিজেই শঙ্কিত হয়। কোথাও বা মারুত-হিল্লোলে পুষ্পরেণু আসিয়া নাসারন্ধ্র ও নেত্রদ্বয় আচ্ছন্ন করিতেছে এবং কোথাও বা কণ্টকবৃক্ষে গাত্রবস্ত্র আকর্ষণ করিতেছে। গহন বনের এই সকল দৃশ্য অবলোকন করিয়া ভয়ে ও বিস্ময়ে মন স্তম্ভিত হয়। একে ভয়ঙ্কর পর্ব্বত, তাহাতে ভয়সঙ্কুল নিবিড় অরণ্যানী, তদুপরি হিংস্র শ্বাপদকুল ও নদী-সমূহের ভীষণ গর্জ্জন। নানাস্থানে কদলীবন ও পর্ব্বতগাত্রে এলা-লতা সকল হরিদ্রা-বনের ন্যায় বহুদূর ব্যাপিয়া রহিয়াছে। নানাবিধ ফল, দারুচিনি ও জায়ফল

বৃক্ষে চতুর্দ্দিক্ শোভিত। সাগরতীরে নারিকেল-বৃক্ষের মস্তক সমূহ বায়ুভরে দোদুল্যমান। লোকালয়ের নিকট কোথাও আম্র ও পনস বৃক্ষোপরি গোলমরিচের লতা উঠিতেছে। অত্রত্য লোকেরা শস্যক্ষেত্র-মধ্যে গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া বসতি করিয়া থাকে। ইহাদের সামাজিক ব্যবহার অত্যদ্ভুত। সর্ব্বদেশীয় ব্যবস্থাপকগণ ইহাদের নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়াছেন। বালিকাগণ দশমবর্ষে উদ্বাহসূত্রে আবদ্ধ হইয়া থাকে। পতির নিকট হইতে গ্রাসাচ্ছাদন গ্রহণ করে বটে, কিন্তু ইহ-জীবনে কখনও তাহার সহিত দাম্পত্য-সম্বন্ধ রক্ষিত হয় না। ভাগিনেয়ই মাতুলের সম্পত্তির নামে মাত্র উত্তরাধিকারী। প্রকৃত পক্ষে মাতার মৃত্যুতে গৃহিণীর জ্যেষ্ঠা কন্যাই বাটীর সর্ব্বেসর্ব্বা।

মলবারের ব্রাহ্মণেরা নায়র নামে খ্যাত। সামাজিক অবস্থা এইরূপ অসভ্যসমাজোচিত হইলেও তাহারা কদাচ শূদ্র স্পর্শ করে না। এই স্থানের মৃত্তিকা রক্তবর্ণ, নদীতীর বালুকাময় এবং গোজাতি আকারে অতি ক্ষুদ্র। এক একটি গরু দেখিতে ছাগলের ন্যায়। দেশীয় লোকের ভাষা মলয়ালম্। মলবার উপকূলের নিকট সাগরাংশে নানাবর্ণ-বিশিষ্ট আশ্চর্য্য মৎস্য দৃষ্ট হয়। এক জাতীয় মৎস্য হইতে কড্‌লিভার তৈলের মত তৈল প্রস্তুত হইয়া বিক্রয়ার্থ মান্দ্রাজে আনীত হয়। সময়ে সময়ে এত মৎস্য ধরা পড়ে যে, লোকে ঘোড়াকেও উহা খাওয়াইয়া থাকে। চন্দন, মরিচ, জায়ফল, জয়িত্রী, সাগু, কপি ইত্যাদি এখানকার প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। মৃত্তিকা-নিম্নে ও পর্ব্বত-শিখরের উপরি যে চন্দনবৃক্ষ থাকে, তাহার সারাংশই অত্যন্ত সুগন্ধি। জায়ফলের গাছ দেখিতে লেবুর ন্যায়, ফলও তদ্রূপ। প্রকৃত পক্ষে ফলের আঁটিই জায়ফল।

এখানে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব। দক্ষিণ-পশ্চিমাগত মৌসুমী বায়ুর সহিত প্রচুর পরিমাণে মেঘ আসিয়া মলয়ে

বর্ষা সংঘটন করে। এখানে বৎসরের মধ্যে নয় মাস কাল বারিপাত হইয়া থাকে। এই ভূখণ্ডের প্রাচীন নাম কেরল দেশ। এই স্থানেই শঙ্করাচার্য্যের জন্ম হয়। ওয়াইনদ-প্রদেশে স্বর্ণখনি আছে। বেপুরে লোহার কারখানা প্রতিষ্ঠিত।

ষ্টীমারে ত্রিবেণী হইতে গৌড়।

(ত্রিবেণী হইতে মুর্শিদাবাদ, রাজমহল প্রভৃতিপথের দৃশ্য ও অন্যান্য বিবরণ তোমরা পূরণ করিবে)।

তৎপরে রাজমহল হইতে মহানন্দা-পদ্মা নদীদ্বয়ের সঙ্গমস্থলাভিমুখে গমন করি। এই পথে জলদস্যুর ভয় থাকাতে আমরা রাত্রিতে ষ্টীমারের ডেকের উপর ভাল করিয়া পাহারা দিতাম। আমি মাথায় পাগড়ী বাঁধিয়া তলোয়ার হাতে করিয়া পাহারা দিতাম। যখন আমরা মহানন্দার ভিতর প্রবেশ করিলাম, তখন তাহার পুষ্করিণীর জলের ন্যায় আকাশবৎ জল এবং তীরস্থ শ্যামল বন-উপবন দর্শন করিয়া মনে মহানন্দ উপস্থিত হইল। যখন মহানন্দা নদীর ভিতর ষ্টীমার অগ্রসর হইতে লাগিল, তখন গ্রাম্য লোকেরা "ধোঁয়াকলের না এয়েছে রে," "ধোঁয়াকলের না এয়েছে রে"—বলিয়া তীরে আসিয়া বাষ্পীয়-পোত দর্শন করিতে লাগিল। ইহার পূর্ব্বে বাষ্পীয়পোত কখন মহানন্দার ভিতর প্রবেশ করে নাই। লোকে তাহা দেখিয়া বিস্ময়ান্বিত হইল এবং আমাদিগকে কোন শ্রেষ্ঠতর লোক হইতে সমাগত অদ্ভুত জীব মনে করিল। ষ্টীমার হইতে যখন গ্রামে কেহ দুধ কিনিতে যাইত, তখন সে গিয়া দেখিত যে গ্রামের সমস্ত লোক পলায়ন করিয়াছে, গ্রাম শূন্য পড়িয়া আছে। এ কি ব্যাপার! আমরা ইহা দেখিয়া মনে করিলাম যে, আমরা কলম্বস্ ও তাঁহার সঙ্গীর ন্যায় কোন একটা নূতন আমেরিকা আবিষ্কার করিয়াছি; ও সেই আমেরিকা-বাসী ইণ্ডিয়ানগণ আমাদিগের সম্মুখ হইতে পলায়ন করিতেছে। ইহার

মধ্যে একদিন মহানন্দার তীরে আমরা রাত্রিতে নঙ্গর করিয়া আছি, এমন সময় বাঘের ডাক শুনা গেল। যখন ভোলাহাট নামক স্থানের সম্মুখে পৌঁছিলাম, তখন আমরা একটি "কড়্‌কড়ে-পানীতে" (rapid) পড়িলাম। ষ্টীমার আর কোন মতে অগ্রসর হয় না। আমরা রামগোপাল বাবুকে বলিলাম, "আর অগ্রসর হইবার প্রয়োজন নাই, ঘরে ফিরিয়া যাওয়া যা'ক।" রামগোপালবাবু সর্ব্বপ্রকার অসমসাহসিক কার্য্য করিতে ভালবাসিতেন। তিনি বলিলেন, "ফিরিয়া যাওয়া আমাদের অভিধানে লেখে না, ষ্টীমারের কলে সম্পূর্ণ জোর দিয়া অগ্রসর হইতেই হইবে। তাহাতে বইল (boiler) ফাটিয়া আমরা যদি আকাশে উড়িয়া যাই, তাহাতেও ক্ষতি নাই।" ষ্টীমার স্বকীয় কলে সম্পূর্ণ জোর পাইয়া ভয়ানক গাঢ় বাষ্পরাশি পুনঃ পুনঃ উদ্গীরণ করতঃ ঈশ্বরেচ্ছায় "কড়-কড়ে-পানী" কোন প্রকারে পার হইল। নদীর তীরে লোকে লোকারণ্য; যেমন পার হইল, অমনি রামগোপালবাবু রামমোহন রায়ের গান ধরিলেন, "ভয় করিলে যাঁরে না থাকে অন্যের ভয়" কেবল "অন্যের" শব্দ পরিবর্ত্তন করিয়া "জলের" এই শব্দ ব্যবহার করিয়া গান গাহিতে লাগিলেন। তৎপরে আমরা মালদহ নগরে উপস্থিত হইয়া তথাকার তদানীন্তন ডেপুটী কলেক্টর বাবুর বাসায় আতিথ্যস্বীকার করিলাম। তিনি আমাদিগকে সমাদরে তাঁহার বাসায় রাখিলেন। তথায় দুই একদিন অবস্থিতি করিলে পরে, গৌড়নগরের ভগ্নাবশেষ দেখিতে সঙ্কল্প হইল। ঐ ভগ্নাবশেষ মালদহ নগর হইতে আট ক্রোশ দূরে অবস্থিত। উহা দেখিতে নিবিড় বনাকীর্ণ। আমাদিগের সঙ্গে যে কয়েকটি বন্দুক ছিল তদ্ব্যতীত আর কয়েকটি বন্দুক ও কয়েকটি হস্তী সংগ্রহ করা গেল।

এইরূপে আমরা গৌড়ে উপস্থিত হইয়া কোতোয়ালি-দরজা নামক সেকালের কোতোয়ালির ভগ্নাবশেষের মধ্যে বসিয়া বিশ্রাম করিতে

লাগিলাম। ঐ কোতোয়ালি-দরজার খিলান অতি বৃহৎ। এ প্রকার খিলান বোধ হয় ভূমণ্ডলে অতি অল্প স্থানেই আছে। ভোজন সমাধা করিয়া আমরা ভগ্নাবশেষ দর্শনে বহির্গত হইলাম। আমরা দেওয়ানখানা নামক একটি ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাইলাম। এইখানে প্রত্যহ বাদশাহের দরবার হইত। প্রাচীরের উপর অতীব সূক্ষ্ম কারুকার্য্য দেখিলাম। সেই কারুকার্য্যের মধ্যে কোরাণ হইতে উদ্ধৃত কয়েকটি আরবী বাক্য খোদিত দৃষ্ট হইল। আমি যেন আমার সম্মুখে দেখিতে পাইলাম যে, বাদশাহ সিংহাসনে আসীন আছেন, আর উজীর ও অন্যান্য রাজকর্ম্মচারিগণ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া অবনত জানু হইয়া উপবিষ্ট অনতিদূরে সুবিচারপ্রার্থী অসংখ্য মুসলমান ও হিন্দু দণ্ডায়মান রহিয়াছে। তৎপরে চটকা ভাঙ্গিয়া গেলে বোধ হইল, যেন আমি স্বপ্ন দেখিতেছিলাম। মনুষ্যের কীর্ত্তি কি অস্থায়ী! যে স্থান এরূপ জনতা ও লৌকিক কার্য্যের ব্যস্ততার আধার ছিল, তাহা এক্ষণে বিজন ও ভয়ানক হিংস্র জন্তুর আবাস হইয়াছে। তৎপরে আমরা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কয়েকটি পুষ্করিণী দেখিলাম। সে সকল পুষ্করিণী এক একটি হ্রদের ন্যায়। তাহাতে বৃহৎ বৃহৎ কুমীর ভাসিতে দেখা গেল। একস্থানে আমরা কলিকাতার অক্টোরলনী মনুমেণ্টের ন্যায় একটি অত্যুচ্চ স্তম্ভাকৃতি গৃহ দেখিলাম। শুনিলাম যে, তাহার উপর রাজজ্যোতির্ব্বেত্তা রাত্রিতে উঠিয়া নক্ষত্র পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। আমার ক্ষণেকের জন্য স্বপ্নের ন্যায় বোধ হইল, যেন অদ্যাপি রাত্রিতে উষ্ণীষধারী ও আপাদলম্বিত আলখাল্লাপরিহিত রাজজ্যোতির্ব্বেত্তা নভোমণ্ডলে দূরবীক্ষণনিয়োগ পূর্ব্বক নক্ষত্রপর্য্যবেক্ষণকার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন। এইরূপ অন্যান্য অনেক ভগ্নাবশেষ দেখা গেল। এই সকল ভগ্নাবশেষ দেখিয়া আমরা মালদহ নগরে প্রত্যাগমন করিলাম। (রাজনারায়ণ বসু)

নৌকায়—সাগরসঙ্গমে।

প্রায় দুই শত পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে একদিন মাঘ মাসে রাত্রিশেষে একখানি যাত্রীর নৌকা গঙ্গাসাগর হইতে প্রত্যাগমন করিতেছিল। পর্ত্তুগীজ ও অন্যান্য নাবিক দস্যুদিগের ভয়ে যাত্রীর নৌকা দলবদ্ধ হইয়া যাতায়াত করাই তৎকালের প্রথা ছিল। কিন্তু এই নৌকারোহীরা সঙ্গিহীন। তাহার কারণ এই যে, রাত্রিশেষে ঘোরতর কুজ্ঝটিকা দিগন্ত ব্যাপ্ত করিয়াছিল। নাবিকেরা দিঙ্‌নিরূপণ করিতে না পারিয়া, বহর হইতে দূরে পড়িয়াছিল। এক্ষণে কোন্ দিকে কোথায় যাইতেছে তাহার কিছু নিশ্চয়তা ছিল না। নৌকারোহিগণের অনেকেই নিদ্রা যাইতেছিলেন। একজন প্রাচীন এবং একজন যুবা পুরুষ এই দুইজন মাত্র জাগ্রত অবস্থায় ছিলেন। প্রাচীন যুবকের সাহত কথোপকথন করিতেছিলেন। বারেক কথাবার্ত্তা স্থগিত করিয়া বৃদ্ধ নাবিকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মাঝি, আজ কতদূর যেতে পার্‌বি?" মাঝি কিছু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "বলিতে পারিলাম না।"

বৃদ্ধ ক্রুদ্ধ হইয়া মাঝিকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। যুবক কহিলেন, "মহাশয়, যাহা জগদীশ্বরের হাত, তাহা পণ্ডিতেও বলিতে পারে না; ও মূর্খ কি প্রকারে বলিবে? আপনি ব্যস্ত হইবেন না।"

বৃদ্ধ উগ্রভাবে কহিলেন, "ব্যস্ত হব না? বল কি? বেটারা বিশ পাঁচশ বিঘার ধান কাটিয়া লইয়া গেল, ছেলে-পিলে সংবৎসর খাবে কি?"

এই সংবাদ তিনি সাগরে উপনীত হইলে, পরে পশ্চাদাগত অন্য যাত্রীর মুখে পাইয়াছিলেন। যুবা কহিলেন, "আমি ত পূর্ব্বেই বলিয়াছিলাম, মহাশয়ের বাটীতে অভিভাবক কেহ নাই, মহাশয়ের আসা ভাল হয় নাই।"

প্রাচীন পূর্ব্ববৎ উগ্রভাবে কহিলেন, "আসব না? তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকেছে। এখন পরকালের কর্ম্ম করিব না ত কবে করিব?"

যুবা কহিলেন, "যদি শাস্ত্র বুঝিয়া থাকি, তবে তীর্থ-দর্শনে যেরূপ পরকালের কর্ম্ম হয়, বাটী বসিয়াও সেরূপ হইতে পারে।"

বৃদ্ধ কহিলেন, "তবে তুমি এলে কেন?"

যুবা উত্তর করিলেন, "আমি ত আগেই বলিয়াছি যে, সমুদ্র দেখিব বড় সাধ ছিল, সেই জন্যই আসিয়াছি।" পরে অপেক্ষাকৃত মৃদুস্বরে কহিতে লাগিলেন, "আহা! কি দেখিলাম! জন্মজন্মান্তরেও ভুলিব না।

দূরাদয়শ্চক্রনিভস্য তন্বী, তমালতালীবনরাজিনীলা।
আভাতি বেলা লবণাম্বুরাশের্ধারানিবদ্ধেব কলঙ্করেখা॥"

বৃদ্ধের শ্রুতি কবিতার প্রতি ছিল না, নাবিকেরা পরস্পর যে কথোপকথন করিতেছিল, তাহাই একতানমনা হইয়া শুনিতেছিলেন।

একজন নাবিক অপরকে কহিতেছিল, "ও ভাই—এ ত বড় কাজটা খারাবি হলো—এখন কি বার-দরিয়ায় পড়লেম—কি কোন্ দেশে এলেম, তা যে বুঝতে পারি না।"

বক্তার স্বর অত্যন্ত ভয়কাতর। বৃদ্ধ বুঝিলেন যে, কোন বিপদ্ আশঙ্কার কারণ উপস্থিত হইয়াছে। সশঙ্কচিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মাঝি, কি হইয়াছে?" মাঝি কোন উত্তর করিল না; কিন্তু যুবক উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া বাহিরে আসিলেন। বাহিরে আসিয়া দেখিলেন যে, প্রায় প্রভাত হইয়াছে। চতুর্দ্দিকে অতি গাঢ় কুজ্ঝটিকা ব্যাপ্ত হইয়াছে, আকাশ, নক্ষত্র, চন্দ্র, উপকূল কোন দিকে কিছুই দেখা যাইতেছে না। বুঝিলেন নাবিকদিগের দিগ্‌ভ্রম হইয়াছে। এক্ষণে

কোন্ দিকে যাইতেছে, তাহার নিশ্চয়তা পাইতেছে না। পাছে বাহির সমুদ্রে পড়িয়া অকূলে মারা যায়, এই আশঙ্কায় ভীত হইয়াছে।

হিমনিবারণ জন্য সম্মুখে আবরণ দেওয়া ছিল, তজ্জন্য নৌকার ভিতর হইতে আরোহীরা এ সকল বিষয় কিছুই জানিতে পারেন নাই। কিন্তু নব্য যাত্রী অবস্থা বুঝিতে পারিয়া বৃদ্ধকে সবিশেষ কহিলেন, তখন নৌকা মধ্যে মহাকোলাহল পড়িয়া গেল। যে কয়েকটি স্ত্রীলোক নৌকা মধ্যে ছিল, তন্মধ্যে কেহ কেহ কথার শব্দে জাগিয়া ছিল, শুনিবামাত্র তাহারা আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। প্রাচীন কহিল, "কেনারায় পড়! কেনারায় পড়! কেনারায় পড়!"

নব্য ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "কেনারা কোথায়? তাহা জানিতে পারিলে এত বিপদ্ হইবে কেন?"

ইহা শুনিয়া নৌকারোহীদিগের কোলাহল আরও বৃদ্ধি পাইল। নব্য যাত্রী কোনমতে তাহাদিগকে স্থির করিয়া নাবিকদিগকে কহিলেন, "আশঙ্কার বিষয় কিছুই নাই, প্রভাত হইয়াছে—চারি পাঁচ দণ্ডের মধ্যে সূর্য্যোদয় হইবে। চারি পাঁচ দণ্ডের মধ্যে নৌকা কদাচ মারা যাইবে না। তোমরা এক্ষণে বাহন বন্ধ কর। স্রোতে নৌকা যথায় যায় যাক্, পশ্চাৎ রৌদ্র হইলে পরামর্শ করা যাইবে।"

নাবিকেরা এই পরামর্শে সম্মত হইয়া তদনুসারে আচরণ করিতে লাগিল।

অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নাবিকেরা নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিল। যাত্রীরা ভয়ে কণ্ঠাগতপ্রাণ। বেশী বাতাস নাই। সুতরাং তাঁহারা তরঙ্গান্দোলনকম্প জানিতে পারিলেন না। তথাপি সকলেই মৃত্যু নিকট নিশ্চিত করিলেন। পুরুষেরা নিঃশব্দে দুর্গানাম জপ করিতে লাগিলেন, স্ত্রীলোকেরা সুর

তুলিয়া বিবিধ শব্দবিন্যাসে কাঁদিতে লাগিল। একটি স্ত্রীলোক গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জ্জন করিয়া আসিয়াছিল, ছেলে জলে দিয়া আর তুলিতে পারে নাই—সেই কেবল কাঁদিল না।

প্রতীক্ষা করিতে করিতে অনুভবে বেলা প্রায় এক প্রহর হইল। এমন সময়ে অকস্মাৎ নাবিকেরা দরিয়ার পাঁচপীরের নাম কীর্ত্তন করিয়া মহা কোলাহল করিয়া উঠিল। যাত্রীরা সকলেই জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিল, "কি! কি! মাঝি, কি হইয়াছে?" মাঝিরাও একবাক্যে কোলাহল করিয়া কহিতে লাগিল, "রোদ উঠেছে! রোদ উঠেছে! ঐ দেখ ডাঙ্গা!" যাত্রীরা সকলেই ঔৎসুক্যসহকারে নৌকার বাহিরে আসিয়া কোথায় আসিয়াছেন, কি বৃত্তান্ত, দেখিতে লাগিলেন। দেখিলেন, সূর্য্য প্রকাশ হইয়াছে, কুজ্ঝটিকার অন্ধকাররাশি হইতে দিঙ্মণ্ডল একেবারে বিমুক্ত হইয়াছে। বেলা প্রায় প্রহরাতীত হইয়াছে। যে স্থানে নৌকা আসিয়াছে, সে প্রকৃত মহাসমুদ্র নহে, নদীর মোহানা মাত্র, কিন্তু তথায় নদীর যেরূপ বিস্তার, সেরূপ বিস্তার আর কোথাও নাই। নদীর এক কূল নৌকার অতি নিকটবর্ত্তী বটে, এমন কি, পঞ্চাশৎ হস্তের মধ্যগত অপর কূলের চিহ্ন দেখা যায় না। আর যে দিকেই দেখা যায়, অনন্ত চঞ্চল রবিরশ্মিমালা-প্রদীপ্ত হইয়া গগনপ্রান্তে গগন সহিত মিশিয়াছে। নিকটস্থ জল সচরাচর সকর্দ্দম নদীজলবর্ণ। কিন্তু দূরস্থ বারিরাশি নীলপ্রভ। আরোহীরা নিশ্চিত সিদ্ধান্ত করিলেন যে, তাঁহারা মহাসমুদ্রে আসিয়া পড়িয়াছেন। তবে সৌভাগ্য এই যে, উপকূল নিকটে, আশঙ্কার বিষয় নাই। সূর্য্য প্রতি দৃষ্টি করিয়া দিক্ নিরূপিত করিলেন। সম্মুখে যে উপকূল দেখিতেছিলেন, সে সহজেই সমুদ্রের পশ্চিমতট বলিয়া সিদ্ধান্ত হইল। তটমধ্যে নৌকার অনতিদূরে একনদীর মুখ মন্দগামী কলধৌত প্রবাহবৎ আসিয়া পড়িতেছিল। সঙ্গমস্থলের দক্ষিণপার্শ্বে বৃহৎ সৈকত-

ভূমিখণ্ডে নানাবিধ পক্ষী অগণিত সংখ্যায় ক্রীড়া করিতেছিল, এই নদী এক্ষণে 'রসুলপুরের নদী" নাম ধারণ করিয়াছে।

(বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)

সমসাময়িক-ঘটনা।

Exercise.

1. সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জের রাজ্যাভিষেক। (Periodical events and ceremonies). শীর্ষক অবলম্বনে একটি প্রবন্ধ লিখ (Matric. Ex.)।

Points :—(1) সময় (১৯১১।২২শে জুন বৃহস্পতিবার) (2) রাজা, মহারাজা, সামন্ত রাজা এবং অন্যান্য প্রধান ও বিখ্যাত লোকদিগের সমাগম (3) নাগরীর লোকের উৎসাহ—সাজসজ্জা প্রভৃতি (4) তোপধ্বনি ("সেণ্ট্ জেম্‌স পার্ক" ২১টি 'টাওয়ার" ৬১টি প্রভাতকালে) (5) দর্শকবৃন্দের অবস্থানের বন্দোবস্ত (৬) অভিষেক স্থান ("ওয়েষ্ট মিনষ্টার এবি") (7) গির্জ্জার সৌন্দর্য্য-বিধান—(পতাকা আদি) (৮) শোভাযাত্রা (বাকিংহাম প্রাসাদ হইতে) প্রথমে রাজপুত্রকন্যাগণ (সহচরসহ)—নানা দেশের রাজপ্রতিনিধিগণ—রাজপরিবারের অন্যান্য ব্যক্তিগণ—প্রিন্স অব ওয়েলস্, প্রিন্স জর্জ্জ, প্রিন্স মেরী (সহচরসহ)—তোপ-ধ্বনি এবং রাজা রাণীর আগমন (রক্ষিসৈন্য পরিবেষ্টিত) (9) অভ্যর্থনাদি—রাণীর যুবরাজ ও তৎপত্নী ও রাজপরিবারবর্গের গির্জ্জায় প্রবেশ (10) অভিষেক (রাজারাণীর পরিচ্ছদ ক্রস্ চিহ্নযুক্ত, রাজদণ্ড তরবারি, বাইবেল আনীত)। প্রধান বিশপ কর্ত্তৃক ৫ম জর্জ্জের রাজ্যপ্রাপ্তি ঘোষণা—সর্ব্বসাধারণের প্রার্থনা, ধর্ম্মোপদেশ পাঠ—রাজার শপথ গ্রহণ—সিংহাসনে উপবেশন—মুকুট ধারণ বিজয় বাদ্যোদ্যম, তোপধ্বনি, প্রকৃতিবর্গের পুনঃগ্রহণ, সম্ভাষণাদি—প্রত্যাগমন।

2. সম্রাটের ভারত পরিদর্শন সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখ (Matri. Ex. 1913.)

Hints : সূচনা—লণ্ডন হইতে রওনার সময়—দিল্লী উপস্থিত—স্বাধীন, মিত্র ও সামন্ত রাজা এবং অন্যান্য প্রধান প্রধান লোকের সমাগম—প্রকৃতিপুঞ্জের উৎসাহ উৎসব—দিল্লীর অভিষেক তারিখ (১৯১১।১২ ডিসেম্বর) শোভাযাত্রা—দিল্লী হইতে যাত্রা—কলিকাতা উপস্থিতি—উৎসব—সাধারণের সহিত ব্যবহার—কলিকাতা হইতে যাত্রা—অন্যান্য স্থান পরিদর্শন—উপসংহার।

3. ১৯২০ সালের মোস্‌লেম লীগ ও কংগ্রেস সম্বন্ধে যত দূর জান বিবৃত কর :—

Hints :—অনুষ্ঠান—সময়—লোকসমাগম—সভাপতি—অন্যান্য সম্রান্ত ব্যক্তি—কথা—প্রস্তাব—পরিণাম—উপসংহার।

4. শস্য, বস্ত্র ও অন্যান্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি হওয়ায়, দেশের অবস্থা

(কৃষক, গৃহস্থ, মধ্যবিত্ত, জমিদার, মহাজন প্রভৃতির) কিরূপ হইয়াছে এবং কি কারণে মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে তৎসম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ লিখ।

সঙ্কেত অবলম্বনে নিম্নলিখিত বিষয় দুইটি বিবৃত কর।—

দুর্ভিক্ষ (Famine)—Points :—(1) দুর্ভিক্ষ কি?—(2) সূচনা ও কারণ (3) সময় (4) প্রথম অবস্থা—মধ্যম অবস্থা—শেষ অবস্থা—(5) পরিণাম (6) সহানুভূতি (7) নিবারণ উপায় (8) বিখ্যাত দুর্ভিক্ষগুলির নামোল্লেখ এবং দুই একটি বিখ্যাত দুর্ভিক্ষের বিবরণ।

ঘূর্ণিবায়ু (Cyclone)—Points :—(1) বায়ু—(2) বায়ুর কার্য্য (3) সূচনা (4) ঝটিকার ক্রিয়া (5) স্থায়ীকাল (6) পশুপক্ষ্যাদি প্রাণিগণের অবস্থা (7) মানবের অবস্থা (8) স্থলভাগের কার্য্যরক্ষার্থ (গৃহ ও বৃক্ষাদি পতন প্রভৃতি) (9) জলভাগে (নৌকাদি জলযান মগ্ন ও প্রাণিহত্যা) (10) পরিণাম—(11) উপকারিতা—(বায়ু বিশুদ্ধ, ম্যালেরিয়া কলেরাদি রোগের প্রাবল্য হ্রাস) (12) কয়েকটি ঝটিকার বিবরণ (13) উপসংহার।

মৎস্যাদি জলজন্তু যেরূপ সলিলরাশি মধ্যে নিমজ্জিত থাকে, আমরাও সেইরূপ বায়ু-সমুদ্র মধ্যে নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছি। চতুর্দ্দিকের বায়ুরাশিকে বায়ুমণ্ডল বলে; এই বায়ুমণ্ডলের উপরিভাগের চাপ, নিম্নস্থিত বায়ুরাশিকে বহন করিতে হয়। বায়ুর চাপ সর্ব্বদা সমান ভাবে থাকে না, প্রতিনিয়তই পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। এই পরিবর্ত্তন-ক্রিয়া নিয়মিতরূপে সম্পন্ন হইলে, কাহারও কোনরূপ অসুবিধা হয় না; কিন্তু চাপের ন্যূনাধিক্য অনিয়মিত ও অধিকতর হইলেই বিপদ্ উপস্থিত হইয়া থাকে।

সূর্য্যোত্তাপের তারতম্যানুসারে চাপের পরিবর্ত্তন হয়। যে স্থানে চাপের পরিমাণ অল্প, বায়ু তথায় গমন করে; ইহা বায়বীয় পদার্থের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। উত্তাপে বায়ুরাশি লঘু হয় এবং তাহা উর্দ্ধে গমন করে; সেই স্থান পূরণের নিমিত্ত, নিকটের গুরু বায়ু তদভিমুখে ধাবিত হয়। এইরূপে বায়ুপ্রবাহের আবির্ভাব হইয়া থাকে।

উত্তাপে বায়ুরাশি উর্দ্ধগামী হইলে পর, সেই স্থান পূরণের নিমিত্ত যে বায়ুর সমাগম হয়, তাহা ঘুরিতে ঘুরিতে কেন্দ্রাভিমুখে অগ্রসর হইয়া থাকে এবং যথাস্থানে উপস্থিত হইয়াই উর্দ্ধদেশে গমন করে; এই ঘূর্ণনকে

ঘূর্ণাবর্ত্ত বলে। সর্ব্বপ্রকার ঝঞ্ঝাবাত এই ঘূর্ণাবর্ত্তসম্ভূত। অধিকাং ঝঞ্ঝাবাতের সঙ্গে মেঘ ও বারি-বর্ষণ হইয়া থাকে।

বাতাবর্ত্তের গতি বহুপ্রকার হইলেও, সচরাচর দুই প্রকারই দৃ হয়। কোন সময় মৃদুমন্দ বায়ু-প্রভাব ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া প্রবল হয় আবার কখন বা সহসা সর্ব্বসংহারকমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক ভীষণ বেগে উপস্থিত হইয়া থাকে। আমাদের দেশে, ফাল্গুন হইতে জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত প্রবল বাত্য প্রবাহিত হয়। বৈশাখ মাসের অপরাহ্নে প্রায় প্রত্যহই ঝঞ্ঝাবাতে জ্বালাতন করে; কিন্তু ভীষণ ও ভয়াবহ বাতাবর্ত্তগুলি প্রায় আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাসেই সংঘটিত হইয়া থাকে।

(৫ হইতে ১০ ঘর বালকগণ পূরণ করিবে এবং ১২৮৩ সালের ব ১৩ ঝটিকা বঙ্গের বর্ণনা করিবে)।

Exercise.

আগ্নেয়গিরি সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখ :—

Hints :—(1) আগ্নেয়গিরি কি (2) উহা কিরূপে উৎপন্ন হয় (3) কি কি প্রনি হয় (4) দুই একটি দৃষ্টান্ত (5) পরিণাম (6) বিশুবিয়স।

আগ্নেয়-গিরি।—ভূগর্ভে অবরুদ্ধ বাষ্পরাশির তরঙ্গপ্রভাব য নিরতিশয় প্রবল হয়, এবং উপরিস্থ কঠিন আবরণকে অনেকক্ষণ আঘাত করিতে থাকে, তবে উহা বিদীর্ণ হইয়া যায়; এবং সেই সময়ে ভূগর্ভ হইতে অতিবেগে বিবিধ বস্তু উৎক্ষিপ্ত হইয়া ভূপৃষ্ঠে পর্ব্বতাকারে সঞ্চিত হয় এইরূপেই আগ্নেয়গিরির উদ্ভব হইয়া থাকে। ইহার গহ্বর হইতে ধূম ভস্ম, কর্দ্দম, প্রস্তর, উষ্ণ-জল এবং দ্রবীভূত ধাতুনিঃস্রব প্রবলবেগে উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইয়া বহুতর গ্রাম ও নগর প্রোথিত করিয়া ফেলে। অন্তঃ পর্ব্বত এবং ভারতীয় উষ্ণ-প্রস্রবণগুলিও ভূমিকম্পসম্ভূত।

আগ্নেয়গিরি দুই প্রকার; সজীব ও নির্জ্জীব। যে সকল পর্ব্বত হইতে অনবরত অথবা সময়ে সময়ে ধূম, ভস্ম, অগ্নিশিখাদি নির্গত হ

তাহাই সজীব; আর যে সকল পর্ব্বত হইতে বহুপূর্ব্বে অগ্ন্যাদি বিনির্গত হইয়া এক্ষণে নিরস্ত আছে, তাহাদিগকে নির্জীব আগ্নেয়গিরি নাম দেওয়া যাইতে পারে। পৃথিবীর মধ্যে অন্যান্য দেশ অপেক্ষা আমেরিকা মহাদেশেই সজীব আগ্নেয়গিরির সংখ্যা অধিক।

হৈম-গিরি।—সমতল ভূমি হইতে অধিকতর উচ্চ প্রস্তরময় স্থানকে পর্ব্বত বলা হইয়া থাকে।* পৃথিবীর মধ্যে হিমালয় পর্ব্বত সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ। ইহা ভারতের উত্তর দিক্ আবৃত করিয়া পশ্চিম গোলার্দ্ধের মেরুদণ্ডস্বরূপ দণ্ডায়মান রহিয়াছে। হিমালয়ের তিনটি শৃঙ্গ † যেন তপন দেবের গতিরোধ করিতে প্রয়াস পাইতেছে। শৃঙ্গত্রয়ের মধ্যে গৌরীশঙ্কর সর্ব্বোপরি। জগতে এতাদৃশ উচ্চ শৃঙ্গ আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। ইহা প্রায় সর্ব্বক্ষণ বরফাচ্ছন্ন থাকে; দেখিলে বোধ হয়, যেন পর্ব্বতরাজ শ্বেত-উষ্ণীষ পরিধানপূর্ব্বক গর্ব্বভরে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। সূর্য্যোদয়ও সূর্য্যাস্তের সময় দারজিলিং হইতে ইহার মনোহারিণী শোভা অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন।

হিমালয় পর্ব্বত এত উচ্চ যে, উহা অতিক্রম করিয়া গমনাগমন নিতান্তই অসম্ভব। তবে ইহার মধ্যে গিরি-সঙ্কট ‡ বর্ত্তমান থাকায়, গতায়াত এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের কথঞ্চিৎ সুবিধা আছে। শীতকালে এই সকল গিরি-সঙ্কট তুষারাবৃত থাকে। সেই সময়, তথায় পার্ব্বত্য-লোক ব্যতীত অন্য কাহারও গমনাগমন দুঃসাধ্য।

হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত রাজ্য মধ্যে নেপাল ও কাশ্মীরই

---

* এই সমস্ত উচ্চ স্থানের কতকগুলিকে উপত্যকা এবং কতকগুলিকে অধিত্যকা বলে। দুই পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী নিম্নতর স্থানকে উপত্যকা এবং পর্ব্বতোপরি সমতল ভূমিভাগকে অধিত্যকা বলা হয়।

† গৌরীশঙ্কর, কাঞ্চনজঙ্ঘা এবং ধবলগিরি।

‡ পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্য দিয়া যে রাস্তা থাকে, তাহাকে গিরি-সঙ্কট বা গিরি-পথ বলে।

প্রধান; তদ্ভিন্ন সিকিম রাজ্যও বর্ত্তমান আছে। নেপালের রাজা ক্ষত্রিয়। তিনি স্বাধীন হইলেও ইংরাজরাজের বশ্যতা স্বীকার করেন। ভূটান অসভ্য বন্যজাতি কর্ত্তৃক অধিকৃত (নেপাল ও ভোট রাজ্যের বিবরণ বালকগণ লিখিবে।)

এই সু-উচ্চ পর্ব্বতোপরি আরোহণ করিতে হইলে, প্রথমে হিংস্র-জন্তু-সমাকীর্ণ তরাই নামক ভূমি অতিক্রম পূর্ব্বক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড় প্রাপ্ত হওয়া যায়। তৎপরেই সমতলক্ষেত্র। এই সমতলক্ষেত্র অতীব উর্ব্বরা। ইহাতে প্রচুর ধান্য ও চা উৎপন্ন হইয়া থাকে। সমতল ভূমি হইতে ৮,০০০ ফুট উচ্চে, পর্ব্বতশ্রেণী অতুল সৌন্দর্য্যরাশি বিস্তার করিয়া বিরাজমান রহিয়াছে। বস্তুতঃ যাবতীয় নৈসর্গিক সৌন্দর্য্য মধ্যে পর্ব্বত-শোভা সাতিশয় মনোরম। এই নিমিত্ত, ঋষিগণ পার্থিব সমস্ত সুখ-সম্পত্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক, শান্তিময় পর্ব্বতবক্ষে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া পারমার্থিক চিন্তায় দিন যাপন করিতেন। কবিগণ ইহার মনোহর সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হইয়া, স্ব স্ব হৃদয়াবেগ প্রকাশ করিয়া থাকেন। পার্ব্বত্যদৃশ্যের সমস্তই মনোরম। ইহার উপরিভাগস্থিত পুষ্প ও পল্লব-সমন্বিত বিটপিশ্রেণী অবলোকন করিলে বোধ হয়, যেন ইহারা পর্ব্বত-রাজের সৌন্দর্য্যপতাকারূপে বিরাজ করিতেছে। পর্ব্বতপৃষ্ঠে পতিত বৃষ্টিজল, তুষাররাশির সহিত সম্মিলিত হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোতস্বতীরূপে পরিণত হয়। ইহারা যখন পর্ব্বতগাত্র হইতে প্রবাহিত হইয়া সুমধুর কুল কুল স্বরে সমতল ভূমিতে অবতীর্ণ হয়, তখন বোধ হয় যেন সংসার-তাপদগ্ধ মানবগণকে পার্ব্বত্য-সুখ বর্ণনা পূর্ব্বক শান্তি প্রদান করিতে আগমন করিতেছে। হিমালয় হইতে বহু নদ নদী ভারতবক্ষঃ বিধৌত এবং শস্য-শ্যামলা করিয়া সাগরের সহিত মিলিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে গঙ্গা, যমুনা এবং ব্রহ্মপুত্রই প্রধান।

Exercise.

(a) বায়ু, জল, মেঘ, বৃষ্টি, বিদ্যুৎ, বজ্রাঘাত, ভূমিকম্প, আগ্নেয়গিরি, জলপ্রপাত, উষ্ণপ্রস্রবণ।

(b) চন্দ্র, সূর্য্য, আকাশ, নক্ষত্র, ধূমকেতু (c) গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্ত, প্রভাত, মধ্যাহ্ন, সন্ধ্যা, রজনী।

এক একটি অবলম্বন করিয়া এক একটি প্রবন্ধ লিখ। (a) চিহ্নিতগুলির (১) উৎপত্তি (২) বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক কিংবদন্তি (৩) উপকার ও ক্ষতি (b) চিহ্নিতের (১) বস্তুটি কি (২) উপকার ও ক্ষতি (c) চিহ্নিতের, কার্য্য (২) উপকার ও ক্ষতি—বিশেষরূপ দেখাইবে।

উৎসব বিষয়ক (Festivals).

দুর্গোৎসব, সরস্বতী পূজা বা মহরম অথবা তোমাদের সমাজের ধর্ম্মোৎসব সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখ :—Matrc. Ex. 1911, 1916, 1917.

সরস্বতী পূজা। Hints :—(1) অনুষ্ঠান (2) উদ্দেশ্য (অধিষ্ঠাত্রী দেবীর পূজা (3) সময় (মাঘমাসের শুক্লা পঞ্চমী) (4) পূজার পূর্ব্ব দিবস হইতে বিসর্জ্জন—বালকগণের উৎসব (5) সরস্বতীর রূপ বর্ণনা—পূজার প্রণালী (6) উপসংহার।

বড় দিন। Hints :—(1) বড় দিন নামের সার্থকতা (2) উদ্দেশ্য ও সাধারণ বর্ণনা (3) উপসংহার।

দুর্গোৎসব। Hints :—(1) দুর্গোৎসব কি (হিন্দুগণের প্রধান ধর্ম্মোৎসব) (2) কি কারণে কোন্ সময় কাহা কর্ত্তৃক পূজানুষ্ঠান প্রবর্ত্তিত হয় (বসন্তকালে সুরথ—কাহার ও মতে রাবণ কর্ত্তৃক বাসন্তী এবং শ্রীরাম কর্ত্তৃক শরৎকালে শারদীয়া) (3) পূজার পূর্ব্বে, পূজার সময় ও পরে সাধারণের আনন্দ (নববস্ত্র, ক্রীড়া কৌতুক, ছুটি) (4) পূজার বিষয় (ষষ্ঠ্যাদি কল্পারম্ভ হইতে বিজয়া বর্ণনা) (5) উপসংহার।

আগমনী। এই কান্তোজ্জল কিরিটিনী শারদী-উষায় মাতা দানব-দলনী দশভুজার পূজার আয়োজন করিতে হইবে। মঙ্গল মুহূর্ত্তের বিজয় ভেরী দিঙ্মণ্ডল নিনাদিত করিয়া জগজ্জননীর শুভাগমন বার্ত্তা ঘোষণা করিতেছে। জননীর পদে কে কি উৎসর্গ করিবে লইয়া আইস! কবি কাব্য লইয়া, শিল্পী শিল্প লইয়া ও ধনী তোমার ধন লইয়া আইস!

আর যাহার কিছু নাই সে শুধু অশ্রুজল লইয়া আইস, এ হতভাগা তোমাদের সাথী হইবে।

ঐ দেখ প্রাবৃটের নিবিড় নীরদমালা দূরে সরাইয়া, নবরাগে রঞ্জিত হইয়া ভগবান মরীচিমালী হাসিতে হাসিতে প্রাচ্যে উদিত হইয়াছেন। শ্বেতাম্বুদ মালা-বিভূষিত প্রশান্ত, ধীর, স্থির, নির্ম্মল গগন যেন নিশ্চল যোগীর ন্যায় ধ্যানমগ্ন রহিয়াছে! আবার ক্ষণে ক্ষণে গুরু-গম্ভীর নাদে মাতার শুভাগমন বার্ত্তা ঘোষণা করিতেছে। স্নিগ্ধ পরিমলবাহী মৃদু মন্দানীল ঘরে ঘরে আগমনী প্রচার করিতেছে ও চুপি চুপি প্রবাসীর কানের কাছে গিয়া, দীর্ঘকাল-পরিত্যক্ত-পরিজন-কোলাহল-মুখরিত সুখ শান্তিপূর্ণ জীর্ণ কুটীরের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া তাহাকে আকুল করিয়া তুলিতেছে! বিহগকুল কলকণ্ঠে স্তব-গাঁথা গাহিতে আরম্ভ করিয়াছে। বিশ্বব্যাপী পূর্ণতার মধ্যদিয়া এক নবজীবনের অপূর্ব্ব আনন্দ-প্রবাহ উদ্বেলিত হইয়া উঠিতেছে। জগদম্বার চতুর্ব্বর্গ-ফল-প্রদ চরণ স্পর্শলাভ করিয়া ক্ষণস্থায়ী পুষ্প-জন্ম সার্থক মানসে যেন শেফালিকা ফুল ঝরিয়া পড়িতেছে! কাশ-কুসুম-কুন্তলা-ধরিত্রী বিবিধ প্রসূন সম্ভারে পুষ্প পাত্র সাজাইয়া রাখিতেছে। বর্ষাবারি-বিধৌতা প্রকৃতি নবোঢ়া বধূর ন্যায় যেন আপন সৌন্দর্য্য-ভারে আপনি আনত। নবোদ্ভূত শীতল শিশির ধারা কুসুমগাত্র ধৌত করিয়া রাখিয়াছে। বিশ্বময় অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য সম্ভারের স্তূপীকৃত সমারোহ! চারিদিকে এত পুলক স্পন্দন কেন? কেন আজ মহারাজাধিরাজ অবধি কুটীরবাসী ভিক্ষুক পর্য্যন্ত সকলেই আনন্দিত? কেন ঐ স্ফুটচন্দ্রালোকোদ্ভাসিতা রজনী এত মাধুর্য্যময়ী সাজিয়া রহিয়াছে? কেন জগৎময় সাড়া পড়িয়াছে মা আসিতেছেন। দুঃখ-দৈন্য-ক্লিষ্ট সন্তানগণ বৎসরান্তে জননীর স্নেহময়অঙ্কে ব্যথা-পিষ্ট যাতনা-ক্লিষ্ট তনু বিছাইয়া দিয়া শান্তিলাভ করিবে, তাই প্রত্যেক বদনে

আনন্দ-অধীরতায় মধুরচিহ্ন অঙ্কিত হইয়াছে। সন্তানবৎসলা মাতা বরাভয় করে আসিতেছেন। জগজ্জননী কাহারও একার নন, হিন্দু মুসলমান জাতি নির্ব্বিশেষে সকলকে শান্তিময় অঙ্কে স্থানদান করিয়া লাঞ্ছিত বিদলিত প্রাণের শোক সন্তাপ দূর করিবেন।

ভাই, একবার ষড়ৈশ্বর্য্যশালিনী ভুবনমোহিনীর পানে চাহিয়া দেখ। মায়ের দশভুজে দশদিক্ পরিণত। ত্রিনেত্রে ত্রিকাল বিরাজিত। প্রলয় পিণাকে প্রমত্ত অসুরের বিশাল বক্ষঃ বিদীর্ণ করিয়া রুধির ধারায় ধরণী প্লাবিত করিতেছেন। মায়ের কেশরীবাহনোপরি দক্ষিণ চরণ স্থাপিত। অর্দ্ধ রণচণ্ডী, অর্দ্ধ রাজরাজেশ্বরী মূর্ত্তি। উত্তরে মানসসরস-পঙ্কজবাসিনী বেদমাতা ভারতী জ্যোতিষ-দর্শন বেদ-গণিত বীণাকরে বিরাজিতা। দক্ষিণে ঐশ্বর্য্যরূপিণী চঞ্চলা কমলা। এক পার্শ্বে সিদ্ধিদাতা জ্ঞানরূপী গণেশ, অপর পার্শ্বে বীর্য্য সৌন্দর্য্যের আধার শিখণ্ডিবাহন কুমার কার্ত্তিকেয়। ঊর্দ্ধভাগে দেবাদিদেব মহাদেব অনাদি অনন্ত সৃষ্টির কারণ ধ্যানে নিযুক্ত। মরি মরি! কি মহিমাময়ী প্রতিমা! একাধারে বিদ্যা-বুদ্ধি-ঐশ্বর্য্য-জ্ঞান শক্তি বিরাজ করিতেছে।

হে জ্ঞানাভিমানি তার্কিকগণ! তোমরাই না আমাদিগকে জড়োপাসক বলিয়া ঘৃণা কর? একবার এই মৃণ্ময়ী প্রতিমার দিকে দিব্য চক্ষে চাহিয়া দেখ, দেখিয়া প্রাণের ভাষায় বল, হৃদয়, ভক্তি ও ভাবরসে বিগলিত হয় কিনা।

এই অনন্ত সৌন্দর্য্য-সম্ভারশালিনী মহীয়সী মূর্ত্তি দেখিয়া যাহার হৃদয়ে ভক্তি ও ভাবের সঞ্চার না হয়, সে প্রাণহীন,—মনুষ্য নামের অযোগ্য। এরূপ শুষ্ক জ্ঞান অপেক্ষা অন্ধ বিশ্বাস ও ভক্তির মূল্য অনেক বেশী। ক্ষুদ্র প্রাণের অকপট ভক্তিটুকু দিয়া জড়ের ভিতর প্রাণের সত্ত্বা উপলব্ধি করা কি কম কথা? ইহা কেবল হিন্দুরা ভিন্ন আর কাহারা

করিতে পারিয়াছে? এই ঘটে পটে প্রগাঢ় ভক্তিই হিন্দুর গৌরবের বিষয়।

আইস ভাই, সবাই মিলিয়া এই মহতী প্রতিমার পাদমূলে বসিয়া মহাধ্যানে নিয়োজিত হই। অবশ্যই ভক্তবৎসলা জননী সন্তানের মুখপানে চাহিবেন। হায়! আমাদিগের এমন মা থাকিতে আমাদিগের এইরূপ দুর্দ্দশা! আর অকাল-বোধন করিতে হইবে না। কাল বুঝিয়া জননী আপনিই জাগিয়াছেন। কোটি কোটি সন্তানের বর্ষৈকব্যাপী করুণ রোদন-ধ্বনি মায়ের মহানিদ্রা ভঙ্গ করিয়াছে। মাভৈ, সন্তানগণ! জননী জাগিয়াছেন।

আয় মা সন্তাপহারিণী সন্তানপালিনী জননি একবার আয় মা! এই দুঃখদগ্ধ প্রাণ জুড়াইব একবার আয় মা! কোটি কোটি সন্তানের বর্ষৈক ব্যাপিনী আবাহন-গীতি ধ্বনিত হইতেছে, একবার আয় মা। মা বিনে সন্তান কাহার মুখপানে চাহিবে, কাহার কোলে জুড়াইবে? যখন প্রাণে বেদনা লাগে তখনই অবোধ সন্তান দুই হাত তুলিয়া মাতৃ ক্রোড়োদ্দেশে ছুটিয়া যায়। মাগো! দুঃখ দারিদ্র্যের মুমূর্ষু কশাঘাতে বক্ষোপঞ্জর ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ধসিয়া গিয়াছে। একবার তোর স্নেহময় অঙ্কে স্থান দে মা! আমরা তোমাকে চিনি নাই, তোমার পূজার পদ্ধতি বুঝিতে পারি নাই, শুধু কেবল বাহ্যাড়ম্বর করিয়াছি। এবার প্রকৃত পূজা করিব, শ্রীরামচন্দ্র যেরূপ পূজা করিয়াছিলেন সেইরূপ পূজা করিব। মহারাজা সুরথ যেরূপ পূজা করিয়াছিলেন সেইরূপ পূজা করিব।

তুমি চির করুণাময়ী। তুমি অযাচিত ভাবে আমাদিগের উপর স্নেহধারা বর্ষণ করিতেছ। আমরা অকৃতজ্ঞ, তোমাকে চিনি নাই, বুঝিতে পারি নাই, কতবার কোলে টানিয়া লইতে পিছনে পিছনে ছুটিয়াছ,— আমরা অবোধ, দূরে সরিয়া গিয়াছি। এবার ঘুরিয়া ফিরিয়া শ্রান্ত হইয়া

তোমার কোলে জুড়াইতে আসিয়াছি। আর যাইব না, আর মোহের ছলনে ভুলিব না, একবার লও মা, তোমার হতভাগ্য দীন সন্তানগণকে একবার কোলে লও।

দানহীন সন্তানগণ কি দিয়া তোমার পূজা করিবে? তোমার কিসের অভাব? কৈলাস পুরী যাহার বাসভবন, গিরিরাজ হিমালয় যাহার জনক, কুবের যাহার ভাণ্ডারী, ঐশ্বর্য্যরূপিণী কমলা যাহার কন্যা তাহার কিসের অভাব? তবু ত প্রাণ বোঝে না মা, লও এই কোটি কোটি সন্তানের প্রেমাশ্রু-নিষিক্ত ভক্তি-অর্ঘ্য গ্রহণ কর, আমরা কৃতার্থম্মন্য হই। হে নিরাকারবাদিন্! একবার আসিয়া দেখিয়া যাও কিরূপে সাকারা প্রতিমার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিতে হয়। একবার এই প্রাণময়ী মৃণ্ময়ী প্রতিমার দিকে চাহিয়া মানস-নয়ন সার্থক কর, আর প্রাণ ভরিয়া বল;—

অনাথস্য দীনস্য তৃষ্ণাতুরস্য
ভয়ার্ত্তস্য ভীতস্য বদ্ধস্য জন্তোঃ
ত্বমেকা গতির্দ্দেবী নিস্তার দাত্রী
নমোস্তে জগত্তারিণী ত্রাহি দুর্গে।

শারদীয়া পূজা।—বহুদিন সঞ্চিত পূজার বাসনা আজ প্রকৃতির ভিতরে আকার ধারণ করিয়া উঠিয়াছে। প্রাণের দেবতাকে পাবার জন্য, ধরে' রাখবার জন্য, অনুভব করিবার জন্য, প্রকৃতির ভিতরে অনাদি-কাল হইতে যে একটি বিচিত্র ব্যাকুলতা আছে, সে নানা রূপে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। সে কোনও সময়ে শিশিরপাতচ্ছলে মৃদু অশ্রুধারা বর্ষণ করে, বর্ষাধারা পাতচ্ছলে আকুল ক্রন্দন করে, আবার কখনও বা উদ্দাম বিরাট্ আগ্রহে ঝঞ্ঝায় মাতিয়া উঠে। এই লীলাবৈচিত্র্যময়ী প্রকৃতির, এই ব্যাকুলতাটুকু দেখিতে বুঝি তাঁহার বড় মধুর লাগে, তাই তিনি

সহজে আপনাকে স্পষ্টরূপে, সমগ্ররূপে ধরা দিতে চাহেন না, কেবল ইঙ্গিতে সঙ্কেতে একটু আভাস দেন মাত্র।

এই বিচিত্র বিরহ ব্যাকুলতার নানা রূপ। সে নিশায় গম্ভীর, প্রভাতে কমনীয়, মধ্যাহ্নে প্রখর, সন্ধ্যায় প্রশান্ত। সে বসন্তে শ্যামল, হেমন্তে মূর্ছ, শীতে শীর্ণ, নিদাঘে দৃপ্ত, বর্ষায় আর্দ্র, শরতে প্রফুল্ল। সে জ্যোৎস্নায় সুন্দর, আঁধারে করাল, রৌদ্রে দৃপ্ত, ছায়ায় স্নিগ্ধ।

মধুমাসে প্রকৃতি ছিল শ্যাম-রম্যা যৌবন শ্রীমণ্ডিতা। গ্রীষ্মকালে প্রখরা—বুঝি বিরহে ক্রোধদৃপ্তা; তবু প্রাণের দেবতাকে পায় নাই। বর্ষার ব্যর্থ-অভিমানে অজস্র ধারে কাঁদিয়াছে—তাঁকে পায় নাই। এবার শরতে রিক্ত-ভূষণা যোগিনী তাঁহাকে পাইবে। এখন প্রকৃতির ভিতরে একটা শুভ্র বৈরাগ্য, তাই তাঁহার পাবার সময়।

মহেশ্বরকে লাভ করিবার জন্য, উমা সৌন্দর্য্যের রাণী সাজিয়া, রূপ দেখাইয়া সেই চির সুন্দরকে ভুলাইতে গিয়াছিল। কিন্তু রূপ পরাজয় স্বীকার করিল। মদন ভস্মীভূত হইল। মহেশ্বরকে লাভ করা হইল না। তারপর রিক্ত-ভূষণা যোগিনী সাজিয়া কঠোর তপশ্চর্য্যায় তাঁহাকে লাভ করিল।

দেবতা কি চায়? সে চায় বৈরাগ্য, আত্ম বিস্মরণ। আজ শরতে প্রকৃতির ভিতরে তাহাই ত দেখা দিয়াছে, এবার তিনি আসিবেন। তাই শেফালি ঝরিয়া পড়িতেছে। পদ্ম ফুটিতেছে, আকাশকুসুম শুভ্র হাস্যে ধরণীকে উজ্জ্বল করিয়া দিতেছে।

তবে এস, এস হে প্রাণের দেবতা, প্রকৃতির এই অজস্র আয়োজন, দীর্ঘ-বিরহ-তপশ্চর্য্যা, এই ব্যাকুল পূজার বাসনা, সার্থক কর, সুন্দর কর, নন্দিত কর।

তিনি কোন্ বেশে আসিবেন? তাঁহার যে বেশের অন্ত নাই!

তিনি যে সকলের, তাঁকে কত জনে কত ভাবে দেখিবে। যে যে ভাবে দেখিবে সে তাঁকে সেই ভাবেই লাভ করিবে।

একা উমা কার্ত্তিক গণেশের জননী, শিবের ঘরণী, গিরিরাজের নন্দিনী, দানব-দলনী, দেবতাদিগের বন্দিনী। তাঁর যে ভাবের অন্ত নাই। আমরা তাঁর পূজা করিতে পারিব কি? তাঁর পূজায় কি লাগে? আর কিছু নয়—আত্মদান!

হেমচন্দ্র কবিরত্ন।

মহর্‌রম—(Moharram).

Hints :—(1) সময় (চান্দ্র মাস হইতে দিন গণনা) (2) মহরম (মুসলমানগণের প্রধান ধর্ম্মোৎসব) (4) মহরম মাস মোস্‌লেম জগতে পবিত্র কেন (বিশ্বসংসারের সৃষ্টি দিবস ও হজরথ আদমের উদ্ভব) (5) ঐতিহাসিক বিবরণ ও উপসংহার।

মহর্‌রম মুসলমানদিগের নিকট অন্যতম পবিত্র মাস। কথিত আছে যে, এই মাসেই ভগবান্ বিশ্ব-সংসার সৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং মানবের আদি পিতা মহাপুরুষ হজরত আদম এই মাসেই সৃষ্ট হইয়া স্বর্গোদ্যানে নীত হইয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন মহাপুরুষ নূহের জন্মগ্রহণ, নমরুদের অগ্নিকুণ্ড হইতে মহাপুরুষ এব্রাহিমের পরিত্রাণলাভ, দুরারোগ্য রোগ হইতে মহাপুরুষের আয়ুবের রোগমুক্তি, স্বীয় মণ্ডলীসহ মহাপুরুষ মুসার উদ্ধারপ্রাপ্তি এবং নীল নদীর অতল সলিলে নিমজ্জিত হইয়া সসৈন্য ধর্ম্মদ্রোহী ফেরাউনের ধ্বংসপ্রাপ্তি প্রভৃতি নানা কারণে মহর্‌রম মাস মোস্‌লেম-জগতে সমধিক প্রসিদ্ধ। বিশেষতঃ, যে ঘটনা উপলক্ষে মহর্‌রম মাস ইস্‌লাম ভক্তগণের মধ্যে এত খ্যাতি লাভ করিয়াছে, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে লিখিত হইল।

ঐতিহাসিক তত্ত্ব।—মহাপুরুষ হজরত মোহম্মদের মৃত্যুর পর ক্রমান্বয়ে মহাত্মা আবুবকর, মহাত্মা ওমার, মহাত্মা ওসমান ও মহাত্মা

আলি খলিফার পদে অভিষিক্ত হন। 'খলিফা' অর্থ হজরত মোহাম্মদের প্রতিনিধি ও মোস্‌লেম মণ্ডলীর নেতা। তখন নির্ব্বাচনপ্রথা অনুসারেই প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইত। চতুর্থ খলিফা হজরত আলির সময়ে প্রতিনিধিত্ব লইয়া, হজরত আলি ও দামেস্কের শাসনকর্ত্তা মহাত্মা মাবিয়ার মধ্যে গোলযোগের সূত্রপাত হয় এবং সেই গোলযোগের অবসান হইবার পূর্ব্বেই মহাত্মা আলি মানবলীলা সংবরণ করেন। মহাত্মা আলির মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র এমাম হাসান মদিনায় এবং মহাত্মা মাবিয়া দামেস্কে খলিফা নির্ব্বাচিত হইলেন। কিন্তু স্বধর্ম্মাবলম্বিগণের মধ্যে যাহাতে বিবাদ বিসংবাদ না হয়, তজ্জন্য এমাম হাসান মহাত্মা মাবিয়াকেই খলিফা বলিয়া স্বীকারপূর্ব্বক স্বয়ং উক্ত পদ পরিত্যাগ করিলেন। কথা থাকিল, মহাত্মা মাবিয়ার মৃত্যুর পর এমামহাসানই খলিফার পদে নির্ব্বাচিত হইবেন। " মাবিয়ার পুত্র এজিদ অত্যন্ত দুরাচার ছিল। সে যখন বুঝিল যে এমাম হাসান জীবিত থাকিলে পিতার গৌরবান্বিত পদ তাঁহার ভাগে ঘটিবে না, তখন সে এক বিষম ষড়যন্ত্র করিয়া এমাম হাসানকে বিষ প্রয়োগ করিল। সেই তীব্র হলাহল পানেই এমাম হাসানের জীবন-প্রদীপ নির্ব্বাপিত হইল।

এমাম হাসানের মৃত্যুর পর মহাত্মা মাবিয়া স্বীয় পুত্র এজিদকেই খলিফা মনোনয়নপূর্ব্বক পরলোক গমন করিলেন। ইহার ফলে মোস্‌লেম সম্প্রদায়ের মধ্যে আবার বিবাদের আগুন জ্বলিয়া উঠিল সাধারণ মুসলমানগণ এজিদকে খলিফা বলিয়া স্বীকার করিলেও মহাত্মা আলির দ্বিতীয় পুত্র জগদ্বিখ্যাত এমাম হোসেন, এবং মহাত্মা জোবেরের পুত্র আবদুল্লাহ্‌ প্রভৃতি ধর্ম্মশীল মুসলমানেরা এজিদের মত দুরাচারকে খলিফা বলিয়া স্বীকার করিলেন না। এদিকে এজিদও নিতান্ত নির্ব্বোধ ছিল না; সে বিদ্বান্‌ ও কবিত্বশক্তিসম্পন্ন ছিল

সে বুঝিল যে, যদি এমাম হোসেন আমাকে খলিফা বলিয়া স্বীকার না করেন, তবে আমার এ পদের কোনই মূল্য নাই। কারণ, এমাম হোসেন শুধু যে হজরত আলির পুত্র বলিয়াই এত গৌরবের অধিকারী তাহা নহে, অধিকন্তু তিনি হজরত মোহম্মদের প্রিয়তমা কন্যা, জগদ্বিখ্যাত জননী ফাতেমার গর্ভজাত সন্তান এবং হজরত মোহাম্মদের যাবতীয় গৌরব ও সম্পদের উত্তরাধিকারী। সুতরাং এজিদ তাঁহাকে বশীভূত করিবার জন্য বিবিধ আয়োজন করিল। তখন এমাম হোসেন প্রকাশ্যভাবে এজিদের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া মদিনা হইতে মক্কা গমন করিলেন এবং তথা হইতে ৭২ জন মাত্র আত্মীয় স্বজন ও অনুচর সঙ্গে লইয়া সাহায্যপ্রাপ্তির আশায় কুফা নগরে যাত্রা করিলেন।

এমাম হোসেনের কুফাযাত্রার সংবাদ পাইয়া এজিদ বিচলিত হইল, এবং হোসেনের পথরোধ করিবার জন্য একদল সেনা প্রেরণ করিল। উক্ত সেনাদল ফোরাত (ইউফ্রেটিস্) নদীর কূল বন্ধ করিয়া 'কারবালা' নামক প্রান্তর সম্মুখে রাখিয়া ব্যূহবিন্যাসপূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইল। ফলে কারবালানামক মরুপ্রান্তরে উপনীত হইলেই এমাম হোসেন বাধা-প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার গতিরোধ হইল। অগত্যা তিনি মক্কায় ফিরিয়া যাইবার উদ্যোগ করিলেন। কিন্তু শত্রুসেনাপতি বলিয়া পাঠাইলেন যে, এজিদকে খলিফা বলিয়া স্বীকার না করিলে তাঁহাকে কিছুতেই প্রত্যাবর্ত্তন করিতে দেওয়া হইবে না। তখন এমাম হোসেন সেই সৌরকরতপ্ত ভীষণ প্রান্তরে শিবির সন্নিবিষ্ট করিয়া ইতিকর্ত্তব্য সম্বন্ধে চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং ধর্ম্ম ও পবিত্রতার নামে দুরাত্মা এজিদের ন্যায় সুরাপায়ী, ব্যভিচারী ও দুষ্ক্রিয়াশীল দুরাচারকে খলিফা বলিতে সম্পূর্ণ অস্বীকার করিয়া প্রকৃত ধর্ম্মবীরের ন্যায় সম্মুখ সমরে প্রাণবিসর্জ্জন করাই শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে করিলেন। অতঃপর উভয় পক্ষে ভীষণ সংগ্রাম আরম্ভ হইল।

শত্রুসৈন্যদল ফোরাত নদীর কূল সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করিয়া দিয়াছিল; সুতরাং জলাভাবে হোসেনের পরিজনবর্গ অধীর ও সহচরগণ উন্মত্তবৎ হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা একে একে ফোরাত নদীর দিকে অগ্রসর হইয়া বহু শত্রুসৈন্যের বিনাশসাধনপূর্ব্বক মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিলেন। ক্রমশঃ হোসেনের আত্মীয় বন্ধু ও সহচরগণ সকলেই সমরশায়ী হইলেন; শোকার্ত্ত রমণীগণের মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদে এবং তৃষ্ণার্ত্ত কোমলপ্রাণ বালকবালিকাগণের করুণ ক্রন্দনে করাল কারবালাপ্রান্তর মুহুর্মুহুঃ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। হায়! আজ মহাপুরুষ হজরত মোহাম্মদের প্রিয়তম পরিজন ও পরিবারবর্গের উপর তাঁহারই ভক্তনামধারী নরপশু-গণের দ্বারা যে ভীষণ ও অমানুষিক অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইল, সমগ্র জগতে তাহার উপমা নাই। যখন স্বপক্ষীয় পুরুষমাত্রেই সমরশায়ী হইলেন, তখন মহাত্মা এমাম হোসেন স্ত্রীপরিজনবর্গকে ভগবানের হাতে সমর্পণ করিয়া সিংহবিক্রমে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং অসংখ্য শত্রু-শবে রণস্থল সমাচ্ছাদিত করিয়া ধর্ম্ম ও পবিত্রতার অনুরোধে জগৎ-পিতার নামে জীবন উৎসর্গ করিলেন। শত্রুসেনাপতি পাপাত্মা সেমর্ কিছুমাত্র ধর্ম্মের ভয় না করিয়া ধর্ম্মযুদ্ধে নিহত মহাত্মাগণের দেহ অশ্বপদতলে দলিত করিয়া জগতে নারকীয় অভিনয়ের চরম চিত্র প্রদর্শন করিলেন—ইহাই মহর্‌রম কাণ্ডের মূল সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত।

মহর্‌রম মুসলমানগণের পক্ষে মহা শোকের মাস। ঐ মাসে কোনরূপ অলীক উৎসব-আড়ম্বরে লিপ্ত হওয়া মুসলমানগণের পক্ষে উচিত নহে। মহর্‌রম মাসের ১০ই তারিখকে 'আশুরা' বলে। ঐ দিন ও উহার পূর্ব্বদিন 'রোজা' অর্থাৎ উপবাসব্রত পালন করা প্রত্যেক সমর্থ মুসলমানেরই একান্ত কর্ত্তব্য। এতদ্ভিন্ন মৃত মহাপুরুষগণের জন্য নীরবে শোক প্রকাশ এবং তাঁহাদের পারলৌকিক মুক্তি ও আত্মার কল্যাণ জন্য

প্রার্থনা, ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ ও দানধ্যান করা অতি উত্তম ও পুণ্য কার্য্য। তদ্ভিন্ন বর্ত্তমান সময়ে শিয়া সম্প্রদায়ভুক্তমুসলমানগণ এবং তাঁহাদের অনুকরণে অনভিজ্ঞ সুন্নীগণ দশদিনব্যাপী যে আমোদ-উৎসব করিয়া থাকে, তাহা একান্ত দোষাবহ। বিশেষতঃ, 'তাজিয়া' নির্ম্মাণ—"হায় হোসেন! হায় হোসেন!" রবে দিগ্‌দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিয়া মহাত্মা এমাম হোসেনের মৃত্যুকাণ্ডের পুনরভিনয় করা, উৎকট অগ্নিক্রীড়া করা এবং শোভাযাত্রা করিয়া কল্পিত কারবালায় যাওয়া প্রভৃতি কার্য্য ধর্ম্মবিরুদ্ধ, অবৈধ ও নিষিদ্ধ। সুতরাং ঐ সমস্ত কার্য্য হইতে বিরত থাকা প্রত্যেক ধর্ম্মপ্রাণ মুসলমানেরই কর্ত্তব্য। বরং ধর্ম্ম ও পবিত্রতার জন্ত এমাম হোসেন যেরূপ অম্লানবদনে ভগবানের নামে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, তাঁহার জীবন হইতে সেই আদর্শ শিক্ষালাভ করাই মুসলমানগণের লক্ষ্য হওয়া উচিত। (M. A. Hakim.)

Exercise.

লিখিত সঙ্কেতমত শ্মশানক্ষেত্র সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখ:—

Hints:—(1) মুক্ত স্থানে শ্মশান ভূমি হইবে (ইহা পবিত্র স্থান নির্ম্মল বায়ু সমাগম আবশ্যক)। (2) মৃতদেহকে পবিত্র দ্রব্যাদি দ্বারা ভূষিত—(হিন্দুগণ ঘৃত ও গঙ্গামৃত্তিকা, অন্ত সম্প্রদায় পুষ্পাদি পবিত্র বস্তু দ্বারা) (3) শ্মশানক্ষেত্রে বিবেক (উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের) (4) বিশেষ কর্ত্তব্য—(মৃত ব্যক্তি সম্বন্ধে প্রতিকূল ভাব ত্যাগ)—(5) ঈশ্বর নিকট প্রার্থনা (6) আত্মীয়জন পরিবেষ্টিত হইয়া সৎকার বা সমাধিস্থ করা (7) সৎকারান্তে পবিত্র হইয়া প্রত্যাগমন।

শ্মশান।

পবিত্রস্থান—এইখানে আসিলে সকলেই সমান। পণ্ডিত, মূর্খ, ধনী, দরিদ্র, সুন্দর, কুৎসিৎ, মহৎ, ক্ষুদ্র, ব্রাহ্মণ, শূদ্র, ইংরাজ, বাঙ্গালী এইখানে আসিলে সকলেই সমান। নৈসর্গিক, অনৈসর্গিক, সকল বৈষম্যই এইখানে তিরোহিত হয়। শাক্যসিংহ বল, শঙ্করাচার্য্য বল, ঈশা বল, রুসোই বল, রামমোহন রায় বল কিন্তু এমন সাম্যসংস্থাপক

এজগতে আর নাই। এ বাজারে সব একদর—অতি মহৎ এবং অতি ক্ষুদ্র. মহাকবি কালিদাস এবং বটতলার নাটক-লেখক, একই মূল্য বহন করে, তাই বলি, এস্থান ধর্ম্মভাবপূর্ণ—এস্থান সদুপদেশ পূর্ণ—এস্থান পবিত্র—এইখানে বসিয়া একবার চিন্তা করিতে পারিলে, মনুষ্য মহত্বের অসারতা বুঝিতে পারি, অহঙ্কার চূর্ণীকৃত হয়, আত্মাদর সঙ্কুচিত হয়, স্বার্থপরতার নীচতা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হই। আজি হউক, কালি. হউক, দশদিন পরে হউক, সকলকেই আসিয়া এই শ্মশান মৃত্তিকা হইতে হইবে। যে অনভিভবনীয় বীর্য্য যে দুর্জ্জয় অহঙ্কার আর পৃথিবী নাই বলিয়া রোদন করিয়াছিল, তাহা এই মৃত্তিকাসাৎ হইয়াছে। যে উৎকট আত্মাভিমান ইউরোপীয় পণ্ডিতমণ্ডলীর কাছে সাহঙ্কারে কর চাহিয়াছিল, তাহা এই মাটিতে বিলীন হইয়াছে—তুমি আমি কে? যে রূপের অনলে ট্রয় পড়িয়াছিল, যে সৌন্দর্য্য-তরঙ্গে বিপুল রাবণবংশ ভাসিয়া গিয়াছিল, যে লাবণ্য-রজ্জুতে জুলিয়াস্ সিজার বাঁধা পড়িয়াছিল, তাহা এই মাটিতে পরিণত হইয়াছে—তুমি আমি কে? কয়দিনের জন্য সংসার? কয়দিনের জীবন? এই নদী-হৃদয়ে জলবিম্বের ন্যায় যে বাতাসে উঠিল সেই বাতাসেই মিলাইতে পারে। আজি যেন অহঙ্কারে মাতিয়া একজন ভ্রাতাকে চরণে দলিত করিলাম, কিন্তু কালি এমন দিন আসিতে পারে যে, আমাকে শৃগাল কুকুরে পদাঘাত করিলেও আমি তাহার প্রতিবিধান করিতে পারিব না। কেন অহঙ্কার? কিসের জন্য অহঙ্কার? এ অনন্ত বিশ্বে আমি কে? আমি কতটুকু? আমি কি? এই মাটির পুতুলে অহঙ্কার শোভা পায় না! তাই বলিতেছিলাম, এইস্থান মনে উঠিলে সকল অহঙ্কার, বিদ্যার অহঙ্কার, প্রভুত্বের অহঙ্কার, ধনের অহঙ্কার, সৌন্দর্য্যের অহঙ্কার, বুদ্ধির অহঙ্কার, প্রতিভার অহঙ্কার, ক্ষমতার অহঙ্কার, অহঙ্কারের অহঙ্কার—সকল অহঙ্কার চূর্ণ হইয়া যায়।

আর সেই দিন,—তাহা অপরিহার্য্য—পলাইয়া রক্ষা নাই। শুনিয়াছি স্বর্গে বৈষম্য নাই। ঈশ্বরের চক্ষে সকলই সমান। স্বর্গ কি তাহা জানি না, কখন দেখি নাই, হয়ত কখন দেখিবও না কিন্তু শ্মশানভূমির এই উপদেশ জীবন্ত। এস্থান স্বর্গ অপেক্ষাও বড়, এস্থান পবিত্র।

ক্ষুদ্রত্ব ও মহত্ত্ব।—আর স্বার্থপরতা, তাহারও ক্ষুদ্রত্ব অনুমিত হয়। সম্মুখে অসীম জলরাশি, অনন্ত প্রবাহে প্রবাহিত হইতেছে। পদতলে বিপুল ধরিত্রী পড়িয়া রহিয়াছে। মস্তকোপরি অনন্ত আকাশ বিস্তৃত রহিয়াছে, তাহাতে অসংখ্য সৌরমণ্ডল অগণনীয় নাক্ষত্রিক জগৎ নাচিয়া বেড়াইতেছে, সংখ্যাতীত ধূমকেতু ছুটাছুটি করিতেছে। ভিতরে অনন্ত দুঃখরাশি ক্ষুব্ধ সাগরবৎ মদমত্ত মাতঙ্গবৎ দুলিতেছে।

যে দিকে দৃষ্টি ফিরাও, সেই দিকেই অনন্ত—আমি কত ক্ষুদ্র, কত সামান্য; এই সামান্যের, এই ক্ষুদ্রের, এই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রতরের জন্য এত আরাম, এত যত্ন, এত গোল, এত বিভ্রাট, এত পাপ!—বড় লজ্জার কথা!—এই ক্ষুদ্রকে কেন্দ্র করিয়া যে জীবন অতিবাহিত হইল, তাহার মহত্ত্ব কোথায়? কিন্তু তুমি আমি ক্ষুদ্র হইলেও মানবজাতি ক্ষুদ্র নহে। একটি একটি মনুষ্য লইয়া মনুষ্য জাতি স্বীকার করি। কিন্তু জাতি মাত্রেই মহৎ। বিন্দু বিন্দু বারি লইয়া সমুদ্র; কণা কণা বাষ্প লইয়া মেঘ; রেণু রেণু বালুকা লইয়া মরুভূমি, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নক্ষত্র লইয়া ছায়াপথ, পরমাণু লইয়া এই অনন্ত বিশ্ব। একতাই মহত্ত্ব—মনুষ্যজাতি মহৎ। মহৎকার্য্যে আত্মসমর্পণ করায় মহত্ত্ব আছে। স্বীকার করি, ব্যক্তি মাত্রের ন্যায় জাতি মাত্রেরও ধ্বংস আছে। এরূপ প্রমাণ আছে যে, একাল পর্য্যন্ত অনেক প্রাচীন জাতি পৃথিবী হইতে লুপ্ত হইয়াছে এবং অনেক নূতন জাতির আবির্ভাব হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে আমার ক্ষতি কি? যেদিন মনুষ্যজাতির লোপ হইবে, সেই দিন আমিও তাহা দেখিতে থাকিব না,

কেন না আমিও মনুষ্য, মনুষ্যজাতির অন্তর্গত। কিন্তু কি যে বলিতে-ছিলাম, ভুলিয়া গিয়াছি—

বিবেক।—এইখানে আসিয়া সকল জিনিষের সমাধি হয়। ভাল, মন্দ, সৎ, অসৎ, সব এই পথ দিয়া সংসার পরিত্যাগ করিয়া যায়—এ সুখের স্থান। এইখানে শয়ন করিতে পারিলে শোক তাপ যায়, জ্বালা যন্ত্রণা ফুরায়, সকল দুঃখ দূর হয়—আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক সকল দুঃখ দূর হয়। আবার তাও বলি, এ দুঃখের স্থান। এখানে যে আগুন জ্বলে তাহা এ জন্মে নিভে না। তাহাতে সৌন্দর্য্য পোড়ে, সরলতা পোড়ে, ব্রীড়া পোড়ে, কোমলতা পোড়ে, পবিত্রতা পোড়ে, যাহা পুড়িবার নয় তাহাও পোড়ে, আর তার সঙ্গে সঙ্গে অপরের আশা, উৎসাহ, প্রফুল্লতা, সুখ, উচ্চাভিলাষ, মায়া, সব লুপ্ত হয়। তাই বলি—এ স্থান সুখেরও বটে, আবার দুঃখেরও বটে—যে চলিয়া যায় তাহার সুখ যে পড়িয়া থাকে, তাহার দুঃখ। এ সংসারেরই নিয়ম—সবই ভাল, সবই মন্দ। কুসুমে সৌরভ আছে, কণ্টকও আছে; মধুতে মিষ্টতা আছে, তীব্রতাও আছে; সূর্য্য রশ্মিতে প্রফুল্লতা আছে, রোগ জনন প্রবণতাও আছে; জগতে কোথাও নির্দ্দোষ কিছুই দেখিতে পাইবে না; সকলই ভাল মন্দ মিশ্রিত, সুতরাং প্রকৃতি দেখিয়া যতদূর বুঝিতে পারি, তাহাতে বোধ হয় যে এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বের যে আদি কারণ সেও ভাল মন্দতে মিশ্রিত; অথবা দুইটি শক্তি হইতে এ জগৎ সমুৎপন্ন, সেই শক্তির একটি ভাল, একটি মন্দ; একটি স্নেহ, একটি ঘৃণা; একটি অনুরাগ, একটি বিরাগ; একটি আকর্ষণ, অপরটি প্রতিক্ষেপ। কিন্তু কি বলিতে বলিতে কি বলিতেছি।

এই যে সংসার, ইহা এক মহাশ্মশান। চির প্রবাহমানকাল স্রোত, দিনে দিনে, দণ্ডে দণ্ডে, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে, পলকে পলকে সব ভাসাইয়া

লইয়া গিয়া বিস্মৃতির গর্ভে ফেলিতেছে। পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে যাহা দেখিয়াছি, উপস্থিত মুহূর্ত্তে আর তাহা নাই—প্রাণ দিলেও আর ফিরিয়া আসিবে না। এইক্ষণে যাহা রহিয়াছে, পরক্ষণে আর তাহা থাকিবে না—অখিল সংসার খুঁজিয়া দেখিও, কোথাও আর পাইবে না। কোথায় যাইবে, তাহা তুমিও যতদূর জান, আমিও ততদূর জানি এবং তুমি আমি যাহা জানি, তাহার অধিক কেহই জানে না। সবই যায়, কিছুই থাকে না—থাকে কেবল কীর্ত্তি। কীর্ত্তি অক্ষয়। কালিদাস গিয়াছেন শকুন্তলা আছে; সেক্‌সপীয়র গিয়াছেন হ্যাম্‌লেট্ আছে; ওয়াশিংটন গিয়াছেন, আমেরিকার স্বাধীনতা-ধ্বজা আজও উড়িতেছে; রুসো গিয়াছেন সাম্যের দুন্দুভি-নাদ আজও পৃথিবী ভরিয়া ঘোষিত হইতেছে। কীর্ত্তি থাকে—অকীর্ত্তিও থাকে। লোকের ভাল, লোকের মন্দ, লোকের সঙ্গে চলিয়া যায়; কীর্ত্তি ও অকীর্ত্তি জগতে বিচরণ করিতে থাকে। ওয়াসিংটনের স্বদেশানুরাগ তাঁহার সঙ্গে চলিয়া গিয়াছে। সেক্‌সপীয়রের দোষও তাঁহার সঙ্গে চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু তাঁহারা লোকের যে উপকার করিয়া গিয়াছেন—তাহার সৌরভ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে তাই বলি—

'ভাল মন্দ দুই সঙ্গে চলিয়া যায়ব,
পর উপকার সে লাভ।"

Exercise.

শুনেছ অথবা পড়েছ এরূপ প্রবাদজনক একটি গল্প লিখ (Matr. Ex. 1913.)

হিতোপদেশ হইতে—"কুকুর ও প্রতিবিম্ব," "কাক ও শৃগাল," "শৃগাল ও জলের কলসী," "পবন ও সূর্য্যদেব," "কচ্ছপ ও ইঁদুর", "সর্প কৃষক ও তাহার পুত্রগণ", "অতিবুদ্ধি শৃগাল বা লোভীর পরিণাম," "ধর্ম্মবুদ্ধি ও পাপবুদ্ধি" প্রভৃতি গল্প হইতে দৃষ্টান্ত দিবে।

পুনর্ম্মূষিকোভব—কোন বনে এক মুনি বাস করিতেন। একদা তিনি দেখিলেন, আশ্রমের অনতিদূরে একটি মূষিকশাবক কাকের মুখ

হইতে পড়িয়া গেল। শাবকটিকে মৃতপ্রায় দর্শনে মুনির হৃদয়ে দয়ার উদয় হইল। মুনি তৎক্ষণাৎ শাবকটিকে তুলিয়া লইয়া পরম যত্নে লালন-পালন করিতে লাগিলেন। একদা একটি মার্জ্জার সেই মূষিকটিকে ভক্ষণ করিতে উদ্যত হইল। ঋষিবর মার্জ্জারের মুখ হইতে তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য যোগবলে উহাকে বিড়াল করিলেন। মূষিকটি বিড়ালরূপ ধারণ করিল বটে, কিন্তু কুক্কুরের ভয়ে নিরন্তর সে ব্যাকুল হইয়া পড়িত। তখন ঋষিবর যোগবলে মার্জ্জাররূপী মূষিকটিকে কুকুর করিলেন; তাহাতেও মূষিকের আপদ্ দূর হইল না, ব্যাঘ্রের ভয়ে কুকুর সর্ব্বদা ব্যতিব্যস্ত হইল। তখন ঋষি তাহাকে ব্যাঘ্র করিলেন। ঋষি কিন্তু তাহাকে পূর্ব্ববৎ মূষিক বলিয়াই বিবেচনা করিতেন। আশ্রম-বাসীরা সর্ব্বদাই পরস্পর বলিত,—"সেই মূষিক ঋষির কৃপায় ব্যাঘ্র হইয়াছে।" এই কথা শুনিয়া ব্যাঘ্ররূপীমূষিকের মনে অত্যন্ত কষ্টবোধ হইত। সে ভাবিল, যতদিন এই ঋষি জীবিত থাকিবে, ততদিন আমার এই লজ্জাকর জীবন-বৃত্তান্ত কেহ বিস্মৃত হইবে না। মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া সে সেই ঋষিবরের প্রাণ সংহারে উদ্যত হইল। তদ্দর্শনে ঋষিবর কহিলেন—"পুন-র্মূষিকো ভব।" ব্যাঘ্র তৎক্ষণাৎ পূর্ব্ববৎ মূষিকরূপ ধারণ করিল, তখন তাহার চৈতন্য হইল। এই জন্যই কবি লিখিয়াছেন,—

নীচঃ শ্লাঘ্যপদং প্রাপ্য স্বামিনং হন্তুমিচ্ছতি।
মূষিকো ব্যাঘ্রতাং প্রাপ্য মুনিং হন্তুং গতো যথা॥

মূষিক যেরূপ ব্যাঘ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়া, মুনিকে বধ করিতে উদ্যত হইয়াছিল, সেইরূপ জগতে নীচব্যক্তি শ্লাঘ্যপদ প্রাপ্ত হইলেই প্রভুকে বধ করিতে ইচ্ছা করে।

বিচার-প্রধান—(Reflective)

নৈতিকবিষয়ক (Moral virtuous)

বিদ্যাশিক্ষা (Education.)

Hints :—(1) বিদ্যা কি (জ্ঞান)—জ্ঞান—অধ্যাত্ম ও জড় ভেদে দুই প্রকার—উভয় প্রকার জ্ঞানের লক্ষণ বিবরণ ও উদাহরণ—(2) বিদ্যাশিক্ষার গুণ (মানব ও ইতর প্রাণীতে যে প্রভেদ, শিক্ষিতে অশিক্ষিতে সেই প্রভেদ) (3) জ্ঞানীর আদর, জীবনোন্নতি ও প্রভাব (বিদ্যাবলে মানব স্বভাব বলকেও পরাভব করিয়াছে—রেল, মটর, বেলুন প্রভৃতির দৃষ্টান্ত) (4) বিদ্যাশিক্ষার জন্যে কি কি গুণ থাকা প্রয়োজন (সাধনা, পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও চিন্তাশীলতা (5) বিদ্বান্ ও মূর্খ জানিবার উপায় (বিদ্বান্ ব্যক্তি বিনীত ও অহঙ্কার পরিশূন্য—(মূর্খেরা উদ্ধত ও অহঙ্কারী) (8) উপসংহার।

শাস্ত্রানুশীলন।

"সংসারবিষবৃক্ষস্য দ্বে ফলে অমৃতোপমে।
কাব্যামৃতরসাস্বাদঃ আলাপঃ সজ্জনৈ সহ॥"

হিতোপদেশঃ।

চিত্তবৃত্তি সমুদয়ের শৃঙ্খলা সাধিত, অন্তঃকরণ সংযত ও পরিমার্জ্জিত, মনোমন্দিরে জ্ঞান সঞ্চিত, এবং ঐ সমুদয় জ্ঞান কার্য্যকালে যথোচিতরূপে নিয়োজিত করিবার নিমিত্ত অধ্যয়নের প্রয়োজন। আনন্দ, বাগ্মীতা ও বিচারশক্তি শাস্ত্রানুশীলনের মধুময় ফল। তাই বলিয়া শুদ্ধ শাস্ত্রালোচনায় সময় ক্ষেপণ এক প্রকার আলস্য মাত্র। আলাপের সময় অতিশয় শব্দালঙ্কার প্রয়োগ করিলে কেবল পাণ্ডিত্যাভিমান প্রকাশ করা হয়। বিচারকালে কেবল শাস্ত্রানুসরণ করিয়া চলা পণ্ডিত-মূর্খের কর্ম্ম। স্বাভাবিক প্রজ্ঞা শাস্ত্রজ্ঞানে সম্পূর্ণরূপে মার্জ্জিত হয়। আবার শাস্ত্র-জ্ঞানও লৌকিক প্রজ্ঞা দ্বারা সংশোধিত ও পরে ফলবান্ হইয়া থাকে। স্বাভাবিক বৃত্তিগুলি স্বভাবজাত পাদপের ন্যায়। উহাদিগকে বর্দ্ধিত ও

ফলদ করিতে হইলে জ্ঞানাস্ত্র দ্বারা অসার বিটপী ও পল্লবগুলি ছেদন করা আবশ্যক। শাস্ত্রজ্ঞান ও লৌকিক প্রজ্ঞা ঘর্ষণাস্ত্রে তীক্ষ্ণ ও কার্য্যক্ষম করিয়া লইতে হয়। অসার ধূর্ত্তেরা শাস্ত্রকে ঘৃণা করে, সরল ব্যক্তিরা আদর করে, এবং বিজ্ঞেরা কার্য্যকালে প্রয়োগ করিয়া সার্থকতা সম্পাদন করিয়া থাকেন।

কেবল শাস্ত্রানুশীলন করিলেই জ্ঞান জন্মে না। জগতের ব্যবস্থা দেখিয়া জ্ঞানার্জ্জন করিতে হয়। কেবল অপ্রমান কি প্রতিবাদ, বিশ্বাস কি স্বীকার, অথবা বাগ্মীতা কি বিদ্যাপ্রকাশার্থ কাব্যতরুর রসাস্বাদনে প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য নহে। ধীশক্তি যথোচিতরূপে সংমার্জ্জিত ও পরিচালিত করাই শাস্ত্রালোচনার মুখ্য উদ্দেশ্য।

সকল প্রকার গ্রন্থই যে সমভাবে পাঠ করিতে হইবে এমত নহে। কতকগুলি অংশতঃ মাত্র পাঠ করিতে হয়, কতকগুলি যেমন তেমন করিয়া পড়িলেই চলে, আর কতকগুলি প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত গাঢ় মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করিতে হয়। আবার কতকগুলি নিম্ন অঙ্গের গ্রন্থের পরের নিকট শুনিয়া বা সংগ্রহ করিয়া পাঠ ও ভাব গ্রহণ করিতে হয়, কিন্তু উৎকৃষ্ট গ্রন্থাবলী, আমূল ও সাগ্রহে পাঠ করা কর্ত্তব্য। কারণ পরিস্রুত গ্রন্থ পরিস্রুত সলিলের ন্যায় বিস্বাদ ও বিরস।

ইতিহাসে বিজ্ঞতা, কাব্যে শব্দপ্রয়োগনৈপুণ্য, অঙ্কশাস্ত্রে তীক্ষ্ণবুদ্ধি, পদার্থ বিদ্যায় গাম্ভীর্য্য, ধর্ম্মনীতিতে ধীরতা এবং তর্ক ও অলঙ্কার শাস্ত্রে বাদনৈপুণ্য জন্মে। অতএব যাঁহার চিত্ত চঞ্চল, তাঁহার গণিত শাস্ত্র আলোচনা করা আবশ্যক। কারণ প্রতিজ্ঞা সমাধান করিবার সময় একটু বিচলিত হইলেই আবার প্রথম হইতে আরম্ভ করিতে হয়, এইরূপে ক্রমে চিত্তচাঞ্চল্যের হ্রাস হইয়া একাগ্রচিত্ত হওয়া যায়। যে অতিশয় স্থূলবুদ্ধি, তাহার ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করা কর্ত্তব্য। কারণ

এই শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করিবার শক্তি জন্মিয়া থাকে। যে এক বিষয়ের প্রমাণ করিতে অন্য বিষয়ের অবতারণা করে এবং বস্তুমাত্রেরই পল্লব গ্রহণ করিয়া থাকে, তাহার ব্যবহার শাস্ত্রানুশীলন কর্‌য়া বিধেয়। এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন চিত্তদৌর্ব্বল্যগুলি ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রানুশীলনে সংশোধিত হইয়া থাকে। বস্তুতঃ শাস্ত্ররূপ দীপ প্রদর্শিত পথে গমন করিলে সুখে লোকযাত্রা নির্ব্বাহ হয়। বিবেকবান্ ব্যক্তিগণের প্রজ্ঞাই চক্ষুস্বরূপ। শাস্ত্রালোচনা দ্বারা যে জ্ঞান জন্মে, তাহাই প্রজ্ঞা। চক্ষুর অগোচর বিষয়ের দর্শক ও অনেক প্রকার সংশয়নাশকারী শাস্ত্র, মানবমাত্রেরই দর্শনেন্দ্রিয়ের কার্য্য সাধন করিয়া থাকে। এই দিব্য চক্ষু স্বরূপ শাস্ত্রের শক্তি অতি অলৌকিক। ইহার দৃষ্টি, ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান এবং ব্যবধান-বিশিষ্ট ও দূরবর্ত্তী বিষয় সকলেও প্রতিহত হয় না। এইরূপ শাস্ত্রালাপ-বিবর্জ্জিত মানবকে জন্মান্ধ ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? শাস্ত্রলব্ধ প্রজ্ঞাদ্বারাই আমরা বাহ্য ও অন্তর্জগতে প্রবেশ করিতে পারি। পার্থিব ও পারলৌকিক উভয় সুখই শাস্ত্রজ্ঞানের মুখাপেক্ষী। বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রেই মূর্খের ন্যায় নিদ্রা বা কলহে সময় ক্ষেপণ না করিয়া পরমাত্মার রূপস্বরূপ মানবাত্মার উন্নতি ও মুক্তি সাধনের নিমিত্ত শাস্ত্ররূপ বর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিবেন।

অধ্যাপক—হেমচন্দ্র সরকার-এম্ এ।

প্রকৃতশিক্ষা।

প্রকৃতশিক্ষা মানুষের ঐহিক ও পারত্রিক কল্যাণের দ্বার উদ্ঘাটন করে এবং শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সাধন করে। শিক্ষার শেষফল আত্মবিকাশ; আত্মবিকাশই মানবের চরমলাভ। গ্রন্থপাঠ ও গ্রন্থপ্রতিপাদ্য বিষয়ে বিদ্যালাভ, প্রকৃতশিক্ষা হইতে বহু দূরে।

প্রকৃতশিক্ষার প্রভাবেই মানুষ সুস্থ, সচ্চরিত্র, নীতিমান্ ও ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া থাকে; পক্ষান্তরে যে শিক্ষা স্বাস্থ্যহীন, চরিত্রহীন, নীতিহীন ও ধর্ম্মবিশ্বাস-বিহীন পণ্ডিত প্রস্তুত করে, যে শিক্ষার সাহায্যে মানবত্ব ফোটে না, মানবে দানবত্বের আবির্ভাব হয়, সে শিক্ষা কুশিক্ষা, উহা মানবকে নরকের পথে লইয়া যায়।

কবি, কলাকুশল, গণিতজ্ঞ, দার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিক ব্যক্তিও যদি অসংযত হয়, তবে সেও অশিক্ষিত; কেন না, সংযম ব্যতীত শিক্ষার পূর্ণতা ঘটে না। সংযমের অভাবে বিবেক সঙ্কুচিত, মন কলুষিত ও দুর্ব্বল হয়। সংযম স্বাস্থ্যলাভের মূল। সুস্থ শরীর সর্ব্বসুখের নিদান। সংযম-বিধান পালন করিলে রোগের আক্রমণ অল্প হয়, প্রায় রোগই নিয়ম-লঙ্ঘনের দণ্ডস্বরূপ। যে ব্যক্তি সংযম-নিয়ম পালন করে না, তাহার শিক্ষার বড়াই বৃথা। (কেদারনাথ ভারতী)

"অধ্যাবসায়ের মূল্য" সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখ। (Matr. Ex. 1916)

Hints:—(1) অধ্যবসায় কাহাকে বলে—(2) অধ্যবসায় সৌভাগ্যের সোপান—(3) অসংখ্য বাধা অতিক্রম করিয়া মহৎ কার্য্য সম্পাদন করা যায়—(4) অধ্যবসায়ীর কোন কার্য্যই অসাধ্য নহে—(5) রবার্ট ব্রুস, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ও কলম্বস প্রভৃতির উন্নতির কারণই অধ্যবসায়। (স্বীয় অধ্যবসায় বলে একলব্যের ধনুর্বিদ্যাশিক্ষা এবং অসাধারণ কঠোর নিয়ম পালন করিয়া লক্ষ্মণের ইন্দ্রজিৎ বধ বিবরণ বালকগণ লিখিবে)।

অধ্যবসায়।

কার্য্য-সাধনে দৃঢ় প্রযত্নের নাম অধ্যবসায়। যাহা দুঃসাধ্য, অধ্যবসায়ে তাহা সুসাধ্য হয়। অধ্যবসায় না থাকিলে যাবতীয় কার্য্যই অসাধ্য হইয়া থাকে। যে সমস্ত কার্য্যানুষ্ঠান দ্বারা মানব, মানব বলিয়া পরিগণিত হয়, অধ্যবসায় ব্যতীত তাহার একটিও সম্পন্ন হয় না। বিদ্যা বল, ধন বল, যশঃ বল, আত্মোন্নতি বল, সকলই অধ্যবসায়-সাপেক্ষ। যাঁহার যে পরিমাণ অধ্যবসায় আছে, তাহার সেই পরিমাণে কৃতি, গৌরব, যশঃ ও উন্নতি আছে। যাহার তাহা নাই তাহার কিছুই নাই। অধ্যবসায়ের প্রভাবে বিদ্যালয়ে পাঠার্থিগণের মধ্যে অল্প-ধী-শক্তি-সম্পন্ন বালকের নিকট, সুতীক্ষ্ণবুদ্ধি বালকও পরাভূত হইয়া থাকে। কৃতবিদ্য বলিষ্ঠ যুবা, দুর্ব্বলদেহ অশিক্ষিতের নিকটও হারি মানে। মামুদ ভারতবর্ষ বিজয়ে একবিংশতিবার ব্যর্থমনোরথ হইয়াও অবশেষে পূর্ণ-মনোরথ হইয়াছিলেন। কবি কালিদাস অধ্যবসায় প্রভাবে মধুর কবিত্ব সৌরভে দিগন্ত আমোদিত করিয়া গিয়াছেন। নিষাদ-তনয় একলব্য পাণ্ডবগুরু দ্রোণাচার্য্যের নিকট অস্ত্রবিদ্যা-লাভ করিবার প্রত্যাশায় বঞ্চিত হইয়াও ভগ্নমানস না হইয়া মনে মনে তাঁহাকে গুরুত্বে বরণ করিয়া কেবল অধ্যবসায়ের বলে তাঁহার প্রিয়শিষ্য অর্জ্জুন অপেক্ষাও অস্ত্রবিদ্যায় ক্ষিপ্রকারিতা ও পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। পণ্ডিত ব্রহ্মগুপ্ত অধ্যবসায় বলে মানসিক উন্নতির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া কীর্ত্তি-স্তম্ভ রাখিয়া গিয়াছেন। প্রাচীন হিন্দুগণ যে সর্ব্ববিষয়ে পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া গিয়াছেন, তাহা প্রবল অধ্যবসায়ের ফল। বর্ত্তমান সময়ে আমেরিকা, বৃটন, ফ্রান্স, জাপান যে উন্নতিসোপানে আরোহণ করিয়া উজ্জ্বল প্রভায় জগৎ আলোকিত করিয়া আদর্শ-স্থানীয়

হইয়াছে—তাহা একান্ত অধ্যবসায়ের ফল এবং আর্য্য হিন্দুগণ যে অধঃপতিত হইতেছেন—অধ্যবসায়বিহীনতাই তাহার মূল কারণ। দৃঢ়-অধ্যবসায়ে যে অসাধ্যও সুসাধ্য হয় তাহার একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা বিবৃত করিতেছি—

চাণক্য।—নীতিশাস্ত্রবিৎ চাণক্য পণ্ডিতের নাম বোধ হয় আবাল-বৃদ্ধবনিতা কাহারও অবিদিত নাই। তিনি বিবাহ করিতে যাইতেছেন, এমন সময় পথিমধ্যে কার্য্য-ব্যপদেশে তাঁহাকে যান হইতে অবতরণ করিতে হয়। অনতিদূরে কার্য্য-সমাধা করিয়া অনাবৃত পদে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার সময়ে, তাঁহার পাদদেশে কুশাঙ্কুর বিদ্ধ এবং তাহা হইতে বিন্দু পরিমাণ রক্ত-মোক্ষণ হয়; সুতরাং হিন্দুশাস্ত্রমতে ক্ষতাশৌচ হওয়ায় তাঁহার ঐ দিনে বিবাহ স্থগিত রহিল। তিনি ভাবিলেন শত্রু সামান্য হইলেও তাহা উপেক্ষাযোগ্য নহে। এই বলিয়া তিনি যাবতীয় কুশমূলের বিনাশে কৃতসংকল্প হইলেন। আর গৃহে ফিরিলেন না—দিবারাত্রি জ্ঞান নাই, তিলেকের জন্য বিশ্রাম নাই—অনন্যমনে কেবল কুশমূলের উৎপাটনেই রত হইলেন। তিনি একবারও ভাবিলেন না যে, যাবতীয় কুশমূলের উচ্ছেদ-সাধন এক জীবনের অসাধ্য; তিনি বরং ভাবিয়াছিলেন—দৃঢ়যত্নে সকলই সম্ভবে।

(১) মগধরাজ কর্ত্তৃক অবমাননা (২) নন্দবংশ ধ্বংসের প্রতিজ্ঞা (৩) চন্দ্রগুপ্তের সহিত মিলন (৪) উদ্দেশ্য সাধন—বালকগণ পূরণ করিবে।

(রামদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।)

মনোনিবেশ।

যস্মিন্ কর্ম্মণি যুক্তঃ স্যা মন তত্র নিমজ্জয়েৎ।
অনিবেশিতচিত্তস্য কার্য্যসিদ্ধিঃ সুদুর্লভা ॥

অর্জ্জুন।—একদা কুরুকুলগুরু দ্রোণাচার্য্য আপন শিষ্যদিগের

অস্ত্রশিক্ষার পরীক্ষা লইবার মানসে তাঁহাদিগকে সমবেত করিয়া কোন উচ্চ বৃক্ষের অগ্রভাগে একটি কৃত্রিম পক্ষী স্থাপনপূর্ব্বক কহিলেন,—"তোমরা সকলে ধনুর্ব্বাণ লইয়া সসজ্জ হইয়া থাক—আমি যাহাকে আদেশ করিব, আমার কথাবসানে তাঁহাকে ঐ পক্ষীর চক্ষে শরবিদ্ধ করিতে হইবে।" এই বলিয়া তিনি সর্ব্বপ্রথমে যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"বৎস! তুমি ঐ পক্ষীর চক্ষু লক্ষ্য করিয়া শরসন্ধান করিয়া থাক, কিন্তু আমি না বলিলে শর নিক্ষেপ করিও না।" যুধিষ্ঠির তাহাই করিয়া রহিলেন। তখন দ্রোণ জিজ্ঞাসা করিলেন—"যুধিষ্ঠির! তুমি কি দেখিতেছ বল" "যুধিষ্ঠির কহিলেন "আমি আপনাকে—ভ্রাতাদিগকে—বৃক্ষ ও পক্ষী—সকলকেই দেখিতে পাইতেছি।" ইহা শুনিয়া আচার্য্য অপ্রসন্ন মনে যুধিষ্ঠিরকে অপসৃত হইতে কহিয়া, দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, ভীম, নকুল প্রভৃতি সকল শিষ্যকেই একে একে আহ্বান করিলেন, এবং সকলকেই ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিলেন—সকলেই ঐরূপ উত্তর করিল। তখন তিনি অর্জ্জুনকে ডাকিয়া তাঁহার প্রতি ঐরূপ প্রশ্ন করিলে, অর্জ্জুন উত্তর করিলেন—"মহাশয়! আমি কেবল পক্ষীর রক্তবর্ণ চক্ষুটি দেখিতেছি—আর কিছুই দেখিতে পাইতেছি না।" ইহা শুনিয়া আচার্য্য হৃষ্টমনে শরনিক্ষেপ করিতে আদেশ করিবামাত্র অর্জ্জুন সেই পক্ষিচক্ষু কাটিয়া ভূমিতে পাতিত করিলেন।

অর্জ্জুনের পক্ষিচক্ষু লক্ষ্যকরণের দৃষ্টান্ত স্মরণ করিয়া সকলেরই সকল কার্য্যে দৃঢ়তর মনঃসংযোগ করা কর্ত্তব্য।

বুনোরমানাথ।—'বুনোরমানাথ' বলিয়া প্রসিদ্ধ নবদ্বীপের বিখ্যাত নৈয়ায়িক পণ্ডিত একদা প্রাতঃস্নানের পর চতুষ্পাঠীতে পড়াইতে যাইতেছিলেন, এমন সময়ে তাঁহার পত্নী সম্মুখে উপস্থিত হইয়া কহিলেন,— "আজি সংসারে চাউল, ডাইল, তৈল, লবণ, প্রভৃতি কিছুই নাই।" রমানাথ

তখন শাস্ত্র চিন্তায় এমত মগ্ন ছিলেন যে, গৃহিণীর কণ্ঠোচ্চারিত শব্দগুলি কর্ণে প্রবেশমাত্র হইল—অর্থ বোধ হইল না—বিমনার ন্যায় একদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন। গৃহিণী ভাব গতি বুঝিয়া কার্য্যান্তরে চলিয়া গেলেন; রমানাথও শনৈঃ শনৈঃ পাদসঞ্চারে চতুষ্পাঠীতে উপস্থিত হইলেন। তথায় বেলা তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত ছাত্রদিগকে পড়াইয়া ভোজনের জন্য বাটী আসিলেন। এ দিকে ব্রাহ্মণী ধার করিয়া কিছু তণ্ডুল ও একটু লবণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন এবং সেই তণ্ডুলের অন্ন এবং তেঁতুলপাতা পাড়িয়া তাহার অম্বল রাঁধিয়াছিলেন। রমানাথ চৌবাড়ী হইতে প্রত্যাগত হইলে, তাঁহাকে সেই অন্ন ও অম্বল ভোজন করিতে দিলেন। রমানাথ প্রখর ক্ষুধা ও সাতিশয় তৃষ্ণার সময়ে সেই অম্লসিক্ত অন্ন মুখে দিয়া ব্রাহ্মণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি এ দ্রব্য কোথায় পাইলে? ইহা ত সাক্ষাৎ অমৃত! গৃহিণী স্মিতমুখে উত্তর করিলেন, সংসারের অপ্রতুলের কথা তোমাকে জানাইলাম—তাহাতে তুমি তেঁতুল গাছের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে—সুতরাং আমার বোধ হইল, তুমি তেঁতুলপাতার অম্বল রাঁধিতে আমায় সঙ্কেত করিলে—তাহাই আমি করিয়াছি। রমানাথ শুনিয়া আহ্লাদে পরিপ্লুত হইয়া কহিলেন "প্রিয়ে! এত বড় প্রকাণ্ড অমৃতের বৃক্ষ আমাদের বাটীতে রহিয়াছে, তবে আমরা কিসের দরিদ্র? কে আমাদিগকে দরিদ্র বলে!—আমরা বড় ভাগ্যবান লোক!—তুমি প্রতিদিন এই অমৃত দিয়া আমায় অন্ন দিও।"

রমানাথ শাস্ত্রচিন্তায় এইরূপ ব্যাসক্ত ছিলেন বলিয়া, তাঁহার নাম লোকের মুখে চিরকাল বিচরণ করিবে। রামগতি ন্যায়রত্ন।

সময়ের মূল্য (Value of time) (Matr. Ex. 1918.)

Hints:—(1) সময় নির্দ্দেশ ও বিভাগ—(বালক, যুবক ও বৃদ্ধ—সকলেরই আহার, বিহার ও বিশ্রাম ব্যতীত কতকগুলি কর্ত্তব্য কর্ম্ম আছে, কোন্ সময় কোন্

কার্য্য করিতে হইবে, তাহার সময় নির্দ্দেশ) (2) সময়ের সদ্ব্যবহার আত্মোন্নতির মূল (বিদ্যাসাগর, রামতনু লাহিড়ী প্রভৃতি দৃষ্টান্ত) (3) সময়ের অসদ্ব্যয়ীর দুঃখ অশান্তি ও আত্মগ্লানি—কতিপয় দৃষ্টান্ত) (4) দেশীয় ও ভিন্নদেশীয় কর্ম্মবীরগণের জীবনীর সার অংশ বিবৃত করিয়া উপসংহার করিবে।

কর্ত্তব্য।

তোমার ভাই তোমার ক্ষতি করিতেছে! করুক,—তাহার প্রতি তোমার যে সম্বন্ধ তাহা তুমি রক্ষা করিয়া চল। সে কি ব্যবহার করিতেছে তাহা খুঁটিনাটি করিয়া দেখিবার প্রয়োজন নাই। এক ভাবে চলিলে তুমি নিজে স্বভাবের নিয়ম পালন করিতে পার, তুমি শুধু তাহাই দেখিবে। তুমি যদি নিজে ইচ্ছা না কর, তাহা হইলে কেহই তোমার ক্ষতি করিতে পারে না;—তুমি যদি মনে কর তোমার ক্ষতি হইতেছে, তাহা হইলেই তোমার বাস্তবিক ক্ষতি। এপিক্‌টেটস্।

সত্যবাদিতা (Matr. Ex. 1917.)

Hints :—(1) লক্ষণ (দেহ, মন ও বাক্য দ্বারা যাহা করা যায় তাহা অকপট ভাবে প্রকাশ) (2) প্রকারান্তর (সত্যের দ্বারা মিথ্যাকে আচ্ছাদন করা, অথবা কথায় সত্য বলিয়া মনে মিথ্যার পোষণ করা। যথা, যুধিষ্ঠির অশ্বের মৃত্যু হইয়াছে এই সত্য কথা মুখে বলিয়া অশ্বত্থামার মৃত্যু এই ভাবে ও মানসিক ইচ্ছা দ্রোণাচার্য্যকে বুঝাইলেন। এই কৌটিল্যভাবপূর্ণ সত্য কথায় সত্যবাদী যুধিষ্ঠিরকে নরক দর্শন করিতে হইয়াছিল) (3) সত্যবাদীর সুখ (ধর্ম্ম, অর্থ, মোক্ষ লাভ—বিবিধ সুখ, সুবিধা প্রতিপত্তি) (4) মিথ্যাবাদীর পরিণাম (অবিশ্বাসী এবং ইহ ও পরকালের দুর্গতি) (5) দৃষ্টান্ত—উপসংহার।

সাধুতা—উন্নতি এবং কার্য্যোদ্ধারের প্রকৃত উপায়।

(Matr. Ex. 1918.)

Hints :—(1) কিরূপ কার্য্যকে সাধুকার্য্য বলে… …(2) সাধুতা উন্নতির মূলীভূত (দৃষ্টান্ত) (৩) সাধুতা কার্য্যোদ্ধারের উপায় (দৃষ্টান্ত) (4) সাধুজীবনের শান্তি…… (5) অসাধুর অশান্তি ও দৃষ্টান্ত (6) সাধুব্যবহারে অসাধুও সাধু হয়।

সাধুতা দ্বারা মন্দকেও ভাল করা যায় (Matr. Ex. 1919.)

লাইকর্গস্ নামক সুপ্রসিদ্ধ জ্ঞানী ব্যক্তি গ্রীস্ দেশের অন্তঃপাতী স্পার্টা নগরের ব্যবস্থাপক ছিলেন। তথাকার এক দুর্বিনীত যুবা রাজদ্রোহী হইয়া তাঁহার এক চক্ষু উৎপাটন করাতে, নগরবাসীরা তাহাকে ধরিল এবং লাইকর্গসের হস্তে সমর্পণ করিয়া কহিল,—"আপনি ইহাঁকে স্বেচ্ছানুরূপ শাস্তি প্রদান করুন।" লাইকর্গস্ তাহাকে শাস্তি প্রদান না করিয়া শিক্ষা প্রদানে প্রবৃত্ত হইলেন এবং সুশিক্ষিত ও সুবিনীত করিয়া নগরবাসীদিগের নিকটে কহিলেন, "যখন আমি তোমাদের নিকট এই ব্যক্তিকে প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, তখন ইনি উগ্র-স্বভাব ও পরদ্রোহী ছিলেন, এখন ইহাকে শান্ত ও সুজন করিয়া প্রত্যর্পণ করিতেছি।" তাহারা লাইকর্গসের এতাদৃশ অসামান্য সৌজন্য দর্শনে চমৎকৃত হইয়া তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিল।

ধৈর্য্য ও ভক্তি (কর্ণ।) Patience and reverence.

ধৈর্য্য ও ভক্তিই মানবের উন্নতির মূল। অঙ্গ দেশের রাজা দাতাকর্ণের ধৈর্য্য ও গুরুভক্তি অসাধারণ ছিল। কর্ণ ছদ্মবেশে পরশুরামের নিকট যুদ্ধবিদ্যা শিখিতে গিয়াছিলেন। একদা পরশুরাম শিষ্যের (কর্ণের) উরুতে মাথা রাখিয়া নিদ্রা যাইতেছিলেন। ঐ সময় একটা মাংসভোগী ভীষণ কীট মৃত্তিকা ভেদ করিয়া উঠিল এবং কর্ণের উরুর মাংস কাটিতে লাগিল। ইহাতে কর্ণের অত্যন্ত যাতনা হইলেও গুরুর নিদ্রা ভঙ্গ হইবে, এই আশঙ্কায় তিনি একটু মাত্র নড়িলেন না। রক্তে তাঁহার পরিধেয় বস্ত্র ভিজিয়া গেল। পরশুরামের দেহে শোণিত লিপ্ত হওয়ায় তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। তিনি সমস্ত ঘটনা অবগত হইয়া এবং কর্ণের এতাদৃশ ধৈর্য্য ও গুরুভক্তি দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। বস্তুতঃ কর্ণের ন্যায় ধৈর্য্য ও ভক্তিশীল লোক জগতে দুর্লভ।

মাতাপিতার প্রতি কর্ত্তব্য (Matr. Ex. 1913.)

(1) মাতাপিতা কি (সাক্ষাৎ দেবতা) (2) নিঃস্বার্থ ভাবে সন্তান পালন (বিদ্যা-শিক্ষা, স্বাস্থ্যবিধান ও অন্যান্য ভবিষ্যৎ উন্নতির ব্যবস্থা (3) মাতা পিতা সম্বোধনে আনন্দ—দর্শনে পুণ্যরাশি—(4) মাতৃক্রোড় ও রাজসিংহাসনে তুলনা (5) মাতৃঋণ অপরিশোধ্য—(6) কর্ত্তব্য (প্রাণপণে আদেশ পালন, সুখ বিধানে সমধিক যত্ন). (7) কতিপয় মাতাপিতৃ ভক্তের (রামচন্দ্র, ভীষ্ম প্রভৃতি) জীবনী (8) উপসংহার।

মাতাপিতা।

ধর্ম্মব্যাধ (তুলাধার)। [ধর্ম্মপুরাণ অবলম্বনে।]

তপোদেব নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র কৃতবোধ অল্প বয়সে গৃহত্যাগ করিয়া তপস্যা করিতে চলিয়া গেলেন। পিতা নিষেধ করিলেন, অনেক বুঝাইলেন ; কিন্তু কৃতবোধ ঘরে রহিলেন না। কৃতবোধ সমুদ্রের তীরে গিয়া ঘোর তপস্যা করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে উইয়ের ঢিপিতে তাঁহার শরীর ঢাকা পড়িল। পাখীরা কৃতবোধের চুলের ভিতর বাসা বাঁধিল। ধ্যান ভাঙ্গিলে, এই সকল ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া কৃতবোধের মনে বড় অহঙ্কার উপস্থিত হইল। তিনি ভাবিলেন,—কি ঘোরতর তপস্যাই করিয়াছি। ভাবিতে ভাবিতে তিনি জলধিতে স্নান করিতে গেলেন ; ফিরিয়া আসিবার কালে, একটা বক তাঁহার শরীরের উপর মল পরিত্যাগ করিল। কৃতবোধ বড়ই চটিলেন। তিনি ক্রোধভরে বকের দিকে যেই চাহিলেন, অমনি সেটা ভস্ম হইয়া গেল। কৃতবোধ ভাবিলেন, আমার তপস্যার সিদ্ধি হইয়াছে।

একদিন মধ্যাহ্নকালে, ক্ষুধাতুর হইয়া, কৃতবোধ এক ব্রাহ্মণের গৃহে অতিথি হইলেন। ব্রাহ্মণ তখন ঘুমাইতেছিলেন। তাঁহার পুত্র পিতার পদসেবা করিতেছিলেন। কৃতবোধকে দেখিয়া ব্রাহ্মণ বালক অভ্যর্থনা করিলেন না। ইহাতে তাঁহার ক্রোধের উদয় হইল। তিনি বলিলেন,— 'ওহে ব্রাহ্মণকুমার! আমি অতিথি, আমাকে গৃহে উপস্থিত দেখিয়াও

তুমি কোন কথা কহিতেছ না কেন? তোমার অন্যায় ব্যবহারের প্রতিফল দিতেছি; তুমি আমার তপস্যার বল দেখ।"

ব্রাহ্মণ বালক একটু হাসিয়া উত্তর করিলেন,—"মহাশয়, অত রাগ করিবেন না। আপনি আমার পিতার অতিথি. তিনি জাগিয়া আপনার উপযুক্ত সম্মান করিবেন। আমি পিতৃসেবা করিতেছি। সন্তানের পক্ষে মাতাপিতৃ সেবার ন্যায় তপস্যা আর নাই। আপনি একটা বক ভস্ম করিয়া গর্ব্বিত হইয়াছেন। কিন্তু আমি ত বক নহি যে, আপনি আমাকে ভস্ম করিবেন? অতএব শান্ত হউন। পিতা এখনি আপনার সেবা করিবেন।"

বালকের কথায় কৃতবোধ বড়ই বিস্মিত হইলেন। তিনি কহিলেন,—"ব্রাহ্মণকুমার! আমি এতকাল জপতপস্যা করিয়া যে জ্ঞান লাভ করিতে পারি নাই, তুমি কি করিয়া তাহা পাইলে? আমি বক ভস্ম করিয়াছি, এ কথা ত কেহই জানে না। তুমি বালক হইলেও তোমাকে গুরু স্বীকার করিলাম। বল, কি করিলে আমি তোমার মত ত্রিকালজ্ঞ হইতে পারি।"

ব্রাহ্মণশিশু বলিলেন,—"বারাণসীতে এক ব্যাধ বাস করেন। তাঁহার নাম তুলাধার। তিনি পরম ধার্ম্মিক। আপনি তাঁহার নিকট গমন করুন। কিন্তু অদ্য আপনি আমার পিতার অতিথি। অদ্য আপনাকে এখানে থাকিতে হইবে।" কৃতবোধ 'তাহাই হইবে' বলিয়া সে দিন সেখানে রহিলেন। পরদিন বারাণসীর অভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

কৃতবোধ, তুলাধারের নিকটে উপস্থিত হইলে, ব্যাধ কহিল,—"মহাশয়! আমি আপনার আগমনের কারণ পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছি। আপনি তপোমদে এক ব্রাহ্মণশিশুকে অবজ্ঞা করিয়াছিলেন। তিনি আপনার দর্পচূর্ণ করিয়া আমার নিকট পাঠাইয়াছেন।

ভাল, আমার গৃহে আসুন।” এই বলিয়া, তুলাধার চলিলেন। ব্রাহ্মণ কোন কথা না কহিয়া তাঁহার অনুসরণ করিলেন। ব্যাধ ঘরে গিয়া তাহার মাতাপিতাকে ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম করিল এবং যোড়হাতে, তাঁহাদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিল। পিতা আজ্ঞা করিলেন,—বাছা! অতিথির সৎকার কর। পিতা আদেশ করিলে, তুলাধার যথাবিধানে অতিথির সেবা করিলেন।

ব্যাধের সেবায় কৃতবোধের পথশ্রম দূর হইলে, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—যে কারণে আমি আসিয়াছি, আপনার তাহা অবিদিত নাই। এক্ষণে বলুন, কিসে আমি আপনার মত ত্রিকালজ্ঞ হইতে পারি? তুলাধার কহিলেন,—মহাশয়! আমি একদিন একটা বনে পাখী শিকার করিতে গিয়াছিলাম। জাল পাতিয়া বসিয়া আছি, অকস্মাৎ একটা বৃদ্ধ পক্ষী আমার জালে ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল। অদূরে ঐ পক্ষীশাবক ছিল। বৃদ্ধ পিতাকে এইরূপ বিপন্ন দেখিয়া সে চঞ্চুপুটে কিঞ্চিৎ জল লইয়া তাঁহার মুখে দিল। কিন্তু জল দিতে গিয়া, অসাবধানতা বশতঃ, সে নিজে জালে পড়িয়া প্রাণ হারাইল। পক্ষিশাবক পিতাকে বিপন্ন দেখিয়া, নিজের প্রাণের মায়া ছাড়িয়া, উহার মুখে জল দিয়াছে, এই পুণ্যফলে, দিব্য-দেহ পাইয়া স্বর্গে গিয়াছে। জগতে মাতাপিতার ন্যায় প্রত্যক্ষ দেবতা আর নাই। যাঁহারা মাতাপিতৃ সেবা করেন, তাঁহারা ঘরে বসিয়া সকল তপস্যার ফল লাভ করেন।

আমি পক্ষিশাবকের কার্য্য প্রত্যক্ষ করিয়া এবং একজন ব্রাহ্মণকুমারের নিকটে এই উপদেশ পাইয়া কায়মনে মাতাপিতার আজ্ঞা পালন করিতেছি। আমার যাহা কিছু জ্ঞান জন্মিয়াছে, তাহা একমাত্র মাতাপিতার অনুগ্রহে।

“মহাশয়! আপনি মাতাপিতার মনে কষ্ট দিয়া তপস্যা করিতে

গিয়াছিলেন; পিতা নিষেধ করিলেও তাঁহার কথা শুনেন নাই। এই মহাপাপে, আপনার সকল তপস্যা বিফল হইয়াছে। যদি মঙ্গল লাভ করিতে বাসনা থাকে, তাহা হইলে, অবিলম্বে ঘরে গিয়া জনকজননীর সেবা করুন। তাহা হইলেই আপনি ঘরে বসিয়া সকল তপস্যার ফল পাইবেন।"

ব্যাধের কথায় কৃতবোধের চৈতন্যের উদয় হইল। তিনি গৃহে গিয়া একমনে মাতাপিতৃ সেবায় রত হইলেন। (ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন)

যুধিষ্ঠির ভীষ্মদেবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"যথার্থ ধর্ম্ম কি?" তদুত্তরে ভীষ্মদেব বলিয়াছিলেন—"মাতা পিতার পদে অনুগত থাকিয়া তাঁহাদের সেবা করাই যথার্থ ধর্ম্ম। জনক-জননী যৎকালে যেরূপ অনুজ্ঞা প্রকাশ করিবেন, ন্যায় অন্যায় বিচার না করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পন্ন করা বিধেয়। ফলতঃ মাতাপিতার অনুমতি প্রতিপালন করাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম এবং তাঁহাদের অভিমতির বিরুদ্ধাচরণ করা ঘোরতর অধর্ম্ম বলিয়া জানিবে। ত্রিভুবনে মাতাপিতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ গুরু আর নাই। তাঁহারা ধর্ম্মদ্বেষী বা অন্যবিধ উৎকট দোষে দোষী হইলেও সর্ব্বপ্রযত্নে তাঁহাদের সেবা ও আদেশ প্রতিপালন করা সন্তানের অবশ্য কর্ত্তব্য।

পতিভক্তি (গান্ধারী)।

Hints :—পতিপরায়ণতা——গুরুভক্তি——সন্তানবাৎসল্য——সংযতচেতা——কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা——উদারতা——মনস্বিতা। (প্রবন্ধে লিখিত অংশ ব্যতীত অপর অংশ বালকগণ পূরণ করিবে)।

ভীষ্মকে বিদায় দিয়া গান্ধাররাজ চিন্তিত মনে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। এখন উভয় সঙ্কট! বাগ্‌দান করা হইয়াছে। আর তো ফিরাইবার উপায় নাই। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র যে অন্ধ! সোণার প্রতিমা গান্ধারীর পতি হইবে চক্ষুহীন! যে পতি গান্ধারীর মত পত্নীর রূপ না দেখিল, সে আর দেখিল কি?

রাণী কাঁদিয়া আকুল। হায় মহারাজ, কেবল কুল-গৌরব, আর রাষ্ট্রীয় স্বার্থ বুঝিলে, কিন্তু কন্যার হৃদয় বুঝিলে না! কন্যাসন্তান কি জড় পুত্তলী মাত্র? রাজা রাণী গান্ধারীর কাছে চলিলেন।

গান্ধারী তখন উদ্যানে। সূর্য্য প্রায় মধ্যগগনে উঠি উঠি করিতেছে। খবরটা অন্তঃপুরে এইটুকু মাত্র প্রচারিত হইয়াছে যে গান্ধারীর বিবাহ সম্বন্ধ লইয়া দূত আসিয়াছে। কার সঙ্গে কোথায় বিবাহ এখনও সেকথা ঠিকমত কেহ জানিতে পারে নাই। সখীগণের কাছে কিন্তু ঐটুকুই যথেষ্ট। তাহারা গান্ধারীকে একেবারে পাইয়া বসিয়াছে। বিবাহের কথা লইয়া গানে, কবিতায়, ব্যঙ্গে, রঙ্গে কৌতুক চলিতেছে। গান্ধারী কপট প্রণয়-কোপে কখনও হাস্য, কখনও তর্জ্জন করিতেছেন। বিবাহের চিন্তায় কুমারীর প্রাণে কি এক স্বপ্ন-রাজ্যের মোহাবেশ। লজ্জাসুখমিশ্রিত সে কি অরুণিম তাঁর তরুণ হৃদয়াকাশে।

এই হাস্যপরিহাস, আশা আনন্দের মাঝখানে অশ্রু-সজলনেত্রা রাণীকে লইয়া বিষণ্ণ মহারাজ উদ্যানে উপস্থিত হইলেন।

সখীগণ চমকিতা; গান্ধারী বিস্মিতা। কিছুকাল কাহারও মুখে ভাষা নাই। রাজা বিষাদ-গম্ভীর মুখে ডাকিলেন—"গান্ধারি"—গান্ধারী নতমুখে অবহিত রহিয়াছেন। রাজা কহিলেন—"গান্ধারি" আমি তোমার বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির করিয়াছি। তুমি আমার চির আদরের কন্যা, তুমি লক্ষ্মীস্বরূপিণী—

কহিতে কহিতে রাজার কণ্ঠ রুদ্ধ হইল। রাণী বস্ত্রাঞ্চলে নেত্রমার্জ্জনা করিলেন। সখীগণ ও গান্ধারীর বিস্ময় আরও বাড়িয়া উঠিল। রাজা কহিলেন—

"আমি সত্যব্রত ভীষ্মকে বাগ্‌দান করিয়াছি। ধৃতরাষ্ট্রের সহিত তোমার বিবাহ হইবে। কিন্তু কি বলিব—ধৃতরাষ্ট্র যে অন্ধ। আমি

কি করিলাম, তুচ্ছ কুল-গৌরব দেখিয়া, রাজনৈতিক স্বার্থের জন্ত তোমাকে ভাসাইয়া দিলাম! তোমার স্বামী হইবে অন্ধ! ইহা যে আমি ভাবিতে পারি না।”

রাজা-রাণী কাঁদিতে লাগিলেন। সখীগণের চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত, গান্ধারীর পতি অন্ধ! তবে এ লাবণ্য-বিভব বিধাতা সৃষ্টি করিয়াছেন কেন?

তখন মধ্যাহ্ন সূর্য্যের ভাস্বর-কিরণ গান্ধারীর মুখের উপরে পড়িয়াছে। কি উজ্জ্বল! কি প্রদীপ্ত! গান্ধারী অবনতবদনে; সে মুখে কেবল গাম্ভীর্য্য,—অতি কোমল করুণামাখা, সন্ধ্যার আকাশের মত। রাজারাণী ও সখীগণ চাহিয়া রহিয়াছেন!

গান্ধার-রাজপুরে বিবাহোৎসব; মহা সমারোহ। আনন্দ-প্লাবন। কেবল রাজারাণীর মনে আনন্দ নাই। আর দ্বিধা-কুণ্ঠিত চিত্তে কালযাপন করিতেছেন ধৃতরাষ্ট্র। “কি লজ্জা! আমি যে অন্ধ! শুনিয়াছি গান্ধারী নাকি পরমাসুন্দরী। অন্ধ-ভাগ্যের এ কি বিরাট্ বিদ্রূপ! আর গান্ধারী? তাঁর মনের কথা কে বলিবে?

বাসরগৃহে মহার্ঘ শয্যায় ধৃতরাষ্ট্র উপবিষ্ট। পুর-ললনাগণের নৃত্যগীত কৌতুক সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। নিশা দ্বিপ্রহর। রাজপুরীর জনকোলাহল প্রায় নিস্তব্ধ হইয়া আসিতেছে। এমন সময়ে গান্ধারী একাকিনী, অনাড়ম্বরে পতিসন্নিধানে আগমন করিলেন।

কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া গান্ধারী পতিপদতলে প্রণতা হইলেন। ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন—“কে তুমি?” গান্ধারী কহিলেন—“আমি গান্ধারী।”

কিয়ৎকাল উভয়ে নীরব। উভয়ের অজ্ঞাতসারে সপ্তমীর চন্দ্রের সুধাধবল কিরণরাশি আসিয়া কক্ষটিকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে।

ধৃতরাষ্ট্র করুণস্বরে কহিলেন—“গান্ধারি, আমি যে অন্ধ!”

গান্ধারী নীরবে শুনিতেছেন। ধৃতরাষ্ট্র পুনরায় কহিলেন, "শুনিয়াছি তুমি অনিন্দ্য সুন্দরী। আমি তো তোমাকে দেখিতে পাই না। আমি যে অন্ধ! আমি শুধু জানি, তুমি আমার পত্নী।"

গান্ধারী কহিলেন—"আমিও কিছুই দেখি না। আমি জানি তুমি শুধু আমার স্বামী।"

গান্ধারী পিতার মান রাখিয়াছেন। আর্য্য নারীর গৌরব বাড়াইয়াছেন। কুললক্ষ্মীর ত্যাগের আদর্শ দেখাইয়াছেন। স্বামী অন্ধ জানিয়া চিরকালতরে বস্ত্রদ্বারা চক্ষু বন্ধন করিয়াছেন। স্বামীর অন্ধতা সম্বন্ধে পত্নী এমনি করিয়া অন্ধ হইলেন। যে পৃথিবী তাঁহার স্বামী না দেখিলেন, সে পৃথিবী গান্ধারী দেখিবেন না।

নিজে অন্ধ হইয়া, এমনি করিয়া চির-তরে অন্ধ স্বামীকে চক্ষুষ্মান্ করিলেন। পতি পাইলেন পত্নীকে, আর পত্নী লাভ করিলেন বিশ্বদেবতাকে। কথক—শ্রীহেমচন্দ্র কবিরত্ন।

সীতার বনবাস।

Hints :—(1) সীতার বনবাসের কারণ—প্রজাগণের কুসংস্কার—রামচন্দ্রের প্রজানুরাগ—মুনির তপোবন দর্শন উপলক্ষে সীতা দেবীকে লক্ষ্মণসহ প্রেরণ—পথে সীতার চাঞ্চল্য—লক্ষ্মণের চিত্তচাঞ্চল্য—ভাগীরথীর অপর পার—রামচন্দ্রের আদেশ লক্ষ্মণকর্ত্তৃক প্রকাশ—তৎকালীন লক্ষ্মণ ও সীতার অবস্থা—ভ্রাতৃভক্তি—লক্ষ্মণের বিদায়—বাল্মীকি আশ্রমে সীতাদেবীর গমন—উপসংহার।

সীতার এইরূপ অবস্থা অবলোকন করিয়া, লক্ষ্মণ ভাবিলেন, আর বিলম্ব করা বিধেয় নহে। তখন অনেক যত্নে চিত্তের অপেক্ষাকৃত স্থৈর্য্য সম্পাদন করিয়া, অতিকষ্টে বাক্য নিঃসরণ করিলেন; কহিলেন, "আর্য্যে! বলিব কি, বলিতে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। আপনি একাকিনী রাবণ-গৃহে ছিলেন, সেই কারণে পৌরগণ ও জানপদবর্গ আপনার চরিত্র বিষয়ে সন্দিহান হইয়া, অপবাদ ঘোষণা করিয়া থাকে।

আর্য্য তাহা শুনিয়া একেবারে স্নেহ, দয়া ও মমতা বিসর্জ্জন দিয়া, অপবাদ বিমোচনার্থ আপনাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। আমাকে এই আদেশ করিয়াছেন, 'তুমি তপোবন দর্শনচ্ছলে লইয়া গিয়া বাল্মীকির আশ্রমে পরিত্যাগ করিয়া আসিবে।' এই সেই বাল্মীকির আশ্রম।"

এই বলিয়া লক্ষ্মণ ভূতলে পতিত ও মূর্চ্ছিত হইলেন। সীতাও শ্রবণমাত্র হতচেতনা হইয়া, বাতাভিহতা কদলীর ন্যায়, ভূতলশায়িনী হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে লক্ষ্মণের সংজ্ঞালাভ হইলে, তিনি অনেক যত্নে জানকীর চৈতন্য সম্পাদন করিলেন। জানকী চেতনা লাভ করিয়া উন্মত্তার ন্যায়, স্থির নয়নে লক্ষ্মণের বদন নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণ, হতবুদ্ধির ন্যায়, চিত্রার্পিতপ্রায়, অধোবদনে গলদশ্রুনয়নে দণ্ডায়মান রহিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে, সীতার নয়নযুগল হইতে প্রবল বেগে বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল, ঘন ঘন নিশ্বাস বহিতে লাগিল, সর্ব্ব-শরীর কম্পিত হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে লক্ষ্মণ, যৎপরোনাস্তি ব্যাকুল হইয়া, সীতাকে প্রবোধ দিবার নিমিত্ত চেষ্টা পাইলেন; কিন্তু কি বলিয়া প্রবোধ দিবেন, তাহার কিছুই দেখিতে না পাইয়া, হতবুদ্ধি হইয়া, কেবল অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

এই ভাবে কিয়ৎক্ষণ অতীত হইলে পর, সীতা চিত্তের অপেক্ষাকৃত স্থৈর্য্য সম্পাদন করিয়া কহিলেন, "লক্ষ্মণ! কার দোষ দিব; সকলই আমার অদৃষ্টের দোষ; নতুবা রাজার কন্যা, রাজার বধূ ও রাজার মহিষী হইয়া, কে কখন্ আমার মত চিরদুঃখিনী হইয়াছে বল? বুঝিলাম, যাবজ্জীবন দুঃখভোগের নিমিত্তই আমার নারীজন্ম হইয়াছিল। বৎস! অবশেষে আমার যে এ অবস্থা ঘটিবে, তাহা কাহার মনে ছিল? বহু-কালের পর আর্য্যপুত্রের সহিত সমাগত হইলে ভাবিয়াছিলাম, বুঝি, এই অবধি দুঃখের অবসান হইল; কিন্তু বিধাতা যে আমার কপালে সহস্রগুণ

অধিক দুঃখ লিখিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা স্বপ্নেও জানিতাম না। হায় রে বিধাতঃ! তোর মনে কি এতই ছিল?"

এই বলিতে বলিতে জানকীর কণ্ঠরোধ হইয়া গেল। তিনি কিয়ৎক্ষণ বাক্য নিঃসরণ করিতে পারিলেন না। অনন্তর দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কহিলেন, "লক্ষ্মণ! আমি জন্মান্তরে কত মহাপাতক করিয়াছিলাম বলিতে পারি না; নতুবা বিধাতা আমার কপালে এত দুঃখভোগ লিখিবেন কেন? বিধাতারই বা অপরাধ কি, সকলে আপন আপন কর্ম্মের ফলভোগ করে; আমি জন্মান্তরে যেমন কর্ম্ম করিয়াছিলাম এজন্মে সেইরূপ ফল ভোগ করিতেছি। বোধ করি পূর্ব্বজন্মে কোন পতিপ্রাণা কামিনীকে পতিবিয়োজিতা করিয়াছিলাম, সেই মহাপাপেই আজি আমার এই দুরবস্থা ঘটিল; নতুবা আর্য্যপুত্রের হৃদয় স্নেহ, দয়া ও মমতায় পরিপূর্ণ, আমিও যে একান্ত পতিপ্রাণা ও শুদ্ধচারিণী, তাহাও তিনি বিলক্ষণ জানেন; তথাপি যে এমন সময়ে আমায় পরিত্যাগ করিলেন, সে কেবল আমার পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত কর্ম্মের ফলভোগ। বৎস! আমি বনবাসে কাতরা নহি। আর্য্যপুত্রের সহবাসে বহুকাল ছিলাম, তাহাতে একদিন এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তেও আমার অন্তঃকরণে দুঃখের লেশমাত্র ছিল না। আর্য্যপুত্র সহবাসে যাবজ্জীবন বনবাসে থাকিলেও, আমার কিছুমাত্র অসুখ হইত না। সে যাহা হউক, আমার অন্তঃকরণে এই দুঃখ হইতেছে, আর্য্যপুত্র কি অপরাধে পরিত্যাগ করিয়াছেন, মুনি পত্নীরা জিজ্ঞাসা করিলে, আমি কি উত্তর দিব? তাঁহারা আর্য্যপুত্রকে করুণাসাগর বলিয়া জানেন; আমি প্রকৃত কারণ কহিলে তাঁহারা কখনই বিশ্বাস করিবেন না; অবশ্যই ভাবিবেন, আমি কোন ঘোরতর অপরাধ করিয়াছিলাম, তাহাতেই তিনি আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। বৎস! বলিতে কি, যদি অন্তঃসত্ত্বা না

হইতাম, তবে এই মুহূর্ত্তেই তোমার সমক্ষে জাহ্নবীজলে প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করিতাম। আর আমার জীবন ধারণের ফল কি বল? এমন অবস্থাতেও কি প্রাণ রাখিতে হয়? আমি এই আশ্চর্য্য বোধ করিতেছি, আর্য্যপুত্র পরিত্যাগ করিয়াছেন শুনিয়াও আমার প্রাণত্যাগ হইল না। বোধ করি, আমার মত কঠিন প্রাণ আর কাহারও নাই, নতুবা এখনও নির্গত হইতেছে না কেন? অথবা বিধাতা আমাকে চিরঃদুখিনী করিবার সংকল্প করিয়াছেন, প্রাণত্যাগ হইলে তাঁহার সে সংকল্প বিফল হইয়া যায়, এই জন্যই জীবিতা রহিয়াছি।"

এই বলিয়া একান্ত শোকাকুলা হইয়া কিয়ৎক্ষণ মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন; অনন্তর অত্যন্ত কাতর স্বরে কহিতে লাগিলেন, "লক্ষ্মণ! আমার অদৃষ্টে যাহা ঘটিয়াছে, আমি সেজন্য তত কাতরা নহি, পাছে আর্য্যপুত্রের মনে ক্লেশ হয়, সেই ভাবনাতেই আমি অস্থিরা হইতেছি। তাঁহাকে বিনয় করিয়া বলিবে, তিনি যেন শোক সংবরণ করিয়া ত্বরায় সুস্থচিত্ত হন। আমার ক্লেশের একশেষ হইয়াছে যথার্থ বটে, কিন্তু আমি তাঁহাকে অণুমাত্রও দোষ দিব না; আমার যেমন অদৃষ্ট তেমনই ঘটিয়াছে, সেজন্য তিনি যেন ক্ষোভ না করেন। বৎস! তোমায় আমার অনুরোধ এই, তুমি সর্ব্বদা তাঁহার নিকটে থাকিবে, ক্ষণকালের নিমিত্তেও তাঁহাকে একাকী থাকিতে দিবে না, একাকী থাকিলেই তাঁহার উৎকণ্ঠা ও অসুখ বাড়িবে। তিনি ভাল থাকিলেই আমার ভাল। যাহাতে তিনি সুখে থাকেন, সে বিষয়ে সর্ব্বদা যত্ন করিবে।" এই বলিয়া লক্ষ্মণের হস্তে ধরিয়া বাষ্পপরিপ্লুত-লোচনে করুণ বচনে কহিলেন, "তুমি আমার নিকট শপথ করিয়া বল, এ বিষয়ে কদাচ ঔদাস্য করিবে না। আমি তপোবনে থাকিয়া যদি লোকমুখে শুনিতে পাই, আর্য্যপুত্র কুশলে আছেন তাহা হইলে আমার সকল দুঃখ দূর হইবেক।"

এই বলিতে বলিতে সীতার নয়নযুগল হইতে অবিরল ধারায় বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল। তদীয় পতিপরায়ণতার সম্পূর্ণপ্রমাণপূর্ণ বচনপরম্পরা শ্রবণগোচর করিয়া, লক্ষ্মণের শোকাবেগ প্রলয়বেগে উচ্ছলিত হইয়া উঠিল; নয়নজলে বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতে লাগিল। সীতা লক্ষ্মণকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, "বৎস! শোকাবেগ সংবরণ করিয়া ত্বরায় তুমি আর্য্যপুত্রের নিকটে যাও, আর বিলম্ব করিও না।" বারংবার এইরূপ কহিয়া লক্ষ্মণকে বিদায় করিবার নিমিত্ত ব্যস্ত হইলেন। তখন লক্ষ্মণ প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন, এবং গলদশ্রুলোচনে কাতর বচনে কহিতে লাগিলেন, "আর্য্যে! আপনি পূর্ব্বাপর দেখিয়া আসিতেছেন, আমি আর্য্যের একান্ত আজ্ঞাবহ; যখন যাহা আদেশ করেন, দ্বিরুক্তি না করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহা প্রতিপালন করি; প্রাণান্ত স্বীকার করিয়াও অগ্রজের আজ্ঞা প্রতিপালন করা অনুজের প্রধান ধর্ম্ম। আমি সেই অনুজধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া, আর্য্যের এই বিষম আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে আসিয়াছিলাম; আমি যে পাষাণহৃদয়ের কর্ম্ম করিবার ভার গ্রহণ করিয়াছিলাম, তাহা সম্পন্ন করিয়াছি। প্রার্থনা এই, আমার প্রতি আপনার যে অনির্ব্বচনীয় স্নেহ ও বাৎসল্য আছে, তাহার যেন বৈলক্ষণ্য না হয়। আর আর্য্যের আদেশ অনুসারে এরূপ নৃশংস ব্যবহার করিয়া, আমি যে বিষম অপরাধ করিয়াছি, কৃপা করিয়া আমার সেই অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন।"

লক্ষ্মণকে এইরূপ শোকাভিভূত দেখিয়া সীতা কহিলেন, "বৎস! তোমার অপরাধ কি? তুমি কেন অকারণে এত কাতর হইতেছ ও পরিতাপ করিতেছ? তোমার উপর রুষ্ট বা অসন্তুষ্ট হইবার কথা দূরে থাকুক, আমি কায়মনোবাক্যে দেবতাদিগের নিকট নিয়ত এই প্রার্থনা করিব, যেন জন্মান্তরে তোমার মত গুণের দেবর পাই; তুমি চিরজীবি

হও। তুমি অযোধ্যায় গিয়া আর্য্যপুত্রচরণে আমার প্রণাম জানাইবে, ভরত, শত্রুঘ্ন ও আমার ভগিনীদিগকে সস্নেহ-সম্ভাষণ করিবে, শ্বশ্রূদেবীরা ভগবান্ ঋষ্যশৃঙ্গের আশ্রম হইতে আগমন করিলে, তাঁহাদের চরণে আমার সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত নিবেদন করিবে। বৎস! তোমায় আর একটি কথা বলিয়া দি; আমি চিরদুঃখিনী, বিধাতা আমার অদৃষ্টে সুখ লিখেন নাই, সুতরাং আমার যে সর্ব্বনাশ ঘটিল তাহাতে আমি দুঃখিতা নহি। কিন্তু এই করিও, যেন আমার ভগিনীগুলি দুঃখ না পায়। তাহারা আমার নিমিত্ত অত্যন্ত শোকাকুলা হইবেক; যাহাতে ত্বরায় তাহাদের শোকনিবৃত্তি হয়, সে বিষয়ে তোমরা তিনজনে সতত যত্ন করিও, তাহারা সুখে থাকিলেও আমার অনেক দুঃখ নিবারণ হইবেক। তাহাদিগকে বলিবে "আমি অদৃষ্টের ফল ভোগ করিতেছি, আমার জন্য শোকাকুলা হইবার ও ক্লেশ ভোগ করিবার কোন প্রয়োজন নাই।"

এই বলিয়া স্নেহভরে বারংবার আশীর্ব্বাদ করিয়া লক্ষ্মণকে প্রস্থান করিতে বলিলেন। লক্ষ্মণ বাষ্পাকুললোচনে গদ্‌গদবচনে "আর্য্যে! আমার অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন" অঞ্জলিবন্ধনপূর্ব্বক এই কথা বলিয়া, পুনরায় প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া নৌকায় আরোহণ করিলেন। সীতা অবিচলিত মনে নিরীক্ষণ করিয়া রহিলেন। নৌকা ক্ষণকালমধ্যে ভাগীরথীর অপর পারে সংলগ্ন হইল। লক্ষ্মণ তীরে উত্তীর্ণ হইলেন, এবং কিয়ৎক্ষণ নিস্পন্দনয়নে জানকীকে নিরীক্ষণ করিয়া, অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে রথে আরোহণ করিলেন। রথ চলিতে আরম্ভ করিল। যতক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়, লক্ষ্মণ অনিমেষনয়নে সীতাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন; সীতাও স্থির নয়নে সেই রথে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন। রথ ক্রমে ক্রমে দূরবর্ত্তী হইল। তখন লক্ষ্মণ আর সীতাকে লক্ষিত করিতে না পারিয়া, হাহাকার ও শিরে করাঘাত করিয়া রোদন

করিতে লাগিলেন। সীতাও রথ নয়নপথের অতীত হইবা মাত্র, যূথ-বিরহিতা কুররীর ন্যায়, উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিলেন।

(৺ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর)

নৈয়ায়িক পত্নী।

নবদ্বীপের প্রসিদ্ধ-নৈয়ায়িক মথুরানাথের পত্নী স্নান করিতেছিলেন। সেই ঘাটে রাজপত্নীও স্নান করিতে আসিয়াছিলেন। দৈবক্রমে মথুরানাথপত্নীর গা-মোছার জল রাণীর গাত্রে লাগায়, দাসীরা তাঁহাকে অত্যন্ত তিরস্কার করিতে লাগিল। তিনি সাবধান হইলেন, কিন্তু কোন উত্তর করিলেন না। ইহাতে দাসীরা তাঁহার গর্ব্ব মনে করিল। তাঁহার গাত্রে কোন অলঙ্কার ছিল না—কেবল আয়তীর চিহ্ন স্বরূপ মণিবন্ধে এক এক গাছি রাঙ্গা সূতা বান্ধা ছিল। দাসীরা তাহাই লক্ষ্য করিয়া কহিল, "মাগীর তেজ দেখ! অহঙ্কারে কথা কহিলেন না। এদিকে ত হাতে রাঙ্গা সূতা কেবল সম্বল!"—তখন নৈয়ায়িকপত্নী ক্রোধভরে কহিলেন, "দেখ্, আমার হাতের এই রাঙ্গাসূতাই নবদ্বীপকে আলো করিয়া রাখিয়াছে—এ সূতা খসিলেই নবদ্বীপ অন্ধকারময় হইবে—তোদের রাণীর ঐ সকল স্বর্ণালঙ্কারের আভায় সে অন্ধকার নিবারণ করিতে পারিবে না।"

৺রামগতি ন্যায়রত্ন।

Exercise.

তোমার বাল্যবন্ধুগণ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখ।

(Matr. Ex. 1920.)

বন্ধুত্ব।

Hints :—(1) বন্ধুত্ব কি এবং কিরূপ লোকের সহিত বন্ধুত্ব করা উচিত——(2) বাল্যবন্ধুগণ (পরস্পর একরূপ অনুষ্ঠানকারী তুল্য বয়স, এক সঙ্গে পঠন উপবেশনাদি) (3) বন্ধুর প্রতি কর্ত্তব্য——(4) কি কারণে বন্ধুত্ব নষ্ট হয়——(5) বন্ধুর উপযুক্ত পাত্র

——(6) প্রকৃত মিত্রের উপকারিতা—দৃষ্টান্ত (7) কপট বন্ধুবের অপকারিতা—দৃষ্টান্ত (৪) উপসংহার।

"উৎসবে ব্যসনে চৈব দুর্ভিক্ষে রাষ্ট্রবিপ্লবে।
রাজদ্বারে শ্মশানে চ যস্তিষ্ঠতি স বান্ধবঃ।" (হিতোপদেশ)।

যে অরণ্যে বাস করে, সে হয় পশু না হয় দেবতা। কারণ বনে বাস করিয়া স্বীয় স্বার্থ সিদ্ধি করিতে সংসার-বিদ্বেষীর বাসনা জন্মে। যখন সংসারে কেহই তাহার কার্য্যে সহানুভূতি প্রকাশ করে না, তখন সে করুণাধার উদ্ভিদরাজ্যে বাস করিয়া মানবজাতিকে বিদ্বেষানলে দগ্ধীভূত করিতে চেষ্টা করে। এই শ্রেণীর লোক নিশ্চয়ই পশু-ভাবাপন্ন। কিন্তু যিনি সংসার প্রবৃত্তির লীলাভূমি মনে করিয়া নিবৃত্তিমার্গ আশ্রয় করিয়াছেন, কর্ম্মভূমি অসার মনে করিয়া যোগপথের পথিক হইয়াছেন, পরমার্থ-লাভই যাঁহার একমাত্র লক্ষ্য, তাঁহাকে দেবতা বই আর কি বলা যাইতে পারে? কিন্তু এইরূপ মহাপুরুষ ইদানীং প্রায়ই দেখা যায় না। সুখের বিষয় অধিকাংশ মানব মহাপুরুষদিগের ন্যায় জীবন লাভ করিতে না পারিলেও পূর্ব্বোক্ত বিশ্ব-নিন্দকদিগের সঙ্গ-লাভের বাসনা করেন না।

মানব স্বভাবতঃ সঙ্গপ্রিয়। আসঙ্গলিপ্সা না থাকিলে সমাজের অস্তিত্ব থাকিত না। এই সমাজ-প্রিয় মানবের নিকট অরণ্য অতি ভীষণ পদার্থ। কিন্তু বন্ধুহীন পৃথিবী তদপেক্ষাও ভীষণ। বস্তুতঃ বন্ধু না থাকিলে জগৎ শ্মশান তুল্য হইত। যে বন্ধুত্বের রসাস্বাদনে অক্ষম, তাহাকে পশু অপেক্ষাও দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে। তাহার দেহ মানবের ন্যায় হইলেও প্রকৃতি পশু হইতেও নীচ ও ঘৃণ্য।

শারীরিক রোগের ন্যায় মানসিক রোগও অতিশয় ভয়প্রদ। যকৃৎ, প্লীহা, হৃদ্‌রোগ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ঔষধ ব্যবহারে দূরীভূত হইয়া থাকে। কিন্তু বন্ধুত্বই মানসিক বিকৃতির একমাত্র ভেষজ। দুঃখ, সুখ, ভয়, আশা, সন্দেহ সমুদয়ই বন্ধুর নিকট ব্যক্ত করা যায়। বস্তুতঃ

অন্তর্দাহ কালে কেবল বন্ধুই শান্তিবারি সেচন করিয়া উহা নির্ব্বাপিত করিতে সমর্থ হন। বন্ধুহীন পৃথিবী চন্দ্রহীন অমানিশার ন্যায় প্রতীয়মান হয়। মানবমাত্রেই প্রিয়তম সুহৃদ-লাভাকাঙ্ক্ষী। অতিশয় অত্যাচারী সার্ব্বভৌম নরপতিও বন্ধুহীন হইয়া বাস করিতে পারেন না। তাঁহারা স্ব স্ব প্রজা মণ্ডলী হইতে মিত্র নির্ব্বাচন করিয়া লন। তাঁহারা বন্ধুকে কখন কখন এরূপ ক্ষমতা প্রদান করেন যে, তদ্দ্বারা স্বীয় প্রাণ ও রাজ্যনাশের আশঙ্কা উপস্থিত হয়। তথাপি বন্ধুত্বের অনুরোধে তৎপ্রতি ভ্রুক্ষেপও করেন না।

প্রিয়তমা পত্নী, প্রাণসম সন্তান, দেবোপম মাতাপিতা এবং স্নেহাধার ভ্রাতা ভগিনী থাকিতেও প্রাণ যেন কোন্ অপূর্ব্ব ধনের নিমিত্ত ব্যাকুল হয়। ঐ অমূল্য নিধি যতদিন প্রাপ্ত হওয়া না যায় ততদিন হৃদয়-নিকেতন শূন্য বলিয়া বোধ হয়। বন্ধুত্ব যে ঈশ্বর-অভিপ্রেত, প্রাণের এই ব্যাকুলতা স্পষ্টাক্ষরে তাহা নির্দ্দেশ করিতেছে। যদি হৃদয়-মন্দির পবিত্রতার আবাস-ভূমি করিতে বাসনা হয়, সংসার-মরু শান্তি-নিকেতনে পরিণত করিতে কামনা জন্মে, তবে বন্ধুত্বরূপ অমৃত-ফলের রসাস্বাদনে প্রবৃত্ত হও। এই মরলোক যদি কখনও অমর-ভূমির সদৃশ হয়, তাহা সম্ভবতঃ বন্ধুত্ব হইতেই হইবে।

যে ব্যক্তি হৃদয়-কবাট প্রিয়তম মিত্রের নিকটও উদ্‌ঘাটন করিতে শঙ্কিত, সে নিশ্চয়ই স্বীয় হৃৎপিণ্ড ভক্ষণ করিয়া থাকে। কারণ তাহার হৃদয়-ভূমি স্বার্থপরতা-রূপ অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। ঐ তমোরাশি মিত্রতারূপ আলোকে বিভাসিত না হওয়ায়, সে সেই অন্ধকূপেই বদ্ধ হইয়া থাকে। বন্ধুর বাক্যামৃত পান করিতে না পারিয়া, স্বীয় হৃদয়স্থিত গরলরাশি কোনরূপে উদ্গীরণ করিয়া পুনরায় গলাধঃকরণ করিয়া থাকে।

বন্ধুর সঙ্গ যেমন সুখপ্রদ, বাক্যও তেমনি আনন্দদায়ক। তাঁহার নিকট

হৃদয়-দ্বার উদ্ঘাটন করিলে চিত্তভূমি অপূর্ব্ব রসে আপ্লুত হইয়া থাকে। তাঁহার সুধামাখা কথা শুনিয়া অন্তঃকরণে আনন্দ রসের উদয় হয় এবং দুঃখ-জলধর হৃদয়াকাশ হইতে উপদেশ-বায়ুবেগে অন্তর্হিত হইয়া যায়।

মিত্রের আর একটি প্রধান গুণ এই যে যতই তাঁহার নিকট আনন্দ প্রকাশ করা যায়, আনন্দবেগ ততই বর্দ্ধিত হইতে থাকে। কেবল ইহাই নহে, দুঃখানল হৃদয়-মন্দির দগ্ধ করিতে উদ্যত হইলে বন্ধু শান্তিবারি সেচন করিয়া উহা নির্ব্বাপিত করেন। নিজ বন্ধুর দুঃখভার স্কন্ধে লইয়া উহা লাঘব করিতে সচেষ্ট হন।

মিত্রতা যেরূপ হৃদয়ের উন্নতি ও শান্তি সাধক, সেইরূপ বুদ্ধিরাজ্যের উৎকৃষ্ট নিয়ন্তা ও পরিচালক। হৃদয়াকাশ ক্লেশ-রূপ মেঘ ও দুঃখ-রূপ ঝটিকায় আচ্ছন্ন হইলে বন্ধু-রূপ পবন তাহা আনয়ন করিতে সমর্থ হয়। বুদ্ধিরাজ্য চিন্তা-রূপ তিমিরে আবৃত হইলে কেবল মিত্রতা-রূপ সূর্য্যই তাহা নাশ করিয়া থাকে। যিনি স্বভাবতঃ চিন্তাশীল, তাঁহার প্রতিভা ও ধীশক্তি বন্ধুর সহিত আলাপে বিকসিত হইয়া থাকে কথোপকথন কালে, মানসিক ভাবগুলি আন্দোলিত ও পরে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দিব্য শ্রী ধারণ করে। অবশেষে বাক্যালাপের ফল-স্বরূপ মানসে বিশুদ্ধ জ্ঞান সঞ্চিত হয়।

বন্ধু ও স্তাবকে যতদূর অন্তর, মিত্রের উপদেশ ও নিজ উপদেশে ততদূর ব্যবধান। মানব আপনাকে যতদূর উচ্চ মনে করিয়া থাকে অতিনীচ তোষামোদকারীও ততদূর জ্ঞান করে না! সুতরাং নিজের ন্যায় স্তাবক আর কেহই নাই। অকৃত্রিম মিত্রতাই এই তোষামোদ রোগের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভেষজ।

উপদেশ দ্বিবিধ। ব্যবহার কালে এক প্রকার ও কার্য্যকালে অন্য প্রকারের প্রয়োজন। হৃদয়ই ব্যবহারের জন্মভূমি। সুতরাং হৃদয়ের

শান্তির নিমিত্ত মিত্রের অন্বেষণ স্বভাবসিদ্ধ। মিত্রের প্রণয় ও পবিত্র উপদেশ ভিন্ন চিত্তবিকৃতি নিবারণের আর কোন সহজ পন্থা এপর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। আত্ম-শাসন, সদ্গ্রন্থ অধ্যয়ন বা অন্যের দোষ দর্শনে অভিজ্ঞতা লাভ এ সমুদয় সহজ ব্যাপার নহে। কিন্তু বন্ধুর নিকট উপদেশ গ্রহণ সকলেরই সাধ্যায়ত্ত ও অনায়াসলভ্য। অথচ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ফলপ্রদ।

বিশ্ব ব্যাপার যখন দুইটি বস্তুর সম্মিলনে সাধিত হয়, তখন মিত্রহীন মানব যে এইরূপ হাস্যাস্পদ বস্তু তাহার সন্দেহ নাই। যখন সে পরস্পর বিরোধী ব্যাপারে প্রবৃত্ত হয়, তখন মিত্র ভিন্ন তাহার উদ্ধারের আর কোন উপায় থাকে না। কার্য্যকালে মিত্রের উপদেশ যেরূপ উপকারী, অন্য কিছুই তদ্রূপ নহে। উপদেশ গ্রহণ করিতে হইলে, জ্ঞানবান্ বিশুদ্ধহৃদয় মিত্রের উপদেশ গ্রহণই কর্ত্তব্য। কিন্তু উপদেশ অংশতঃ গ্রহণ কর্ত্তব্য নহে।

এক বিষয়ে এক মিত্রের, অপর বিষয়ে অন্য মিত্রের উপদেশ গ্রহণ অবিধেয়। উপদেশ গ্রহণ না করাও ভাল তথাপি বিভিন্ন প্রকৃতির মনুষ্যের নিকট হইতে বিভিন্ন প্রকার উপদেশ অনুসারে কার্য্য করা অনুচিত। যেমন কোন বিচক্ষণ চিকিৎসক রোগ বিশেষ আরাম করিতে পারিলেও, রোগীর ধাতু বিষয়ে অনভিজ্ঞতা হেতু, তাহাকে অবশেষে শমন সদনে প্রেরণ করেন, তেমনি উপদেশ-প্রার্থীর হৃদয়-কবাট উদ্ঘাটিত করিতে না পারিয়াও যিনি তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে চেষ্টা পান, তাঁহার সমুদয় চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যায়। সুতরাং যে কোন ব্যক্তির উপদেশ গ্রহণ অবিধেয়। কেবল এক অকৃত্রিম সুহৃদের বাক্যে কর্ণপাত ও তদুপদেশানুযায়ী কার্য্য করা কর্ত্তব্য।

অধ্যাপক—শ্রীহেমচন্দ্র সরকার, এম, এ,

সৎসংসর্গ ও সদুপদেশ।

সংসর্গ (Society).

"সংসর্গজা দোষ গুণ ভবন্তি।"

Hintts :—(1) প্রয়োজনীয়তা (মানব একাকী থাকিলে সংসার চলে না) (2) সংসর্গ দুই প্রকার (সৎ ও অসৎ) (3) সৎসংসর্গের গুণ (সদাচার, সত্য কথন, সংযম, আস্তিকতা, লোভসংবরণ, দয়া এবং কর্ত্তব্যপরায়ণতা, অধ্যবসায়, নিয়মানুবর্ত্তিতা, কষ্টসহিষ্ণুতা প্রভৃতি গুণের অধিকারী হইয়া ও সংসারের উন্নতি করিয়া সাধারণের প্রিয় হইতে পারে, (রত্নাকরের ও জগাই মাধাইর দৃষ্টান্ত) (4) অসৎসঙ্গের দোষ (মিথ্যা, প্রবঞ্চনা নাস্তিকতা, জাল এবং ষড়রিপুর প্রভাব বৃদ্ধি জন্ত বিবিধ বিপদ্ ও অশান্তি দৃষ্টান্ত—মন্থরার কুপরামর্শে কৈকেয়ী রামবনবাসের কারণ হন) (5) উপসংহার।

মানবের বিদ্যা, ধন, রূপ, দৈহিক বল এবং কৃতিত্ব প্রভৃতি যত কিছু থাকুক না থাকুক চরিত্রবিহীন হইলে সমস্তই বিফল। চরিত্রই মানবের অবিনশ্বর সম্পত্তি। এই অমূল্য সম্পত্তির অধিকারী হইতে পারিলে, মানব মর-জগতে থাকিয়াও অমরত্ব লাভ করিয়া থাকে। চরিত্রবান্ ব্যক্তি সমাজের শুভানুধ্যায়ী ও উন্নতির পথ-প্রদর্শক। আবার চরিত্রবিহীন লোক সমাজের কণ্টক ও পাপ-পথের পরিচালক; অতএব চরিত্রবান্ ও চরিত্র-বিহীনে স্বর্গ-নরক-সদৃশ প্রভেদ।

চরিত্রবান্ ব্যক্তি বাক্যে ও কার্য্যে সর্ব্বদা সৎপথ অবলম্বন করিয়া থাকেন। তাঁহারা কার্য্য সাধন সময়ে, কোনরূপ কুটিল নীতির আশ্রয় গ্রহণ করেন না। ইঁহাদের আত্মগৌরব এতাদৃশ প্রবল যে, নিকটে অন্যায় কার্য্যের কণামাত্র উপস্থিত হইলে, আপনাদিগকে অপমানিত মনে করেন।

অসচ্চরিত্র বিদ্বান্ অপেক্ষা সচ্চরিত্র অজ্ঞ অধিক আদরণীয়। অসচ্চরিত্র বিদ্বান্ সমাজের প্রভূত অনিষ্টকর। শাস্ত্র বলে,—"যে সর্পের মস্তকে মাণিক, সেই সর্পই বিশেষ ভয়াবহ ও মারাত্মক।" অতএব

অসচ্চরিত্র পণ্ডিত বা রাজাই হউন, কোন ক্রমে তাঁহাদের সংসর্গে থাকা উচিত নহে। অসচ্চরিত্রের কার্য্যকলাপ ব্যঙ্গচ্ছলে ও অনুকরণে নিবৃত্ত থাকিবে; অনুকরণ করিলেই উহা অভ্যস্ত হইয়া পড়ে।

• সুশিক্ষা ও অভ্যাস দ্বারা চরিত্র গঠিত হয়। বালকগণ স্বভাবতঃ অনুকরণ প্রিয়; যেরূপ দেখিবে, সেইরূপ করিতেই তাহাদের প্রবৃত্তি জন্মিবে। এ নিমিত্ত মাতাপিতার চরিত্র ও কার্য্যকলাপ, অনেকাংশে সন্তানে সংক্রামিত হইযা থাকে। যিনি বিনয়ী, দাতা ও পরদুঃখকাতর, তাঁহার সন্তানও ঐ সকল গুণশালী হইয়া থাকে। এইরূপে ভক্তি, প্রীতি, দয়া ও স্নেহাদি সদ্বৃত্তিগুলি দেখিতে দেখিতে শিক্ষা হয়, এবং বয়োবৃদ্ধি সহকারে ঐ সকল বৃত্তির স্ফূরণ হইতে থাকে। এইরূপেই সদসৎ চরিত্রের গঠন হয়।

স্থলবিশেষে এই নিয়মের ব্যত্যয় দেখা যায় বটে, তাহার কারণ স্বভাব গুণে কেহ সুশীল আর কেহ বা দুঃশীল হইয়া থাকে। যাহা স্বভাব, তাহা সর্ব্বোপরি অবস্থান করে। সেই জন্যই কোন লব্ধ-প্রতিষ্ঠ লেখক লিখিয়াছেন,—"স্বভাব সর্ব্বোপরি প্রবল বটে, কিন্তু অভ্যাসও সামান্য প্রবল নহে।" অতএব যেরূপ সংসর্গে অবস্থান করিবে, সেই-রূপ স্বভাব সম্পূর্ণ না হউক, আংশিক রূপে অবশ্যই হইবে। স্বীয় চরিত্র হইতে উন্নত চরিত্রের সংসর্গে থাকিলে উচ্চ, এবং হীন সহবাসে অবস্থান করিলে চরিত্রহীন ও অধঃপতিত হইতে হয়।

বিশুদ্ধ স্বর্ণকে ভস্মরাশি বা তত্তুল্য কোন অপরিচ্ছন্ন দ্রব্য মধ্যে স্থাপন করিলে স্বর্ণত্ব নষ্ট হয় না বটে, কিন্তু তাহার উজ্জ্বলতার কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়। আবার প্রজ্জ্বলিত বহ্নি মধ্যে কৃষ্ণবর্ণ কয়লা নিক্ষেপ করিলে, উহা প্রদীপ্ত অগ্নিবর্ণে পরিণত হয়। সদুপদেশ ও সৎসংসর্গে মানব-চরিত্র কিরূপ পরিবর্ত্তিত হয়, মহর্ষি বাল্মীকি-চরিত তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

(রত্নাকরের দস্যুবৃত্তি ও তাহার কারণ—ব্রহ্মা ও নারদ ঋষির উপদেশে রত্নাকরের পরিবারবর্গের নিকট গমন—দীক্ষাগ্রহণ—কঠোর তপস্যা—বাল্মীকি নামের কারণ—বাল্মীকির পরিণাম (বালকগণ লিখিবে)।

কুসঙ্গ।— কুসঙ্গ সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য। কুসঙ্গ বলিতে কেবল কুচরিত্র ব্যক্তিগণের সহিত মিলন ও আলাপ ব্যবহার বুঝিবে না। কুগ্রন্থ অধ্যয়ন, কুচিত্র দর্শন, কুবাক্য কি কুসঙ্গীত শ্রবণ, সমস্তই কুসঙ্গের মধ্যে পরিগণিত। যাহা দর্শন করিলে, যাহা শ্রবণ করিলে, যাহা উচ্চারণ করিলে অথবা চিন্তা করিলে মনে কুভাবের উদয় হয় তাহা সমস্তই বর্জ্জনীয়।

যদি সুগ্রন্থ পড়িলে মন উন্নত হয়, তবে কুগ্রন্থ পড়িলে কেন অবনত হইবে না? যদি সুচিত্র দর্শনে মনে পবিত্র ভাবের উদয় হয়, তবে কুচিত্র দর্শনে কেন অপবিত্র ভাবের উদয় হইবে না? যদি সুসঙ্গীত কি সুবাক্য শ্রবণে হৃদয় মধুর ভাবে বিহ্বল হয়, তবে কুসঙ্গীত, কি কুবাক্য শ্রবণে কেন কুৎসিত ভাবে চিত্ত বিভ্রান্ত হইবে না?

কুসঙ্গ যেমন সর্ব্বনাশক এমন আর কিছুই নয়। যে সকল ব্যক্তির অধঃপতন হইয়াছে, জিজ্ঞাসা কর, বোধ হয় প্রায় তাহাদের সকলের মুখে শুনিতে পাইবে, কুসংসর্গই অধঃপতনের কারণ। মন্দপথে চালাইবার ব্যক্তির অন্ত নাই, সুপথের সহযাত্রী অতিঅল্প। শ্রীঅশ্বিনীকুমার দত্ত।

Exercise.

"ছাত্রজীবনে-কর্ত্তব্য"-শীর্ষক অবলম্বনে একটি প্রবন্ধ লিখ।

(Matr. Ex. 1919.)

Points :—(1) পিতামাতা ও শিক্ষকের প্রতি ভক্তি ও আদেশ পালন (2) পাঠে মনোযোগ ও নিয়মানুবর্ত্তিত……(3) কর্ত্তব্য সম্পাদনে নির্ভীকতা……(4) আত্মনির্ভর……(5) অধ্যবসায়……(6) সহানুভূতি……(7) দয়া……(8) শ্রমশীলতা……(9) স্বদেশানুরাগ……(10) সৎকার্য্যে উৎসাহ……(11) মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগ (1) হইতে (11) বালকগণ পূরণ করিবে।

মাতৃভাষার প্রতি ছাত্র সম্প্রদায়ের কর্ত্তব্য।

১। সর্ব্বদেশের সর্ব্বকালের সর্ব্বলোকের চেষ্টাই যে, তাহাদের ভাষা কি করিয়া নিজের পায়ের উপর ভর করিয়া দাঁড়াইতে পারে! যে কোনও প্রকার কাজেই হউক না কেন, যুবক সম্প্রদায়ের সাহায্য ব্যতিরেকে কিছুই হওয়া সম্ভবপর নহে। আমাদের এই ধারণাটাকে বদ্ধমূল করিতে হইবে যে আমাদের ভাষা ও সাহিত্যকে বিশ্ব-সাহিত্য সভায় দাঁড় করাইতে হইবে।

২। আজিকার এই বিজ্ঞান চর্চ্চার দিনে, এই অনুসন্ধিৎসার যুগে আমাদের কি এই প্রকার চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবার সময়? আমাদের উচিত যে আমরা আমাদের ভাণ্ডারকে নানা প্রকার জ্ঞান-সম্ভারে পূর্ণ করিয়া রাখি, যাহাতে অদূর ভবিষ্যতে ইহা একটি জাতীয় ভাষারূপে পরিগণিত হইতে পারে।

৩। অনেক চেষ্টায়, অনেক পরিশ্রমের ফলে বঙ্গভাষা বর্ত্তমান কালে যে অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, সেই অবস্থাতেই সন্তুষ্ট হইয়া নীরবে বসিয়া থাকিলে, অদূর ভবিষ্যতে বঙ্গভাষার বিশেষ অবনতি ঘটিবার সম্ভাবনা। কেন না, যে সকল গ্রন্থকে আশ্রয় করিয়া বঙ্গ-ভাষা প্রতিযোগিতা করিতে পারে, এখনও বঙ্গভাষায় তাদৃশ গ্রন্থাদি অধিক পরিমাণে হয় নাই। সুতরাং আমাদের নীরব হইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। যাহাতে বঙ্গবাসি-জন-গণের হৃদয়ে সর্ব্বদা বাঙ্গালা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি কামনার একটা বিক্ষোভ অর্থাৎ একটা তরঙ্গ উত্থিত থাকে, বাঙ্গালী হৃদয় কোন সময়ের জন্য নিস্তরঙ্গ, স্রোতহীন, শৈবালপূর্ণ আবিল জলরাশির ন্যায় হইয়া না পড়ে, সে বিষয়ে সর্ব্বদা যত্নপর হইতে হইবে।

৪। পরিশেষে, ভাষা শিক্ষায় স্বীয় ভাষা দ্বারা শিক্ষা প্রাপ্ত হইলে—তাহা যেমন সহজ-বোধ্য ও সুগম হয়, সে রকম আর অন্য কোনও উপায়ে

সম্ভব নাই। আমাদের শিক্ষার ইহাই একটি প্রধান অসুবিধা যে আমরা বিদেশীয় ভাষার সাহায্যে শিক্ষা প্রাপ্ত হই। শিক্ষক এবং ছাত্রের সম্বন্ধ যদি কেবল বইয়ের সময়ই হয় তবে আর শিক্ষকতার স্বার্থকতা রহিল কি? তাই আমাদের শিক্ষার medium যদি বিদেশীয় সাহিত্য হয় তবে তাহার সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধও কেবল বই পড়িবার সময় ছাড়া হইতে পারে না। ইহাতে আমাদের বুঝিবার শক্তির পরিবর্দ্ধনের সাহায্য না করিয়া মুখস্থ বিদ্যার সহায়তা করে। এই জন্যই আজকাল বিদ্যালয়ে মুখস্থ-বিদ্যা ছাড়া অন্য কিছুরই বড় আদর হয় না। বিদেশীয় সাহিত্য শিক্ষা medium বলিয়াই আমাদের দেশে mass-education বৃদ্ধি পাইতে পারে না। পাশ্চাত্য দেশে লোকসংখ্যার অনুপাতে শিক্ষিত সম্প্রদায় বেশী বলিয়াই আজ পৃথিবীতে তাহারা বরণীয়।

৫। ছাত্র জীবনই উন্নতির প্রকৃষ্ট সময়। এই সময়ের সদ্ব্যবহার আমাদের সাহিত্য-জীবনের দিক হইতে কতক পরিমাণে দাবী করিতে পারে। কাজের মধ্যে যতদিন মানুষ ব্যাপৃত থাকে ততদিনই পাঁচ রকম নূতন কাজ করিতে কোনও প্রকার ক্লেশ পায় না। সাহিত্য-জীবনের ভিত্তি, মাতৃ ভাষার প্রতি কর্ত্তব্যের ভিত্তি যদি এখন আমরা না গড়িতে পারি, তবে আর ভবিষ্যতে আমাদের ততটা উদ্যোগ থাকিবে না—ততটা স্ফূর্ত্তিও থাকিবে না।

৬। এখন হইতে প্রত্যেকের এক একটি সাহিত্য-আলোচনী সভায় যোগদান করা উচিত—এবং ইহাতেই আমাদের সাহিত্যের উপর এক একটা স্থায়ী অনুভূতি আরব্ধ হইবে—এবং তাহাতে আমাদের চিরজীবন সুখ ও আনন্দ হইবে।

কি প্রকারে আমাদের আলোচনী সভার সৌন্দর্য্য-বৃদ্ধি হইবে, কি প্রকারে উহাকে স্থায়ী করা যাইবে—এই সমস্ত নানা প্রকার উদ্ভাবনী

শক্তি হইতে নূতন নূতন ভাবে আমাদের জাতীয় সাহিত্য দিন দিন বিশ্ব-সাহিত্য সভায় আপনার উপযুক্ত স্থান করিয়া লইতে সমর্থ হইবে।

(উপাসনা)

সহানুভূতি (Sympathy).

Hints :—(1) সহানুভূতি কি (অপরের শোক বা দুঃখকে নিজের শোক বা দুঃখ মনে করা) (2) উদ্দেশ্য কি (পরোপকার প্রবৃত্তি) (3) কি কি গুণ থাকিলে সহানুভূতি প্রবৃত্তি জন্মে (দয়া, স্নেহ, ভক্তি প্রভৃতি) (4) পরিণাম (অন্যের উপকার সাধনে আত্মপ্রসাদ ও বন্ধুতা লাভ এবং অন্যের হৃদয়াকর্ষণ (4) সহানুভূতিবিহীন লোকের পরিণাম (সাধারণের নিকটে ঘৃণ্য, কার্য্যোদ্ধারে অসমর্থ, আত্মগ্লানি ভোগ (5) উপসংহার।

সাধারণের উন্নতি।

কোন একটি দেশে কেবল উৰ্দ্ধতন শ্রেণীর জন কতক লোকের জ্ঞানার্জ্জনে, ধনসঞ্চয়ে বা বিদ্যাশিক্ষায় অধিকার বা সুবিধা থাকিলে, সে দেশের শ্রীবৃদ্ধি হইলেও সে শ্রী অধিক দিন থাকে না। মনু বলিয়াছেন যে, "যে পরিবার মধ্যে স্ত্রীলোকেরা কষ্ট পায়; সে পরিবার মধ্যে কখনও লক্ষ্মী থাকে না।" আমরাও দেখিতেছি যে, যে দেশের সাধারণ লোক সকল অজ্ঞান তমসাচ্ছন্ন থাকে, সে দেশে ক্রমোন্নতি হয় না। প্রাচীন ঋষিগণ সামাজিক নিগূঢ় তত্ত্ব সকল বহুকালব্যাপী গভীর চিন্তা দ্বারা বৈজ্ঞানিক বিষয়ের মত স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেন। দায়, ক্রয়, বিবাহ, ব্যবহার, বিচার, প্রজাপালন প্রভৃতি বিষয়ে যে সকল ব্যবস্থা ও নিয়ম প্রচলিত করিয়াছিলেন, সে সকল অপেক্ষা ভাল নিয়ম এখনও মানবের বুদ্ধির গোচর হয় নাই। কেবল এই একটি বিষয় অবহেলা করাতেই সেই মহাত্মগণের গঠিত এই বিপুল প্রাসাদ চূর্ণীকৃত হইয়া গিয়াছে। ঋষিগণ অট্টালিকার প্রাচীন প্রকোষ্ঠ স্তম্ভশীর্ষ সকলই পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলেন, কিন্তু ভিত্তিতে যে মহৎ দোষ ছিল, তাহার সংশোধনের চেষ্টা

করেন নাই। নিম্নস্তরের অবস্থা উন্নত করিতে চেষ্টা করেন নাই। কুরুক্ষেত্রে ক্ষত্রিয় ক্ষয় হইলে, হলধারী বৈশ্য, দ্বিজ ও শূদ্রে সে ক্ষতি পূরণ করিতে পারিল না। সেই বার ভারতের আর্য্যজাতির প্রথম পতন। নিম্নস্তরের উত্থান শক্তি ছিল না বলিয়া শূদ্র বৈশ্যের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রাপ্তির অধিকার ছিল না, ক্ষমতা ছিল না, তাহাতেই ভারতবর্ষ অধঃপাতে গিয়াছে।

তবে যে ভারতবর্ষের উন্নতি বলা যায়, সে কেবল ছাদের কার্ণিশের পারিপাট্য মাত্র; তলেতে ভিত্তিতে সেই পূর্ব্বের মত বাজার ইটের কাঁচা গাঁথুনি আছে, এবং বহুকালের গাঁথুনি বলিয়া এখন লোণা লাগিয়াছে, কোথাও ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, কোথাও ফাটিয়া রহিয়াছে। তখন যেরূপে আর্য্যভূমি অধঃপাতে গিয়াছে, এখনও আমরা সেই পাপে লিপ্ত। এখনও আমরা অনেকে মনে করি যে, ছোট লোকের ঘরে পয়সা হইলে কিংবা গায়ে বল থাকিলে, অথবা লেখাপড়া শিখিলে আমাদের সর্ব্বনাশ হইবে। এ ভ্রম যতদিন থাকিবে ততদিনে আমাদের মঙ্গল নাই!

ছোট লোকেরা বড় হউক, ঘরে পয়সা, মড়ায়ে ধান, গায়ে বল থাকুক লেখাপড়া শিখুক আর ভদ্রসন্তানের অবস্থা হীন হউক, এ ইচ্ছা কাহারও নাই। আমরা বলি—সাধারণ লোককে অজ্ঞ, মূর্খ, নিঃস্ব রাখিয়া আমরা বড় হইতে চাহি না। দশহাজার কুটীরবাসী খাজড়ের মধ্যে একজন রাম-কৃষ্ণ পোদ্দার হইয়া থাকা ভাল? না যেখানে ৫০ ঘর মধ্যবিত্ত ব্রাহ্মণ আছে, ৫০ ঘর চাকুরে কায়স্থ আছে, কারবার বাড়ী শাঁসে জলে ৫০০ ঘর নব শাখ আছে, সেকরায় সোণা রূপায় কারবার করিতেছে, কামারে তলোয়ার, খাঁড়া তৈয়ার করিতেছে, কাঁসারিতে ঢালাই গলাই করিতেছে জেলে বাগ্দী মাছ ধরিয়া চালানি দিতেছে, সকলেরই ঘরে দু পয়সা,

দু সিকি আছে। আর সকল জাতির মধ্যেই পাঁচ সাত জন লেখাপড়া জানে অর্থাৎ চিঠি লিখিতে পারে, হিসাব রাখিতে জানে, এবং খিল কবজ পড়িতে পারে এরূপ স্থানে থাকা ভাল? আমাদের বিবেচনায় অসভ্য ধাঙ্গড়ের মধ্যে প্রভুত্ব করা অপেক্ষা এরূপ সমাজে অন্ন কষ্ট সহ্য করিয়া বাস করা শতগুণে শ্রেয়স্কর। ধাঙ্গড়ের মধ্যে পুরুষানুক্রমে বাস করিতে হইলে ক্রমে ধাঙ্গড় হইতে হয়, প্রমাণ বীরভূম, বাঁকুড়া প্রভৃতি। যে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ বঙ্গদেশের সমাজের পতি, তিনি এইখানে পার্শ্ববর্ত্তী জাতির বল পান নাই বলিয়া ক্রমে অধঃপতিত হইয়া নিস্তেজ নির্বীর্য্য এবং তমসাচ্ছন্ন। সমাজের নিম্নস্তরে সকলের সম্প্রসারণ শক্তি না থাকিলে উর্দ্ধতন শ্রেণীর কখন স্থায়ী উন্নতি হইবে না, সময়ে সময়ে অধঃপতন হইবেই হইবে।

সাধারণের অবস্থার উন্নতি করিতে হইলে, প্রথমতঃ সাধারণকে তাহাদের আপনার কথা ভাবিতে শিখান উচিত। যে আপনার ভাবনা ভাবে না, তাহার ভাবনা আর পাঁচজনে ভাবিয়া আর কি করিবে? আমাদের দেশে সাধারণ লোকের দুঃখের ভাবনা সকলেই ভাবে, কিন্তু সে কেবল নিজের বা নিজ পরিবারের জন্য। সকলে মিলিয়া সকলের জন্য ভাবিতে প্রায় জানে না। সকল শিক্ষার আদি মধ্য অন্ত, শিক্ষার সার হইতেছে—পরের ভাবনা ভাবিতে শিখা। যাহার এ শিক্ষা নাই, তিনি বিদ্বান্ হইতে পারেন, বুদ্ধিমান হইতে পারেন, পণ্ডিত হইতে পারেন, অধ্যাপক হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহাকে শিক্ষিত বলিতে পারি না। এই শিক্ষা আছে বলিয়াই ইউরোপের উন্নতি, এবং আমেরিকার অভ্যুন্নতি এই শিক্ষা নাই বলিয়াই আমাদের দেশের এত অবনতি। এই শিক্ষা দেশ মধ্যে প্রচলিত করা নিতান্ত আবশ্যক।

দৃষ্টান্ত দ্বারা শিক্ষা সহজেই পাওয়া যায়। তুমি যদি আমার ভাবনা

ভাবিতে থাক তাহা হইলে আমি তোমার ভাবনা অবশ্য ভাবিব, আর মধ্যে মধ্যে আরও পাঁচজনের জন্য ভাবিতে শিখিব; আমি যদি আরও দশ-জনকে আমার ব্যথার ব্যথী হইতে দেখি, তবে ক্রমে আমিও সেই কয়জন ছাড়া আরও দশজনের ব্যথা বুঝিতে পারিব। আমাদের দেশে শিক্ষার দোষে উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে সাধারণ লোকের ব্যথার ব্যথী লোক অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং সাধারণের একে শিক্ষা নাই, তাহাতে দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায় না, কাজেই পরস্পরের বেদনা পরস্পরে বুঝিতে পারে না।

যতদিন উচ্চ-শ্রেণীর ব্যক্তিগণের সহিত নিম্ন স্তরের এই অসংখ্য প্রাণীর সহানুভূতি না হইবে, ততদিন আমাদের প্রকৃত উন্নতি হইবে না।

যাঁহারা সাধারণের জন্য বেদনা বোধ করেন না, তাঁহাদিগকে উপদেশ দিয়া মত পরিবর্ত্তন করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। আমরা বলি, যাঁহারা বাস্তবিক সাধারণের অবস্থা দেখিয়া ক্ষুণ্ণ হন, তাঁহাদের মনের ভাব যাহাতে সকলে বুঝিতে পারেন, তাঁহারা যেন তাহার চেষ্টা করেন, এবং কার্য্যতঃ সেই মনের ভাব ব্যক্ত করেন। আজ কালি অনেকে সাধারণের হীন অবস্থা দেখিয়া ভীত হইয়াছেন। যাহাতে সাধারণের অবস্থা উন্নত হয়, তৎপক্ষে দৃষ্টি পড়িয়াছে। সাধারণে শিক্ষা দেওয়ার কথাবার্ত্তা বড় আহ্লাদের কথা! (অক্ষয়চন্দ্র সরকার)

মিতব্যয়।

প্রকৃত মিতব্যয়ের পরিণামফল, চরমলক্ষ্য ও মূলসূত্র—পরিপোষণ ও পরার্থে আত্মোৎসর্জ্জন। কার্পণ্য ও মিতব্যয়িতা এক কথা নহে। এই দুইকে এক মনে করা নিতান্তই ভ্রম। কার্পণ্য অভ্যাসগত লোভের শাসনে অভ্যাসজাত সঞ্চয়; মিতব্যয়িতা উদ্দেশ্য বিশেষের উচ্চতর

অনুরোধে ইচ্ছাকৃত সংগ্রহ। কার্পণ্যের আদি চিন্তা আত্মসুখ, মিতব্যয়িতার আদি চিন্তা পরের সুখ। কার্পণ্যের যত কিছু উৎকণ্ঠা তাহা আপনার নিমিত্ত, মিতব্যয়িতার যত কিছু উৎকণ্ঠা তাহা পরের নিমিত্ত। এমন স্থলে এই দুইকে এক জ্ঞান করিতে যাইবে কেন? যে কৃপণ, তাহাকে ঘৃণা কর, তাহাতে আমাদিগের কিছুমাত্র আপত্তি নাই। যে শক্তিসত্বেও ক্ষুধাতুরকে একমুষ্টি অন্ন এবং তৃষাতুরকে একবিন্দু জল না দিয়া গভীর রজনীতে কুশীদগণনার কষ্টকর চিন্তায় ডুবিয়া রহে, সহৃদয় আর্য্যসন্তানেরা যে প্রাতঃসময়ে তাহাদিগের নাম গ্রহণেও কুণ্ঠিত এবং সঙ্কুচিত হন, ইহা সর্ব্বথা যুক্তিসঙ্গত। এইরূপ দীনচিত্ত ও ক্ষীণপ্রাণ ব্যক্তিদিগের এই প্রকার সামাজিক নিগ্রহ সকলেরই বাঞ্ছনীয়। যে ব্যক্তি মুষলধার বৃষ্টির মধ্যে দ্বারস্থ অতিথিকে দ্বার হইতে তাড়াইয়া দিয়া, আপনি মনের আনন্দে পর্য্যঙ্কে শয়ান থাকে, তাহার নামোচ্চারণে অন্ন-ব্যঞ্জন নষ্ট না হউক, চিত্তের স্ফূর্ত্তি ও হর্ষ অবধারিত বিনষ্ট হয়। এইরূপ চিত্তদগ্ধ ব্যক্তিরা বৃথা এ পৃথিবীতে আসিয়াছে, বৃথা এ পৃথিবী হইতে চলিয়া যাইবে। কবি এইরূপ স্বর্ণভারনিপীড়িত সমৃদ্ধি-দরিদ্রদিগকে সম্ভাষণ করিয়া বলিয়াছেন,—

"তুমি ধনী হইলেও দরিদ্র। গর্দ্দভ যেমন উহার নিপীড়িত পৃষ্ঠে পিণ্ডীভূত সুবর্ণরাশির ভার বহন করে, তুমিও সেইরূপ ধনের ভারমাত্র বহন করিয়া পথে একটু অগ্রসর হইতেছ, এবং পরিশেষে মৃত্যু আসিয়া তোমায় সেই ভার হইতে বিমুক্ত করিতেছে।"

কিন্তু যাঁহারা পরের ভাবনা ভাবিয়া আপনারা মিতব্যয়ী হন, পরকে একমুষ্টি দেওয়ার উদ্দেশ্যে আপনারা একমুষ্টি কম খান, পরকে সুখসম্ভোগের একটুকু অধিকারী করার অভিলাষে আপনাদিগের সুখসম্ভোগচক্রের একটুকু সঙ্কোচন করেন, তাদৃশ মিতাচারপরায়ণ মহাত্মদিগকে

কৃপণ বলিলে পাতক হইবে। তাঁহারাই প্রকৃত পুণ্যশ্লোক। তাঁহাদিগের মহত্ত্বের নিকট মস্তক অবনত কর।

সুতরাং এইরূপ প্রত্যক্ষ দেখ, মহত্ত্বের সহিত মিতব্যয়ের বড়ই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ এবং ইহারা সমান পরিধির ক্ষেত্র না হইলেও সমকেন্দ্রবদ্ধ। মহত্ত্বের অর্থ মিতব্যয় এবং মিতব্যয়ের অর্থ মহত্ত্ব, এমন কথা আমরা বলি নাই। কিন্তু মহত্ত্বের গতি যেই দিকে, মিতব্যয়ের পরিণতিও সেই দিকে, এ বিষয়ে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই।

তুমি কর্ত্তব্যপরায়ণতাকে মহত্ত্বের অঙ্গ বলিয়া স্বীকার কর কি? তাহা হইলে মিতব্যয়ী হও। যে মিতব্যয়ী হওয়াকে কষ্ট জ্ঞান করে, সে কখনও আপনার সমস্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম সুচারুরূপে সম্পাদন করিতে পারে না। জনক-জননী ও স্ত্রী-পুত্র-পরিজনের ভরণ পোষণ এবং ন্যায়তঃ প্রতিপাল্য আশ্রিতদিগের লালন-পালন মনুষ্যমাত্রেরই কর্ত্তব্য। মনু, কর্ত্তব্যবুদ্ধির কঠোরমূর্ত্তি দর্শনে, যেন একটুকু ভীত হইয়াই, মনের তদানীন্তন আবেগে এইরূপ অসঙ্গত ব্যবস্থা দিয়াছেন যে, "যদি শত অপকার্য্য করিতে হয়, তাহাও বরং করিবে, তথাপি পরিজনকে গ্রাসাচ্ছাদনে ক্লেশ দিবে না। যাহারা ইহাদিগের ভরণ-পোষণে উদাসীন রহিয়া পুণ্য সঞ্চয় করে, তাহাদিগের সমস্ত পুণ্যই পয়োমুখ বিষকুম্ভের সমান।" কিন্তু যাহারা স্বসুখলালসা ও ভোগপিপাসার প্রমত্ততায় অমিতব্যয়ী হয়, তাহাদিগের পরিজনেরা প্রথমে কিরূপ উপেক্ষিত এবং পরিশেষে কিরূপ অপার দুঃখসমুদ্রে নিপতিত হয়, পৃথিবীর সর্ব্বত্রই তাহার প্রমাণ দেখ। যে সকল সুকোমলপ্রকৃতি শিশু এক সময়ে আদরের পুত্তুল ছিল, পিতার অমিতব্যয়িতায় আজি তাহারা অনাথ-নিবাসের অতিথি অথবা অন্নের জন্য লালায়িত। যাঁহারা এক সময়ে অন্তঃপুরের কমনীয় উদ্যানে কুসুমের মত বিকশিত ছিলেন, পতি কি পরিবারস্থ অভিভাবকের

অমিতব্যয়িতার আজি তাঁহারা তীর্থাশ্রমের কাঙ্গালিনী। যদি ইহার পরও অমিতব্যয়িতাকে সামাজিক মনুষ্যমাত্রেই ঘোরতর পাতক বলিয়া ঘৃণা করিতে না শিখে, তাহা হইলে বলিব যে, মনুষ্যের চক্ষু কিছুতেই ফুটিবার নহে।

তুমি স্বদেশ ও স্বজাতির সেবা এবং লোকসমাজের উপকার চেষ্টাকে মহত্ত্বের অঙ্গ বলিয়া মানিতে সম্মত হইবে কি? তাহা হইলে মিতব্যয়ী হও। যে জীবনের প্রথম হইতেই মিতব্যয়ী হইতে যত্নশীল না হয়, তাহার নিকট স্বদেশ, স্বজাতি অথবা সমাজ, ইহাদের কাহারও কোন প্রত্যাশা নাই। যাঁহারা পূর্ব্বসঞ্চিত কিংবা উপার্জ্জিত অর্থরাশি দ্বারা জগতের উপকার করিয়াছেন,—স্থানে স্থানে শিক্ষার মঠ স্থাপন করিয়া অনাথ ও অসহায় শিশুদিগের পিতৃস্থানীয় হইয়াছেন এবং এইরূপে অথবা অন্য-প্রকারে মনুষ্যত্বের বিকাশ-কার্য্যে প্রকৃতির সাহায্য করিয়া সূর্য্য চন্দ্র ও নক্ষত্র হইতেও শ্রেষ্ঠতর প্রাকৃতিক শক্তি বলিয়া গণনার মধ্যে আসিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই মিতব্যয়ী ছিলেন। যাঁহারা স্থানে স্থানে ঔষধের আশ্রয় সংস্থাপন দ্বারা দীন-দুঃখীর রোগ-জীর্ণ অঙ্গে ঔষধের প্রলেপবৎ অনুভূত হইয়াছেন, পান্থনিবাস প্রতিষ্ঠা করিয়া আশ্রয়হীন পথিকদিগকে প্রণয়ি-জনের অপ্রত্যক্ষ প্রিয় সম্ভাষণে পরিতৃপ্ত করিয়াছেন, অপ্রত্যক্ষ কোমলস্পর্শে শীতল করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই মিতব্যয়ী ছিলেন। যাঁহারা পতিত জাতির পুনরুদ্ধরণ বাসনায় যন্ত্র গঠনে প্রভূত অর্থবলের চালনা করিয়া যন্ত্রী বলিয়া জগতে পরিচিত হইয়াছেন,—আগুনের জিহ্বায় হাত দিয়াছেন, সাপের ফণা ছিঁড়িয়া আনিয়াছেন, বাঘের দাঁত উপড়াইয়া ফেলিয়াছেন, তাঁহারাও স্বজীবনে মিতব্যয়ী ছিলেন। যদি এই সকল পুরুষার্থসাধক প্রধান মনুষ্যেরা অর্থকে একহাতে উপার্জ্জন করিয়া চৈত্রবায়ুতাড়িত শস্কুর ন্যায় আর একহাতে উড়াইয়া ফেলিতেন,

অথবা উচ্ছৃঙ্খল অবতারের ন্যায় পুরুষপরম্পরাগত সম্পত্তিকে সুসেব্য ও অসেব্য নানাবিধ ভোগে ও সুখে ভাসাইয়া দিতেন, তাহা হইলে তন্মুহূর্ত্তে হয়ত মধুলুব্ধ মক্ষিকার মত অনেক মাক্ষিক-প্রকৃতির মনুষ্য তাঁহাদিগের চতুষ্পার্শ্বে ঘুরিয়া, উড়িয়া উড়িয়া মধুর স্বরে গুন্ গুন্ করিত, কিন্তু কালাতিপাতে কে তাঁহাদিগের নাম শুনিত? কে তাঁহাদিগের নাম লইত? কে তাঁহাদিগের নাম স্মরণ করিয়া মহত্ত্বের গুণানুবাদে আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিত? (৺কালীপ্রসন্ন ঘোষ)

অতিথি-সেবা।

এক কপর্দ্দক হাতে না করিয়াও ভারতবর্ষের সমস্ত গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে পারা যায় "এই জনপ্রবাদ আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতাম —করিতাম বলিবার কারণ এই যে, পূর্ব্বে এই দেশে অতিথি সৎকারের প্রথা যে প্রকার বলবতী ছিল, এক্ষণে তাহা অপেক্ষা ক্রমশঃ হীনবল হইতেছে। পূর্ব্বে কোন গৃহস্থের বাটীতে একটি অতিথি আসিলে অতিথির প্রত্যাখ্যান ত প্রায়ই হইত না, বাটীতে যেন একটা হুলস্থূল পড়িয়া যাইত। গৃহস্বামী নম্রতা এবং ধীরতা অবলম্বন পূর্ব্বক আগন্তুকের সহিত আলাপ পরিচয় করিতেন, গৃহ প্রস্তুত অন্নাদি গ্রহণ করিবেন কি স্বপাকে খাইবেন, অতি সঙ্কুচিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতেন। গৃহ প্রস্তুত অন্নাদি গ্রহণ করিবেন শুনিলে যেন কৃতার্থ হইতেন এবং স্বপাকে খাইবেন শুনিলে বিশিষ্টরূপ শুচি হইয়া আয়োজন করিয়া দিবার নিমিত্ত লোকজনকে আদেশ প্রদান করিতেন। কোন কোন ঘরে তাদৃশ অতিথির ভোজন সমাপন—অন্ততঃ ভোজনার্থ উপবেশন পর্য্যন্ত আপনার কেহ জল গ্রহণ করিতেন না।

আজকাল আর ওরূপ ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায় না। এখন

স্বপাক-ভোজী অতিথি সহরের কথা দূরে থাকুক, পল্লীগ্রামেও বড় একটা সমাদর প্রাপ্ত হয়েন না। আর যাহারা গৃহস্থের বাটীতে প্রস্তুত অন্ন-ব্যঞ্জনাদি গ্রহণ করিতে সম্মত, তাঁহারাও অসময়ে আসিলে গৃহস্থের বিরক্তিকর হইয়া পড়েন। গৃহস্থের তাদৃশ স্থলে বিরক্তি সংগোপনে সতর্ক হয়েন বলিয়া বোধ হয় না। কোন কোন স্থলে নিকটে দোকান—সরাই—সদাব্রত অথবা হোটেল আছে, ইঙ্গিত ক্রমে এরূপও বলা হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে ভাল লোক আর প্রায়ই অতিথি হইয়া কোন গৃহস্থের বাটীতে উপস্থিত হইতে সম্মত হয়েন না। ফলকথা অতিথি সৎকার যে কালক্রমে উঠিয়া যাইবে, তাহার উপক্রম দেখা দিয়াছে। যতদিন একান্নবর্ত্তিতা থাকিবে, যতদিন উদর অথবা স্বাচ্ছন্দ্যচিন্তার উদ্বেগে এদেশের লোকেরাও ইউরোপীয়দিগের ন্যায় উদ্বেলিত হইয়া না উঠিবে, ততদিন আতিথ্য ব্যাপার একেবারে লোপ পাইবে না। কিন্তু ইউরোপীয় প্রণালীর সভ্যতা বৃদ্ধির সহকারে যতই এদেশের লোকেরা স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিবেন, এবং পরস্পর অথবা আগন্তুক অপর জাতীয়দিগের প্রতিযোগিতায় একান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া আর হাপ ছাড়িবার অবসর পাইবেন না, ততই ইউরোপের ন্যায় এদেশেও আতিথ্যধর্ম্মের হ্রাস হইয়া যাইবে।

কিন্তু এখনও সে দিন উপস্থিত হয় নাই—এখনও অতিথিসৎকার করা গৃহস্থ ব্যক্তির কর্ত্তব্য কর্ম্মের মধ্যে ধরা যায়—এখনও আমরা এই ধর্ম্ম পালনের ফলভোগী হইতে পারি।

আমি এস্থলে যে প্রকার অতিথিসৎকারের কথা মনে করিতেছি, সে প্রকার অতিথি সচরাচর যুটে না, তিনি কোন পরিচিত বা ক্রিয়ার উপলক্ষে নিমন্ত্রিত ব্যক্তি নহেন, তিনি কোন ভদ্রলোক কার্য্যগতিকে অসময় তোমার বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, মনে কর—বেলা দুপ্রহর অতীত

হইয়া গিয়াছে, তাঁহার স্নান ভোজন হয় নাই। তুমি কিরূপে তাঁহার সমাদর এবং অভ্যর্থনা করিবে? আমার বিবেচনায় তোমার কর্ত্তব্য যে, যথেষ্ট সত্বরতা প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহার স্নান ভোজনের যোগাড় করিয়া দাও—ভাল করিয়া পাঁচটি ব্যঞ্জন দিয়া খাওয়াইবার উদ্দেশ্যে বিলম্ব করিও না। নিজে স্বহস্তে তাহার জন্য কোন যোগাড় করিও। সকল কাজ চাকর চাকরাণীর উপর ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হইও না। দুগ্ধ-পোষ্য শিশু ভিন্ন বাটীর অপর সকলের নিমিত্ত যে দুগ্ধ থাকে তাহার কিছু কিছু লইয়া অতিথিকে দাও; অর্থাৎ যাহারা বুঝিতে পারিবার বয়স প্রাপ্ত হইয়াছে তাহারা যেন সকলেই বুঝিতে পারে যে অতিথির জন্য তাহাদিগের খাবার সামগ্রী কিছু কিছু কম হইয়া গিয়াছে, অতিথির নিকট আপনার ঐশ্বর্য্য অথবা জাঁক দেখাইবার নিমিত্ত কোন প্রকার আড়ম্বর করিও না, কিন্তু যে দিন বাটীতে অতিথি আসিয়াছেন, সে দিন বাটীর অপর সকলের অপেক্ষা যেন অতিথির খাওয়াটি ভাল হয়, অবশ্য এরূপ চেষ্টা করিও। যদি অতিথির সৎকার করায় বাটীর কর্ত্তা গৃহিণী এবং বয়প্রাপ্ত সন্তানদিগের কোন উপভোগে কিছুমাত্র ত্রুটি না হয়, তবে অতিথি-সৎকারে সমগ্র ফল লাভ হয় না। কিন্তু যেখানে কাহারও উপভোগের ত্রুটি না হইয়া অতিথির সম্যক সৎকার হয়, সে বাটীতে মিতব্যয়িতার নিয়মগুলি যথাযথ ভাবে প্রতিপালিত হয় না এমন বলা যাইতে পারে।

অতিথির সহিত আলাপে তাঁহার পরিচয় বিশেষ করিয়া জিজ্ঞাসা করিও না। নিজের বিদেশ পর্য্যটন যদি কিছু হইয়া থাকে, সেই বিষয়েই কিছু কথা কহিতে পারিলে ভাল হয়। বিশেষতঃ যদি স্বয়ং কখন অতিথি হইয়া উক্ত সৎকার লাভ করিয়া থাক, তবে সেই কথা কহিও; উহা অতিথির বিশিষ্টরূপে হৃদয়গ্রাহিণী হইবে। গৃহস্থের অবশ্য প্রতিপাল্য দান ধর্ম্ম সম্বন্ধে আরও দু একটি কথা বলা, অপ্রাসঙ্গিক নহে। মুষ্টি

ভিক্ষা দান অতি সৎকার্য্য বলিয়াই আমার বোধ হয়। ভিখারীর শরীর সবল এবং কর্ম্মক্ষম, অতএব তাহার ভিক্ষা করা উচিত নয়। তাহার খাটিয়া খাওয়াই উচিত—এ সকল বিচার গৃহস্থকে করিতে হইবে না। উহা সমাজের বিচার্য্য বিষয়। তোমার দ্বারে যে ভিখারী আসিল, তুমি তাহার প্রতি ঘৃণা বা অবজ্ঞা প্রদর্শন না করিয়া এবং চাকর চাকরাণী কাহাকেও কটু ভাষা কহিতে না দিয়া এক মুষ্টি ভিক্ষা দাও, সে আশীর্ব্বাদ করিয়া চলিয়া যাউক। ঐ ভিক্ষা দান কার্য্যটি বাটীর শিশুদিগের হাত দিয়া করানই ভাল। মুষ্টি ভিক্ষা ভিন্ন আরও নানাপ্রকার চাঁদায় গৃহস্থকে অর্থদান করিতে হয়। বিদ্যালয়ের জন্য, পুস্তকালয়ের জন্য, ডাক্তারখানার জন্য, বাপ মা মরা দায়ের জন্য, বারোয়ারির জন্য, দুর্ভিক্ষ পীড়া নিবারণের জন্য গৃহস্থকে প্রায় প্রতি মাসেই কিছু না কিছু দান করিতে হয়। আমার বিবেচনায় এ সকল প্রার্থীকে প্রত্যাখ্যান করিতে নাই। সকলকেই কিছু কিছু দান করিতে চেষ্টা করা উচিত। তবে একটি কথা আছে—দিব বলিয়া না দেওয়া, না দেওয়ার চেয়েও অধিক দোষাবহ। বরং চক্ষুলজ্জা ত্যাগ করিয়া একেবারেই দিব না বলিয়া বলা ভাল, কিন্তু দিতে স্বীকার করিয়া কোন মতেই টাল মাটাল করা উচিত নয়। যাহা দিবে বলিবে তাহা ঠিক সময়ই যথা পরিমাণে দিবে। ফল কথা, দান ধর্ম্মের মূল সূত্র এই, দাতা এমন ভাবে দান করিবেন, যেন গৃহীতার বোধ হয় যে উনি দান করিতে পাইয়া আপনাকে উপকৃত এবং কৃতার্থ মনে করিতেছেন।

(৺ভূদেব মুখোপাধ্যায়)

স্বাস্থ্য (Health)

স্বাস্থ্যই প্রকৃত ধন (Matr Ex. 1914).

Points :—(1) স্বাস্থ্য কাহাকে বলে—(2) স্বাস্থ্যের নিয়ম (নির্ম্মল বায়ু ও জল—পরিষ্কার, বিশুদ্ধ ও হিতকর খাদ্য—অঙ্গ ও মন চালনা—বিশুদ্ধ আমোদ প্রমোদ—পরিমিত আহার নিদ্রা—মন ও শরীর পবিত্র রাখা)

(3) নিয়ম পালনের উদ্দেশ্য (স্বাস্থ্যের নিয়ম-পালনে ভগবানের আদেশ পালন করা হয়—শরীর ভাল থাকিলে মন ভাল থাকে—অসুস্থ ব্যক্তির ক্রোধাদি রিপু প্রবল হয়-স্বাস্থ্যবান ভিখারী ও স্বাস্থ্যহীন রাজার সহিত তুলনা)—(4) উপসংহার—

খাদ্য-বিচার।

(১) রক্তশালী (দা'দ্খানি) ধান্য উৎকৃষ্ট। (২) মুগ, বনমুগ ছোলা, অরহর ডা'ল উৎকৃষ্ট। (৩) দাড়িম, আমলকী, দ্রাক্ষা, খর্জ্জুর এইগুলি ফলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। (৪) লবণ মধ্যে সৈন্ধব শ্রেষ্ঠ। (৫) আমলকী ও দাড়িম অম্লের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। (৬) পিপ্পলী ও শুণ্ঠী কটুরসের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। (৭) পটোল ও বার্ত্তাকু তিক্তের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। (৮) ঘৃত মধুর রসের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। (৯) ইক্ষু বিকারের মধ্যে শর্করা শ্রেষ্ঠ। (১০) ধান্য সম্পূর্ণ এক বৎসরের হইলে শ্রেষ্ঠ। (১১) অন্ন সংস্কৃত ও অপর্য্যুষিত হইলে এবং পরিমিত ভাবে গৃহীত হইলে শ্রেষ্ঠ। (১২) কন্দের মধ্যে আদা সর্ব্বোৎকৃষ্ট। (১৩) তিল তৈল সর্ব্বোৎকৃষ্ট। (১৪) জীবন-ধারণোপায় পদার্থের মধ্যে অন্ন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; আশ্বাসকর পদার্থের মধ্যে জল শ্রেষ্ঠতম; জীবনীয় পদার্থের মধ্যে গো-দুগ্ধ; খাদ্য দ্রব্যে রুচি জন্মাইবার পক্ষে লবণ; এবং হৃদ্য পদার্থের মধ্যে অম্লই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। (১৫) শ্লেষ্ম ও পিত্ত প্রশমনকারী পদার্থের মধ্যে মধু; বাত ও পিত্ত প্রশমক দ্রব্যের মধ্যে গব্য ঘৃত; এবং বাতশ্লেষ্মা প্রশমনকারী দ্রব্যের মধ্যে তৈল শ্রেষ্ঠ। (১৬) বয়ঃস্থাপনকারী পদার্থের মধ্যে পাকা আমলকী উত্তম। (১৭) সুখ-পরিকর দ্রব্যের মধ্যে একাহার সর্ব্বপ্রধান। (চরক ও সুশ্রুত)

অহিতকর আহার্য্য দ্রব্য—ক্ষুদ্র যব, মাষকলাই, বর্ষাকালের নদীর জল, সর্ষপ শাক, মূলা, ডেওফল, মাত গুড় অতিশয় অপথ্য। মধুপান করিয়াই উষ্ণোদক পান করিবে না।

দুগ্ধের সহিত মূলক, আম্র, জাম, কোন প্রকার মৎস্ত খাইবে না। দুগ্ধ, দধি অথবা তাল ফলের সহিত কদলী ভোজন করিবে না।

যে সকল দ্রব্য দুগ্ধ যোগে আহার নিষেধ, তাহা দুগ্ধ পান করিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে বা পরে আহার করিবে না।

এই সকল প্রকার বিরুদ্ধ আহারের দ্বারা ব্যাধি, ইন্দ্রিয়ের দুর্ব্বলতা এবং মৃত্যু পর্য্যন্তও হইয়া থাকে। (কবিরঞ্জন—দুর্গানাথ সেন)

বঙ্গদেশীয় ক্রীড়া সকল (Matr. Ex. 1920.)

Points :—ক্রীড়া সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিবার সূচনায় ব্যায়াম সম্বন্ধে (1) (ব্যায়াম কি—উদ্দেশ্য—কত প্রকার) (2) উপকারিতা (রক্ত চলাচল জন্য স্বাস্থ্যোন্নতি মনে স্ফূর্ত্তি—কার্য্য করিতে শারীরিক ও মানসিক শক্তি বৃদ্ধি)।

(3) ক্রীড়ার প্রকার ভেদ—Hints—দেশীয় (ভ্রমণ—অশ্বারোহণ—সন্তরণ—নৌকা চালন প্রভৃতি) (4) ইহার মধ্যে দেশভেদে স্বাস্থ্য ও আমোদজনক ভিন্ন ভিন্ন খেলা (হাডুডু, গোলা ধরা, গোলা ছোঁড়া, ডাণ্ডাগুলি।

(5) বিদেশীয় ক্রীড়া (ফুটবল, ক্রিকেট প্রভৃতি) খেলাও দেশীয় খেলারূপে গণ্য হইয়াছে।

খেলা অভাবে বালক ও যুবকদের ক্ষতি (স্বাস্থ্য নষ্ট কার্য্যে ও পাঠে নিরুৎসাহ, এবং অল্পায়ু হয়—রক্ত চলাচল ও মনে স্ফূর্ত্তি হয় না।

(6) স্থান (খোলা মাঠ, অথবা নির্ম্মল বায়ুর সমাগম স্থান এবং প্রশস্ত জলাশয়ে সন্তরণ বা নৌকাচালন) (7) উপসংহার।

পরিচ্ছন্নতা (Cleanliness.)

Hints :—(1) কি কি পরিচ্ছন্ন প্রয়োজন (শরীর—পরিচ্ছদ—গৃহ—খাদ্য—পানীয় (2) আবশ্যকতা (শরীর ও মন সুস্থ থাকে—কারণ প্রদর্শন—(3) মানসিক পরিচ্ছন্নতা লক্ষণ ও গুণসহ (4) স্বাস্থ্যের সঙ্গে উভয় প্রকারের সম্বন্ধ—পরিচ্ছন্নতার অভাব ও ক্ষতি (5) উপসংহার।

পরিশ্রমশীলতা সৌভাগ্যের উপায়

Industry is the mother of the good Luck.

(Matr. Ex. 1910-11-17.)

Hints :—(1) শারীরিক ও মানসিক ভেদে দুই প্রকার পরিশ্রম। (2) শারীরিক পরিশ্রমের ক্রম, উৎসাহ, ফল, পরিশ্রমীর দৃষ্টান্ত, পরিণাম বা উন্নতি, অলসের পরিণাম, মানসিক পরিশ্রমের ক্রম, উৎসাহ, উন্নতি, দৃষ্টান্ত (4) পরিশ্রম ব্যতিরেকে কেহ উন্নতি লাভ করিতে পারে না (5) পরিমিত পরিশ্রম না করিলে স্বাস্থ্য নষ্ট, অর্থ নাশ, মনস্তাপ (6) অধ্যবসায়ী ও পরিশ্রমী ব্যক্তিই যথার্থ বড় লোক। ইংরাজ ও জার্ম্মাণ জাতির দৃষ্টান্ত।

(7) অলসের শারীরিক ও মানসিক শক্তি এবং স্ফূর্ত্তি, সুখ, সৌভাগ্য ও মনুষ্যত্ব বিনষ্ট হয় (8) উপসংহার।

পরিশ্রম। মনুষ্যেরা পশুপক্ষি প্রভৃতি ইতর প্রাণীর ন্যায় অযত্ন-সম্ভূত অন্নাচ্ছাদন ও স্বভাবজাত বাসস্থান প্রাপ্ত হন নাই, তাঁহাদিগকে নিজ যত্নে ঐ সমুদায় উৎপাদন ও নির্ম্মাণ করিতে হয়। জগদীশ্বর যেমন ঐ সমস্ত বস্তু প্রস্তুত করা মনুষ্যের পক্ষে আবশ্যক করিয়া দিয়াছেন, তাঁহাদিগকে তদুপযোগী শরীর ও মন প্রদান করিয়া এবং বাহ্য বস্তু সমুদায় তাহার সম্পূর্ণ উপযোগী করিয়া সঙ্কেতে এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, মনুষ্য আপনার শরীর ও মন পরিচালন পূর্ব্বক জীবিকা নির্ব্বাহ ও সুখ স্বচ্ছন্দতা লাভ করিবেন; তিনি এই অশেষ কল্যাণকর অনুমতি সর্ব্বত্র প্রচার করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা পালন করিলেই সুখ, লঙ্ঘন করিলেই দুঃখ।

অনেকে পরিশ্রম কেবল ক্লেশের বিষয় বোধ করেন; কিন্তু এরূপ বিবেচনা করা কেবল ভ্রান্তির কর্ম্ম। কেবল কল্যাণই পরিশ্রমের চরম ফল। পরম শোভাকর প্রশস্ত অট্টালিকা, বিকশিত-পুষ্প-পরিপূর্ণ-মনোহর পুষ্পোদ্যান, সুচিক্কণ চিত্ত-রঞ্জন-পণ্য-পরিপূর্ণ আপণশ্রেণী, তড়িৎ-সম-বেগ-বিশিষ্ট বাষ্পীয় পোত ও বাষ্পীয় রথ, ধর্ম্ম-শাসন-সংস্থাপক পবিত্র

বিচার-স্থান, জ্ঞানরূপ মহারত্নের আকর স্বরূপ বিদ্যা-মন্দির, পৃথিবীস্থ জ্ঞানিগণের জ্ঞান-সমষ্টি স্বরূপ পুস্তকালয় ইত্যাকার—সমুদয় শুভকর বস্তুই কায়িক ও মানসিক পরিশ্রমের অসীম মহিমাপক্ষে সাক্ষ্য দান করিতেছে।

পরিশ্রম যে পরিণামে সুখোৎপাদন করে ইহা বিবেচক লোকেরা সহজেই স্বীকার করিয়া থাকেন। অনেক দেশের অনেক গ্রন্থকার আলস্যের ভূয়োভূয়ঃ নিন্দা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু পরিশ্রম যে কেবল পরিণামেই সুখোৎপাদক এমত নহে, কর্ম্ম করিবার সময়েও বিশুদ্ধ সুখ সমুদ্ভাবন করে। অঙ্গসঞ্চালনের সঙ্গে সঙ্গেই স্ফূর্ত্তিলাভ ও হর্ষোদয় হইয়া থাকে। শরীর-চালনায় যে কেবল দুর্লভ সুখের উৎপত্তি হয়, তাহা শিশুগণ বিশিষ্টরূপে অনুভব করিয়া থাকে। তাহারা মুহূর্ত্তমাত্রও স্থির থাকিতে ভালবাসে না; গমন, ধাবন, কুর্দ্দন করিতে পারিলেই আহ্লাদে পরিপূর্ণ হয়। যাঁহারা প্রতিদিবস সাত আট ঘণ্টা নিয়মিত পরিশ্রম করিয়া থাকেন, বিনা পরিশ্রমে এক দিবস ক্ষেপণ করাও তাহাদের পক্ষে সুকঠিন বোধ হয়। শরীর সঞ্চালন না করিলে, পীড়িত হইয়া ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। যাহারা এরূপ ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছেন, যে তাহাতে অঙ্গ-সঞ্চালনের আবশ্যকতা নাই, সুপণ্ডিত চিকিৎসকেরা তাঁহাদিগকে ব্যায়াম অথবা অন্যবিধ অঙ্গচালন করিতে পরামর্শ প্রদান করিয়া থাকেন।

শরীরের ন্যায় মনেরও চালনা করা আবশ্যক, নতুবা মনোবৃত্তি সমুদয় ক্রমে ক্রমে নিস্তেজ হইতে থাকে, সুতরাং তেজস্বিনী মনোবৃত্তি পরিচালন দ্বারা যে প্রকার প্রগাঢ় সুখের উৎপত্তি হয়, তাহাতে বঞ্চিত হইতে হয়। আমাদের প্রত্যেক অঙ্গ ও প্রত্যেক মনোবৃত্তি সুখসলিলের এক একটি পবিত্র প্রস্রবণ স্বরূপ। তাহাদিগকে যথাবিধানে চালনা করিয়া যত সতেজ করা যায়, ততই প্রবল সুখধারা উৎপাদিত হইতে থাকে। অতএব পরিশ্রম আবশ্যক ও বিধেয়, ইহা আমাদিগের প্রকৃতি-পটে সুস্পষ্ট লিখিত রহিয়াছে।

কেহ কেহ শারীরিক কর্ম্মকে নিন্দনীয় কর্ম্ম বলিয়া উল্লেখ করেন। লোকের কেমন বিপরীত বুদ্ধি, তাঁহারা লোক-যাত্রানির্ব্বাহের উপ-যোগী আবশ্যক হিতকারী কর্ম্ম ক্লেশকর অপকৃষ্ট কর্ম্ম বিবেচনা করেন, আর অনাবশ্যক অলীক কার্য্য সমুদায় ভদ্রলোকের অনুষ্ঠানযোগ্য সুখ-দায়ক ব্যাপার বোধ করিয়া থাকেন। তাঁহারা কৃষি ও শিল্পিকর্ম্মকে ইতর লোকের কর্ম্ম, ইতর বলিয়া ঘৃণা করেন, কিন্তু মৃগয়ায় প্রবৃত্ত হইয়া পশু-বধ করা সদ্বংশজাত সম্ভ্রান্ত লোকের অযোগ্য বিবেচনা করেন না। 'ভদ্র' এই আখ্যাধারী মহাশয়েরা যৎসামান্ত জলাশয়তটে উপবিষ্ট ও প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডতাপে তাপিত হইয়া, এবং দুঃসহ চাক্‌চিক্যময় জলপুঞ্জোপরি প্রবমান শ্বেতবর্ণ তরঙ্গের * প্রতি একদৃষ্টে দৃষ্টিপাত করিয়া, অশেষবিধ নিষ্ঠুরাচরণ সহকারে প্রাণি-হিংসা করাকে আপনাদের উপযুক্ত কর্ম্ম বোধ করেন, কিন্তু জনসমাজের উপকারী অত্যাবশ্যক কর্ম্ম সমুদায় কেবল কষ্টদায়ক নীচবৃত্তি বিবেচনা করিয়া থাকেন।

যে সময়ে মনুষ্যের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি প্রবল থাকে, তখন তাঁহাকে উচিত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া মনুষ্য নামের গৌরব রক্ষা করিতে দৃষ্ট করা যায়, আর যখন তাঁহার নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকল প্রবল হইয়া উঠে, তখন পশুবৎ নিকৃষ্ট ব্যাপারে ব্যাপৃত হইয়া নিকৃষ্ট জীবের ভাব গ্রহণ করিতে দেখা যায়। কিন্তু অবিবেচক অদূরদর্শী মনুষ্যদিগের এই সমস্ত অনিষ্টকর কুসংস্কার করুণাময় পরমেশ্বরের সুনিয়মের অনুগত নহে। যখন আমাদের লোকযাত্রা নির্ব্বাহের উপযোগী যাবতীয় ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হওয়া তাঁহার সম্পূর্ণ অভিপ্রেত, তখন তাহা কোন ক্রমেই ঘৃণার বিষয় নয়। যাহা তাঁহার নিয়মের প্রতিকূল, তাহাই নিন্দনীয়। তাঁহার নিয়মের অনুকূল ব্যবসায় আদরণীয় ব্যতিরেকে কদাচ নিন্দনীয় হইতে পারে না।

---

* বড়শীর কাঁটা।

যে বৃত্তি অবলম্বন করিলে বুদ্ধি-বৃত্তি ও ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি চরিতার্থ হয়, পরম-পিতা পরমেশ্বরের আজ্ঞা প্রতিপালিত হয়, এবং অন্যের উপাসনা তুচ্ছ করিয়া স্বীয় স্বতন্ত্রতা রক্ষা করিতে পারা যায়, তাহা নিন্দনীয় বৃত্তি হওয়া দূরে থাকুক, অতি প্রশংসনীয় পরম পবিত্র ধর্ম্ম। স্বহস্তে হলচালনা করা ঘৃণ্য নহে, করপত্র ব্যবহার করাও নিন্দনীয় নহে। এতদ্দেশীয় বিষয়ী লোক যে সমস্ত অর্থকরী বৃত্তিকে প্রধান বৃত্তি বলিয়া জানেন, সে সমুদায়ই ঘৃণ্য ও নিন্দনীয়। ন্যায়-পথাশ্রয়ী সরল-স্বভাব কৃষক অন্যায়োপজীবী লক্ষপতি অপেক্ষা সহস্র গুণে আদরণীয় ও পূজনীয়! এরূপ ধর্ম্মপরায়ণ কৃষকের বলীবর্দ্দবিশিষ্ট পবিত্র পর্ণকুটীরের নিকট অধর্ম্মোপজীবী লক্ষপতির অশ্ব-রথ-শোভিনী চিত্তচমৎকারিণী প্রাসাদ-শ্রেণীও মলিন বোধ হয়। এরূপ ঋজুস্বভাব বুভুক্ষু কৃষকের কদলীপত্র-স্থিত নিরুপকরণ তণ্ডুল-গ্রাস, পরধনাপহারী বিভব-শালী ধনাঢ্যদিগের স্বর্ণপাত্রারূঢ় সৌগন্ধপরিপূর্ণ সুস্নিগ্ধ ভোগ অপেক্ষা সহস্র গুণে বিশুদ্ধ ও তৃপ্তিকর। বহুকালাবধি এদেশীয় লোকের কেমন কুসংস্কার জন্মিয়াছে, তাহারা ন্যায়-বিরুদ্ধ কুৎসিত কৌশলে অর্থোপার্জ্জন করিয়া তৃণ অপেক্ষাও লঘু হইবে, অনাহারে শরীর শীর্ণ ও জীর্ণ করিবে, তথাচ ঈশ্বরানুমত্য ধর্ম্মানুগত শিল্পকর্ম্ম করিতে সম্মত হইবে না।

নিয়মিত পরিশ্রম সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়োজনক ও সুখজনক বটে, কিন্তু উহার আতিশয্য অত্যন্ত অনিষ্টকর। বাস্তবিক লোকে নিয়মাতিরিক্ত পরিশ্রম করে বলিয়াই তাহাদের উহা কষ্টদায়ক বলিয়া হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। জনসমাজে এ বিষয়ে অতিশয় অব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ বা প্রতি দিবস ৩০ ত্রিশ বা ৩৫ পঁয়ত্রিশ দণ্ড কর্ম্ম করিয়া কষ্টসৃষ্টে দিনপাত করিতেছে, কেহ বা চারিদণ্ড কালও নিয়মিত পরিশ্রম করিতে স্বীকৃত নহে। কিন্তু এই উভয়ই অনিষ্টকর! পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে, সম্ভবমত

পরিশ্রম যেমন আবশ্যক, অতিরিক্ত পরিশ্রম তেমনই গর্হিত। তাহাতে শরীর দুর্ব্বল হয়, অন্তঃকরণ নিস্তেজ হয়, সুতরাং ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সকলও তেজোহীন হইতে থাকে। মনুষ্য কেবল এরূপ করিয়া আয়ুঃক্ষয় করিবেন ইহা কদাচ পরমপিতা পরমেশ্বরের অভিপ্রেত নয়। তিনি আমাদিগকে নানাপ্রকার শুভকরী শক্তি প্রদান করিয়াছেন। অতএব প্রতিদিবস তৎসমুদায় সঞ্চালন করিয়া শরীর ও মন সুস্থ ও সতেজ করা কর্ত্তব্য। প্রতিদিবসই জীবিকা নির্ব্বাহে কিঞ্চিৎ কাল ক্ষেপণ করিয়া অবশিষ্ট কাল জ্ঞানানুশীলন, ধর্ম্মানুষ্ঠান ও পবিত্র প্রমোদ-সম্ভোগে যাপন করা বিধেয়। (অক্ষয়কুমার দত্ত)

Exercise.

তোমার প্রিয় পুস্তকগুলি কি জন্য তোমার প্রিয়।

Matr. Ex. 1919.

মানুষ একাকী থাকিতে পারে না, তাহাদের সঙ্গী পাইবার ইচ্ছা স্বাভাবিক। সঙ্গী বলিতে কেবল মানুষকেই বুঝায় না। পৃথিবীর যাবতীয় পদার্থকেই আমরা সঙ্গী করিতে পারি। মহাকবি Shakespeareএর "As you like it" নামক বিখ্যাত গ্রন্থে আছে, কোন এক মহদ্ব্যক্তি বনবাসী হইয়াছিলেন; কিন্তু সেই নির্জ্জনেও তিনি সঙ্গীহারা হন নাই। তিনি দেখিলেন—Tongues in trees, books in the running brooks, Sermons in stones and good in every thing.

মানুষের মন কেবল বর্ত্তমান লইয়া পরিতৃপ্ত থাকে না। সে অতীত ও ভবিষ্যতের ভিতরেও আপনাকে অনুভব করিতে চাহে। আজ কালকার রাম শ্যাম যদুর সহিতও মিশিতে, আবার অতীতের কালিদাস, ভবভূতি, বাল্মিকী, ব্যাসের সহিতও মিশিতে ইচ্ছা করে। অতীতকে অনুভব করি, কতগুলি চিহ্ন দ্বারা। এ বিষয়ে পুস্তকের সাহায্য অবলম্বন

সহজ এবং সুন্দর উপায়। তাই কবি Southey কহিয়াছেন—My days among the dead are past. এই জন্য অনেক সময় প্রিয় পুস্তকগুলি আমাদের মানব-সঙ্গীর চেয়েও প্রিয়তর। মানুষ মানুষকে অনুভব করে, কতকটা নিজে তৈয়ারী করিয়া। রামচরণ প্রকৃত পক্ষে যাহা তাহা ত আছেই, এতদ্ব্যতিরিক্ত আমার মনের কল্পনা দ্বারা তাহাকে আরও কতকটা গড়িয়া লই। ইহাতে সঙ্গীকে আমরা ঠিক মত করিয়া অনেক সময়েই পাই না। কিন্তু পুস্তক সম্বন্ধে এরূপ নহে। পুস্তকে যাঁহাকে পাই তাঁহাকে ইহার চেয়ে অনেকটাই যথার্থরূপে লাভ করি।

সঙ্গী, শিক্ষক, আত্মীয় ইহাদের চেয়ে পুস্তকের প্রভাব কোনও অংশেই কম নহে। সদ্‌গ্রন্থপাঠে অনেক সময়ে দুর্ব্বল চিত্তে বল পাওয়া যায়। উহাতে মানুষকে অনেক পাপকার্য্য হইতে বিরত করে। স্বনামধন্য শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয় বি, এ, পরীক্ষা দিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে Forte's book of Martyrs পড়িতেছিলেন। তখনও তাহার বি, এ পরীক্ষা দিবার নির্দ্দিষ্ট বয়স হয় নাই; এক বৎসর কম ছিল। মিথ্যা করিয়া এক বৎসর বাড়াইয়া না বলিলে আর উপায়ান্তর ছিল না। কিন্তু ঐ পুস্তক পড়িয়া তিনি ভাবিলেন যে "কত লোক সত্যের জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। যেমন 'সক্রেটিস্, পাণিনি ও যীশুখ্রীষ্ট প্রভৃতি। আর আমি সামান্য বি, এ, পরীক্ষার জন্য মিথ্যা কথা কহিব? পরীক্ষা দিব না তাহাও ভাল, তবু মিথ্যাকথা কহিব না! সুতরাং তাহার আর সে বৎসর বি, এ, পরীক্ষা দেওয়া হইল না। এজন্য তাঁহাকে লাঞ্ছনা ও বিদ্রূপ সহ্য করিতে হইয়াছিল; কিন্তু তিনি অটল ছিলেন। সদ্‌গ্রন্থের এমনি প্রভাব! পৃথিবীর প্রায় সমস্ত বিশেষ ব্যক্তিরই কতকগুলি প্রিয় পুস্তক থাকে। ঐ পুস্তকগুলি তাঁহাদের চিন্তিত আদর্শের প্রতিরূপ।

যাহা নিজের মনের মত, মানুষ তাহাকেই বেশী ভালবাসে। সুতরাং প্রিয় পুস্তকগুলি অনেকের কাছেই পৃথিবীতে প্রিয়তম বস্তু। তবে কিনা সঙ্গী-সাথী যেমন খুব বিবেচনা করিয়া নির্ব্বাচন করিতে হয়, পুস্তক সম্বন্ধেও সেইরূপ। কে কিরূপ লোক তাহা যেমন তাহার সংসর্গ দেখিয়া বুঝিতে পারা যায়, সেইরূপ তিনি কি পুস্তক পাঠ করেন তাহা হইতে তাহার প্রকৃতি অনুমান করিতে পারা যায়। অনেক লোককে এরূপও দেখা গিয়াছে তাহারা কু-লোক ও কুসংসর্গকে ঘৃণা করেন, অথচ কু-পুস্তক পাঠের অসার ও অহিতজনক কৌতূহল দমন করিতে পারেন না।

যে পুস্তক পাঠে আত্মার প্রসার বৃদ্ধি হয়, মানুষকে প্রকৃতপক্ষে খাঁটি মানুষ করিয়া তোলে, তাহাই পাঠ করা কর্ত্তব্য। পাশ্চাত্য পণ্ডিত Bacon এই অধ্যয়ন সম্বন্ধে অনেক সুন্দর কথা লিখিয়াছেন। প্রাচ্য ঋষিগণেরও "স্বাধ্যায়" সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান উপদেশ আছে। প্রত্যেক ছাত্রেরই তাহা অবহিত চিত্তে পাঠ করা কর্ত্তব্য।

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরিয়সী"।

স্বদেশ ও স্বজাতির গৌরবে লোকে আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করে, এবং স্বদেশ ও স্বজাতির পতনে আপনাকে পতিত মনে করিয়া ম্রিয়মাণ হয়। যে দেশ জ্ঞান ও ধর্ম্মে উন্নত, ধন ও বীর্য্যে পরাক্রান্ত, সে দেশের লোকের কি স্ফূর্ত্তি ও আনন্দ; আর যে দেশ অজ্ঞানাচ্ছন্ন, দারিদ্র্য বা পরাধীনতায় পীড়িত, সে দেশের লোকের কি শোচনীয় অবস্থা, সে দেশের লোকেরা নিন্দা ও নিগ্রহ ভোগ করিয়াই দিন যাপন করিয়া থাকে।

স্বদেশের সঙ্গে মানব জীবনের সুখ দুঃখের এমন অকাট্য সম্বন্ধ থাকাতেই, মানুষ স্বদেশের ধনবৃদ্ধির জন্য দুস্তর সমুদ্রজলে ভাসমান হয়।

এই সম্পর্ক আছে বলিয়াই মানুষ স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে আত্মসমর্পণ করে। এই জন্য, যাঁহারা কঠোর সাধনা করিয়া ধর্ম্ম ও জ্ঞানোন্নতি দ্বারা স্বদেশের মুখ উজ্জ্বল করিয়া থাকেন, যাঁহারা বিপুল অধ্যবসায় ও ত্যাগস্বীকার করিয়া বৈজ্ঞানিক উন্নতি বা ধনবৃদ্ধি দ্বারা স্বদেশকে সুশোভিত করিতে পারেন, অথবা যাহারা স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য শত্রুর অস্ত্র উপেক্ষা করেন, জনসমাজ মুক্তকণ্ঠে তাহাদিগের গুণকীর্ত্তন করিয়া থাকে।

কথিত আছে, গজনীর অধীশ্বর সুলতান মামুদ লাহোর রাজ্য আক্রমণ করিলে যে ভয়ঙ্কর সংগ্রাম উপস্থিত হয়, সেই সংগ্রামের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ হিন্দু রমণীগণ আপনাদিগের অঙ্গাভরণ উন্মোচন করিয়া দিয়াছিলেন। মধ্যকালে অনেক রাজপুত রমণী স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য অস্ত্রধারণ করিয়াছেন, এবং জন্মভূমি পরহস্তে পতিত হইলে চিতারোহণ করিয়া আপনাদিগের কুলগৌরব রক্ষা করিয়াছেন।

পারস্য-রাজ কারকসিস্ অগণিত সৈন্য লইয়া গ্রীস দেশ আক্রমণ করিলে, স্পার্টা-রাজ লিওনিডস্ তিন শত মাত্র অনুচর লইয়া থার্ম্মপাইল নামক গিরিবর্ত্মে তাঁহার গতিরোধ করেন। অসংখ্য শত্রুর সঙ্গে সংগ্রাম করিতে করিতে লিওনিডস্ ভূতলশায়ী হয়েন। তাঁহার তিন শত অনুচরের মধ্যে একজন মাত্র জীবিত থাকিয়া স্বদেশবাসীদিগকে এই নিদারুণ সংবাদ প্রদান করে; গ্রীকগণ সত্বর সমুচিত রণসজ্জা করিয়া শত্রুর চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দেয়।

মোগলসম্রাট্ আকবর মেওয়ার রাজ্য অধিকার করিবার জন্য বহু সহস্র সৈন্য সমভিব্যাহারে স্বীয় পুত্র ও অপর দুইজন প্রসিদ্ধ সেনাপতিকে প্রেরণ করেন। মেওয়ারের অধিপতি মহাবীর প্রতাপসিংহ স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সেই অসংখ্য শত্রু সেনার সঙ্গে সংগ্রাম

করেন। হল্‌দিঘাট নামক স্থানে মহাযুদ্ধ করিয়া প্রতাপসিংহ পরাজিত হয়েন। এরূপ ভয়ঙ্কর যুদ্ধ পৃথিবীতে অতি অল্পই ঘটিয়াছে। দ্বাবিংশতি সহস্র রাজপুত সৈন্যের মধ্যে চতুর্দ্দশ সহস্র বীরপুরুষ হল্‌দিঘাটে সমরশায়ী হন। সেই সকল স্বদেশহিতৈষী বীরপুরুষ বহুকাল হইল ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহাদিগের বীরকীর্ত্তি স্মরণ করিয়া অদ্যাপি তাঁহাদিগের স্বদেশীদিগের উৎসাহ ও স্বদেশানুরাগ জাগ্রত হইতেছে; তাঁহাদিগের জন্মভূমিও পৃথিবীর বীরজাতিদিগের নিকট চিরকাল সমাদৃত হইবে সন্দেহ নাই। কাপুরুষেরাই কুপুত্রের মত জননী জন্মভূমির জন্য ত্যাগ স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হয়।

প্রাচীন কালে কোন সময়ে কার্থেজ রাজ্যের সঙ্গে রাজ্য-সীমা লইয়া অপর এক রাজ্যের পুনঃ পুনঃ বিবাদ উপস্থিত হইত। অবশেষে এইরূপ মীমাংসা হইল যে, উভয় রাজ্যের রাজধানী হইতে দুইজন করিয়া দূত এক সময়ে পদব্রজে গমন আরম্ভ করিবেন, যে স্থলে পরস্পর মিলিত হইবেন, তাহাই উভয় রাজ্যের সীমা বলিয়া নির্দ্ধারিত হইবে। স্বদেশের স্বার্থরক্ষার জন্য কার্থেজবাসী দুই সহোদর উল্লিখিত দৌত্য-কার্য্যের ভার গ্রহণ করিলেন! স্বদেশের হিতসাধন তাঁহাদের জীবনের লক্ষ্য, তাই তাঁহারা প্রাণপণ করিয়া এত দ্রুতবেগে গমন করিয়াছিলেন যে, বিরোধীয় ভূমির তিন চতুর্থাংশ পথ অতিক্রম করিলে তাঁহাদিগের সঙ্গে প্রতিযোগী দূতদিগের সাক্ষাৎ হইল। তখন দুই দলে পুনরায় মহাবিতণ্ডা উপস্থিত হইল, এবং পুনরায় এইরূপ স্থিরীকৃত হইল যে, কোন রাজ্যের দূতগণ তাঁহাদিগের অভীপ্সিত স্থানে যদি জীবন্ত প্রোথিত হইতে পারেন, তাহা হইলে সেই স্থানই সেই রাজ্যের সীমা বলিয়া নির্দ্ধারিত হইবে! কার্থেজবাসী দূতদ্বয় তাঁহাদিগের অভীপ্সিত স্থানে আনন্দের সহিত সমাধিত হইয়া স্বদেশের অধিকার বৃদ্ধি ও

শান্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের সমাধির উপরে রাজকীয় ব্যয়ে দুই মনোহর কীর্ত্তি-মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল; সেই দুই কীর্ত্তি-মন্দির কার্থেজ রাজ্যের পূর্ব্বসীমা ও উল্লিখিত বীরপুরুষদিগের দেব-কীর্ত্তির নিদর্শন রূপে বহুকাল বিদ্যমান ছিল।

যে দেশের বক্ষে লালিত পালিত হওয়া যায়, যে দেশের অন্নজলে শরীর পুষ্ট হয়, আর যে দেশের লোকের নিকট কথা কহিতে শিখিয়া মানুষ হওয়া যায়, সে দেশের জন্ম যাহার প্রাণে টান নাই, সে ব্যক্তি পশু বা কীটের স্বভাব বিশিষ্ট, ঘৃণার্হ ও হতভাগ্য! স্বদেশের দুঃখ দুর্দ্দশায় উদাসীন থাকা দূরে থাকুক, প্রকৃত সৎ লোকেরা স্বদেশের অগৌরবের কথা চিন্তা করিতেও কাতর হন।

কোন এক গুরুতর অপরাধে, কর্সিকা রাজ্যের জনৈক সম্পত্তিশালী লোকের প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়। অপরাধীর ভ্রাতুষ্পুত্র বিচারপতির নিকট উপস্থিত হইয়া, নিরতিশয় বিনয় ও ব্যগ্রতার সহিত বলিতে লাগিল— "মহাশয় আমি আমার পিতৃব্যের জীবন ভিক্ষা করিয়া বলিতেছি যে, আমার এই প্রার্থনা যদি পূর্ণ হয়, তাহা হইলে আমরা রাজকোষে সহস্র স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করিব, যুদ্ধ কালে পঞ্চাশৎ সৈন্যের ব্যয়ভার বহন করিব; প্রতিজ্ঞা করিয়া ইহাও বলিতেছি যে, প্রাণদান পাইলে আমার পিতৃব্য নির্ব্বাসিতবৎ থাকিবেন, আর দেশে আসিবেন না।" বিচারপতি প্রার্থীকে কহিলেন—"দেখ, আমি জানি, তুমি অবিবেচক ও অপদার্থ নহ; তুমি এই ঘটনার সমস্ত অবগত আছ; তুমি যদি বলিতে পার যে, এইরূপে তোমার পিতৃব্যের দণ্ডাজ্ঞা রহিত করা কর্সিকা রাজ্যের পক্ষে অগৌরবজনক হইবে না, আমি অঙ্গীকার করিতেছি, তোমার পিতৃব্যের জীবন রক্ষা করিব।" বিচারপতির কথা শুনিয়া যুবক বলিয়া উঠিল— "না মহাশয়, আমি সহস্র স্বর্ণমুদ্রার জন্য স্বদেশের গৌরব বিক্রয়

করিতে পারি না।" এই কথা বলিয়া যুবক অশ্রুপাত করিতে করিতে চলিয়া গেল।

৺আনন্দচন্দ্র মিত্র।

Exercise.

ভীষ্ম, যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন ও কর্ণ—এই মহাত্মাদের জীবনী পর্য্যালোচনা করিলে কাহার নিকটে কোন্ কোন্ গুণের আধিক্য দৃষ্ট হয়, তাহার যুক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক জীবনীগুলি বিবৃত কর:—

ভীষ্ম Hints:—পিতৃ-ভক্তি......সৎসাহস......সত্যপরায়ণতা......জিতেন্দ্রিয়তা... কর্ত্তব্যনিষ্ঠা......সমদর্শিতা.... গুণগ্রাহিতা......দূরদর্শিতা......তেজস্বীতা......শৌর্য্য... ঈশ্বরপরায়ণতা......ধার্ম্মিকতা......নীতিপরায়ণতা......সংযম......মহানুভবতা।

যুধিষ্ঠির Hints:—ধর্ম্মনিষ্ঠা......ঈশ্বরপরায়ণতা......ভগবৎভক্তি......সাধুতা...... ন্যায়পরায়ণতা...উদারতা......ধীরতা......সত্যবাদিতা.......পবিত্রতা......সরলতা...... সৌভ্রাত্র..... দয়াশীলতা......আশ্রিতবৎসলতা......আতিথেয়তা......সাত্ত্বিকতা।

ভীম Hints:—ক্রোধপরায়ণতা......প্রতিহিংসাপরায়ণতা............দুঃশীলের শাসকতা......আশ্রিতপালকতা, দৃঢ় প্রতিজ্ঞতা......কর্ত্তব্যনিষ্ঠতা......সৌভ্রাত্রতা..... অসাধারণ বীরত্ব...... সত্যপরায়ণতা।

অর্জ্জুন Hints:—ঈশ্বরপরায়ণতা......একনিষ্ঠতা——ন্যায়পরায়ণতা——একাগ্রতা——অধ্যবসায়তা——বীরত্ব——জয়শীলতা——সত্যপরায়ণতা—— গুরুজনে ভক্তি.....সৌভ্রাত্রতা——তপপরায়ণতা——ভগবদ্‌বিশ্বাস——সংযমতা।

কর্ণ Hints:—দানশীলতা——কৃতজ্ঞতা——কষ্টসহিষ্ণুতা—সত্যপরায়ণতা—— কর্ত্তব্যপরায়ণতা——অধ্যবসায়তা——উদারতা——আত্মনির্ভরতা——দৃঢ় প্রতিজ্ঞতা —শৌর্য্য——তেজস্বীতা——সংযতচিত্রতা।

2. নিম্নলিখিত প্রত্যেক বিষয়ের তাৎপর্য্য লইয়া এক একটি প্রবন্ধ বিবৃত কর:—

(১) সৎপুত্র কুলের ভূষণ (২) সুশীল শিশুকে সকলে ভালবাসে (৩) কুকাজ করিলে অখ্যাতি হয় (৪) বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী (৫) জননীর স্নেহ (৬) ধার্ম্মিক লোক পৃথিবীর অলঙ্কার (৭) নির্গুণ মানুষের তিন গুণ রাগ (৮) অসারের তর্জ্জন গর্জ্জন সার (৯) বিনা মেঘে বজ্রাঘাত (১০) সৎসঙ্গে স্বর্গে বাস (১১) অভাবে স্বভাব নষ্ট (১২) ধর্ম্মো রক্ষতি ধার্ম্মিকং (১৩) সত্যই ধর্ম্ম (১৪) ক্ষমা ও সহিষ্ণুতা সাধুজীবনের বিশেষ লক্ষ্য (১৫) সুসময়ে অনেকেই বন্ধু বটে হয়, অসময়ে হায় হায় কেহ কিছু নয় (১৬) কাঁটা হেরি ক্ষান্ত কেন কমল তুলিতে—দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় কি মহীতে?

সপ্তম অধ্যায়।

Rendering of Articles or Definite and Indefinite Adjectives.

"A and An."

(a) ইংরাজী Article 'A' ও 'An' যখন কোন Neuter gender এর পূর্ব্বে ব্যবহৃত হয় তখন তাহার অনুবাদ হইবে "এক বা "একটী।" Neuter Noun সাধারণতঃ তিন প্রকার :—(1) বস্তু (thing) ; (2) ভাব বা গুণ (quality, state) ; (3) ইতর প্রাণী (lower animals) প্রভৃতি বাচক Noun, যথা :—

(1) A bird—একটী পক্ষী।
(2) A dog—একটী কুকুর।
(3) A religion—একটী ধর্ম্ম।
(4) An incident—একটী ঘটনা।
(5) A regiment—একদল সৈন্য।
(6) An elephant—একটী হস্তী।
(7) A satisfaction—এক তৃপ্তি (পরিতোষ)।
(8) Two of a trade—এক (সম) ব্যবসায়ী দুইজন।

(b) "A" বা "An" কোন মনুষ্যবাচক (personal) Noun এর পূর্ব্বে ব্যবহৃত হইলে, সে স্থলে বাঙ্গালা অনুবাদ 'জনৈক' 'একজন' বা 'কোন এক' প্রয়োগ করিতে হয়।

(1) A friend of mine—আমার জনৈক (কোন এক) বন্ধু।
(2) A respectable man—একজন মাননীয় (বা সম্ভ্রান্ত) ব্যক্তি।
(3) A thrifty man—একজন সঞ্চয়ী লোক।

(c) কোন কোন স্থলে "A", "An" এর অর্থ 'such a' 'such an'. সে স্থলের অনুবাদ 'এমন কোন', 'এমন একজন' বা 'এরূপ কিছু', যথা—

A man who has no equal—এমন একজন লোক যাঁহা সমতুল্য কেহ নাই।

A story you would like to hear—এরূপ একটী গল্প যা তুমি শ্রবণ করিতে চাহিবে।

(d) 'A', 'An' কোন জাতি, ধর্ম, বা শ্রেণীবাচক Proper Noun এর পূর্ব্বে ব্যবহৃত হইলে তাহার অনুবাদ *(b)* এর ন্যায় হইবে।—

A *Hindu*—একজন হিন্দু।

A Vaishnab—জনৈক বৈষ্ণব।

A European—এক ইউরোপবাসী ব্যক্তি। ইত্যাদি।

(e) 'A', 'An' কোন বিখ্যাত পণ্ডিত বা বীরের নামের পূর্ব্বে থাকিলে, তাহার অনুবাদ 'সদৃশ লোক।' যথা—A Homer [তিনি] হোমার সদৃশ [কবি]। A Nepoleon [তিনি] নেপোলিয়ন সদৃশ [বীর]।

Exercise I.

Translate into Bengali :—

A cuinning fox. A tame hare. A Magistrate. A miser. A jew (ইহুদী)। A Buddhist. A sight worth seeing. A charity unknown in India. A Kalidas. A Shakespeare. A Chinese pilgrim (পরিব্রাজক). A loaded cart. A pair of socks. A team of players. An ostritch. A leopard. An unruly horse. A flock of sheep. A hungry wolf. An oak tree. A little milk. A gang of robbers.

"The" :—

(a) ইংরাজী ভাষায় জাতিবাচক কোন Common Noun বা Proper Noun এর পূর্ব্বে The বসিয়া থাকে, তখন তাহার অনুবাদ এইরূপ :—

(1) The dog is faithful—কুকুর প্রভুভক্ত।

(2) The Hindus are pious—হিন্দুরা ধার্ম্মিক।

(b) নদী, উপসাগর, সাগর, মহাসাগর, বিশেষ আখ্যাযুক্ত কোন দেশ, পর্ব্বতশ্রেণী, দ্বীপপুঞ্জ বা জাহাজের নামের পূর্ব্বে The বসে, তাহার অনুবাদ এইরূপ :—

The Ganges—গঙ্গানদী।
The Bay of Bengal—বঙ্গোপসাগর।
The Deccan—দাক্ষিণাত্য।
The Punjab—পঞ্জাব।
The Victoria—ভিক্টোরিয়া। (নামক) জাহাজ।
The Himalayas—হিমালয় পর্ব্বত।
The Alps—আল্‌পস পর্ব্বতমালা।
The Andaman Islands—আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ।

(c) দেশ, মহাদেশ, নগর, গ্রাম ও বৎসর, ঋতু, মাস, বারের নামের পূর্ব্বে The বসে না, তখন তাহার অনুবাদ :—

Bengal—বঙ্গদেশ।
Calcutta—কলিকাতা।
Benares—বারাণসী।
In Spring—বসন্তকালে।
In January—জানুয়ারী মাসে।
On Monday—সোমবারে।

(d) Sun, moon, world, sky, earth, north, south, Mahabharat, Bible, Koran, ইত্যাদির পূর্ব্বে The বসে, তাহার অনুবাদ :—

The sun—সূর্য্য।
The world—জগৎ।
The sky—আকাশ।
The north—উত্তর দিক্।
The Mahabharat—মহাভারত।
The Bible—বাইবেল।
The Koran—কোরাণ।

(e) ইংরাজীতে Proper, Material, Collective ও Abstract Noun এর পূর্ব্বে কোন Article বসে না, কিন্তু বিশেষ অর্থ বুঝাইতে Article বসিয়া থাকে। তাহার অনুবাদ :—

Kindness—দয়া।
The kindness of Ram—রামের দয়া।
Tagore—ঠাকুর।
The Tagores of Calcutta—কলিকাতার ঠাকুরবংশীয়েরা।

Gold—স্বর্ণ।
The Gold of California—কালিফর্ণিয়ার স্বর্ণ।
The Miltons—মিল্টন পরিবার ইত্যাদি।

(f) জাতিবাচক Proper Noun এর পূর্ব্বে The বসিয়া থাকে, পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, সেই গুলির পূর্ব্বে The না বসিলে সেই জাতীয় ভাষা জ্ঞাপন করে। যথা—The English—ইংরাজেরা।
English—ইংরাজী ভাষা।
The French—ফরাসী জাতি।
French—ফরাসী ভাষা।

(g) ইংরাজীতে কোন কোন Adjective এর পূর্ব্বে The বসিয়া থাকে, সেস্থলে অনুবাদ এইরূপ :—
Virtuous—ধার্ম্মিক।
The virtuous—ধার্ম্মিকেরা।
The brave—বীরগণ।
Help the helpless—নিরাশ্রয়কে সাহায্য কর।
Feed the poor—দরিদ্রকে অন্নদান কর।

(h) 'The' কোন বিখ্যাত ব্যক্তির নামের পূর্ব্বে থাকিলে তাহার অনুবাদ 'স্বরূপ' 'সদৃশ ব্যক্তি' এইরূপ হইবে।

Kalidas is the Shakespeare of India—কবি কালিদাস ভারতের সেক্সপিয়র (স্বরূপ)।

Exercise II.

Translate into Bengali :—

Delhi is the capital of India. God is good. Iron is heavy. Union is strength. Health is wealth. Virtue is its own reward. Honesty is the best policy. The Malliks of Calcutta are wealthy. The "Orient" will sail for England on the 17th January next. 'Dust thou art, to dust returnest'. The Bible is the sacred book of the Christians. A mother should love her

children. I know French. The Sikhs are brave. The sinful. The depressed. The Clives. The Marhattas. The Danes. The Belgiams. The Parsees. 'The gods see everywhere'. Man is mortal. 'His pity gave, ere charity began'. His charities are too numerous to mention. Have you seen the Taj?

Participles & Infinitives.

অসমাপিকা ক্রিয়া।

(a) করিয়া, খাইয়া, যাইয়া ইত্যাদি অসমাপিকা ক্রিয়া ইংরাজীতে অনুবাদ করিতে Participles বা Infinitives ব্যবহার করিতে হয়।

(1) ইংরাজী ভাষায় Participle + Subject + Predicate (বা) Subject + Predicate + Participle (বা infinitive).

(2) বাঙ্গালা ভাষায় কর্ত্তা + অসমাপিকা ক্রিয়া + সমাপিকা ক্রিয়া।

দৃষ্টান্ত :—

(1) I am glad to hear from him—তাহার পত্র পাইয়া আনন্দ লাভ করিলাম।

(2) I am extremely sorry to hear of the death of your father—তোমার পিতার মৃত্যু সংবাদ শ্রবণে সাতিশয় দুঃখিত হইলাম।

(3) Saying this, he went away—এই কথা বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

(b) ইংরাজীতে Preposition প্রয়োগে যাইয়া, লইয়া ইত্যাদির অনুবাদ হইয়া থাকে, তাহার এই একটী দৃষ্টান্ত :—

'The thief ran away *with* the goods—চোর মাল-পত্র লইয়া পলায়ন করিল (করে)।

Cut the loaf *to* pieces—রুটী খানি খণ্ড খণ্ড করিয়া কাট।

The girlls quarreled over a picture—বালিকারা একখানি ছবি লইয়া ঝগড়া করিয়াছিল।

(c) হইলে, হওয়াতে, গেলে, ইত্যাদির ইংরাজীতে Nominative Absolute র সহিত Participle প্রয়োগে (বা উহ্য থাকিয়া) অনুবাদ হইয়া থাকে। তাহার দৃষ্টান্ত :—

Breakfast over, we departed—প্রাতর্ভোজন শেষ হইলে আমরা প্রস্থান করিলাম।

The Examination being over, we left for home—পরীক্ষা শেষ হইলে আমরা বাড়ী রওনা হইলাম।

(d) ইংরাজীতে Participle প্রয়োগ দ্বারা যে সমস্ত Participle adjectives গঠিত হয়, তাহার অনুবাদ বাঙ্গালাতে কৃত, ধৃত, পরাভূত, অভিভূত, প্রতারিত ইত্যাদি ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

Overwhelmed with grief—শোকাভিভূত হইয়া।
Defeated by the enemy—শত্রু কর্তৃক পরাভূত হইয়া।
Pursued by the villagers—গ্রামবাসিগণ কর্তৃক অনুসৃত হইয়া।
Pressed by hunger—ক্ষুধা-কাতর হইয়া।
Reduced to ashes—ভস্মীভূত।
Molten metal—দ্রবীভূত ধাতু।

Translate into Bengali :—

Rising from bed. Rising from the Himalayas. With thanks to the President. Without permission. On eating the fruit. In signing the document. Without holding any enquiry. The day having dawned. The general having defeated the enemy. The thief absconed with the watch. On taking the child on her lap. I being poor, he helped me with board. Attacked by pox. Attacked by his antagonist. Caught in a trap. Cheated by the shop-keeper. On my handing over the letter to him. What is the good of waiting for him?

Preposition.

নিম্নে কতকগুলি Preposition দেওয়া গেল। এইগুলি হইতে দেখা যায় যে কোন একটী Preposition ভিন্ন ভিন্ন Nounএর সহিত প্রযুক্ত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন অর্থ জ্ঞাপন করে।

On, upon :—

Stand upon the floor—মেজের উপর দাঁড়াও।

I depend upon his help—আমি তাহার সাহায্যের উপর নির্ভর করি।

The cattle feed on grass—গবাদি (পশু) ঘাস খাইয়া জীবন ধারণ করে।

The curse of God fell upon him—তাহার উপর ঈশ্বরের অভিসম্পাত পতিত হইয়াছিল।

Phrases :—On demand—চাহিবামাত্র। On oath—শপথপূর্ব্বক। On earth—পৃথিবীতে। On account of—বশতঃ, জন্য, হেতু। On the left—বামে। Upon God—ঈশ্বরকে শপথ করিয়া। Once upon a time—একদা। On the eve of his departure—তাঁহার প্রস্থানের প্রাক্কালে। On an average—গড়ে। On the whole—মোটের উপর। On foot—পদব্রজে। On horse-back—অশ্বপৃষ্ঠে। On his way home—তাহার বাড়ী যাইবার পথে।

At :—At home—গৃহে।

At school—বিদ্যালয়ে।

At the gate—দুয়ারে।

At 6 o'clock—ছয়টায়।

At sun-set—সূর্য্যাস্তে।

At noon—মধ্যাহ্নে।

At death—মৃত্যুকালে।

At leisure—অবকাশকালে।

At length, at last—অবশেষে।

At all—আদৌ।

At the bottom—তলে তলে

At times—সময়ে সময়ে।

At the point of death—মরণাপন্ন।

At the risk of losing his life—তাহার জীবন বিপন্ন করিয়া, মরিতে মরিতে।

At his bidding—তাহার আদেশে।

From, to :—From childhood —বাল্যকালাবধি।
From time to time—সময়ে সময়ে।
From head to foot—আপাদমস্তক।
From beginning to end —আদ্যোপান্ত।
From a good motive—সদুদ্দেশ্যে।
From one country to another—দেশে দেশে।
From day to day—দিন দিন।
From door to door—দ্বারে দ্বারে।
From time immemorial —স্মরণাতীত কাল।
From overwork—অতিরিক্ত পরিশ্রমে, খাটিতে খাটিতে।

In :—In the sun—রৌদ্রে।
In every hour—ঘণ্টায় ঘণ্টায়।
In rows—শ্রেণীবদ্ধ হইয়া; থাকে থাকে।
In course of time—কালক্রমে।
In a whisper—চুপি চুপি।
In our sleep—নিদ্রাবেশে।
In piteous words—কাতর বচনে।
In a plaintive voice—করুণস্বরে।
In plain words—স্পষ্ট কথায়।
In an evil hour—কুক্ষণে, অশুভক্ষণে।
In an auspicious hour—শুভক্ষণে।
In the nick of time—ঠিক সময়ে।
In the twinkling of an eye—নিমেষ মধ্যে।
In the meanwhile—ইত্যবসরে।
In a moment—মুহূর্তমধ্যে।
In no time—অবিলম্বে।
In the forenoon—পূর্ব্বাহ্নে।
In the afternoon—অপরাহ্নে।
In infancy—শৈশবে।
In old age—বার্দ্ধক্যে।
In good part—ভালভাবে।
In spite of—সত্বেও।
In fact—প্রকৃত পক্ষে।
(To be) in a fix—কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া।
In days of yore—পুরাকালে।

In broad day-light—স্পষ্ট দিবালোকে।
In abundance—প্রচুর পরিমাণে।
In the guise of—বেশে।
In disguise—ছদ্মবেশে।
In the extreme—যৎপরোনাস্তি।
In the open air—অনাবৃত স্থানে।
In order of merit—যোগ্যতানুসারে।
In all respects—সর্ব্বতোভাবে।
In good faith—সরল বিশ্বাসে।

By :—Sit by me. আমার কাছে বস।

It was done by him—তৎকর্ত্তৃক ইহা সম্পন্ন হইয়াছিল।

It is 5 o'clock by my watch—আমার ঘড়ীতে এখন ৫টা।

By rail—রেলপথে। By force—বলপূর্ব্বক। By labour—পরিশ্রম দ্বারা। By reason of—নিবন্ধন, বশতঃ। By chance—দৈবক্রমে। By mistake—ভ্রমক্রমে। By the bye—প্রসঙ্গক্রমে। By turns—পর্য্যায়ক্রমে। By no means—কোন ক্রমেই না। By this time—এতক্ষণে। By the 10th—দশ তারিখের মধ্যে। By land—স্থলপথে। By post—ডাকে, ডাকযোগে। By return of post—ফেরত ডাকে। By word of mouth—মুখের কথায়। By way of example—দৃষ্টান্তস্থলে। By surprise—অকস্মাৎ। By fraud—প্রতারণাপূর্ব্বক, ফাঁকি দিয়া।

With :—With a knife—ছুরি দ্বারা (দিয়া)।
Come with me—আমার সঙ্গে এস।
With attention—মনোযোগসহকারে (পূর্ব্বক)।
„ care—যত্নপূর্ব্বক।
With one's consent—সম্মতিক্রমে।
„ ease—অবলীলাক্রমে।

With joined palms, }
„ folded hands } কৃতাঞ্জলি পুটে।

With broken accents }
With a faltering voice } ভগ্নস্বরে।
With a loud voice—উচ্চকণ্ঠে।
(Speaking) with sobs—গদ্‌গদ্‌ বচনে।
With tearful eyes—সজল নয়নে, অশ্রুপূর্ণ লোচনে।
With wistful eyes—সতৃষ্ণ নয়নে।
With a steadfast look—অনিমেষ লোচনে।
With radiant eyes,
With eyes sparkling
with joy. } হর্ষোৎফুল্ললোচনে।
With an empty pocket—রিক্তহস্তে।
With an uninterrupted force—অপ্রতিহতপ্রভাবে।
With one's eyes shut—নয়ন মুদ্রিত করিয়া।
Without :—without me—আমা ব্যতীত।
Without a single cowrie—একটী কাণা কড়ি না লইয়া।
Without one's help—কাহারও সাহায্য ব্যতিরেকে।
Without one's consent—বিনা সম্মতিতে, অনভিমতে।
Without one's knowledge—অজ্ঞাতসারে।
Without reserve—মুক্তকণ্ঠে।
Without distinction of caste or creed—জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে।
" " " one's own child—অপত্য-নির্ব্বিশেষে।
Without hesitation—থত মত না খাইয়া, অকপটে।

Short & Simple passages rendered into English.

GROUP I.

(1) Knowledge is power—জ্ঞানই শক্তি।

(2) Diligence in the mother of good luck—পরিশ্রমঃ অদৃষ্টের প্রসূতি।

(3) The crown and glory of life is character—চরিত্রই জীবনের ভূষণ।

(4) Rome was not built in a day (Lit.)—রোম নাগরী এক দিনে নির্ম্মিত হয় নাই, দুরূহ কার্য্যমাত্রই সময়সাপেক্ষ।

(5) Everyman is the architect of his own fate—প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজ নিজ অদৃষ্টের বিধাতা।

(6) Let not the sun go down upon your anger—ক্রোধকে সূর্য্যাস্তকালের অধিক সময় স্থায়ী হইতে দিও না।

(7) To err is human, to forgive divine—ভ্রান্তি মনুষ্যের পক্ষে স্বাভাবিক ধর্ম্ম, কিন্তু ক্ষমাগুণ ঐশ্বরিক।

(8) Virtue alone is happiness below—এই পৃথিবীতে ধর্ম্মই একমাত্র সুখ (সুখদ)।

(9) God helps those that help themselves—যাহাদের স্বাবলম্বন আছে, ঈশ্বর তাহাদের সহায়।

(10) Conscience is our commanding officer—বিবেক আমাদের পথ-প্রদর্শক (নায়ক বিশেষ)।

(11) Procrastination is the thief of time—দীর্ঘসূত্রতা সময়াপহারক।

(12) Some are born great, some achieve greatness—কেহ কেহ মহত্ব লইয়াই জন্মগ্রহণ করেন, আর কেহ কেহ (স্বীয় গুণে) মহত্ত্ব লাভে সক্ষম হন।

(13) Patience and perseverance can overcome all difficulties—সহিষ্ণুতা ও অধ্যবসায় দ্বারা সমস্ত বাধা অতিক্রম করিতে পারা যায়।

(14) Industry and frugality are the only way to wealth—শ্রমশীলতা ও মিতব্যয়িতা সম্পদ লাভের একমাত্র উপায়।

(15) The fruits of labour are sweeter than the gifts of fortune—ভাগ্যফল অপেক্ষা পরিশ্রমলব্ধ ফল অধিক সুখদ।

(16) Economy is the philosopher's stone—মিতব্যয়িতা স্পর্শমণি সদৃশ।

(17) We live in deeds, not in years—আয়ুকাল অপেক্ষা কার্য্যই মানবজীবনের পরিচায়ক।

(18) Fortune favours the brave—ভাগ্যদেবতা বীরের সহায় (হন)।

(19) It is no small conquest to overcome yourself—আত্মজয়ী পুরুষ সাধারণ জয়ী নহেন।

Group II.

(1) He *bettered* his circumstances by honesty and diligence—তিনি সততা ও পরিশ্রম দ্বারা স্বীয় অবস্থার উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন।

(2) He *risked* his life in the adventure—তিনি সেই দুঃসাহসিকতার কার্য্যে তাঁহার জীবন সঙ্কটাপন্ন করিয়াছিলেন।

(3) Repeated failures *disheartened* him—বারংবার অকৃতকার্য্যতায় তিনি ভগ্নোৎসাহ হইয়াছিলেন।

(4) He *embraced* Christianity in his old age—তিনি বার্দ্ধক্যে খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

(5) The author has *spared no pains*—গ্রন্থকার চেষ্টার ত্রুটী করেন নাই।

(6) Hamlet *pretended* madness—হ্যামলেট ক্ষিপ্ততার ভাণ করিয়াছিলেন।

(7) Feed the hungry clothe the naked—ক্ষুধার্ত্তকে অন্ন দান ও বস্ত্রহীনকে বস্ত্রদান করিবে।

(8) The criminal has been sentenced to three months' rigorous imprisonment—অপরাধীকে তিন মাসের সশ্রম কারাবাসের আদেশ হইয়াছে।

(9) He *consulted* an eminent physician of Calcutta—তিনি কলিকাতায় জনৈক সুবিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

(10) I could not *venture out* in this foul weather—এ দুর্য্যোগে আমি বাহির হইতে সাহসী হই নাই।

(11) The spectators could not but shed tears at the miserable plight of that bereaved family—সেই শোক-সন্তপ্ত পরিবারের দুরবস্থা দর্শনে দর্শকবৃন্দ অশ্রুসংবরণ করিতে পারে নাই।

(12) Come weal, come woe, do not *swerve* from the path of duty—সুখে, দুঃখে (সুখই আসুক বা দুঃখই আসুক) কর্ত্তব্য পথ হইতে বিচলিত হইবে না।

(13) The sentinel took his stand on the cross road—প্রহরী চৌরাস্তায় দণ্ডায়মান ছিল।

(14) A green wound is easily *healed*—কাঁচা বা শীঘ্রই শুকাইয়া যায়।

(15) He *set out* on a pilgrimage to Puri—তিনি পুরী তীর্থভ্রমণে যাত্রা করিলেন।

(16) Some *boast* of learning, some of wealth—কেহ কেহ বিদ্যার, কেহ কেহ ধনের অহঙ্কার করিয়া থাকেন।

(17) Do not *deviate* from the path of piety—ধর্ম্মপথ হইতে স্খলিত হইও না।

(18) He has been deeply *involved* in debt (he is over head and ears in debt)—তিনি ঋণজালে জড়িত হইয়া পড়িয়াছেন।

(19) The climate of Assam *told upon* his health—আসামের জলবায়ুতে তাহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়।

(20) I shook hands with him—আমি তাহার করমর্দ্দন করিলাম।

(21) The audience stood still, *bathed in tears*—দর্শকবৃন্দ অশ্রুস্নাত হইয়া দণ্ডায়মান রহিল।

(22) He *deserves* every encouragement from the public—তিনি জনসাধারণের উৎসাহের পাত্র (সন্দেহ নাই)।

(23) He did not like to *miss* this opportunity of showing his valour—তিনি তাহার বীরত্ব প্রদর্শনের এই সুযোগ পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন নাই।

(24) Newton has made himself famous by discovering the theory of gravitation—নিউটন্ মাধ্যাকর্ষণশক্তি আবিষ্কার করিয়া যশস্বী হইয়াছেন।

(25) The memory of his lost child *haunted* his mind always—তাহার মৃত সন্তানের স্মৃতি তাঁহার মনোমধ্যে সর্ব্বক্ষণ জাগরূক ছিল।

(26) Kausalya was *plunged into* an ocean of grief—কৌশল্যা শোকসাগরে নিমগ্না হইলেন।

(27) We should weep with others in grief: the gods do not *withhold* their rain even from the thorny field—পরের কান্না দেখিয়া কাঁদা ভাল; কণ্টকক্ষেত্র হইতে (দেখিয়া) দেবতারাবৃষ্টি সম্বরণ করেন না।

(28) It was the force of character that *raised* him—চরিত্র বলেই তিনি উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন।

(29) This custom is not *countenanced* by the Hindu society—প্রথা হিন্দুসমাজ সম্মত নহে।

(30) What was *ordained* by God has come to pass—যাহা বিধিনির্ব্বন্ধ ছিল, ঘটিয়াছে।

(31) Though *over-burdened* with grief, Lakshman succeeded in *bringing round* his senses—একান্ত শোকভারাক্রান্ত হইয়াও লক্ষ্মণ তাঁহার চৈতন্য সম্পাদনে সমর্থ হইয়াছিলেন।

(32) You are ever kind and propitions—আপনি চিরানুকূল ও স্থিরপ্রসাদ।

(33) *Immersed* in the mire of indelible sin—দুরপনেয় পাপপঙ্কে লিপ্ত।

(34) The Emperor reformed the abuses that had

crept into his administration—সম্রাট্ তাঁহার রাজ্যের দুর্নীতি সমূহের সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন।

(35) Several provinces *threw off the yoke of* Delhi—কতকগুলি রাজ্য দিল্লীর দাসত্ব শৃঙ্খল পরিত্যাগ করিল।

Group III.

(1) The *happy* childhood days are now over—সেই সুখদ বাল্যকাল এখন গত (অতিবাহিত) হইয়াছে।

(2) His *laborious* exertions deserve mention—তাঁহার ঐকান্তিক পরিশ্রম উল্লেখযোগ্য সন্দেহ নাই।

(3) Buxton was not a great *intellectual* leader—সাহিত্যজগতে বাক্সটনকে একজন প্রসিদ্ধ নায়ক বলা যাইতে পারে না।

(4) The young Pandavas, *disguised* as Brahmans, set off to take part in the *coming* ceremony—পাণ্ডবযুবকেরা, ব্রাহ্মণের বেশে, উপস্থিত উৎসবে যোগদান উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন।

(5) Fitzgerald was not a *bigoted* vegetarian—ফিজেরাল্ড গোঁড়া শাকান্নভোজী ছিলেন না।

(6) Sympathy is the *golden* key which unlocks the treasures of wisdom—পরদুঃখকাতরতা সুবর্ণনির্ম্মিত দ্বারস্বরূপ; ইহাদ্বারা জ্ঞানরত্নভাণ্ডার উন্মুক্ত হয়।

(7) My soul is *unconquered*—আমার হৃদয় অজেয়।

(8) The incident filled all with *unspeakable* delight—এই ঘটনায় সকলের হৃদয় অনির্ব্বচনীয় আনন্দে পূর্ণ হইয়াছিল।

(9) I was taken with the *childlike* simplicity of his character—আমি তাঁহার চরিত্রের বালকসুলভ সরলতায় মুগ্ধ হইয়াছিলাম।

(10) He has left behind him an *ever-lasting* fame—তিনি এই পৃথিবীতে অক্ষয়কীর্ত্তি রাখিয়া চলিয়া গিয়াছেন।

(11) You are the scion of the family of Raghus—আপ'ন রঘুকুলধুরন্ধর।

(12) Thou who art distressed at the idea of separation—অয়ি বিয়োগ-কাতরে।

(13) Oh, *heartless* (cruel) God! হা হতবিধে!

(14) Thou who solely liveth for Ram—হা রামৈক-জীবিতে!

(15) Thou, vilest of men—অরে নরাধম!

Passages with Answers.

FOURTH CLASS.

(a) The way to wealth is broad. It consists of two words, "Industry and Frugality"; that is, never spend your time and money in vain.

অর্থাগমের পথ অতি প্রশস্ত। ইহা পরিশ্রম ও মিতব্যয়িতা এই দুইটী শব্দ দ্বারা গঠিত। ইহার অর্থ এই, কদাচ তোমার অর্থ ও সময় বৃথা ব্যয় করিও না।

(b) The proverb says, "cleanliness is next to godliness." To be neat and clean in person, in dress in speech and in deed, is indeed, a mark of 'good' and 'true' man.

প্রবাদ আছে, "পরিচ্ছন্নতা (শৌচ) দেবত্ব-সদৃশ।" শরীর, পরিচ্ছদ, বাক্য ও কার্য্য সম্বন্ধে পরিচ্ছন্নতা সৎ ও প্রকৃত মনুষ্যের চিহ্ন স্বরূপ।

(c) We hate some persons because we do not know them; and we will not know them because we hate them.

কোন কোন লোক সম্বন্ধে আমরা কিছু অবগত নই বলিয়া তাহাদিগকে আমরা ঘৃণা করিয়া থাকি এবং এইরূপ ঘৃণা করিব বলিয়া তাহাদের সম্বন্ধে আমরা তথ্য সংগ্রহ করিতে (জানিতে) ইচ্ছা করি না।

(d) Megasthenes lived at Pataliputra for several years, and wrote an account of what he saw and heard. He

tells us that the Hindu men, whom he saw in those days, were brave and truthful and the women good and pure.

মেগাস্থিনিস্ কতিপয় বর্ষ ধরিয়া পাটলিপুত্র নগরে বাস করেন এবং তিনি স্বচক্ষে যাহা দেখিয়াছেন বা (লোকমুখে) শুনিয়াছেন তাহার বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন। তিনি বলেন, তৎকালীন হিন্দুগণ সাহসী ও সত্যবাদী; এবং স্ত্রীলোকেরা সৎ ও পবিত্রহৃদয়া ছিলেন।

(e) Beware of him who flatters you and commends you to your face or to one who, he thinks, will tell you of it. Remember the fable of the fox commending the singing of the crow who had something in her mouth which the fox wanted.

যে ব্যক্তি তোমাকে তোষামোদ করে এবং তোমার সম্মুখে তোমার প্রশংসা করে অথবা যাহার নিকট তোমার প্রশংসা করিলে সে তোমাকে আসিয়া বলিবে মনে করে তাহাদিগের সহিত সাবধানে ব্যবহার করিবে। কাক ও শৃগালের গল্পটী মনে রাখিও:—একটী কাকের মুখে কিছু দ্রব্য ছিল, একটী শৃগাল উহা লইতে ইচ্ছা করিয়া তাহার গানের অত্যন্ত প্রশংসা করিয়াছিল।

THIRD CLASS.

(f) Let us learn hence our mutual duties. The strong should assist the weak, the well-informed should assist with his advice those who want it; the learned should instruct the ignorant; indeed, we should love our neighbours as ourselves, and thus fulfil the designs of the Creator.

এস, এই গল্প হইতে আমরা পরস্পরের প্রতি পরস্পরের কর্ত্তব্য শিক্ষা করি, বলবানেরা দুর্ব্বলদিগকে সাহায্য করিবেন; জ্ঞানী অজ্ঞকে ও বিদ্বান মূর্খকে উপদেশদ্বারা সাহায্য করিবেন; বস্তুতঃ নিজের ন্যায় প্রতিবেশীদিগকে ভালবাসা উচিত এবং সৃষ্টিকর্ত্তার উদ্দেশ্য এইরূপে সম্পন্ন করা উচিৎ।

(g) It is the duty of the young people to remember their Creator in the days of their youth. While the heart

is most succeptible of piety and gratitude, they should reverence and fear, worship and praise, love and obey, the great and glorious Being.

তরুণ বয়সে সৃষ্টিকর্ত্তা পরমেশ্বরের চিন্তা করা তরুণবয়স্ক যুবকদিগের কর্ত্তব্য কার্য্য। যে বয়সে অন্তঃকরণ ঈশ্বরপ্রীতি ও কৃতজ্ঞতা অনুভব করিতে সক্ষম, সেই বয়সেই সেই মহিমান্বিত ও গৌরবশালী পরমেশ্বরকে ভক্তি শ্রদ্ধা করা, উপাসনা ও স্তুতি করা, তাঁহার প্রতি প্রীতিপ্রদর্শন ও তাঁহার আজ্ঞা পালন করা, যুবকদিগের কর্ত্তব্য।

(h) Industry is not only the instrument of improvement, but the foundation of pleasure. Nothing is so opposite to the true enjoyment of life, as the feeble state of an involent mind. He who is a stranger to industry may possess, but he cannot enjoy; for it is labour only which gives the relish to pleasure.

পরিশ্রম যে শুধু উন্নতির সোপান তাহা নহে। ইহা আনন্দেরও ভিত্তিস্বরূপ। অলস ব্যক্তির দুর্ব্বল অন্তঃকরণ আনন্দ উপভোগে যেরূপ পরাঙ্মুখ সেরূপ আর কিছুই নহে। শ্রমবিমুখ ব্যক্তির উপভোগের দ্রব্য থাকিতে পারে, কিন্তু সে উহা হইতে সুখ ভোগ করিতে পারে না; কেবলমাত্র পরিশ্রমই আনন্দ উপভোগের ক্ষমতা প্রদান করিয়া থাকে।

(i The biographer of George Stephenson tells us that the smallest fragments of his time were regarded by him as precious and that "he was never so happy as when improving them." For years Benjamin Franklin strove, with inflexible resolution to save for his own instruction every minute that could be won.

জর্জ্জ ষ্টিফেন্‌সনের জীবনী-লেখক আমাদিগকে বলেন যে জর্জ্জ ষ্টিফেন্‌সন তাঁহার সময়ের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশগুলিকে অতীব মূল্যবান মনে করিতেন এবং সেই অংশগুলির উন্নতিসাধন করিতে পারিলে তিনি যেরূপ আনন্দ বোধ করিতেন, এরূপ অন্য কোন কার্য্যে করিতেন না। বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন বহুবর্ষ ধরিয়া, স্বকীয়জ্ঞান লাভের জন্য প্রত্যেক মুহূর্ত্তের সদ্ব্যবহার করিতে অদম্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞার সহিত যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেন।

(j) Though the Mogul empire reached the zenith of its power during the reign of Aurangzeb, that Emperor lived to see the commencement of its decline. What the far-sighted wisdom of Akbar had helped to construct, the short-sighted bigotry of Aurangzeb served to destroy.

মোগলসাম্রাজ্য আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালেই চরম উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল এবং আওরঙ্গজেবই উক্ত সাম্রাজ্যের পতন আরম্ভ হইতে দেখিয়া যান। আকবরের দূরদর্শিতা ও নীতিবলে যে রাজত্ব গঠিত হইয়াছিল, আওরঙ্গজেবের সঙ্কীর্ণতাপূর্ণ ধর্ম্মান্ধতায় উহার বিনাশ সাধন হয়।

SECOND CLASS.

(k) The education of the masses is another triumph of British rule. The colleges and the schools are open to all classes of the people without distinction of caste or creed; and primary schools have been set up all over the country to give at least an elementary education to all such as cannot avail themselves of the benefits of the higher education.

জনসাধারণের শিক্ষাবিধান ইংরাজশাসনের অন্যতম ফল। জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে সর্ব্বশ্রেণী লোকের শিক্ষাবিধানকল্পে কলেজ ও উচ্চইংরেজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং যাহাদের পক্ষে উচ্চইংরেজী বিদ্যালয়ে প্রবেশ লাভ সুগম নহে, তাহাদের মৌলিক শিক্ষাবিধানকল্পে দেশে সর্ব্বত্র উচ্চ ও নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে।

(l) Sir Philip Sidney, at the battle near Zutphen, displayed the most undaunted courage. He had two horses killed before him; and whilst mounting a third, was wounded by a musket shot out of the trenches, which broke the bone of his thigh. He returned about a mile and a half on horse back to the camp; and being faint with the loss of blood and parched with thirst from the heat of the weather, he called for drink. As he was putting the

vessel to his mouth, a poor wounded soldier looked u| to it with wistful eyes. That gallant and generou Sidney delivered it to the soldier saying, "Thy necessit is greater than mine."

সার ফিলিপ সিড্‌নি জুটফেনের যুদ্ধে অসীম সাহস প্রদর্শন করিয়া ছিলেন। তাঁহার দুইটী অশ্ব নিহত হইবার পর যখন তৃতীয় অশ্বে আরোহণ করিতেছিলেন, তখন গড়খাইয়ের মধ্য হইতে একটী বন্দুকে গুলি দ্বারা আহত হন। ইহাতে তাহার উরুদেশের অস্থি ভগ্ন হয় তিনি তাম্বুতে ফিরিয়া যাইবার পথে প্রায় দেড়মাইল পথ, অশ্বপৃষ্ঠে গমন করিতে পারিয়াছিলেন। রক্তপাত হেতু অত্যন্ত দুর্ব্বল এবং বায়ু উত্তাপে পিপাসার্ত্ত হইয়া জলপান করিতে ইচ্ছা করেন। জলপান করিবার নিমিত্ত গ্লাসটী মুখের নিকট তুলিতে যাইতেছেন এমন সময় জনৈক আহত সৈনিক পুরুষ সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে ঐ জল পাত্রটির দিকে তাকাইতেছিল। বীর ও উদারচেতা সিড্‌নি পাত্রটী সৈনিকপুরুষকে দান করিয়া বলিয়াছিলেন, "আমার অপেক্ষা জলপানের আবশ্যকতা তোমার অধিক।"

(m) Man does not live for himself alone. He lives for the good of others, as well as of himself. Everyone has his duties to perform—the richest as well as the poorest. To some life is pleasure, to others, suffering. But the best do not live for self-enjoyment, or even for fame. Their strongest motive power is hopeful, useful work in every good cause.

মানব যে তাঁহার নিজের সুখের জন্যই জীবন ধারণ করিবে তাহা নহে; সে তাহার নিজের ও জগতের হিতের জন্য আসিয়াছে। ধনী বল নির্ধন বল—প্রত্যেকেরই স্ব স্ব কর্ত্তব্য আছে। কাহারও পক্ষে জীবন সুখের, কাহারও পক্ষে দুঃখের। কিন্তু মহতেরা স্বকীয় সুখ বা যশের জন্য লালায়িত নহেন—প্রত্যেক সৎকার্য্যে আশা ও উদ্যমপূর্ণ পরিশ্রমই তাঁহাদের লক্ষ্য (শক্তি নিয়োজিত করে)।

(n) "Do you wish to be great ?" asks St. Augustine. "Then begin by being little." Do you desire to cons-

truct a vast and lofty fabric? Think first about the foundations of humility. The higher your structure is to be, the deeper must be the foundation. Modest humility is beauty's crown.

সেন্ট অগষ্টাইন বলেন, 'তুমি কি মহৎ (বড়) হইতে চাও?' 'তাহা হইলে ছোট হও।' তুমি যদি সুবৃহৎ, সর্ব্বোচ্চ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিতে চাও, সর্ব্বপ্রথমে বিনয়ের উপর তাহার ভিত্তি স্থাপন কর। অট্টালিকা যতই উচ্চ করিবে, ততই গভীর তাহার ভিত্তিনির্ম্মাণ করিতে হইবে। প্রকৃষ্ট বিনয় সৌন্দর্য্যের মুকুট স্বরূপ (শিরোভূষণ)।

(o) The best kind of duty is done in secret and without sight of men. There it does its work devotedly and nobly.

কর্ত্তব্যের মধ্যে যাহা শ্রেষ্ঠ তাহা মনুষ্যের অজ্ঞাতসারে, গোপনে কৃত হইয়া থাকে। তাহা হইলেই নিবিষ্টমনে, প্রকৃষ্টরূপে কর্ত্তব্য করিতে পারা যায়।

The true character acts regularly, whether in secret or in the sight of men. That boy was well-trained who, when asked why he did not pocket some pears, for nobody was there to see, replied, "Yes, there was; I was there to see myself; and I don't intend ever to see myself do a dishonest thing."

চরিত্রবান ব্যক্তি, লোকসমক্ষেই হউক বা গোপনেই হউক, ঠিকভাবে কাজ করেন। কোন বালককে যখন জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল "কোন লোক তথায় ছিল না তবে তুমি আতাগুলি গ্রহণ কর নাই কেন?" সে তদুত্তরে বলিয়াছেন "হাঁ, তথায় ছিল বৈকি; আমিই তথায় ছিলাম। এবং আমি কখন কোন অসৎ কার্য্য করিতে ইচ্ছা করি না"—সেই বালকটীর শিক্ষা প্রকৃত শিক্ষা বলা যাইতে পারে।

And here it may be observed how greatly the character may be strengthened and supported by the cultivation of good habits. Man, it has been said, is a bundle of habits; and habit is second nature.

এইস্থলে ইহাও বক্তব্য যে উত্তম অভ্যাসের উৎকর্ষ সাধন দ্বারাই মানবের চরিত্র যথেষ্ট পরিমাণে উন্নত ও গঠিত হইয়া থাকে। মনুষ্যকে অভ্যাসের সমষ্টি মাত্র বলা হইয়া থাকে এবং অভ্যাসই স্বভাবের (প্রকৃতির) অন্যতম নাম।

MATRIC CLASS.

Never speak anything for a truth which you know or believe to be false. Lyning is a great sin against God, who gave us a tongue to speak the truth, and not falsehood. It is a great offence against humahity itself; for where there is no regard for truth, there can be no safe society between man and man And it is an injury to the speaker; for besides the disgrace which it brings upon him, it occasions so much baseness of mind that he can scarcely tell truth, or avoid lying even when he has no colour of necessity for it, and in time he comes to such a pass that as other people cannot believe he speaks truth, so he himself scarcely knows when he tells falsehood.

যাহা তুমি মিথ্যা বলিয়া জ্ঞান বা বিশ্বাস কর তাহা কখনও সত্য মনে করিয়া বলিও না। মিথ্যা কথা মহাপাপ, ঈশ্বর আমাদিগকে সত্য কহিবার জন্যই রসনা দিয়াছেন মিথ্যা কহিবার জন্য নহে। ঈশ্বর কেন মনুষ্য সমাজের নিকটও মিথ্যাকথন পাপের কার্য্য। যেহেতু, সত্যে আস্থা না থাকিলে মনুষ্যসমাজে পরস্পরের মধ্যে পদে পদে বিপদের আশঙ্কা আছে। মিথ্যাকথন দ্বারা মিথ্যাবাদীর ও সমূহ অনিষ্ট সাধিত হইয়া থাকে; মিথ্যাকথনের অপবাদ ত আছেই, ইহা ছাড়া তাহার মনে এতই নীচতা আসিয়া উপস্থিত হয় যে সত্যকথনের প্রবৃত্তি তাহার মনে থাকা দূরে থাকুক, যেস্থলে মিথ্যাকথনের কোন আবশ্যক নাই, সেস্থলেও মিথ্যা বলিবার প্রবৃত্তি দমন করিতে পারে না। অবশেষে এমন সঙ্কটাবস্থায় আসিয়া উপস্থিত হয় যে, সে সত্য কথা বলিলেও লোকে বিশ্বাস করে না, এমন কি, কোন স্থলে মিথ্যা কথা বলিয়াছে তাহা সে নিজেও বুঝিতে পারে না।

Think not that any affluence of fortune or any elevation of rank, exempts you from the duties of application and industry. Industry is the law of our being ; it is the demand of nature, reason and of God. Remember always, that the years which now pass over your heads, leave permanent memorials behind them. They form an important part of the register of your life. From your thoughtless minds they escape ; but they remain in the remembrance of God.

অর্থ সমৃদ্ধি বা পদোন্নতি হইলেই অধ্যবসায় ও পরিশ্রমসাধ্য কার্য্য হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়, ইহা কখনও মনে করিও না। পরিশ্রম আমাদের জীবনের মূলমন্ত্র ; ইহা প্রকৃতি বিবেক ও পরমেশ্বরের অভিপ্রেত। তোমাদের সর্ব্বদা মনে রাখা কর্ত্তব্য যে বর্ষের পর বর্ষ যেমন অতীত হইয়া যাইতেছে তাহাদের পশ্চাতে স্থায়ী স্মৃতিচিহ্ন রাখিয়া যাইতেছে ; সেগুলি দ্বারাই তোমার জীবনের কার্য্যতালিকা গঠিত হয়। তোমাদের চঞ্চল চিত্তে সেগুলি স্থান না পাইতে পারে (তোমাদের চিত্ত এত চঞ্চল যে সেগুলি মনে না রাখিতে পার), কিন্তু পরমেশ্বরের স্মৃতি হইতে সেগুলি বিলুপ্ত হইবার নহে।

Education is an excellent end. We may not sacrifice health to education, because health is itself a condition of the value of education. But to seek to obtain the best possible education is a worthy and laudable end. Ease and money may be sacrificed for it. We may undergo hardships for it. We may even forego wordly advantages for it. But the very notion of education, if we look into it, shows it is not the supreme end, or even an end in itself. The object of education is to fit the student for something beyond education.

শিক্ষা জীবনের সর্ব্বোৎকৃষ্ট উদ্দেশ্য সন্দেহ নাই কিন্তু (তাই বলিয়া) আমরা শিক্ষালাভকল্পে স্বাস্থ্যবিসর্জ্জন দিব না। যেহেতু, স্বাস্থ্যদ্বারাই শিক্ষার ফললাভে সক্ষম হওয়া যায়। প্রত্যুত পক্ষে, যথাসম্ভব সর্ব্বোৎকৃষ্ট শিক্ষাই মানবের লক্ষ্য এবং স্পৃহনীয় বিষয় হওয়া উচিত। এই কল্পে আমরা

অর্থ এবং সুখসম্ভোগ বিসর্জ্জন দিব, কঠোর পরিশ্রম করিব, এমন কি, পার্থিব সুবিধাগুলিও পরিত্যাগ করিব। বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে শিক্ষালাভই আমাদের জীবনের চরম লক্ষ্য বা ইহাই একমাত্র উদ্দেশ্য নহে। শিক্ষা লাভেচ্ছু ব্যক্তিকে শিক্ষালাভ ব্যতিত কোন উচ্চতর বিষয়ে উপযোগী করাই শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য।

Honesty and truthfulness go well together. Honesty is truth, and truth is honesty. Truth alone may not constitute a great man, but it is the most important element of a great character. It gives security to those who emply him and confidence to those who serve under him. Truth is the essence of principle, integrity and independence. It is the primary need of every man. Absolute veracity is more needed now than at any former period in our history.

সততা ও সত্যবাদিতা (সত্যনিষ্ঠা) একত্র বিরাজ করে। সততাই সত্য এবং সত্যই সততা। কেবলমাত্র সত্যবাদিতার বলে একজন মহৎ হইতে পারে না, তবে মহৎ চরিত্র গঠনে ইহা সর্ব্বোপরি সন্দেহ নাই। ইহা নিযোক্তা (প্রভু) এবং ভৃত্য উভয়কেই বিশ্বস্ততা প্রদান করে। সত্যবাদিতাই নীতি, সততা ও স্বাধীনতার মূলমন্ত্র। প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষেই ইহা অত্যাবশ্যক। আমাদের ইতিহাসে অতীত যুগ অপেক্ষা বর্ত্তমান যুগেই বিশুদ্ধ সত্যবাদিতা অধিক আবশ্যক।

Lying, common though it be, is denounced even by the liar himself.

যদিও মিথ্যাকথন আজকাল একটা সাধারণ দোষ দাঁড়াইয়াছে মিথ্যাবাদী নিজেই মিথ্যাকথনকে দূষনীয় মনে করিয়া থাকে।

It is the business of man to understand the laws of health and to provide against their consequences—as, for instance, in the matter of sickness, accident and premature death. We cannot escape the consequences of transgression of the natural laws, though we may have meant well. We must have done well. The Creator

does not alter His laws to accommodate them to our ignorance. He has furnished us with intelligence, so that we may understand them; otherwise, we must suffer the consequences in inevitable pain and sorrow.

" স্বাস্থ্যের নিয়মগুলি সম্যকরূপে বুঝিয়া ব্যাধি, আকস্মিক দুর্ঘটনা, অকালমৃত্যু প্রভৃতির হাত হইতে মুক্তিলাভ করিবার চেষ্টা করা প্রত্যেক মনুষ্যের কর্ত্তব্য। আমাদের ইচ্ছা থাকিলেও, প্রাকৃতিক নিয়ম উল্লঙ্ঘনের হস্ত হইতে আমরা মুক্তিলাভ করিতে পারি না। আমরা হয়ত যতদূর সতর্ক হওয়া, সম্ভব হইয়া থাকিব। কিন্তু জগদীশ্বর আমাদের অজ্ঞতা হেতু তাঁহার নির্দ্দিষ্ট বিধান পরিবর্ত্তন করিতে পারেন না। তিনি আমাদিগকে বুদ্ধিবৃত্তি দিয়াছেন—তদ্বারা অমরা তাঁহার বিধান জানিতে সক্ষম হইব; অন্যথা, স্বাস্থ্যনীতি ভঙ্গহেতু আমাদিগকে দুর্নিবার দুঃখ ও যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে।

Strive to fulfil the hopes of your parents by growing in knowledge, by shunning bad companions, by avoiding profane and wicked words, by speaking the exact truth, by being kind and honest and by loving and serving your Father in Heaven. This is the best way of pleasing your parents, and repaying their kindness. Let them see you growing in wisdom and is goodness and they will never think that you have been a burden and care to them.

ক্রমশঃ জ্ঞানোপার্জ্জন করিয়া, অসৎসঙ্গ পরিহার করিয়া, অপবিত্র ও অসাধু বাক্য বর্জ্জন করিয়া, ঠিক সত্য কথা কহিয়া, সদয় ও সাধুবাক্য প্রয়োগ করিয়া এবং স্বর্গীয় পিতা (জগদীশ্বর) কে সেবা করিয়া ও তাঁহার প্রতি ভক্তি, প্রীতিপ্রদর্শন করিয়া তোমাদের জনকজননীর আশা পূরণে সচেষ্ট হও। তাঁহাদিগের আনন্দবর্দ্ধন করিবার এবং তাহাদের ঋণ প্রতিশোধের ইহাই প্রকৃষ্ট উপায়। তোমাদিগকে দিন দিন জ্ঞানলাভ করিতে এবং সৎপথে চলিতে দেখিয়া, তাঁহারা কখনও তোমাদিগকে গলগ্রহ মনে করিবেন না বা তোমাদের জন্য চিন্তাকুল হইবেন না।

Children, these are your duties. O, strive to do

them. Love reverence and obey your parents. Be to them a comfort and an honour. Be more than they expect; be, if possible, all they desire. So live that they may even took upon you with delight. So live that the thought of your virtues may smooth their last hours. [C. U. 1887]

বৎসগণ! এইগুলিই তোমাদের কর্ত্তব্য। এইগুলি সম্পাদন করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে। তোমাদের পিতামাতাকে ভালবাসিবে, ভক্তি প্রদর্শন করিবে এবং তাঁহাদিগের কথা শুনিয়া চলিবে। তাহাদের আশাস্থল এবং গৌরবের বিষয় হও। তাঁহারা যতদূর আশা করেন, তদপেক্ষা ভাল হইতে চেষ্টা কর; সম্ভব হইলে, তাঁহারা যাহা ইচ্ছা করেন তাহা পূরণ করিতে যত্নবান হও। যেরূপ ভাবে জীবনযাপন করিলে তাঁহাদের আনন্দবর্দ্ধন করিতে পার তাহাই করিবে। তোমাদের সৎগুণ সমূহ চিন্তা করিতে করিতে যাহাতে তাঁহারা শান্তিসুখে শেষ জীবন অতিবাহিত করিতে পারেন, সেইভাবে জীবনযাপন করিবে।

You must not condemn your lot, but live the life. God has given you as best as you can. You must not judge of your life uncharitably; the very habit of finding fault with things belongs to a weak mind. Be content with your present lot, however poor it may appear. Happiness is a thing of the mind and you may enjoy it even in your own cot. "Mind is its own place and in itself can make a heaven of hell, a hell of heaven." God has given us certain gifts common to all. There is no such possession as a contented mind.

কখনও নিজ অদৃষ্টকে ধিক্কার প্রদান করিও না; ঈশ্বর আমাদিগকে অমূল্যজীবন প্রদান করিয়াছেন। এই জীবন যতদূর সম্ভব উন্নত করিতে চেষ্টা করিবে। নিজের জীবনকে কখনও মন্দভাবে দেখিও না—দোষানুসন্ধান প্রবৃত্তিই দুর্ব্বল প্রকৃতির লক্ষণ। যতই মন্দ মনে কর না কেন; নিজ নিজ অদৃষ্টেই সন্তুষ্ট থাকা কর্ত্তব্য। সুখ অন্তঃকরণের অবস্থা বিশেষ, তোমার দরিদ্র কুটীরেও ইহা সম্ভোগ করিতে পার। অন্তঃকরণ আমাদের

নিজস্ব (নিজের আয়ত্ব বিষয়); ইহা স্বর্গকে নরক এবং নরককে স্বর্গ তুল্য করিয়া থাকে। ঈশ্বর আমাদিগের সকলকেই কতকগুলি উপভোগের বস্তু দিয়াছেন—কিন্তু চিত্তপ্রফুল্লতার সহিত কাহারও তুলনা হইতে পারে না।

Akbar was not only the ornament of the Mogul dynasty, but incomparably greatest of all the Mahomedan rulers of India. Few princes ever exhibited greater military genius or personal courage. He never fought a battle which he did not win or besieged a town which he did not take; yet he had turned the tide of victory by his skill and energy; he was happy to leave his generals to complete the work and to hasten back to the more agreeable labours of the cabinet. He abolished the odious 'Jezzia' or Capitation tax; he discouraged 'Suttee' to the full extent of his power and he abolished the practice of reducing captives to slavery.

আকবর যে শুধু মোগলবংশের মুকুট স্বরূপ ছিলেন তাহা নহে, ভারতে যে সমস্ত মোগল সম্রাট রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন সন্দেহ নাই। তাঁহার ন্যায় সমরকৌশল বা বীরত্ব কেহই প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। তিনি যে যুদ্ধে গমন করিয়াছেন তাহাতেই জয়লাভ করিয়াছেন এবং যে নগর অবরোধ করিয়াছেন তাহাই অধিকার করিতে সক্ষম হইয়াছেন। তবুও তিনি স্বীয় শক্তি ও রণকৌশল বলে জয়লাভে সমর্থ হইয়া, তাঁহার সেনাপতিগণের প্রতি যুদ্ধসমাপ্তির ভারার্পণ করিয়া আনন্দলাভ করিতেন এবং সময়ক্ষেপ না করিয়া দরবারের অধিকতর প্রীতিকর, শ্রমসাধ্য কার্য্যে নিযুক্ত হইতেন। তিনি ঘৃণ্য 'জিজিয়া' নামক কর ও দাসত্বপ্রথা (কয়েদীদিগকে দাসত্বে পরিণত করণ) রহিত করেন এবং 'সতীদাহ' নিবারণে যথাসাধ্য চেষ্টা করেন।

It was the battle field of Kurukshetra. The white conch shells were about to sound, the elephants to march forward, and the attack of the archers to commence. The moment was brief and terrible. Banners were flying and the charioteers preparing for the advance.

Suddenly a little lapwing, who had built her nest in the roof of a hillock in the midst of the battlefield, drew the attention of the Lord Krishna by her cries of anxiety and distress for her young. "Poor little mother !" He said tenderly, "Let this be thy protection !" and, lifting a great elephant bell that had fallen near, He placed it over the lap-wing's nest. And so through the eighteen days of raging battle that followed, a lapwing and her nestlings were kept in safety in their nest, by the mercy of the Lord Krishna.

ইহাই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্র। শ্বেতশঙ্খ ধ্বনিত হইতে আরম্ভ হইল, করিগণ যুদ্ধে অগ্রসর হইতে লাগিল ; তীরন্দাজগণ যুদ্ধ আরম্ভ করিতে উদ্যত হইল। সময়সংক্ষেপ ; ভীষণ মুহূর্ত্ত উপস্থিত ; পতাকা উড্ডীন হইল ; সারথিগণ যুদ্ধে অগ্রসর হইল। একটী ক্ষুদ্র পক্ষী, যুদ্ধক্ষেত্রের মধ্যস্থলে পর্ব্বতের শিখরদেশে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেছিল, শাবকগণের প্রতি মাতার দুঃখপূর্ণ করুণ ক্রন্দনে ভগবান কৃষ্ণের চিত্ত আকৃষ্ট হইল। তিনি অতি করুণ স্বরে কহিলেন, "আহা নিরাশ্রয় জননী, ইহা তোমার আশ্রয় হউক" ইহা বলিয়া নিকটে একটী হস্তীর ঘণ্টা পড়িয়াছিল, তাহা তুলিয়া ঐ ক্ষুদ্র পক্ষীটির কুলায়ের উপর স্থাপন করিলেন। এইরূপে জগৎপতির অনুগ্রহে অষ্টাদশদিনব্যাপী ভীষণ যুদ্ধের মধ্যেও ঐ ক্ষুদ্র পক্ষীটি তাহার শাবকগুলিকে লইয়া ঐ কুলায়ে নিরাপদে বাস করিতে পারিয়াছিল।

Model Passages.

(*To be worked out by boys.*)

Fourth class.

1. A Paris fortune-teller (দৈবজ্ঞ) was arrested and brought before a Magistrate. He said then, "you know how to read the future ?" "I do, Sir." "Then you know what sentence (দণ্ড) I mean to pass on you ?" "Certainly", "well, what will happen to you ?" "Nothing" "you are sure of it ?" "Yes". "Why ?" "Because if you had meant (ইচ্ছা থাকিত) to punish me, you would not be cruel enough to mock (উপহাস করা) me.

2. Whang, ths miller, with all his eagerness for riches (অর্থাকাঙ্খা) was in reality poor he had nothing but the profits (লভ্যাংশ) of his mill to support him ; but though they were small, they were certain. While the mill stood and went he was sure of eating, and his frugality (মিতব্যয়িতা) was such that he everyday laid some money by which he would at intervals (সময়ে সময়ে) count and comtemplate with (চিন্তা কর) much satisfaction.

3. The King and the queen were plunged into a sea of grief (দুঃখসাগরে নিমগ্ন) there was nothing for it, however, but to part with one of the princes ; for the mendicant might by his curse turn into ashes (ভস্মীভূতকর) not only both the princes, but also the king, queen, palace, and the whole of the kingdom to foot.—Folk Tales of Bengal.

4. One day Chandragupta saw a Brahmin in a very bad temper. He was tearing up some Kusagrass by the rots and stamping (পদাঘাত কৃ) upon it to kill it. Chandragupta could not understand why he was doing this, so he said, "why are you so angry, pandit? Has the Kusa grass done you any harm?"

5. "Look at my foot," replied the pandit. "Do you not see that it is bleeding? I will pluck (তুলিয়া ফেলা) every root of Kusa grass from the earth, and then I will pour burning sugar upon the roots till they are burned to a cinder". (ভস্মেপরিণত)

6. A fox who had never seen a lion, when by chance he met him for the first time, was so terrified, that he almost died (মৃতবৎ) of fright. When he met him the second time, he was still afraid, but manage to disguise (গোপন করা) his fear. When he saw him the third time, he was so much emboldened that he went up to him and asked him how he did. Familiarity breeds contempt.

7. A troop of boys were playing, at the edge of a pond, when perceiving a number of frogs in the water. They began to pelt at them with stones. They had already killed many of the poor creatures, when one more ohardy (অধিকতর সাহসী) than the rest, frutting his head above the water, cried out to them: "Stop your cruel sport, my lads; consider, what is play to you is death to us."

8. When the blind man, the deaf man and the donkey were safely inside they heard a fearful roar. (ভীষণ গর্জন). It was the Rakshas, who had come to his castle

and found the iron door closed. "Who is in my house ?" he roared. "I'll chop their (খণ্ডখণ্ড কৃ) bodies up, and make a pie of them. Ho! Ho! you men inside! Open the door and let me in. "He began to kick the door with his heavy feet, and beat it with his huge fists.

9. The voice of the Rakshas was terrible, but his appearance was more terrible still. He was twelve feet high, and his face was fearfully ugly (কদাকার). From his mouth two long tusks stuck out. His ears were almost as large as an elephants. The deaf man peeped through a crack in the door to see what the Rakshas was like. When he saw the monster, he trembled with fear.(ভয়ে শিহরিয়া উঠা)

10. The blind man could not see the Rakshas, and for this reason he felt no fear. He put his mouth close to the door, and roared as loudly as he could. "Who are you ? How dare you come chammering (জোরে আঘাত কৃ) door at this time of night ? You have wakened (জাগ্রত কৃ) every body up. Go away before I kill you !"

Third class.

1. When Aladdin was old enough to learn a trade, his father took him into his own shop and taught him how to use his needle (সূচীকর্ম শিক্ষাদান); but all his father's endeavours to keep him to his work were vain; for no sooner was his back turned, than he was gone for that day. His father chastised (তিরস্কার করিতেন) him, but Aladdin was incorrigible (অসংশোধনীয়) and his father to his great grief (দারুণ দুঃখে) was forced to abandon him to his idle-

ness, and was so much troubled about him (তাহার জন্ত এ বেগ পাইয়াছিলেন) that he fell sink and died in a fe months.—The Arabian Night's entertainments.

2. "Learn to say "No"—when you are inclined to bu anything which you cannot afford, say "No" when yo urged to squander your money on empty show, (বৃথাড়ম্বরে say, "No," when vice of any kind allures (প্রলুব্ধ কর) yo boldly say, "No." He who buys what he does nc need, will need what he cannot buy.—My duties, Joh Murdock.

3. Dilegence is the mother (প্রকৃতি) of good luck an God gives all things to industry. Work while it is calle to-day, for you know not how much you may be hindere (বাধা প্রাপ্ত হ) to-morrow. "One to day is worth two to morrows" as poor Richard says; and further,, "Never leav that till to-morrow which you can do to-day." —Usefu maxims, Franklin.

4. The influence of companions and friends is so strong as to be proverbial, "Birds of a feather (স্বজাতি, সম ব্যবসায়ী) flock together a man is known by the company he keeps." Friends should be few, and will chosen. The human heart (মানব হৃদয়) is not large enough to find room for many, we may be have many acquaintances, but we can have only a few friends. "A friend in need (অসময়ের বন্ধু) is a friend indeed."

5. Try to make all around you (প্রতিবেশীবর্গ) happy brighten everything you can, you can gladden the hearts of your parents and teachers by your cheerful obedience attention to your lessons and general good conduct

Be kind to your brothers and sisters if you have any, and most of all, to those younger than yourself. It is something even to-day the tears (অশ্রুমোচনক্ক) of a little child.

6. A carter was driving a waggon(শকট) along a country lane when the wheels sank down deep into a rut. (চক্রাঙ্ক, চাকার দাগ). The rustic driver did nothing but utter loud cries (আর্ত্তনাদ) to Hercules to come and help him. Hercules, it is said, appeared and thus addressed him:—"Put your own shoulders to the wheels, my man and never more pray to one for help until you have done your best to help yourself." Self-help (স্বাবলম্বন) is the best help.

7. Our Empire is so large that the sun never sets upon it (সূর্য্য অস্ত যায় না). The British Empire extends round the world and many seas divide the dominions from each other. To defend our many shores we have a navy which serves the king Emperor. The navy of the British Empire is the largest and the most powerful navy in the world.

8. Nantal exclaimed, "Thou art a generous man, Hatim! Thou gavest up (উৎসর্গ কর) thy life for the good of another, how I will give thy life to thee and thy houses and thy flocks. To this old man I will give thy reward. As for these boasters, (বৃথা অহঙ্কারী) instead of five hundred gold pieces (স্বর্ণ মুদ্রা) they shall each receive five hundred strokes with a slippers. In this manner they shall learn to speak the truth."

9. A very brave soldier, who had done good service

for the king! Came before him to ask him for a pensi
"We will see! said the king. "Your Majesty need n
wait; (অপেক্ষার প্রয়োজন) you can see now." He then pul
open his short and showed his breast, covered with t
scars of wounds. (ক্ষতচিহ্ন). The king did not wait a
longer "to see about it," but told him that he should ha
the pension directly.

Second class.

1. There lived, in olden times, (পুরাকালে) a good an
kindly man. He had ten world's goods in abundan
(প্রচুর পরিমাণে) many slaves to serve him. And the slav
prided themselves on their master, saying,

"There is no better lord than ours under the sun (এ
পৃথিবীতে). He feeds and clothes us well, and gives us wor
suited to our (উপযোগী) strength. He bears no malice (বৈ
and never speaks a harsh word to any one. He is no
like other masters who trial their slaves worse than catt
(পশু) punishing them whether they deserve it or not an
never giving them a friendly word. He wishes us we
(মঙ্গল কামনা) does good and speaks kindly to us. We d
not wish for a better life."

2. A countryman, returning home one winter's day
found a snake by the hedge-side half-dead with cold. Taking
compassion on the creature he laid it in his bosom and
brought it home to his fireside to revive it. No sooner had
the warmth restored it, than it began to attack the chil
dren of the cottage. Upon this, the country man, whose
compassion had saved its life, took up a mattock and
laid the snake dead at his feet.

3. A cat hearing that a hen was laid up sick in her nest, paid her a visit of condolence; and creeping up to her said, "How are you, my older friend? What can I do for you? What are you in want of? Only tell me if there is any thing in the world that I can bring you; but keep up your spirits and don't be alarmed." "Thank you," said the hen, "do you be good enough to leave me, and, have no fear but I shall soon be well."

4. A fox agreed to wait upon a lion in the capacity of a servant. Each for a time performed the part belonging to his station; the fox used to point out the pray, and the lion fell upon it and seized it. But then fox beginning to think himself as good a beast as his master, begged game instead of finding it. His request was granted, but as he was in the act of making a descent upon a chord, the huntsmen came out upon him and he was himself made the prize. Keep to your place and your place will keep you.

5. A wolf, seeing a goat feeding on the brow of a high precipice where he could not fly at her, besought her to come down lower for fear. He should miss her footing at that dizzy height; "and moreover," said her, "the grass is far sweeter and more abundant here below." But the goat replied. "Excuse me; it is not for my dinner that you invite me, but for your own."

6. Nadhir Shah, the greatest warrior that Persian has ever produced, was originally (সর্ব্ব প্রথমে) a free booter, (লুণ্ঠনকারী) but lived to be the deliverer (প্রম উদ্ধারকর্ত্তা) of his country. He recovered Khorasan from the Abdalis, drove

out the Ghilji invaders, recovered all the country wh
had been conquered by the Turks and the Russians, a
was atlast crowned king (যুবরাজ) of Persia in 1736. T
years after he took Kandahar, Kabul, then advanced ir
(অগ্রসর হইয়াছিলেন) India.

7. When the princes were sixteen years old, t
mendicant made his appearance at the palace gate, aı
demanded the fulfilment of the king's promise. The hea
of the king and of the queen were dried up within theı
They had thought that the mendicant was no more
the land of the living ; but what was their surprise whe
they said him standing at the gate in flesh and blood, an
demanding one of the young princes for himself.

8. Let us learn hence our mutual duties. The stron
should assis tthe weak the well-informed should assi
with his advice those who want it ; the learned shoul
instruct the ignorant ; indeed, we should love our neigh
bours as ourselves, and thus fulfil the designs of th
creator. No man could erect a stately building or palac
without assistance.

9. In the western part England lived a gentleman o
large fortune whose name was Merton. He had a grea
state in the Island of Jamaica, where he had passed many
years and was master of many servants, who cultivatec
sugar and other valuable things for his advantage. He had
only one son, of whom he was execssively fond ; and tc
educate this child properly, was the reason of his deter-
mining to stay some years in England.

10. Once upon a time the Rivers combined against the

Sea, and, going in a body, accused her, saying, "why is it that when we Rivers how our waters so fresh and sweet, you straightway render them salt and unpalatable ? The Sea, observing the temper in which they came, merely answered: "If you do not wish to become salt, please to keep away from me altogether."

Those who are must benefited are often the first to complain.

11. "May the Great God (পরমেশ্বর) whom I worship grant to my country and for the benefit (হিতার্থে) of Europe in general a great and glorious victory and may no misconduct (অসদাচরণ) in any one tarnish (কলঙ্কিত কৃ) it and may humanity (দয়ার কার্য্য) after victory be the predominent feature (প্রধান অঙ্গ) in the British fleet ! For myself individually (ব্যক্তিগতভাবে), I commit (উৎসর্গ কৃ) life to Him that made me and may His blessing (আশীর্ব্বাদ) alight (অবতীর্ণ কৃ) on my endeavours for serving my country faithfully ! (বিশ্বস্তভাবে). To Him I resign myself, and the just cause which is entrusted to me to defend. Amen (তথাস্তু) Amen, Amen;"—Southey's Life of Nelson.

Matriculation class.

1. When Sir Walter Scott was a boy at the High School of Edinburgh, he tried in vain to get above another boy, who was always at the top of his class. He had noticed that when this boy was asked a question, he always fingered the lowest button of his waste coat ; that seemed to help him in giving the answer. So one day Scott managed to get this button cut off without the boy knowing it. Question time came ; the boy was asked a question. His finger wandered down feeling for the familiar button, but could

not find it. This disturbed his mind so much that he forgot what his answer was, and Scott "took him down."

2. We live in a world which is full of misery and ignorance. The life of all truly great men has been a life of intense and incessant labour. We should not act without consideration and we should be untiring. Large trees grow slowly, so great enterprises require time. We should never despair, for God is ever ready to listen to our cry.

3. The methods of practising economy are very simple. Spend less than you earn. This is the first rule A portion should always be set apart for the future. The person who spends more than he earns is a fool. The civil law regards the spendthrift as akin to the lunatic, and frequently takes from him the management of his own affairs. The next rule is to pay ready money, and never on any account, to run into debit. The person who runs into debt is apt to get cheated to and if he runs into debt, to any extent, he will himself be apt to get dishonest. "Who pays what he owes enriches himself."—Smiles.

4. With the establishment of peace, trade and industry have developed in the country. With the introduction of Railways, Telegraphs and cheap postage, distance has shortened and communication has become easy. Education among our countrymen is spreading by rapid strides, and the number of schools and colleges is daily on the increase, famine and pestilence are now fought with great success by relief works and good sanitary arrangements. Life and property are secure against crimes through effective systems of Police and Law-courts and the people have a voice in the Government through their representatives on the councils. British rule has thus conferred immense benefits on us and we should earnestly pray for its long continuance.—A primer of Indian History.

5. To live for others means to love others; and only those can rightly do this—so I believe who dwell near to God.

It is the divine light, the divine love, the divine gentleness, which makes men true gentlemen. If one love Him, if He lives in our hearts, we shall love our brethren too. This is the noblest life of a man, though it is not as Mrs. Ewing tells us) mentioned in books on political economy ; it is "not reckoned in the wealth of nations." 'But there are things "the good of which and the use of which are beyond calculation of worldly goods and earthly uses : things such as Love and Honour and Soul of Man which cannot be bought with a price and which do not die with death."

6. A daring dacoity with gruesome murder was com mitted at Deapara in Police Station Fakirhat on the night of the 17th instant. At dead of night some people fell upon the boat that lay moored in the village canal. The dacoits first seized the man who lay fast asleep on the hanging bed and mercilessly beat him to death on the spot. The most victims were two other men of the boat who fell down senseless with ghastly wounds all over their body, to which they succumbed the following day at the Khulna hospital. The piteous shrieks of the ill-fated men drew the villagers to the place and the miscreants atonce took to their heels. The local police promptly took up the matters as a result of their investigation twelve men have been arrested and sent up for trial.—

7. "One of the great assets which a country can possess" said His Excellency Lord Ronaldshay on a memorable occasion. "is the example of the lives of its great men." The ,late Pundit Shivath Shastri has left, by the purity of his life and character an example which will continue to guide succeeding generations of his countrymen and serve a inspire for their moral and spiritual uplift. The memory of such a men will ever remain a precious legacy to those for whom he lived and worked. His death is an irreparable loss to this country and it will be long before the void will ever be filled up. If sorrow showed is sorrow consoled, we are sure the bereaved members of his family

will at what consolation they can now find in the sympathy of the sorrowing countrymen of the late Pundit Shiva Nath Shastri.

8. "Once more, my good major" said Alexander. "His Imperial Majesty ?" Exclaimed the man in surprise and terror, letting his pipe drop from his trembling fingers. "His veryself" answered the Emperor ; and he smiled at the wonderful change in the major's face and manner. "Ah, sire, pardon me !" cried the officer, falling on his knees, "pardon me !" "And what is the to pardon ?" said Alexander, with real, simple dignity. "My friend, you have done me no harm. I asked you which road I should take, and you told me. Thanks !"

But the major never forgot the lesson. If in later years, he was tempted to be rude or haughty to his so called inferiors, there arose atonce in his mind the picture of a well remembered scene in which his pride of power had brought such shame upon him.

9. Newton was unquestionably a mind of the very highest order, and yet, when asked by what means he had worked out his extraordinary discoveries, he modestly answered, "By always thinking unto them." At another time he thus expressed his methods of study. "I keep the subject continually before me, and wait till the first dawnings when slowly by little and little into a full and clear light." It was in Newton's case, as in every other only by diligent application and perseverance that his great reputation was achieved. Even his recreation consisted in change of study, lying down on subject to take up another.

MODEL PAPERS.

I.

1. Translate into Bengali :—

(a) Canute—well, does the sea obey my commands? If it be my subject, it is a very rebellious subject. See how it swells, and dashes the angry foam and salt spray over my sacred person! Vile flatterers! did you think I was the dupe of your base lies? that I believed your silly words? Know there is only one Being whom the sea will obey. He is sovereign of heaven and earth, King of kings, and Lord of lords. It is only He who can say to the ocean, "thus far shalt thou go, but no further, and here shall thy proud waves be stayed."

(b) One cold winter's day some ants were looking at their store-house, in which they kept the grain they had gathered in summer. Just then a grasshopper came up to them. He looked very lean and hungry; and he begged them to give him something to eat. But they asked him why he had no grain of his own. "Why," said they, "did you not gather grain in summer?" "Oh! I had no time," he replied, "I was always singing." Then they laughed and said, "If you chose to sing all the summer, you may go and dance all the winter."

2. Express the following in correct and chaste Bengali :—

(a) তাহাদের ভাই ভাইতে ঐক্যতা নাই। (b) পরিবারটীর এমনই দুরাবস্থা হইয়াছে যে টানাটানী করিয়াও ভাতের শংস্থান হয় না। (c) কালীচরণবাবুর শ্বশ্রূ-মাতা মূমূর্ষু দশায় উপনিত হইয়াছেন। (d) এ দেশে বৈাগ্য চিকির্ষক মেলা ভার।

3. Frame short sentences to show distinction between the following pairs of words : –

বিব্রত, বিবৃত ; চির, চীর ; লক্ষ, লক্ষ্য ; আপণ, আপন ; প্রসাদ, প্রাসাদ।

4. Give one word for each of the following :—

(a) যে নিজেকে কৃতার্থ মনে করে (b) যে পরের দোষ দেখিয়া বেড়ায় (c) যাহার পত্নী বিয়োগ ঘটিয়াছে (d) যাহা অনুকরণের অসাধ্য (e) যাহা অতিক্রম করা যায় না (f) যাঁহারা ন্যায় শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন।

5. Fill up the blank spaces in the following with *one* word in each :—

(a) দুইজন—একত্র ভ্রমণ করিতেছিল,—সময়ে—ভল্লুক—হঠাৎ তাহাদের—হইল। তখন—মধ্যে একজন,—একটি বৃক্ষে—করিয়া—অন্তরালে লুকাইল।

(b) তাঁহার পায়ে—থাকায়—গতিতে চলিতে—, তাঁহার—ততক্ষণ—ফেলিয়া—অগ্রসর—। পথটা—ধার—ছিল ;—অন্ধকার ;—তাঁহার—বড়ই—হইয়াছিল।

6. Write an essay on any *one* of the following subject:—
(a) Health is wealth. (b) Muharram. (c) Industry :—
(i) Its meaning. (ii) How to acquire it. (iii) Good effects. (iv) A short illustration.

II.

1. Translate into Bengali :—

A farmer being on the point of death and wishing to that his sons the way to success in farming, called them to him, and said, 'My children. I am now departing from this life, but all that I have to leave you, you will find in the vine-yard." The sons supposing that he referred to some hidden treature, as soon as the old man was dead, set to work wish their spades and ploughs and every implement that was at hand, and turned up the soil over and over again. They found no treasure; but the vines, strengthened and improved by this thorough tillage, yielded a finer vintage than they had ever yielded before and more than repaid the young husbandmen for all their trouble. So truly is industry in itself a treasure.

2. Rewrite the following in your own words in a simple style, avoiding the use of compound words as far as practicable :—

বশিষ্ঠদেব আপনাকে কহিয়াছেন, বৎস! জামাতৃ-যজ্ঞে রুদ্ধ হইয়া আমাদিগকে কিছুদিন এইস্থানে অবস্থিতি করিতে হইবেক; তুমি বালক, অল্পদিন মাত্র রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছ; প্রজারঞ্জন কার্য্যে সর্ব্বদা অবহিত থাকিবে; প্রজা-রঞ্জন-সম্ভূত নির্ম্মল কীর্ত্তিই রঘুবংশীয়দিগের পরম ধন। রাম কহিলেন, আমি ভগবানের এই আদেশে সবিশেষ অনুগৃহীত হইলাম। তাঁহার আদেশ ও উপদেশ সর্ব্বদাই আমার শিরোধার্য্য।

3. Frame sentences to illustrate the use of the following :—

অপত্যনির্ব্বিশেষে; আত্মভাধীন; বিনয়নম্রবচনে; পারিবারিক; আপাতমধুর; আজানুলম্বিত।

4. Correct any errors in the following :—

পাড়াগাঁয়ে কতকগুলি নিষ্কর্ম্মা লোক আছে মকর্দ্দমার মিথ্যা সাক্ষী দেওয়া, পরের কুৎস্যা রটান, জাল, জুয়োচ্চোরী করা তাহাদের ব্যবশা। কোন শতনুষ্টানে তাহারা যোগ দ্যায় না। পাষা খেলা, দীবা নিদ্রা যাওয়া, নদির ধারে বসিয়া মাছ ধরা, যাত্রা নাটক অভীনয় করিয়া সময় কাটানই তাহাদের জীবনের প্রধানতম কার্য্য বলিয়া তাহারা মনে করে। এইরূপ লোকের শংসর্গ ত্যাগ করা সর্ব্বতভাবে কর্ত্তব্য।

5. Supply appropriate adjectives to the following words :—

রোগ, পথ, ক্রয়, বিধান, ভোজন, প্লাবন, উদ্বেগ স্বাস্থ্য।

6. Give appropriate and elegant substitutes for the following Bengali Idioms :—

আক্কেল গুড়ুম হওয়া; আদা জল খাইয়া লাগা; আস্কারা পাওয়া; তিলকে তাল করা; কাণ ভারি করা; উঠিয়া পড়িয়া লাগা; কাজির বিচার।

7. Write an essay on any *one* of the following subjects :—

(a) Friendship. (b) Plain Living and High Thinking. (c) Where there is a will, there is a way :— (i) The meaning of the proverb ; (ii) the force of a strong will ; (iii) Its result ; (iv) An illustration.

III.

1. Combine the following into a single simple sentence:—

(a) বাল্মীকি লক্ষ্মণের মুখে এই কথা শ্রবণ করিলেন। (b) বাল্মীকি বিলম্ব করিলেন না। (c) তিনি রামসমীপে উপস্থিত হইলেন। (d) সীতা সম্যক শুদ্ধচারিণী। (e) এ বিষয়ে রামচন্দ্রকে অশেষ প্রকারে বুঝাইতে লাগিলেন।

2. Express the sense of each of the following in as many ways as possible :—

(a) তিনি মরিয়াছেন। (b) মনুষ্য মরণশীল (c) মহাশয়ের নিবাস? (d) সূর্য্য অস্ত গিয়াছেন।

3. Correct any errors in the following :—

(a) আমি আগত শনিবার দিল্লী যাত্রা হইব। (b) তিনি সবিনয়পূর্ব্বক এবং সকাতর বচনের সহিত পারিবারিক দুরাবস্থা নিবেদিলেন। (c) ভদ্রলোকের সৌজন্যতা প্রদর্শনে তিনি পরিতোষ হইলেন। (d) স্থানটী সঙ্কির্ণতা হওয়ায় সভা হইতে অনেককেই প্রত্যাগমন করিতে হইয়াছিল।

4. Rewrite the following in chaste and elegant Bengali :—

এ বৎসর অনেক স্থান হইতেই দুর্ভীক্ষের সম্বাদ আসিতেছে। চাঁউল, কাপড়, আহারের জিনিশ পত্তরের এতই দুর্মুল্য যে খাওয়া পড়া দায় হইয়া উঠিয়াছে। ভূতপূর্ব্ব অন্য অন্য দুর্ভীক্ষের সময় জিনিষের দাম এত চড়ে নাই। চা'রদিক হাহাকর পড়িয়া গিয়াছে। সামান্য মাইনের কেরাণীদের দুখ্যের অবধি নাই। সঙ্গে সঙ্গে চোর বদমায়েসের বড়ই উত্তপাৎ বাড়িয়াছে। মান-সংভ্রম বজায় রাখা দুরুহ ব্যাপার। সরকার-বাহাদুরের দিষ্টি আকর্ষণ হওয়া ঐকান্তিক আবশ্যক।

5 Turn the following Affirmative sentences into Negative ones, without altering the sense :—

(a) সময়ের উপযুক্ত ব্যবহার করিবে। (b) আপনার সমুদয় কার্য্যই ব্যর্থ হইবে। (c) মনুষ্য মরণশীল। (d) সভায় কৃতবিদ্য সকলেই উপস্থিত ছিলেন। (a) এ রাজ্যের সকলেই স্বধর্ম্ম-নিষ্ঠ।

6. Rewrite the following in plain Bengali :—

"যাহা ভবিতব্য তাহা অবশ্য হইবে। আমি ভাগীরথী-জলতরঙ্গ সমীপে ক্ষুদ্র গুল্মের মত ইন্দ্রিয়স্রোতে ভাসিয়া গেলাম, ইহাই আমার দুঃখ। এক মুহুর্ত্তে দেহের ধ্বংশ হইতে পারে—দেহের ধ্বংশেই ইন্দ্রিয়ের ধ্বংশ—আমি সেই ইন্দ্রিয়ের বশীভূত হইলাম। আমার মরণ শ্রেয়ঃ। ধর্ম্মত্যাগী! ছি! মরিব!"

7. Translate into Bengali :—

Mr. Masterman made but a short visit ; he told my mother that he would now take care of me, and bring me up to the business of a ship-builder, as soon as I was old enough to leave school, and that, in the meantime, he would pay all my expenses. My poor mother was very greatful, and shed tears of joy. I must do justice to Mr. Masterman ; he kept his word, and sent money to my mother, so that she became quite cheerful and comfortable. Yet, I could not conquer my dislike to Mr. Masterman ; I had nourished the feeling too long. I could not bear that my mother should be under obligations to him, or that he should pay for my schooling. It hurt my foolish pride, young as I then was ; and although my mother was happy, I was not.

8. Write an essay on any *one* of the following subjects :—

(a) Pandit Iswar Chandra Vidyasagar. (b) Virtue alone is happiness below. (c) Do your duty come what may :— (i) State what your duties are (ii) the best way of doing one's duty (iii) Duty—the voice of God (iv) Illustrations from history.

IV

1. Translate into Bengali :—

In his person, Washington was six feet high, and rather slender. His limbs were long ; his hands were uncommonly large, his chest broad and full, his head was exactly round, and the hair brown in manhood but gray at fifty ; his forehead rather low and retreating, the nose large and massy, the mouth wide and firm, the chin square and heavy, the cheeks full and ruddy, in early life. His eyes were blue and handsome but not quiet or nervous. He required spectacles to read with at fifty. He who one of the best riders in the United States, but like some other good riders, awkward and shambling in his walk. They among women, he was not a great talker in any company, but careful observer and listener.

2. Enlarge the following sentences by prefixing adjectives and adverbs to the nouns and verbs respectively :—

(i) দশানন সীতাকে হরণ করিয়াছিল। (ii) পরশুরাম রামকর্তৃক পরাভূত হইয়াছিলেন।

3. Fill up the blank spaces by inserting one word in each :—

(i) কেহ—এরূপ—যে কিছুতেই—হয় না। (ii) —লোভে—নষ্ট। (iii) ক্রোধের—রিপু—নাই। (iv)—ব্যতিরেকে—লাভ—না। (v)—কংস—শুনিলেন, "—রাজন!—কি জান না যে—অষ্টম—তোমাকে—করিবে।"

4. Rewrite the following, substituting single words for the portions underlined :—

(i) যে ভিক্ষা দ্বারা জীবন ধারণ করে তাহার মরণই শ্রেয়ঃ।

(ii) তিনি চুপে চুপে পা ফেলিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন।

(iii) সগোত্রে বান্ধবকুলে বিবাহ অশাস্ত্রীয়।

5. Explain any three of the following aphorisms in elegant Bengali :—

(i) বড় হবি ত ছোট হ। (ii) ভূতের মুখে রামনাম। (iii) সব ভাল যার শেষ ভাল। (iv) সুচ সোহাগা সুজন ভাঙ্গা গড়ে তিন জন। (v) যাকে রাখ সেই রাখে।

6. Form Abstract Nouns from—কৃপণ, মধুর, উচিত, সুন্দর, and Adjectives from—সন্ধ্যা, পরিধান, ত্যাগ, ক্রোধ।

7. Correct any errors in the following :—

(a) কয়েকদিন হয় মশার বড়ই আধিক্যতা হইয়াছে। বিশ্চীক দংসনে যেরূপ জ্বালা করে মশার কামড়েও প্রায় সেইরূপ হয়। (b) আশির্ব্বাদ কার তুমি নীরোগী হও। (c) দর্শনশাস্ত্র অধ্যায়ন করিলে হৃদয়ে আনন্দীত হয়। (d) শ্মশানে গেলে বৈরাজ্ঞতা জন্মে কিন্তু মনুষ্যের মনের চাঞ্চল্যতা বসত তাহা স্থায়ি হয় না।

8 Write an essay on any *one* of the following subject :—

(a) Your favourite story book in your Vernacular, (b) Rome was not built in a day . (i) Literal meaning of the proverb (ii) its metaphorical meaning (iii) Qualities necessary for carrying out your tasks in life (iv) Concluding remarks.

(c) Obedience to parents.

MODEL PAPERS

FOURTH CLASS. GROUP (1)

1. Translate into Bengali :—

(*a*) "But she was mistaken ; for when night came again, she heard the same tapping at the door, and when she opened it, the frog came in and slept upon her pillow as before till the morning broke ; and the third night he did the same, but when the Princess awake on the following morning she was astonished to see, instead of the frog, a handsome prince gazing on her with the most beautiful eyes that ever were seen, and standing at the head of her bed."

(b) "Meantime his son grew up, and as the end of the twelve years drew near, the merchant became very anxious and thoughtful so that care of sorrow were written upon his face, the son one day asked what was the matter; but his father refused to tell for sometime; at last, however, he said that he had, without knowing it, sold him to a little ugly-looking dwarf for a great quantity of gold, and that the twelve years coming round when he must perform his agreement."

2. Correct the errors in the following :—

"তিনি সপ্রণাম পূর্ব্বক তাহার কাছে উপস্থিতি করিয়া বলিল, আপনি যদি সাতিশয় সন্তুষ্ট হন তাহা হইলে আমার জীবন নিষ্ফলী। সেই সুবুদ্ধিমান ব্যক্তি ইহা শ্রবণ করিয়া হর্ষ হইলেন।

3. Fill up the gaps in—

প্রাতঃকালে—সূর্য্যকে—দেখিয়া সকলে—পরম—জন্মে। ঐ সময়—পক্ষিকুল—দ্বারা মানবের—মোহিত করে।

4. Make sentences with each of the following :—

যথাশক্তি, চিকীর্ষু, ক্ষণজন্মা, প্রাণপণে and যৎপরোনাস্তি।

5. Arrange the following so as to make a complete sentences :—

অনন্তর, হইলেন, উপস্থিত, প্রজাপতি, সমীপে, দক্ষের, কন্যা, শৈলবধূর, মহাদেবের, সেই, পূর্ব্বপত্নী, দেহ ধারণার্থে, সাধ্বী, পুনরায়, সতীদেবী, করিয়া, পিতৃকৃত, দেহত্যাগ, অপমান, যোগবলে; বশে।

6. Write an essay on any one of the following :—A railway journey. Any great city that you may have visited. Rainy season.

Group (2)

Q. 1. Translate into Bengali :—

Once upon a time there lived some people who ought to have been very very happy They had everything to make them glad and joyful—a lovely smiling country with an abundance of fruit and flowers, rich houses and raiment, and beautiful children. Yet they were always mourning and always sad, for there was an awful curse over their land:

In the very midst of the country there was a huge, black forest, in the middle of the forest was a great castle and, inside the castle dwelt an ogre who had a dreadful power over them Whenever he came amongst them he played some wonderful music on a flute and as soon as he piped all the people of the country became as stone unable to move hand or foot.

Q. 2. Rewrite the following colloqualism into chaste form :—

(a) ভবিষ্যতে উন্নতি বা অবনতি কি হবে কে বল্‌তে পারে? তা ঠিক কথা কিন্তু একটা সম্ভব অসম্ভব ত দেখ্‌তে হবে। তুমি লেখা পড়া শিখেছ বি, এ, পাশ করেছ তোমার দাম অবিশ্যি কুড়ি টাকা নয়। ভবিষ্যতে ভালর আশা আছে ভাল আপিস তাই তোমায় কুড়ি টাকায় ঢুক্‌তে হয়েছে। নইলে যদি তুমি মাষ্টারি কর, আর দু একটি ছেলে পড়াও তাহলে অনায়াসেই ওর তিন চার গুণ রোজগার করিতে পার। তুমি যেরূপ সচ্চরিত্র বুদ্ধিমান্ পরিশ্রমী—তোমার উন্নতি হবেই হবে। এ রকম অবস্থা কতদিন আর থাক্‌বে?

(b) Explain :—(i) বাহ্যবস্তু, ঈর্ষা, অহঙ্কার, পরশ্রীকাতরতা প্রভৃতি উৎপন্ন করে বটে কিন্তু ঐ সকল কুভাব আমাদের দেশে ব্যক্তি-বর্গকে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া মিলিত হইতে দেয় না, কিন্তু ইউরোপে ব্যক্তিবর্গকে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া কেবল এক জাতিকে অপর জাতি হইতে বিচ্ছিন্ন করে।

(ii) স্বার্থের মূলে পরার্থ আছে; পরার্থ মূলক স্বার্থই প্রকৃত স্বার্থ ধর্ম্মমূলক ও ধর্ম্মানুমোদিত।

Q. 3. How to control our manners in a public place or meeting.

Q 4. Write a story in your own Bengali on :—
"পারিবারিক শিক্ষা প্রণালী" or "প্রতিশ্রুত প্রতিপালন"!

Q. 5. Rewrite filling up the blanks :—
সারদা ধ্যানে—আছেন, হঠাৎ—পিতা কোনও কার্য্যোপলক্ষে—দেখেন কন্যা ধ্যান—গণ্ড ভক্তি জলধারা—। সারদার দিকে তাঁর

দৃষ্টি পতিত হইয়া একেবারে—হইল; তাঁহার গণ্ড ও অশ্রুতে-গেল। এই অবস্থাতে—নৌকায় যুবকের দিকে—দৃষ্টি পড়িল।

Q 6. Write out in your simple and plain prose the idea of the following :—

কাহার মুখ তাহা জানি না কিন্তু মুখখানা বড় সুন্দর কৃষ্ণ কুঞ্চি সুগন্ধি অলকরাশি আকর্ণ প্রসারী ভ্রূযুগের উপর পড়িয়াছে। মধ্যে অনিন্দ ত্রিকোণ ললাট দেশ মৃত্যুর করাল ছায়ায় গাহমান হইয়াছে। নয়ন মুদ্রিত, ভ্রূযুগস্থির, ওষ্ঠনীল, গণ্ড পাণ্ডুর, নাসা শীতল, বক্ষ শীতল, বায়ু বস বিক্ষিপ্ত করিতেছে। তারপর যেমন করিয়া প্রভাত সূর্য্য তরঙ্গাকৃতি মেঘালোকে ক্রমে ক্রমে সুবর্ণীকৃত করিয়া আপনি প্রদীপ্ত হয়, দিঙমণ্ডল আলোকিত করে, স্থল জল কীট পতঙ্গ প্রফুল্ল করে তেমনি সেই শবদেহে জীবনের শোভার সঞ্চার হইতে ছিল। আহা কি শোভা!

Q 7. Write an essay on any one in Bengali :—

(i) মেঘের আকৃতি প্রকৃতি ও পৃথিবীর উপকার।

(ii) ক্ষুদ্র কীট কিরূপে পরমাণু ও জীবাণু বহন করে তাহার সু ও কু পরিণাম কি?

(iii) পশুপালন ও পশুপ্রীতি।

(a) কার্পণ্যের যত কিছু উৎকণ্ঠা তাহা আপনার নিমিত্ত; মিতব্যয়িতার যত কিছু উৎকণ্ঠা, তাহা পরের নিমিত্ত।

(b) যাহা তাঁহার নিয়মের প্রতিকূল, তাহাই নিন্দনীয়, তাঁহার নিয়মের অনুকূল ব্যবসায় আদরণীয় ব্যতিরেকে কদাপি নিন্দনীয় হইতে পারে না।

GROUP I. THIRD CLASS. (CLASS VIII)

1. Translate the following passage into Bengali :—

She ran out with her little feet bare. No one came after her. At last she could not run any longer, and she sat down on a large stone. When she looked round, she saw that the summer was over; it was autumn. It had brought no changes in the beautiful garden; here and there were sunshine and flowers all the year round.

2. Write an essay in Bengali on any *one* of the following :—Paper, Iron, Horse, Duties of children to their teachers.

3 Explain clearly : —

4. Explain :—

(a) চিরসুখী জন, ভ্রমে কি কখন
ব্যথিত বেদন বুঝিতে পারে ?
কি যাতনা বিষে বুঝিবে সে কিসে
কভু আশীবিষে দংশেনি যারে ?

(b) ধর্ম্মবল সম বল, নহে ধন জন বল,
ধর্ম্মবলে অস্ত্রবল তৃণ হেন গণি।

5. (a) Quote from memory the poem "কণিকা"।

(b) Derive কার্পণ্য, বিনষ্ট, বৃষ্টি, পীড়িত।

c) Expound and mention the *Samasas* in অর্থব্যয়, স্বর্ণপাত্রারূঢ়, পরমেশ্বর, শ্রীবৃদ্ধিসাধন।

6. (a) Give the meanings of :—মধুপ, শ্রেয়োজনক, ঋজু-স্বভাব, ভোক্তা, ভোগ্য।

(b) Correct :—(i) তাঁহার সৌজন্যতা দেখিলে কাহার না আনন্দিত হয় ? (ii) মানুষের শরীর চিরদিন সুস্থ্য থাকে না। (iii) ভগোবানের নাম স্বরণ করিলে হৃদয়ে অনির্ব্বচনিয় আল্লাদ হয়। (iv) ব্রাহ্মণের আচার ব্যবহার ভাল না হইলে তিনি ব্রাহ্মণ নামের যোগ্য নহেন।

7 Form *one* compound letter from each :—

হ্+ণ, হ্+ন, হ্+ম, ঙ্+গ, ক্+ত।

GROUP (2)

1. Translate into Bengali :—

One winter's evening, as Captain Compass was sitting by the fireside with his children all around him, little Jack said to him, "Papa, pray tell us some stories about what you have seen on your voyages I have been vastly entertained whilst you were abroad with Gulliver's Travels, and the Adventures

of Sinbad the Sailor ; and I think, as you have gone roun and round the world, you must have met with things a wonderful as they did."—"No, my dear," said the Captair "I never met with Lilliputians or Brobdignagians I assur you, nor ever saw the black lodestone mountain or the valle of diamonds ; but to be sure, I have seen a great variety c people, and their different manners and ways of living and it will be any entertainment to you, I will tell you som curious particulars of what I observed.

2. Fill up the gaps in :—

এইরূপ –কারণে—বিলম্ব—শার্ঙ্গরব কণ্বকে—করিয়া—ভগবন্ ! –আর—সঙ্গে—প্রয়োজন— ; এই স্থানেই—বলিতে—বলিতে দিয়া—করুন ।

3. Correct :—

এই প্রকার আক্ষিপ্ত করির্তে করিতে দুর্ব্বহ শোকভরে অভিভূত হইয়া রাম বিচেতনপ্রায়া হইলেন এবং বিরলধারায় বাষ্পবারি বিমোচন ও মুহুর্মুহুঃ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন ।

4. Write a sentence with each of the following :—

বিনয়নম্রবচনে, নচেৎ, ভূরি ভূরি ।

5. Write an essay in Bengali on—দয়া ।

SECOND CLASS. (CLASS IX.) Group (1)

1. Translate the following into your own vernacular :—

(*a*) A farmer, being on the point of death, and wishing tc show his sons the way to success in farming, called them tc him, and said, "My children, I am now departing from this life, but all that I have to leave you you will find in the vineyard." The sons, supposing that he referred to some hidden treasure, as soon as the old man was dead, set to work with their spades and ploughs and every implement that was at hand, and turned up the soil over and over again. They found indeed no treasure : but the vines, strengthened and improved by this thorough tillage, yielded a finer vintage than they had ever yielded before, and more than repaid the young husbandmen for all their troubles. So truly is industry in itself a treasure.

(*b*) There lived, in a distant part of the world, a rich man, who dwelt in a fine house and spent his whole time in eating, drinking, sleeping and amusing himself. As he had a great many servants, who treated him with great respect and did whatever they were ordered, and, as he had never been taught to tell the truth, nor accustomed to hear it, he grew very proud, insolent, whimsical, imagining that he had a right to command all the world, and the poor were only born to serve and obey him.

2. Explain *any five* of the following :—

(a) যার কাজ তারে সাজে অন্তের মাথায় লাঠি বাজে ।

(b) পাপের ধন প্রায়শ্চিত্তে যায় ।

(c) আপন ভাল ত জগৎ ভাল ।

(d) মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন ।

(e) দশচক্রে ভগবান ভূত ।

(f) অনেক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট ।

3. Correct the errors in the following :—

(a) তাঁহার বুদ্ধিমানতা শ্রবন করিয়া ঘদীয় বৈমাত্র সহোদর অত্যন্ত বিস্ময় হইলেন ।

(b) কিম্বদন্তি শুনিতেছি মহারাজা যুধিষ্টির অত্যন্ত ধর্ম্মনিষ্ট ছিলেন ।

4. Form sentences to illustrate the difference in meaning between :—

(a) পরস্ব and পরশ ; (c) আসা and আশা ;
(b) বংস and বংশ ; (d) রুদ্র and রৌদ্র ।

5. Write an essay on any one of the following :—

(*a*) Novel-reading—its merits and demerits.

(*b*) The habit of obedience and its effect in the formation of character.

(*c*) Famine in Bengal.

Group (2)

1. Translate into Bengali :—

In the days of King Edward the Third there lived in a small country village a little boy whose father and mother died when he was very young. As he was not old enough to work, he was for a long time badly off, until a kind but poor old woman took pity on him and made her little cottage his home.

She always gave him good advice; and he became industrious and well-behaved, and was a great favourite in the village. When he was about fourteen years old, and had grown up to be a stout, good-looking lad, the old woman died and he had to look out how to earn his own living.

2. Write an essay on any one of the following :—

(a) Any great personage of Indian History.

(b) Importance and varieties of physical exercise.

3. (a) Distinguish between :—উপাদান, উপাধান ; চির, চীর ; অংশ, অংস ; কূজন, কূজন ; শকৃৎ, সকৃৎ।

(b) Derive :—ভুজঙ্গম, ক্ষত, ক্ষীণ, স্বাস্থ্য, উদ্গীর্ণ।

4. (a) Expound and meontian the *Samasas* in পরমধর্ম, বিধর্ম্মা, দধিগন্ধি, হৃতধর্মাঃ।

(b) Render into feminine forms :—বৈবাহিক, সূর্য্য, ধার্ম্মিক, পতঙ্গ, ভুজঙ্গম।

5. (a) Render into adjective forms :—অরণ্য, পর্ব্বত, ফেন, পর্ব্ব, গঙ্গা।

(b) Convert into a simple sentence :—

রজনী প্রভাত হইল। পক্ষিগণ কুলায় পরিত্যাগ করিল। পক্ষিগণ আহারান্বেষণে ইতস্ততঃ ধাবিত হইল। রাখালবালকগণ স্ব স্ব ধেনু লইল। রাখাল বালকেরা প্রান্তরাভিমুখে ধাবিত হইল।

6. Explain with reference to the context :—

(a) খদ্যোতে হরিয়া লবে দ্যুতি চন্দ্রমার ?
মৃগেন্দ্রবিক্রমে বনে বিচরিবে অজা ?
অসুরে অমৃতভাণ্ড করিবে হরণ ?
কুকুরে যজ্ঞের হবি করিবে লেহন ?

(b) তুমি চন্দন-তরু-ভ্রমে দুর্ব্বিপাক বিষবৃক্ষ আশ্রয় করিয়াছিলে।

MATRICULATION CLASS. (GROUP I.)

I. Translate into Bengali :—

Six years ago I sent from England to India a message of sympathy. To-day in India I give to India the watch-word of hope. On every side I trace the signs and stirrigs of new life. Education has given you hope ; and through better and higher education you will build up higher and better hopes. The announcement was made at Delhi by my command that my Governor-General in Council will allot large sums for the expansion and improvement of education in India. It is my wish that there may be spread over the land a net-work of schools and colleges, from which will go forth loyal and manly and useful citizens, able to hold their own in industries and agriculture and all the vocations in life. And it is my wish, too, that the homes of my Indian subjects may be brightened and there labour sweetened by the spread of knowledge with all that follows in its train, a higher level of thought, of comfort, and of health. It is through education that my wish will be fulfilled, and the cause of education in India will ever be very close to my heart.

II. Form as many compound words as you can with each of the following words :—

সিংহ, গ্রহণ, বর and কুশল।

III. Supply appropriate adjectives to the following words :—

জীবন, আনন্দ, সেনাপতি and স্পর্শ।

IV. Construct a few sentences to explain the use of the following (অব্যয়।)

নতুবা, অন্যথা, সুতরাং and কিন্তু।

V. Give the causative forms of অধ্যয়ন and উৎপন্ন।

VI. Rewrite the following in elegant Bengali :—

ভবানী বাবুর এইরূপ বাড়াবাড়ি হওয়াতে পরিবারেরা প্রাণের দায়ে বারম্বার নিষেধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু বাবু আপন দোষ কখনও স্বীকার করেন না, সর্ব্বদাই জাপ্য করেন। পরিবারের মধ্যে যে স্নেহটুকু হইয়াছিল ক্রমে ক্রমে গেল, ঐরূপ করিতে করিতে আবার পক্ষাঘাত উপস্থিত হইল, তখন চাকরেরা তাঁহাকে পাঁজাকোলা করিয়া ধরিয়া বাটীর ভিতর লইয়া গেল।

VII. Correct :—

(a) জনৈক পর্য্যটক আসিয়া তাঁহাকে সবিনয়পূর্ব্বক কহিল, রাজন্ যেদিন আপনার পুত্র মহারাজা হইবেন, সেইদিন আপনাকে একটি মনোমুগ্ধকর চিত্র দেখাইব।

(b) সে ব্যক্তি যদ্যপিও আত্মদোষ-ক্ষালন করিতে চেষ্টা করিল তথাপি মাননীয় জজ সাহেবের বিচারে সে সাপরাধী বলিয়া স্থির হইল।

VIII. Write an essay on :—

Industry and perseverance overcome all difficulties (পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের নিকট কোনরূপ বাধাবিঘ্ন দাঁড়াইতে পারে না।)

IX. Form one simple sentence by joining the following :—

তিনি হিমালয় পর্ব্বতে আরোহণ করিলেন। তুষাররাশি সূর্য্যকিরণে সমুজ্জ্বল হইয়াছিল। তিনি তাহা নিরীক্ষণ করিলেন। উহাতে তাঁহার আনন্দ হইল।

GROUP 2.

1. Translate the following passages into Bengali :—

(a) Sweet language will multiply friends, and a fair speaking tongue will multiply kind greetings. Be in peace with many. Nevertheless, have but one counseller in a thousand. If thou wouldst get a friend, prove him first, and be not hasty to credit him ; for some man is a friend or his own occasion, and will not abide in the days of the trouble. A faithful friend is a strong defence, and he that hath found such a one,

hath found a treasure. A faithful friend is the medicine of life. Forsake not an old friend. Who so casteth a stone at the birds frayeth them away, and he that upbraideth his friend breaketh friendship : for upbraiding, or pride, or disclosing of secrets, or a treacherous wound, every friend will depart.

(b) For a moment when the guns were opened, there was confusion and panic among the British troops. Clive, however, ever cool and confident in danger and well supported by officers, rallied them at once. The position was one of extreme danger. It was possible indeed to retreat, but in the face of an enemy superior in infantry and guns and possessing so powerful a body of cavalry, the operation would have been a dangerous one. Even if accomplished it would entail an immense loss of honour to his troops. Hitherto under his leading, they had been always successful and belief in his superiority added immensely to the fighting power of his soldiers. Even should the remnant of the force fight its way back to Madras, the campaign would have been a lost one.

2. Write an essay in Bengali on one of the following subjects :—

(a) A good home is the best school possible.

(b) Any recent accident with its disasters and effects.

(c) Any self-made man of the locality you have read or heard of.

3. Explain in simple Bengali without using compounds as far as possible :—

তাঁহাদিগকে এইরূপ আদেশ দিয়া সুরগুরুকল্প মহর্ষি তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলে নবঘন শ্যামকলেবর অনিন্দ্যসুন্দরদ্যুতি সুকুমার কুমারদ্বয় সপদি বিশুদ্ধতানলয়সমন্বিত বীণাগীত যোগে রামায়ণ গান করিয়া শ্রোতৃবর্গকে মুগ্ধ করিয়া ফেলিলেন।

4. Turn the following words into adjectives :—

অনুবাদ, নিরাকরণ, প্রত্যাহার, ব্যাখ্যান, নিরসন, মোহ।

5. Rewrite the following correcting all the errors and inelegant expressions :—

এই গিরীপৃষ্ঠে যতদুর যাওয়া যায় ফলবতী চারাগাছ, পুষ্পশোভিত

মহান লতাবলী দ্রুতগামী লীলানির্ঝরিণী প্রভৃতি সমস্তই চিরতুহিনাবৃত হিমাচলগাত্রে চিত্রাপীতের ন্যায় পরিলক্ষিত করে।

6. Fill up the blanks in the following :—

(*a*) জগদীশ্বর পক্ষিগণের——নির্ম্মাণ——যেরূপ——করিয়াছেন, তাহার——দিবার স্থল নাই।

(*b*) রাজা মনে মনে——লাগিলেন, ইহাদের——উপস্থিত হইবার এই——সুযোগ ঘটিয়াছে।

Matriculation Papers.

Model Answers.

Students are advised to read these answers once only and then to attempt the questions independently.

1911.

N. B. For questions of the following answers *see page 414.*

1. (a) ঐ সময় গ্রীষ্মকাল—মে মাস। দিবাভাগ উত্তপ্ত, সুদীর্ঘ, এবং উজ্জ্বল এবং রজনী মেঘমুক্ত, নিস্তব্ধ। একদিন রাত্রে তিনি শয্যায় শয়ন করিয়া গগনপথে দেখিতে পাইলেন চন্দ্র উজ্জ্বল কিরণ বর্ষণ করিতেছেন এবং উদ্যান মধ্যে কোকিলের সুমিষ্ট তান শুনিতে পাইলেন। তিনি দেখিলেন যে তাঁহার সঙ্গিনী বর্ষীয়সী রমণী নিদ্রিতা। তিনি শয্যাত্যাগ করিয়া একখানি মনোহর রেশমী সাড়ী পরিধান করিলেন; তৎপর তিনি বিছানার চাদর ও তোয়ালেগুলি পরস্পর সংলগ্ন করিয়া যতদূর সম্ভব একখানি দীর্ঘ রজ্জু প্রস্তুত করিয়া জানালার একটী গরাদের সহিত বাঁধিয়া দিলেন, তৎপর উদ্যানমধ্যে অবতরণ করিলেন।

(b) রামের খুড়ী মা বলিলেন, "ছায়া ধরিতে গিয়া যে কুকুরটী প্রকৃত বস্তু (অস্থি খণ্ড) হারাইয়া ফেলিয়াছিল সেই কুকুরের গল্পটী স্মরণ কর।" রাম বলিল, "আমাকে সেই গল্পটী বলুন।"

"একটী কুকুর একখণ্ড অস্থি মুখে লইয়া নদী পার হইবার কালে নদীর স্বচ্ছজলে আপন প্রতিবিম্ব দর্শন করিয়া অন্য একটী কুকুর অস্থিখণ্ড মুখে লইয়া চলিতেছে এইরূপ ভ্রমে পতিত হয়। ঐ লোভী পশু স্বীয় আয়ত্ত বস্তুতে পরিতৃপ্ত না হইয়া জলমধ্যে দৃষ্ট বস্তুটী আয়ত্ত করিতে প্রয়াসী হইল। এইরূপ করিতে গিয়া সে তাহার মুখস্থিত অস্থিখণ্ড ফেলিয়া

দিল, উহা নদীতে ভাসিয়া গেল। যাহারা দুর্লোভের বশবর্ত্তী হইয়া অতিরিক্ত আকাঙ্ক্ষা করে, তাহারা তাহাদের স্বায়ত্ত বস্তু হারায়।"

(a) সার টমাস মুরের পিতা তাঁহাকে ব্যবহারজীবী করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে তাঁহার অনুরাগ না থাকিলেও তাঁহার পিতার সন্তোষ বিধানের নিমিত্ত তিনি অন্য পড়া ছাড়িয়া দিয়া ব্যবহারজীবীর বিদ্যানুশীলন করিয়া একজন বিখ্যাত আইনজ্ঞ হইয়া উঠিলেন। তিনি সুন্দরকায়, সাধুপ্রকৃতি, প্রফুল্লচিত্ত ও হাস্যময় ছিলেন কিন্তু তিনি স্বীয় শিশু সন্তানসন্ততির প্রতি কত সদয় ছিলেন তাহা শুনিতে তোমার বিশেষ আনন্দ হইবে। তিনি তাহাদের সহিত হাস্য করিতেন এবং তাঁহার বাড়ীর চতুর্দ্দিকস্থ মনোরম উদ্যানে তাহাদের সহিত ভ্রমণ ও ক্রীড়া করিতেন। এতদ্ভিন্ন, তিনি তাহাদের প্রতি এতই সদয় ছিলেন যে তিনি উহাদিগকে বিভিন্ন ভাষা ও সঙ্গীতবিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্য ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ শিক্ষকগণকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি চিত্রবিদ্যায় অনুরক্ত ছিলেন এবং বহুকাল পর্য্যন্ত বিখ্যাত চিত্রকর হলবিনকে স্বগৃহে রাখিয়াছিলেন।

2. শ্রবণ—উপস্থিত—নিবেদন—প্রস্তুত—কালবিলম্ব।

3. বিনয়পূর্ব্বক—বাহুল্য—অবকাশ—কদাপি।

4. বালকের অপরাধ গুরুতর হইলেও, গুরুমহাশয় তথায় উপস্থিত হইয়া তাহার সত্যবাদিতার জন্য এবং অত্যন্ত ভীতিদর্শনে, তাহাকে না মারিয়া সেবারকার মত তাহাকে মার্জ্জনা করিলেন।

5. Vide Chapter on Essays and Hints.

1912.

(a) এই সেই সকল গিরি হইতে নিঃসৃত তরঙ্গিণীর তীরে অবস্থিত মুনিদিগের তপস্যার বন (আশ্রম), গৃহস্থগণ বাণপ্রস্থ ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া যেই যেই আশ্রমের বৃক্ষের তলে কেবল বিশ্রামের সুখ অনুভব করিয়া সময় অতিবাহিত করিতেছেন।

(b) এই সেই দণ্ডকবনের মধ্যে অবস্থিত প্রস্রবণ নামক গিরি। এই গিরির চূড়া আকাশে মেঘ সকলের সংযোগে সর্ব্বদা গভীর নীলিমায় সুশোভিত রহিয়াছে। অধিত্যকা ভূমি নিবিড় বনবৃক্ষসমূহে আচ্ছন্ন।

(c) সংসারে কিছুই চিরদিনের জন্য (স্থায়ী) নহে। বৃদ্ধি

হইলেই ক্ষয়, উন্নতি হইলেই পতন, মিলনে বিরহ; জন্মিলে মরিতে হয়। এই বহুদিন হইতে প্রচলিত সাংসারিক নিয়মের কোন কালে পরিবর্ত্তন দেখিতে পাওয়া যায় না।

2. (a) দেবী তাহাতে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া চকিতহৃদয়ে পার্শ্ববর্ত্তী সুরম্য-প্রাসাদে উপনীত হইলেন এবং কাতরভাবে সেইদিকে চাহিয়া থাকিলেন।

(b) তাঁহার বাটীর সমীপে যাইতে না যাইতেই দেখিলাম, পূর্ব্ব-গগণ উষার হাস্যে হাসিয়া উঠিয়াছে; পক্ষিগণ প্রভাত-সঙ্গীতে বনভূমি মুখরিত করিতেছে।

(c) আমার হাতে এই যে পুস্তকখানি দেখিতেছ, ইহা কল্য তুমি রমেশকে পড়িতে দিয়াছিলে এবং তাহা পড়িয়া রমেশ হাস্য সংবরণ করিতে পারে নাই।

3. কুৎসিত—তাহার—। দেখিতে—কৌতুক—।

4. (a) আমরা প্রকৃতির শোভা 'দর্শন-পূর্ব্বক' পরমানন্দ লাভ করিলাম।

(b) শিক্ষক মহাশয় বালকটীর 'সবিনয়' ব্যবহারে প্রীতিলাভ করিলেন।

(c) এই দৃশ্য দেখিয়া অতীতের ঘটনাবলী বর্ত্তমানবৎ বোধ হইতেছে।

(d) মুনি তপস্যাচরণে 'বনান্তরে' প্রবেশ করিলেন।

(e) তিনি সহসা 'অন্তর্ধানের' কারণ বুঝিতে পারিলাম না।

(f) রোগীর 'শুশ্রূষা' ব্যক্তিমাত্রেরই কর্ত্তব্য।

(g) স্ত্রীলোকটীর কণ্ঠে বহুমূল্য হার 'বিলম্বিত' ছিল।

(h) বালকটী 'বারংবার' চীৎকার করিতে লাগিল।

(i) তাঁহাকে ভক্তিভরে 'নিরন্তর' ডাকিবে।

(j) তুমি নিমন্ত্রণে না গেলে আমরা ত দুঃখিত হইবই, 'পরন্তু' তোমার বাল্যবন্ধু সতীশ অত্যন্ত মনোবেদনা পাইবেন।

(k) তিনি সকলকেই সমান চক্ষে দেখিতেন, তাঁহার ভালবাসায় কোন 'ইতর-বিশেষ' ছিল না।

5. (a) যদি এখন বিরত হও, তবে পরিণাম সুখের হইবে না ; এবং অল্পকালের অবিবেচনার ফলে, বহুকাল যাতনা ভোগ নিশ্চিত।

(b) অনেক কাল অতীত হইয়াছে বটে, তথাপি রাম সীতাকে ভুলিতে পারিয়াছেন কিনা সে বিষয়ে মহান্ সন্দেহ।

6. (a) মাত্র পাঁচ বৎসরের একটী শিশু বালিকা কিরূপে অপকারের পরিবর্ত্তে উপকার প্রতিদান করিয়াছিল তাহা আমি তোমাদিগকে বলিব। তাহার অপেক্ষা দুই বৎসরের বড় তাহার ভ্রাতা বিদ্যালয়ে গিয়া তাহার নিকটই বসিয়াছিল এবং তাহাকে মুষ্ট্যাঘাত করিয়াছিল, তাহাতে বালিকাটীর অত্যন্ত ব্যথা লাগিয়াছিল। বালিকা মুহূর্ত্ত মধ্যে রাগান্বিত উহার প্রতিশোধ দিবার জন্য হাত তুলিল ; কিন্তু শিক্ষক মহাশয় সমস্ত ঘটনা অবলোকন করিয়া তাহাকে বলিলেন 'সাবিত্রি, তুমি বরং তোমার ভ্রাতাকে চুম্বন কর' ; সাবিত্রী তাহার হাত নামাইল এবং সে যেন শিক্ষক মহাশয়ের কথা সম্পূর্ণরূপ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে নাই এইরূপ ভাবে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। শিক্ষক মহাশয় তাহার দিকে সদয় দৃষ্টিপাত করিয়া তাহাকে পুনরায় বলিলেন, "সাবিত্রী, তুমি বরং তোমার ভাইকে চুম্বন কর, দেখ তাহাকে কিরূপ রাগান্বিত এবং অসুখী দেখাই-তেছ। সাবিত্রী তখন তাহার ক্ষুদ্র বাহুদ্বয় তাহার ভ্রাতার গলদেশ বেষ্টন করিয়া তাহাকে চুম্বন করিল। বালক অপকারের পরিবর্ত্তে এরূপ সদয় প্রতিদান ইতঃপূর্ব্বে কখনও প্রাপ্ত হয় নাই। অচিরে ভ্রাতাভগিনীর মধ্যে প্রীতি ও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইল।

(b) সার্ ফিলিফ সিড্‌নি একজন সাহসী যোদ্ধা, কবি এবং তৎসাময়িক সর্ব্বাপেক্ষা গুণশালী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ছিলেন। নেদার ল্যাণ্ডসের অন্তঃপাতী জুট্‌ফেনের যুদ্ধে, দুইটী অশ্ব উপর্য্যুপরি হত হইবার পর, তিনি যখন তৃতীয় অশ্বটীর উপর আরোহণ করিতে যাইবেন, তিনি আঘাত প্রাপ্ত হইয়া রুধিরাক্ত কলেবরে এবং মূর্চ্ছিতাবস্থায় শিবিরে আনীত হন। যুদ্ধে আহত ব্যক্তিমাত্রেই সাধারণতঃ উৎকট পিপাসায় কাতর হয়। কিন্তু সে সময় জল পাওয়া ও দুষ্কর। সার ফিলিপের তৃষ্ণা নিবারণের নিমিত্ত সামান্ত পরিমাণ জল আনীত হইল। কিন্তু তিনি উহা মুখের নিকট তুলিতে যাইবেন এমন সময়ে দেখিলেন যে

একজন হতভাগ্য আহত সৈনিক সেই মুহূর্ত্তে তাঁহার সম্মুখ দিয়া আনীত হইতেছে এবং সে সতৃষ্ণনয়নে ঐ জলপাত্রের দিকে তাকাইয়া আছে। মহানুভব সিড্‌নি কিছুমাত্র জল পান না করিয়া জল পাত্রটী তাঁহার মুখ হইতে নামাইয়া ঐ সৈনিককে দিয়া বলিলেন, 'আমা অপেক্ষা তোমার প্রয়োজন অধিক।'

(c) একটী অল্পবয়স্ক দরিদ্রা বালিকা তাহার পরিচ্ছদগুলি বিক্রয় করিতে যাইতেছিল, এমন সময়ে সম্রাটের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়। সে সম্রাটকে চিনিতেন। এবং একজন সাধারণ ভদ্রলোক অপেক্ষা তাঁহাকে পৃথক ভাবিবার কোনও চিহ্ন তাঁহাতে ছিল না। তাহাকে অত্যন্ত দুঃখকাতর দেখিয়া সম্রাট তাহার নিকট অগ্রসর হইলেন এবং তাহার মনোবেদনার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। বালকাটী সম্রাটকে বলিল যে তাহার মাতা অত্যন্ত দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছেন এবং তজ্জন্য সে আপনার অবশিষ্ট বস্ত্রগুলি বিক্রয় করিতে যাইতেছে। সে আরও বলিল, আমার কাপড়গুলি যাওয়াতে আমি দুঃখিত নহি, যেহেতু আমি আমার মায়ের জন্য জীবন পর্য্যন্ত দিতে পারি; কিন্তু দেখুন, আমার যখন সমস্ত কাপড়গুলি বিক্রয় হইয়া যাইবে, তখন তাঁহাকে সাহায্য করিবার অন্য কোন উপায় থাকিবে না; ফলে, তাঁহার অভাবজনিত মৃত্যু আমাকে দেখিতে হইবে।' বালিকা ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিল, 'আমার পিতা একজন রাজকর্ম্মচারী ছিলেন; বহুকাল ধরিয়া তিনি সাধুভাবে সম্রাটের সেবা (অধীনে কার্য্য) করিয়াছিলেন কিন্তু সম্রাটের আর কোন প্রয়োজন না থাকায় তাঁহাকে অবসর দিয়াছেন, এখন তাঁহাকে অনাহারে প্রাণত্যাগ করিতে হইবে।'

7. Vide Chapter on Essays and Hints.

1913.

1. (a) একদা সন্ধ্যাকালে রাণী কৌশল্যা প্রাসাদে বসিয়া রামচন্দ্রকে আদর করিতেছিলেন। তখন পূর্ব্বগগনে সমধিক শোভায় বিভূষিত করিয়া পূর্ণচন্দ্রের উদয় হইল। সেই সময় রামের বড়ই ইচ্ছা হইল যে পূর্ণচন্দ্রকে ক্রীড়নক স্বরূপে পাইয়া তাহার সহিত তিনি খেলা করেন। চন্দ্রকে ধরিবার জন্য তিনি তাঁহার ক্ষুদ্র হস্তদ্বয় চন্দ্রের দিকে

বাড়াইয়া দিলেন; রাম কি চান মাতা তাহা বুঝিতে পারেন না; কাজেই তিনি মাতাকে প্রহার করিতে উদ্যত হইলেন। কৌশল্যা পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, 'তুমি কি চাও।' কিন্তু তিনি পূর্ব্ববৎ চাঁদই দেখাইয়া দিতে লাগিলেন। পরিশেষে রাম কি চান তাহা বুঝিতে পারিয়া রাণী তাঁহাকে মৃদুবচনে বলিলেন, "বৎস, চন্দ্রকে ধরিবার আশা করিও না; কারণ উহা সহস্র সহস্র ক্রোশ দূরে রহিয়াছে; উহা শিশুদিগের ক্রীড়াজনক নহে এবং এপর্য্যন্ত কেহই চাঁদ ধরিতে পারে নাই। তুমি যদি ইচ্ছা কর, তাহা হইলে আমি তোমাকে কতকগুলি মণিমাণিক্য আনিয়া দিতেছি। সেগুলি চন্দ্র অপেক্ষা উজ্জ্বল; তুমি ঐগুলি লইয়া খেলা কর।"

(b) রামপুর গ্রাম এক উন্মুক্ত সমতল ভূমিতে অবস্থিত; তথায় কতকগুলি জলাশয় বর্ত্তমান আছে। তাহার চতুর্দিকে বহু ধান্যক্ষেত্র আছে। যদি উপযুক্ত সময়ে বর্ষণ হইয়া পুষ্করিণীগুলি জলে পূর্ণ হইয়া যায়, তাহা হইলে ক্ষেত্রগুলি যথেষ্ট পরিমাণে জলপ্রাপ্ত হয়; প্রজাবর্গের উত্তম (প্রচুর) শস্য উৎপন্ন হয় এবং তাহাদের খাইবার যথেষ্ট ধান্য জন্মে। কিন্তু কোনও এক সময়ে দুই বৎসর ধরিয়া অতি অল্প বৃষ্টিপাত হইয়াছিল। পুষ্করিণীতে জল না থাকায় ক্ষেত্রগুলি শুষ্ক হইয়া যায়। প্রজাবর্গের মহাকষ্ট উপস্থিত হয়। তাহারা বারিবর্ষণের নিমিত্ত ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা জানায়; অবশেষে, বহুদিন প্রতীক্ষার পর দুইদিন ধরিয়া প্রচুর পরিমাণে বারিবর্ষণ হয়। ইহাতে রামপুরের পুষ্করিণীগুলি জলে পরিপূর্ণ হইয়া গেল এবং তৎপর বৃষ্টি থামিল। যাহা হউক, সেজন্য প্রজাবর্গের কোন চিন্তাই রহিল না, যেহেতু বৃহৎ পুষ্করিণীগুলিতে যে জল জমিয়াছিল তাহাতে তিন মাস কাল চলিয়া যাইবে এবং সেই সময়ের মধ্যে তাহারা তাহাদের ফসল উৎপাদন করিয়া লইতে পারিবে।

(c) বহুকাল পূর্ব্বে (অতি প্রাচীন কালে) কোনও নির্জ্জন প্রদেশে একজন যুবক ও তাহার পত্নী বাস করিত। তাহাদের মাত্র একটী শিশুকন্যা ছিল এবং তাহাকে তাহারা উভয়ে সর্ব্বান্তঃকরণে ভাল বাসিত। তাহাদের নাম আমি বলিতে পারি না, কারণ বহুদিন হইল তাহাদের নাম বিস্মৃতিগর্ভে লীন হইয়াছিল, তবে তাহাদের বাসস্থান

ভারতবর্ষের অন্তঃর্গত বারাণসী নগরে ছিল। একসময়ে এইরূপ ঘটিয়াছিল যে যখন বালিকাটী খুবই শিশু, তাহার পিতা কার্য্যানুরোধে ভারতের রাজধানী মহানগরীতে যাইতে বাধ্য হয়। অতি দূর বলিয় মাতা ও শিশুর পক্ষে তথায় যাওয়া অসম্ভব হইল ; তজ্জন্য সে তাহাদের নিকট বিদায় লইয়া এবং তাহাদের জন্য কতকগুলি সুন্দর সুন্দর উপহার লইয়া আসিবে এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া একাকী যাত্রা করিল। বালিকার মাতা কখনও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম ভিন্ন গৃহ হইতে অধিকতর দূরে গমন করে নাই, তজ্জন্য তাহার স্বামী কিরূপে এত দূরদেশে গমন করিবে ভাবনায় কিঞ্চিৎ ভীতা হইল।

2. ঋতুরাজ বসন্ত সমাগমে উদ্যানে প্রস্ফুটিত নানাজাতীয় 'কুসুম' চতুর্দ্দিক্ সৌরভে আমোদিত করিয়া কেমন শোভা পাইতেছে।

3. (a) শোভা—হৃদয়—আনন্দে (বা ভাবে)—।

(b) কোন্‌দিক—যায়—আমরা—।

4. তিনি হিমালয় পর্ব্বতে আরোহণপূর্ব্বক, সূর্য্যকিরণে সমুজ্জ্বল তুষাররাশি নিরীক্ষণ করিয়া আনন্দলাভ করিলেন।

5. সে মনঃকষ্টে সন্ন্যাসী হইয়াছে। দুষ্ট বালকেরা পক্ষীশাবকদিগকে ধরিয়া যন্ত্রণা দিয়া থাকে। তাঁহার কিছুমাত্র সৌজন্য নাই। কালিদাস অনেক কাব্য রচনা করিয়াছেন।

6. সীতা নিদ্রিতা হইলে, রঘুবংশের অলঙ্কার রামচন্দ্র সঙ্গীগণের সহিত অতি উচ্চ প্রাসাদের চূড়ায় আরোহণ করিয়া আনন্দের কোলাহলে পরিপূর্ণ অযোধ্যা নগরীর মধুর শোভা দেখিতে লাগিলেন।

7. Vide Chapter on Essays and Hints.

1914.

1. (b) কোনও বৃদ্ধ মনুষ্যের অনেকগুলি পুত্র সন্তান ছিল; তাহারা পরস্পরে কলহ করিত। যাহাতে তাহারা 'সদ্ভাবসহকারে একত্র কালযাপন করিতে' পারে তদ্বিষয়ে চেষ্টা করিয়া বিফলমনোরথ হইয়া বৃদ্ধ নিম্নলিখিত 'উপায় উদ্ভাবিত করিলেন।' তিনি কতকগুলি' যষ্টি একত্র করিয়া সেইগুলি তাঁহার পুত্রগণের প্রত্যেককে একে একে

ভগ্ন করিতে দিলেন। যষ্টিগুলি খুব দৃঢ়রূপে এবং 'নিকটে নিকটে' সংবদ্ধ থাকায়, তাহারা 'যথাশক্তি' চেষ্টা করিয়াও ভগ্ন করিতে পারিল না। তৎপর তাহাদের পিতা বন্ধন খুলিয়া দিয়া 'এক এক গাছি করিয়া' পুত্রদিগকে ভগ্ন করিতে দিলেন। তখন তাহারা অতি সহজেই ভগ্ন করিতে পারিল। তখন তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, "পুত্রগণ, একতার শক্তি' দেখ! যদি তোমরা পরস্পরে প্রীতির (ভালবাসর) বন্ধনে একত্র থাক, কোন শত্রুই তোমাদিগের অনিষ্ট সাধন করিতে পারিবে না; কিন্তু যদি বিবাদ করিয়া পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হও', তখন তোমরা দুর্ব্বল, কাজেই শত্রুরা সহজেই তোমাদিগের অনিষ্ট সাধন করিতে পারিবে।"

(c) মৃত মহাত্মা লী সাহেব সম্বন্ধে অনেক গল্প প্রচলিত আছে। ইনি 'কিছুকালের জন্য' মুর্শিদাবাদের ডিষ্ট্রীক্ট জজ্ ছিলেন। তিনি একদা মুর্শিদাবাদ হইতে ঊনবিংশ মাইল দূরে অবস্থিত কাঁদিতে 'পদব্রজে' গমন করিতেছিলেন। তিনি অধিকদূর অগ্রসর না হইতেই দেখিলেন, এক বৃদ্ধা স্ত্রীলোক 'বার্ত্তাকুর বোঝার ভারে অভিভূত' হইয়া ক্রন্দন (কাতরোক্তি) করিতেছে। তিনি বৃদ্ধার প্রতি সদয় হইয়া তাহার বোঝা কতকদূর পর্য্যন্ত নিজে বহন করিয়া লইয়াছিলেন; শুধু তাহাই নহে, তাহাকে একটী সিকি প্রদান করিয়াছিলেন। বৃদ্ধা লী সাহেবের 'দয়া দেখিয়া এরূপ কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হইয়াছিল' যে 'সর্ব্বান্তঃকরণে' সাহেবকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল এবং 'সর্ব্বমঙ্গলময় বিধাতার নিকট' তাঁহার দীর্ঘজীবন ও উন্নতি কামনা করিতে লাগিল। এই ঘটনা হইতে দেখা যায় লী সাহেব 'প্রকৃত খ্রীষ্টান' ছিলেন এবং তাহার যথার্থ দয়ার হৃদয় ছিল।

2. (a) তিনি প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে গৃহের চতুঃপার্শ্বস্থ পুষ্পোদ্যানের মধ্যে পরিভ্রমণ করেন। (b) বাজিকরের অদ্ভুত ক্রীড়া সন্দর্শন করিয়া ছাত্রগণ প্রফুল্ল হইল। (c) তাঁহার কৃত্রিম ক্রোধে অনেকে ভীত হইয়া সানুনয় ক্ষমা প্রার্থনা করিল।

3. যেমন মন্ত্র দ্বারা সর্প বশীভূত হয়, আমিও তদ্রূপ সুতীক্ষ্ণ বাণ দ্বারা ইহাদিগকে দমন করিতেছি। এই কথা শুনিয়া অর্জ্জুন শরে বাণ সংযোগ করিয়া বৃহৎ হস্তীর ন্যায় রাজাদিগের সম্মুখে অগ্রসর হইয়া পর্ব্বতের

-ন্যায় দৃঢ় হইয়া দাঁড়াইলেন। কাল যম যেমন ভয়ানক দণ্ড গ্রহণ করে সেইরূপ শত্রুদমনকারী ভীম বৃক্ষের শাখা গ্রহণ করিয়া অর্জ্জুনে সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন। রাগে উন্মত্ত রাজারাও ভীম ও অর্জ্জুনে প্রতিহিংসায় পরিপূর্ণ হইয়া অস্ত্র গ্রহণ করিয়া যুদ্ধের নিমিত্ত প্রস্তুত হইলে

3. যেদিন লিখিবার ইচ্ছা বলবতী হয়, সেদিন সহসা মনের মধ্যে এত ভাব আসিয়া উপস্থিত হয়, যে তাহাকে দিক্‌হারা হইয়া যাইতে হয় (দিক্-বিভ্রম ঘটে)। কোকিল, পাপিয়া, হংস সকল একসঙ্গে কলরব আরম্ভ করে। তখন যেন গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ আর বসন্ত ছুটি আসিয়া উপস্থিত হয়। যদিও বা কতক বলা হয়, অনেক বিষয় বলিবা থাকে। মনুষ্যের মন এত ক্ষুদ্র যে কিছুতেই পারিয়া উঠিতে পারে না।

5. বঙ্গদেশের কোন এক গ্রামে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ, জীবিতকা পর্য্যন্ত দরিদ্রতানিবন্ধন দুঃখযন্ত্রণা ভোগ করিয়া, মৃত্যুকালে স্বীয় পুত্রকে আহ্বান করিয়া তাহাকে নিম্নোদ্ধৃত কথা বলিয়াছিলেন।

6. Vide Chapter on Essays and Hints.

[MATRICULATION PAPERS.]

ESSAYS.

1887—The evils of intemperance and the means of their remedy.

1888—The advantages of studying English for an inhabitant of British India.

1889—The advantages of sound health and the means for itspreservation.

1890—Choose your companions most carefully, for a man is known by the company he keeps.

1891—The advantages of cultivating good and avoiding evil company.

1892—The evil consequence of excessive avarice.

1893—Honesty is the best policy.

1894—Virtue alone is happiness below.

1895—The highest of virtue is to do good to others.

1896—The advantages of associating with the virtuous and the elever, and the disadvantages of associating with unprincihlcd and illiterate people.

1897—The advantages of acquiring a habit of depending upon one's self.

1898—Patience and perseverance can overcome all diffieulties, or, 'where there is a will there is a way.'

1899—Industry and frugality are the only way to wealth.

1900—Do your duty come what may.

1901—Hard and honest work is the only means of winning honour and distinction in life.

1902 -The advantages of forming habits of self-reliance from our earliest years.

1903—Industry and perseverance overcome all difficulties.

1904—A vicious life can never be a happy life.

1905—Courage to do one's duty.

1906—The way to wealth is broad. It consists of two words, "Industry and Frugality"; that is, never spend your time and money in vain.

1907—The respective duties of teacher and pupil.

1908—(*a*) Industry brings its own reward.

(*b*) The last summer-vacation and the use you made of it.—

1909—(*a*) A business training is necessary for a career.—

(*b*) The value of a great and good life.

(*c*) The natural scenery of Bengal.

(*d*) The story of Nala and Damoyanti

1910—(*a*) Industry leads to success—examples from our own observation—from what you may have read in books.

(*b*) The story of Ram's exile—the origin and grov of the plot against him—his devotion to truth—fidelity parents—the sacrifices run by his wife and half-brothers.

(*c*) The happiest time you spent in the company your friends—a description of your companions—the amus ments indulged in—the profit you derived from conversati exercise or reading—their after effects.

(d) The person living or dead, for whom you have tl highest admiration—a description of him—his qualifications-character—intellectual powers, spirituality, etc.—the reasc why you give him preference to others.

MATRICULATION PAPERS, 1911.

1. Translae any two of the following extracts int Bengali :—

(*a*) It was summer time, the month of May, when th days are warm and long and bright and nights still and clouc less. She lay one night in her bed and saw the moon shine bright through a window, and heard the *Kokil* sing in th garden. She perceived that the old woman who was with he slept. And she arose and clad her in goodly *Sari* that she ha of cloth of silk, and she took bed-clothes and towels, an tied one to other and made a rope as long as she could an made it fast to one of the window-bars"; and so got down t the garden.

(*b*) "Remember" said Rama's aunt, the 'Fable of th dog that dropped the substance in catching at the shadow. 'Tell me the story', said Rama.

'As a dog crossing a brook with a bone in his mouth, he saw his own image in the clear water and mistook it for another dog carrying another bone. Not content with what he himself had, the greedy creature snatched at the piece which he saw below. In doing so, he dropped the real bone which fell into the brook and was lost. Those who grasp at too much often lose what they have.

(*c*) Sir Thomas More's father wished him to be a lawyer and though he did not like it himself, he left his other learning and studied law to please his father, and became a great law-

yer. He was handsome and goodnatured, very cheerful and fond of laughing. But what you will like best to hear, is how good he was to his little son and his daughters, he used to laugh with them, and as he had a pretty garden round his house, he used to walk and play with them there. Besides this, he was so kind to them, that they had the best masters in England to teach them different languages and music. He was very fond of painting and had the famous painter Holbein in his house a long time.

2. Fill up the ellipses in the following passage :—

দৌবারিকমুখে রাজার আদেশ—করিয়া, সেনাপতি অনতিবিলম্বে নরপতিগোচরে—হইলেন এবং "মহারাজের জয় হউক" বলিয়া কৃতাঞ্জলি-পুটে—করিলেন, মহারাজ ! সমুদয়—হইয়াছে, আর অনর্থক—করিতেছেন কেন ? মৃগয়ায় চলুন।

3. Correct the errors in the following extract :—

তিনি সবিনয়পূর্ব্বক রাজার সম্মুখে বলিলেন, যেরূপ কার্য্যের বাহুল্যতা ঘটিয়াছে সাবকাশ প্রাপ্ত না হইলে কদাপিও এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না।

4. Combine the following separate sentences into a single sentence .—

গুরুমহাশয় তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি বালককে মারিলেন না. বালক বড়ই ভয় পাইয়াছিল। তাহার অপরাধ গুরুতর হইয়াছিল ; কিন্তু সে সত্য কহিয়াছিল। এজন্য এবার গুরু তাহাকে মার্জ্জনা করিলেন।

5. Write an Essay on any one of the following subjects :—

(*a*) The Durga Puja festival.

(*b*) The Maharam.

(*c*) Industry—the mother of good luck.

(*d*) The biggest town or village that you may have seen—its boundary—area—population—public buildings—educational institutions—sources of amusement—health.

1912.

1. Re-write any one of the following in plain Bengali avoiding compounds as far as possible :—

(*a*) "এই সেই সকল গিরিতরঙ্গিণী-তীরবর্ত্তী তপোবন; গৃহস্থগণ বাণপ্রস্থ ধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক সেই সেই তপোবনের তরুতলে কেমন বিশ্রামসুখ-সেবায় সময়াতিপাত করিতেছেন।"

(*b*) এই সেই জনস্থান-মধ্যবর্ত্তী প্রস্রবণ গিরি। এই গিরির শিখর-দেশ আকাশপথে সতত সঞ্চরমাণ জলধরমণ্ডলীর যোগে নিরন্তর নিবিড় নীলিমায় অলঙ্কৃত। অধিত্যকা প্রদেশ ঘন-সন্নিবিষ্ট বিবিধ বনপাদপ সমূহে আচ্ছন্ন।

(*c*) "সংসারে কিছুই চিরদিনের জন্য নহে। বৃদ্ধি হইলেই ক্ষয় আছে, উন্নতি হইলেই পতন হয়; সংযোগ হইলেই বিয়োগ ঘটে; জীবন হইলেই মরণ হইয়া থাকে। এই চিরপরিচিত সাংসারিক নিয়মের কোনও অন্যথাভাব দেখিতে পাওয়া যায় না।"

2. Re-write two of the following, correcting all errors of style, grammar, and orthography :—

(*a*) দেবি তাহাতে ভ্রুখ্যেপ না করিয়া সচকিত-হৃদয়ে পার্শবর্ত্তি সুরম্য প্রসাদে উপনিত হইলেন ও সকাতরে সেই দিকে চাহিয়া থাকিলেন।

(*b*) তাঁহার বাটীর সমিপে না যাইতেই দেখিলাম, পূর্ব্বগগণ উষার সহাস্তে হাসিয়া উঠিয়াছে; পক্ষীগণ প্রভাতসঙ্গিতে বনভূমি মুখরিত করিয়াছে।

(*c*) আমার হাতে দেখিতেছ সেই পুঁথিখানি, যাহা দিয়াছিলে কাল রমেশকে তুমি পড়িতে; এবং পাঠ করিয়া যাহা পারে নাই হাস্য" সংবরণ করিতে রমেশ।

3. Fill up the ellipses in the following :—

যদিও সে দেখিতে অত্যন্ত—ছিল, তথাপি—গুণে আমরা মুগ্ধ হইয়াছিলাম। আমরা যাহাদের সঙ্গে পশুশালা—গিয়াছিলাম, তাহারা নানা প্রকার—দ্বারা আমাদিগের মনোরঞ্জন করিয়াছিল।

4. Form sentences to illustrate the use of any two of the following words :—

দর্শনপূর্ব্বক, সবিনয়, বর্ত্তমানবৎ, বনান্তর, অন্তর্ধান, শুশ্রূষা, বিলম্বিত, বারংবার, নিরন্তর, পরন্তু, ইতরবিশেষ।

5. Form a connected sentence joining the following short sentences in any one of the following groups :—

(*a*) এখন বিরত হও,—পরিণাম সুখের হইবে না,—অল্প কালের অবিবেচনা,—বহুকাল যাতনাভোগ নিশ্চিত।

(*b*) অনেক কাল অতীত,—রাম সীতাকে ভুলিতে পারেন নাই,—সে বিষয়ে মহান্ সন্দেহ।

6. Translate any two of the following into Bengali :—

(*a*) I will tell you how a little girl of but five years once returned good for evil. Her brother, who sat next to her in school, and was two years older, struck her with his fist and hurt her. She was angry in a moment, and raised her hand to return the blow. But the teacher, who had seen what had passed, said, 'Sabittry, you had better kiss your brother.' Sabittry dropped her hand and looked at the teacher, as if she did not quite understand. The teacher looked very kindly at her and said again, 'Sabittry, you had better kiss your brother, see how angry and unhappy he looks,' and then Sabittry threw both her little arms round her brother's neck and kissed him. He never had had such a kind return for a blow ; and very soon there was love and peace between them.

(*b*) Sir Philip Sydney was a brave soldier, a poet, and the most accomplished gentleman of his time. At the battle of Zutphen, in the Netherlands, after having two horses killed under him, he received a wound while in the act of mounting a third and was carried bleeding and faint to the camp. Men wounded in battle usually suffer from extreme thirst, but water at such a time is not easily found. A small quantity was brought to allay the thirst of Sir Philip ; but as he was raising it to his lips, he observed that a poor wounded soldier, who was carried past at the moment, looked at the cup with wistful eyes. The generous Sydney instantly withdrew it untasted from his mouth and gave it to the soldier, saying, 'Thy necessity is yet greater than mine.'

(*c*) A poor young girl, who was going to sell her clothes, was met by the Emperor, whom she did not know, and who had nothing to distinguish him from a private gentleman. As she seemed greatly afflicted, his majesty came near her, and inquired the cause of her grief. She told him that her mother was in the greatest distress, and that she was going to sell the clothes she had left 'And' added she, 'I do not regret the loss of my clothes, because I would give my very life for my mother ; but reflect that after I have sold all, I have no means of procuring her any further assistance, and must see her die of want ! ' 'My father, said she, after some moments of silence, 'who was an officer, served the Emperor honourably a long time, and deserved a reward ; but the Emperor, who had no longer any need of him, suffered him to die in poverty.'

7. Write an Essay on one of the following subjects :—

(*a*) Student life.

(*b*) The story of Rama's exile.

(*c*) Bengal during the winter season.

(*d*) A village Pathsala—the Guru Mahashays—his punishments and favours. The mode of teaching arithmetic and other subjects.

1913.

1. Translate any two of the following passages into Bengali :—

(*a*) One evening it happened that, while the Rani Kausalya was nursing Rama in the palace, the full moon arose in the east in all its splendour, and Rama felt a very strong desire to have the full moon to play with as a toy. And he put on both his little hands towards the moon to obtain it, but his mother could not guess what it was that he wanted and therefore he tried to beat her. Kausalya asked him many times what he wished to have, and he still pointed to the moon ; and so at last she came to know what it was that he wanted, and she then spoke to him in mild terms as follows. 'Do not desire, O my child, to possess the moon, because it is thousands of miles off, and it is not a play-thing for children, and no child ever got it. If you wish, I will bring you

some jewels that are brighter than the moon, and you can play with them.'

(*b*) The village of Rampur lies in a flat open country, where there are many tanks There are a great many rice-fields around it, and when the rains fall at the proper time and the tanks are full, there is plenty of water for the fields, and the people get good crops and have plenty of rice to eat. But once, for two years there was very little rain. The fields were dry, for there was no water in the tanks. The people were in great distress. They prayed to God to send rain, and at last, after long waiting, there was very heavy rain for two days, which filled the Rampur tank quite full to the brim and then the rain stopped. The people, however, did not mind that, for their big tank had enough water to last them for three months, and in that time they could grow their crops.

(*c*) A long, long time ago, there lived in a quiet spot a young man and his wife. They had one child, a little daughter, whom they both loved with all their hearts. I can not tell you their names, for they have been long since forgotten, but the name of the place where they lived was Benares in India. It happened once, while the little girl was still a baby, that the father was obliged to go to the great city, the capital of India upon some business. It was too far for the mother and her little baby to go; so he set out alone, after bidding them good-bye and promising to bring them home some pretty little present. The mother had never been farther from home than the next village, and she could not help being a little frightened at the thought of her husband taking such a long journey.

2. Enlarge the following sentence by the addition of nouns, adjectives, adverbs &c. :—

কুসুম শোভা পাইতেছে।

3. Fill up the ellipses in one of the following :—

(*a*) সায়ংকালে, জলধিতটের—নিরীক্ষণ করিতে করিতে—অপূর্ব্ব—পূর্ণ হয়।

(*b*) সময়—দিয়া চলিয়া—তাহা—জানিতে পারি না।

৪. Form one simple sentence by joining the following —

তিনি হিমালয় পর্ব্বতে আরোহণ করিলেন। তুষাররাশি সূর্য্যকিরণে

সমুজ্জল হইয়াছিল। তিনি তাহা নিরীক্ষণ করিলেন। উহাতে তাঁহা আনন্দ হইল।

5. Re-write the following, correcting all errors of style grammar, and orthography :—

সে মনোকষ্টে সন্ন্যাসী হইয়াছে। দুষ্ট বালকেরা পক্ষীশাবক ধরিয় যন্ত্রণা দেয়। তাঁহার কিছুমাত্র সৌজন্যতা নাই। কালীদাস অনেব কাব্য রচনা করিয়াছেন।

6. Re-write the following in plain Bengali, avoiding com pounds as far as possible :—

সীতা নিদ্রাভিভূতা হইলে, রঘুবংশাবতংস রামচন্দ্র পার্শ্বচরগণ সমভিব্যাহারে অত্যুচ্চ প্রাসাদশিখরে অধিরোহণ করিয়া আনন্দকোলাহল পরিপূর্ণ অযোধ্যা নগরীর শোভা সন্দর্শন করিতে লাগিলেন।

7. Narrate a folk-tale that you may have heard or read.

Or,

Write an Essay on any one of the following subjects :—

(*a*) Duty to parents.

(*b*) Our Emperor's visit to India.

(*c*) Your own village or town—its inhabitants, their education, material condition, its distinguished men, natural scenery and sanitations &c.

1914.

1. Translate into Bengali any two of the following passages :—

(*a*) We must take plenty of exercise. To make the body strong we must use it. The parts that are most used become the strongest, and those we use least will be the weakest. The arms of the blacksmith are very strong, because he uses them so much. Ours are weaker than his, because we use them so much less. The man who works regularly every day becomes strong, while the idleman becomes weak. The boy who works and plays in the open air grows strong and healthy, but the boy who sits indoors and does not take exercise grows up to be a weak and unhealthy man. It is

best to take our exercise in the open air and the sun-light. Games like foot-ball and cricket are good for boys. When no game can be played a brisk walk in the open air is quite as good. Brisk walking is one of the easiest and best exercises.

(b) An old man had many sons, who were always quarreling with each other. After trying in vain to make them live at peace together, he hit upon the following plan. He took a bundle of sticks, and asked his sons one after the other to break them. They tried with all their might, but in vain, for the sticks were closely and firmly bound together. The father next untied the bundle, and gave his sons the sticks to break singly, which they did very easily. Then he spoke to his sons in these words: 'Oh my sons, behold the power of unity. If you would but keep yourselves joined together by love to one another no enemy would be able to hurt you But when you are divided from each other by your quarrels, you are weak, and it is easy for your enemies to injure you.

(c) Many stories are told of the late Mr. Lee, sometime District Judge of Murshidabad. Once he was walking on foot to Kandi, a distance of nineteen miles from Murshidabad. He had not travelled very far when he saw an old woman groaning under the load of brinjals she was carrying. He took sogreat a pity on the old woman that he not only carried the load himself some distance for the woman, but gave her a four anna bit. The old woman was so much overwhelmed with Mr. Lee's kindness that she went away blessing him from the bottom of her heart, and praying to the Giver of all good for his long life and prosperity. This shows that Mr. Lee was a true Christian and possessed of a really good heart.

2. Correct the following :—

(a) তিনি প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে গৃহের চতুপার্শ্বস্থ পুষ্পোত্থানের মধ্যে পরিভ্রমন করেন। (b) বাজীকরের অদ্ভুত ক্রিয়া দেখিয়া ছাত্রগণেরা প্রফুল্লিত হইল। (c) তাঁহার কিত্রিম ক্রোধে অনেকে ভীত হইয়া সাষ্টঙ্গ পূর্ব্বক ক্ষমা প্রার্থণা করিল।

(b) Re-write the following in simple Bengali :—

"যেমন মন্ত্রদ্বারা আশীবিষকে নিবারণ করে, তদ্রূপ আমি সূচ্যগ্র

বাণদ্বারা ইহাদিগের নিরাকরণ করিতেছি।" এই কথা বলিয়া অর্জ্জুন শরাসন আকর্ষণ পূর্ব্বক গজেন্দ্রের ন্যায় রাজেন্দ্রদিগের সম্মুখীন হইয়া পর্ব্বতের ন্যায় দৃঢ়রূপে দণ্ডায়মান হইলেন। লোকান্তক যম যেমন ভীষণ দণ্ড গ্রহণ করেন, তদ্রূপ রিপুনিসূদন ভীম বৃক্ষশাখা গ্রহণ করিয়া অর্জ্জুনের সমীপে দণ্ডায়মান হইলেন। রোষদীপ্ত মহীপালেরাও ভীমার্জ্জুনের প্রতিহিংসাপরায়ণ হইয়া অস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইলেন।

4. Re-write the the following in chaste and elegant Bengali :—

যে দিন লিখিবার ঝোঁক চাপে সে দিন হঠাৎ এত ভাব মনের মধ্যে এসে পড়ে যে দিশাহারা হ'য়ে যেতে হয়। একসাথে কোকিল, পাপিয়া, হাঁস সকলগুলি ডাকৃতে আরম্ভ করে, আর বসন্ত, নিদাঘ, বর্ষা, শরৎ ছুটে এসে পড়ে। কতক বদি বা বলা হয়ত অনেক প'ড়ে থাকে। একটা একটুখানি মানুষের মন পেরে উঠ্‌বে কেন?

5. Combine the following detached sentences into one or more simple sentences :—

বঙ্গদেশে কোন এক গ্রাম ছিল। তথায় এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন। তজ্জন্য তিনি যতকাল জীবিত ছিলেন, ততকাল দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলেন। অনন্তর তিনি মৃত্যুকালে স্বীয় পুত্রকে আহ্বান করিলেন। তাহাকে যে সকল কথা বলিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

6. Write an Essay on one of the following subjects :—

(*a*) Health is wealth.

(*b*) The chief domestic animals of Bengal.

(*c*) The six seasons—their duration and characteristic features—their effect on human health, trade and external nature—their amusements and festivities.

1915.

1. Translate any two of the following passages into Bengali :—

(*a*) In order to keep our bodies strong and healthy, we should take regular exercise. Foot-ball, cricket, running,

jumping, walking are all most useful for keeping us in good health. And when we enjoy a game, we get pleasure as well as health from it. So we should all take part in the games that are played at school; for it is as much our duty to keep our bodies strong and well as it is to fill our minds with knowledge. If our bodies are weak and sickly, our minds too, are likely to be feeble and unhealthy. A good brain should have a healthy body to live in.

(*b*) Once upon a time there lived a king named Nala. One day, as he was walking in the beautiful gardens of his palace, he saw a number of golden-winged geese feeding near a pond, and he was so pleased with their appearance that he determined to go out and catch one. So out he went and by good luck, managed to catch one. But what was his astonishment, when the goose addressed him in human speech, and said, 'Oh king Nala, let me go.'

'Why should I let you go?' said the king.

'If you will let me go, I will carry news of you to the beautiful princess Damayanti, and persuade her to take you for her husband.'

(*c*) A farmer had an ass that had been a faithful servant to him for many years, but was now growing old, and becoming every day more and more unfit for hard work. His master grew tired of keeping him, and began to think of putting an end to him; but the ass, who saw that some mischief was going to happen, quietly took himself off. He did not quite know where to go or what to do; but he thought himself, 'If I go to the great city, I may find people who are fond of music, and I may earn a good living there by singing.' So off he set along the high road.

2. Re-write the following, correcting all orthographical errors :—

যে ব্যাক্তি প্রথীবিতে জন্ম গ্রহণ করিয়া দীন দুখির প্রতি করুনা প্রদর্শন করিতে শিখে নাই, তাহার মানব জীবন ব্যর্থ হইয়াছে সন্দেহ নাই। যিনি পিরামিডের ন্যায় সুবিশাল কির্ত্তিস্তম্ভ স্থাপন করিয়াছেন, তদাপেক্ষাও যিনি একটি দরিদ্রের দুখভার হ্রাস করিয়াছেন, একটি সোকসন্তপ্তকে সান্তনা দিয়াছেন তিনি দয়াময় ইশ্বরের প্রিয়তর।

3. Re-write the following in your own simple Bengali :-

যখন স্নিগ্ধ গগনাবলম্বী নীরদমালা দৃষ্টিগোচর হইয়াছে, তখন (রামচন্দ্র, আমার স্মৃতিপটে তোমারই নয়নাভিরাম প্রশান্ত মূর্ত্তি সমুদি হইয়াছে। তোমার বিরহে ভরত বিনিদ্র ও ভোগবিলাস বর্জ্জিত তাহার সুশ্যাম বর্ণের স্নিগ্ধোজ্জ্বল শ্রী আর নাই, সে শোকমুহ্যমান, কৃ ও কঙ্কালসার। সে তোমার পাদুকাদ্বয় মণিবিমণ্ডিত স্বর্ণসিংহাসে প্রতিষ্ঠিত করিয়া স্বীয় গঙ্গাজল-পবিত্র অবিরল অশ্রুধারায় তাহার অভিষে করিয়া থাকে ; এই অশ্রুধারা দ্বারাই পাদুকাদ্বয়ের পূজা হইয়া থাকে অন্য কোন পূজোপকরণের প্রয়োজন হয় না।

4. Turn the following into passive voice :—

(*a*) জনৈক তস্কর তাহার পুস্তকখানি অপহরণ করিয়াছে।

(*b*) শার্দ্দূল তাহার গৃহপালিত মেষটী ভক্ষণ করিয়াছে।

(*c*) এই কার্য্য তিনি সম্পাদন করেন নাই।

(*d*) প্রধান শিক্ষক মহাশয় আজ ছাত্রদিগকে পারিতোষিক বিতর করিবেন।

5. Turn the following into indirect form of speech :—

রাম শ্যামকে বলিল "তুমি কি নদীর ধারে বেড়াইতে যাবে বলিয় আসিয়াছ ? তুমি রুগ্ন, এখনও অতি দুর্ব্বল, নদীর ধারে এই সন্ধ্যাকালে বেড়াইলে ঠাণ্ডা লাগিয়া তোমার অসুখ বাড়িবে। আজ বাড়ী ফিরিয়া যাও।"

6. Write a letter to one of your friends describing a country festivity in which you may have taken part.

Or,

An Essay on either of the following subjects :—

(*a*) The advantages and disadvantages of city-life.

(*b*) Duty to parents :—their great sacrifices and pains—the ways by which a child may repay their kindness and affection—obedience, respect, and a sincere wish to mitigate their sufferings.

1916.

1. Translate any two, but not more than two of the following passages into Bengali :—

(a) Now it was the custom for patients or their friends to provide the herbs which the doctors required, so that she asked what herbs he would want. 'I want some mustard seed,' he said ; and when the poor girl eagerly promised to bring some of so common a drug, he added : 'You must get it from some house where no son or husband or parent has died.' 'Very good,' she said, and went to ask for it, still carrying her dead child with her. The people said : 'Here is mustard seed, take it.' But when she asked, 'Has any son or husband or parent died in your house ?' They answered, 'Lady ! what is this that thou sayest ; the living are few, but the dead are many.'

(b) William Tell was instantly seized and taken before the Governor, who determined to take a cruel revenge. Turning to the captive he said : 'I have heard that you are a famous archer. You can now prove your skill.' Placing an apple upon the head of Tell's little son, he ordered the father to shoot the apple from his son's head. Tell turned pale with fear, but he had himself called out : 'Shoot, father ! I am not afraid, for I know you will not miss.' The child's brave words gave Tell confidence. He took two arrows, and fitted one to his bow. While those around stood silent and anxious he carefully raised his bow, shot, and the arrow flying straight and true to its mark, cut the apple in two.

(c) Gautama was the only son of Suddhodana, king of Kapilavastu. This king ruled over the Sakya people, about 100 miles north of Benares, and within sight of the snow-topped Himalayas. He wished to see his son grow up into a warrior like himself. But the young prince shunned the sports of his playmates, and spent his time alone in nooks of the palace-garden. When he reached manhood, however, he showed himself brave and skilful with his weapons. He won his wife by a contest at arms over all rival chiefs. For a time he forgot the religious thoughts of his boyhood in the enjoyment of this world.

2. Illustrate by short sentences the use of words which bear the opposite meaning to the following :—

(*a*) ভিতর ; (*b*) সম্পৎ ; (*c*) স্থূল ; (*d*) লঘু ; (*e*) পাপ।

3. Re-write the following correcting errors if any :—

(*a*) যদিও বিপুল অর্থলাভ হইল, কিন্তু বুদ্ধির গুণে তাহা কোন কাজে লাগিল না।

(*b*) অর্থের অনাটন বসতঃ এবার লোকে অত্যান্ত কষ্ট পাইতেছে।

(*c*) যাহারা পরিশ্রম করিতে সক্ষম, তাহাদিগকে ভিক্ষা দিলে আলস্ততার প্রশ্রয় দেওয়া হয়।

(*d*) তিনি বহু কষ্টে এবার আরোগ্য হইয়াছেন।

4. Fill up the ellipses in the following :—

এমন এক—ছিল—চণ্ডালও—আসিলে গৃহস্থ—দেবতার—ভক্তি করিত।

5. Express in one compound word the ideas contained in each of the following :—

(*a*) কোন্‌টা দিক্ কোন্‌টা বিদিক্ এ জ্ঞান যাহার নাই।

(*b*) যাহার পুত্র হয় নাই।

(*c*) যাহা পূর্ব্বে ভস্ম ছিল না কিন্তু এখন ভস্মে পরিণত হইয়াছে।

6 Write an Essay on any of the following subjects :—

(*a*) Rainy season in your part of the country.

(*b*) The value of perseverance.

(*c*) The chief religious festival of your community—Early history, Time, Preparation, Rites, Amusements, Social effects &c.

1917.

1. Translate *any two of* the following passages into Bengali :—

(*a*) There was once a poor man who went every day to cut wood in the forest. One day as he went along he heard a cry like a little child's ; so he followed the sound till he at last looked up a high tree, and on one of the branches sat a very little girl. Its mother had fallen asleep and a vulture

had taken it out of her lap and flown away with it and left it on the tree. Then the wood-cutter climbed up, took the little child down, and said to himself, "I will take the poor child home and bring it up with my son."

(*b*) The king of a country a long way off, had three sons. He liked one as well as another, and did not know which to leave his kingdom to after his death So when he was dying he called them all to him, and said, "Dear children, the laziest one of the three shall be king after me." "Then," said the eldest, "the kingdom is mine ; for I am so lazy that when I lie down to sleep, if anything were to fall to my eyes so that I could not shut my eyes, I shall still go on sleeping."

(*c*) The second said, "Father, the kingdom belongs to me ; for I am so lazy that when I sit by the fire to warm myself, I would sooner have my toes burnt than take the trouble to draw my legs back." The third said, "Father, the kingdom is mine ; for I am so lazy, that if I am going to be hanged, with the rope round my neck, and somebody were to put a sharp knife into my hands to cut it, I had rather be hanged than raise my hand to do it."

2. Fill up the ellipses in the following :—

অসময়ে . বপন করিলে শস্য ভাল হয় না। ভাল ছেলেকে না দিলে তাহার পড়ার উৎসাহ হয় না। বিনয় মনুষ্যের স্বরূপ। অভাবে লোকের নষ্ট হয়। ক্রোধ মনুষ্যের প্রধান । পলাশ ফুল দেখিতে কিন্তু না থাকাতে কেহ তাহার করে না।

3. Substitute a single word for *any two* of the following :—

(*a*) যাহার বিশেষরূপ খ্যাতি আছে। (*b*) যাহার ঋণ নাই। (*c*) যে বিদেশে থাকে না। (*d*) যাহার মমতা নাই।

4. Correct *all* errors in the following :—

তিনি দীর্ঘকাল ব্যাধিগ্রস্ত থাকিয়া এখন নিরোগী হইয়াছেন। তিনি তাহার ছেলেটিকে পড়াইবার জন্য বিশেষ শ্রম স্বীকার করিয়াছিলেন, কিন্তু সে শ্রম ফলবতী হয় নাই। আমি কদাপিও তাহার অসাক্ষাতে নিন্দা করি নাই। তিনি কোনরূপেই ধৈর্য্য হইয়া আমার কথা শুনিলেন না।

তাহার অকৃত কার্য্যের সংবাদ পাইয়া আমি বড়ই দুঃখ হইয়াছি, পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হওয়া অপেক্ষা লজ্জাকর কথা আর কি আছে ?

5. Write an essay on *any* of the following subjects :—

(*a*) Industry is the mother of good luck.

(*b*) Any story from the Ramayana or the Mahabharata, shewing examples of truthfulness, fortitude and devotion.

(*c*) The Saraswati Puja. (*d*) The Maharram. (*e*) The Christmas.

1918.

1. Translate *any two* of the following extracts into Bengali :—

(*a*) The wife of a rich man fell sick : and when she felt that her end was near, she called her only daughter to her bedside, and said, 'Always be a good girl and I will look down from heaven and watch over you'. Soon afterwards she shut her eyes and died, and was buried in the garden ; and the little girl went every day to her grave and wept, and was always good and kind to all about her. And the snow spread a beautiful white covering over the grave, but by the time the sun had melted it again, her father had married another wife.

(*b*) A merchant, who had three daughters, was setting out upon a journey ; but before he went he asked each daughter what gift he should bring for her. The eldest wished for pearls, the second for jewels ; but the third said, 'Dear father, bring me a rose'. Now it was no easy task to find a rose, it was the middle of winter ; yet as she was the fairest daughter, and was very fond of flowers, her father said he would try what he could do.

(*c*) 'Dear children, 'said a poor man to his four sons, 'I have nothing to give you ; you must go out into the world and try your luck. Begin by learning some trade, and see how you can get on'. So the four brothers took their walking-sticks in their hands and their little bundles on their shoulders, and, after bidding their father good-bye, went all out at the gate together. When they had got on some way they came to four crossways, each leading to a different country.

2. Re-write the following extract, correcting all errors :—

তাহার সংগে কথা বলিলেই বুঝিতে পারিবে, সে অতি পাপিষ্ট ; সে তাহার বৃধা পিতামাতার প্রতি যেরুপ ব্যাবহার করে তাহা অতি নিচ ; তাহার বন্ধুগণেরা তাহার প্রতি অনুযোগ দিয়া থাকে, কারণ সে তাহাদিগকে অশভাব করে ও কটু বাক্য বলে।

3. Fill up the ellipses in the following passage :—

সে যতই ক্রুদ্ধ হইতে লাগিল, আমি——তাহাকে মিষ্ট কথা——লাগিলাম। কিন্তু কিছুতেই——শান্ত করিতে পারিলাম না। বারংবার——করিয়াও যখন বিফল হইলাম, তখন আমিও রাগিয়া উঠিলাম। আশ্চর্য্যের——এই যে আমার রাগ দেখিয়া সে——পাইল, তাহার সুর নামিয়া গেল।

4. Form sentences to illustrate the use of নিবন্ধন, বাহুল্য, বিপরীত, and ঐকান্তিক, and also to show the difference in meaning between বীণা—বিনা and হৃত—রীতি.

5. *Either*, Write an essay on *any* of the following subjects :—

(*a*) The value of time.

(*b*) Honesty is the best policy.

Or, Give an account of a journey that you may have undertaken by boat, steamer, or railway.

1919.

1. Translate *any two* of the following into Bengali :—

(*a*) When the great Persian poet Firdausi began to write his famous *Shah Namah* in honour of Mahmud, the Sultan, the Sultan promised him a piece of gold for each line But when the poem was finished it was found to contain no less than sixty thousand verses, and the Sultan now offered Firdausi only sixty thousand pieces of silver. This the poet refused to take, and left the court. Afterwards the Sultan repenting sent the gold pieces. His messengers arrived too late. As they reached the poet's house they met his dead body carried out for burial.

(*b*) Mahmud was once lying waste a country far to th
west of Ghazni. His armies were cutting down the crop
burning the villages, and carrying away the cattle, so that
seemed as if very soon the whole country would become
desert. One of his ministers was a wise and pious man, a
he tried to think of some plan by which he might make th
Sultan have pity on the people. One day he told the Sulta
that in his childhood he had once done a kindness to a *pir* c
holy man, who in turn had taught him the language of bird

(*c*) An old man had three sons, who even when they wer
at school used to fight and quarrel with one another, an
when they grew up to be young men were never at peac
Their father, who was a careful and wise man, had worke
hard all his life, and added field to field till he had a very nic
little estate. Instead of helping him, the three boys spen
their time in fighting with one another. To such a pas
had matters come that even the servants ceased to do thei
work. The old man saw that the boys would be ruined i
they did not mend their ways.

2. Re-write the following in chaste and elegant Bengali :-

আমরা শব পোড়াইয়া যখন ফিরিলাম তখন প্রবল হাওয়ায় নাওখানি
খুব আন্দোলিত হইতেছিল ; নদীর ঢেউসমূহ প্রচণ্ড জোরে পারে আসিয়া
ঠেকিতেছিল, তাহার চোটে দূর ব্যাপী তট দেশ ভাঙ্গিয়া পড়িল ; সেই
সঙ্গে আমাদের নাও যে গাছে সংবদ্ধ ছিল তাহা শিকড় ছিঁড়িয়া জলগর্ভে
নিপতিত হইল।

3. Correct all spelling mistakes in the foltowing :—

আমি সেই মুহুর্ত্তে তাহার সাহায্যের প্রত্যাসা ছাড়িয়া দিলাম
যদ্যপি শিশুকাল হইতে আমি তাহার সমস্ত ব্যায়ভার বহণ করিয়াছি
তথাপি তাহার কথায় ক্রিতগ্যতার কোন চিহ্ন পাইলাম না। সে যে
আমার প্রত্যাপুকার করিবে তাহা আমার ভরষার অতিত। যাহা হউক
আমি তাহার ঈষ্ট ভিন্ন কিছু প্রার্থণা করি না।

4. Form sentences to illustrate the use of *any five* of th
following words, putting before each of them an appropriat
adjective :—

দুঃখ, উদ্যোগ, বুদ্ধি, জ্ঞান, যোগ্যতা, ব্যবহার, স্বভাব, ভক্তি, বিচার, অহঙ্কার।

5. Write an essay in Bengali on *any one* of the following subjects :—

(*a*) Your favourite books, stating reasons why you like them.

(*b*) Overcome evil with good.

(*c*) The first school in which you read—its teachers—mode of teaching—your class—friends—the books you read there, &c.

1920.

1. Translate any *two* of the following passages into Bengali :—

(*a*) Once upon a time there lived a king and queen who had no children ; and this they lamented very much. But one day as the queen walking by the side of the river, a little fish lifted its head out of the water and said, 'Your wish shall be fulfilled, and you shall soon have a daughter'. What the little fish had foretold soon came to pass ; and the queen had a little girl that was so very beautiful that the king could not cease looking on her for joy, and determined to hold a feast. So he invited not only his relations, friends, and neighbours, but also the fairies, that they might be kind and good to his little daughter.

(*b*) King Edward decided to be crowned on the 26th June, 1902, and a few days before that date everything was ready. The streets of London had been made to look gay. Everywhere flags and banners were to be seen. Never had London looked so bright, and never had people looked forward with greater pleasure to the crowning of their king. The king had come to London, when quite suddenly the sad news was heard that King Edward was ill and could not be crowned. The joy of the nation was turned into grief, and for many days people thought only of the king, and prayed that he might get better.

(*c*) [illegible] lived in a palace a long way from

the sea-shore was about to hold his marriage feast. He ser out invitations to a great many of his friends and relatioı and made great preparations. There was plenty of mea there were vegetables and fruits of every kind for the gre occasion; but no fish could be had, as the sea had been ver rough On the very morning of the feast, however, a pod fisherman came up to the palace with a very large fish There was great joy in the house, and the fisherman wa brought with the prize into the large room where the noble man sat.

2. Construct short sentences illustrating the use of any *five* of the following words :—

সামঞ্জস্য, পুঞ্জীভূত, দূরাগত, নিশ্রান্ত, কোপন, কূট, বিশ্ববিশ্রুত আনন্দস্বরূপ, উপকণ্ঠ, বঙ্কিম, and ক্ষণজন্মা।

3. Re-write the following, correcting all errors, and stating reasons for your corrections :—

মলয়ানিল সমীরনে বনকুসুম আন্দোলিত হইতেছিল; শাখার উপর পক্ষীর নীরগুলি সেই পবনে মৃদু মৃদু দুলিতেছিল। আমরা সামান্য পরিচ্ছেদ পরিয়া বেড়াইতে গিয়াছিলাম সুতরাং আমরা যে রাজপ্রসাদে বাস করি এবং রাজপরিবারের লোক, তাহা কেহই বুঝিতে পারে নাই। আমরা নিশিত কালে প্রচণ্ড জোৎস্নাময়ী প্রকৃতির শোভা নিরিক্ষন করিতাম এবং গৃহে ফিরিয়া দুগ্ধফেণ নিভ সজ্জায় শুইয়া কতইনা আহ্লাদিত হইতাম।

4. Write an essay in Bengali on any *one* of the following subjects :—

(*a*) Our domestic animals—horses, dogs, c[illegible], bulls, and cats.

(*b*) The village-sports of Bengal.

(*c*) Your early friends.

(*d*) One of the river trips or railway journeys you have made.